কবিবর ৺বিজয় গুপ্ত
প্রণীত

পদ্মপুরাণ

বা

মনসা মঙ্গল

শ্রীবসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য বি, এ,
(সঙ্কলনং)

সুধাংশু-সাহিত্য মন্দির
কলিকাতা

পদ্মাপুরাণ

বা

মনসামঙ্গল

কবিবর ৺বিজয় গুপ্ত প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীবসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য বি. এ.
সঙ্কলিত

শুধাংশু-সাহিত্য মন্দির
২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুধাংশু সাহিত্য মন্দিরের পক্ষে ২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা থেকে শ্রীহিমাংশু ভট্টাচার্য্য
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান :—

বাণী-নিকেতন
কলিকাতা : বরিশাল

বৈশাখ, ১৩৪২

তিন টাকা বার আনা

৪নং সিমলা ষ্ট্রীট, শৈলেন প্রেস হইতে শ্রীগোবিন্দপদ
ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ওঁ

ভূমিকা

মনসা দেবীর কৃপায় আজ আমরা কবিবর ৺বিজয় গুপ্ত প্রণীত **পদ্মাপুরাণ** বা **মনসামঙ্গল** প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। এই প্রাচীন গ্রন্থ পূর্ব্ববঙ্গের ঘরে ঘরে প্রায় রামায়ণ ও মহাভারতের মতই সাগ্রহে পঠিত হইয়া থাকে। মনসামঙ্গল বাংলা ভাষার একটি উৎকৃষ্ট সম্পদ্ এবং ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

মনসামঙ্গল অতি প্রাচীন গ্রন্থ; তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। তবে কোন্ সময়ে ঠিক কোন্ তারিখে ইহার রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল তাহা বলা বড় সহজ নহে। অনেক প্রাচীন গ্রন্থের ন্যায় ইহারও রচনাকাল সম্পর্কে প্রবল মতানৈক্য বর্ত্তমান। তথাপি ইহা সুনিশ্চিতরূপে বলা চলে যে ১৪০৭ হইতে ১৪১৬ শকের মধ্যে ইহা রচিত হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল।

সে আজ চারি শত বৎসরেরও পূর্ব্বেকার কথা। তখন বাংলা সাহিত্যের শৈশব কাল। তার শব্দসম্পত্তি তখন বেশী ছিল না কাজেই তার শক্তি-সামর্থ্যই বা কতটুকু ছিল। আমাদের কবি, সেই সময়ে বাংলা ভাষায় অতি সুললিত ছন্দে বেহুলার স্বামি-পরায়ণতা বা পাতিব্রত্য, চান্দর ধর্ম্মে একনিষ্ঠা এবং পুরুষকার, ও বাংলার অন্তঃপুরচারিণীদের যে রূপ দিয়াছিলেন তাহা বিস্ময়কর। বিজয় গুপ্তের পরবর্ত্তী অনেক কবি মনসামঙ্গল হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল মহাকাব্য এবং বিজয় গুপ্ত প্রাচীন বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম।

স্বপ্নে মনসাদেবী ভক্তকবিকে আদেশ করিতেছেন

"আজু নিশি অবসানে এড়িয়া বসন।
গীতছন্দে রচ কিছু আমার স্তবন॥"

এই স্তুতি বন্দনাই পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল,—৺বিজয় গুপ্তের পাঁচালী বা **রয়াণী গান** নামে পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র পরিচিত। শ্রাবণ মাসে ইহা অনেক পরিবারে নিয়মিত পঠিত হয় এবং আপদুদ্ধারের জন্য লোকে ইহার গান বা রয়াণী মানত করিয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীরমণীগণ আজও ভাবাবেগে অশ্রুসিক্ত চক্ষে রয়াণী শ্রবণ করেন।

গৈলা ফুল্লশ্রী গ্রামের অপর নাম মানসী বা মনসার অভীপ্সিত স্থান। ইহা কবি বিজয় গুপ্তের জন্মভূমি। এখানে একটি অতি প্রাচীন সরোবরের পূর্ব্বতীরে কবির মনসাবাড়ী অবস্থিত। দেবীর ঘট অতি প্রাচীন এবং বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। উহা কয়েক বার ঐ সরোবরে বা মনসাকুণ্ডে অন্তর্হিত হইয়াছিল। ঘটের পশ্চাদ্ভাগের পিত্তল নির্ম্মিত দেবীমূর্ত্তি

সম্পূর্ণ আধুনিক। পর্ব্বোপলক্ষে মনসাবাড়ীতে বহু লোকসমাগম হয়। ভক্তেরা দেশ দেশান্তর হইতে রোগশান্তি বা সন্তানকামনা করিয়া দেবীর অর্চ্চনা করিতে এখানে সমবেত হয়।

মনসামঙ্গল ও ইহার কবি বরিশালের অতি গৌরবের জিনিষ—আমরা মনসামঙ্গল বা কবির নাম করিতে শ্লাঘা অনুভব করিয়া থাকি। বাংলা সাহিত্যে কবির দান বড় সামান্য নহে। যতদিন বাংলা ভাষার গৌরব থাকিবে, ততদিন কবি নিঃসন্দেহে আদরে পূজিত হইবেন।

বহু প্রাচীন গ্রন্থের ন্যায় মনসামঙ্গল বহুকাল যাবৎ হস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। ৺প্যারীমোহন দাসগুপ্ত এই সকল পাণ্ডু-লিপি হইতে সংগ্রহ করিয়া পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশ করতঃ বাংলাভাষা-ভাষীদিগকে অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

স্থানীয় আদর্শ প্রেসের সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু সুকুমার চট্টোপাধ্যায় ও পরলোকগত শ্রদ্ধেয় বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু সুরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এক-একটী সংস্করণ প্রকাশ করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইঁহাদের চেষ্টায় মনসামঙ্গলের বহুলপ্রচার সম্ভব হইয়াছে।

আমাদের বর্ত্তমান সংস্করণে আমরা কয়েকখানি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। এই সকল পুস্তকের অনেক স্থলেই পাঠবৈষম্য নাই। প্রায় সর্ব্বত্রই একরূপ। অস্পষ্ট ও কীটদষ্ট স্থলে আমরা শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সুকুমার বাবুর প্রকাশিত পুস্তকদ্বয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। সুরেশ বাবু কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংস্করণের ৺শরচ্চন্দ্র সেন মহাশয়ের ভূমিকা ও প্রাচীন শব্দার্থগুলি অনেক অস্পষ্ট ও দুর্ব্বোধ্য স্থলে আলোকপাত করিয়াছে। আমরা এই দুই সংস্করণ হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য প্রকাশকদিগের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

অতঃপর আমরা আমাদের বন্ধু-বান্ধব ও পৃষ্ঠপোষকদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইঁহারা আমাদিগকে উৎসাহিত ও নানারূপে সাহায্য না করিলে ইহা কখনই সুসম্পন্ন হইত না।

এই সংস্করণটী যাহাতে নির্ভুল ও চিত্তাকর্ষক হয় তজ্জন্য আমাদের পক্ষে যত্ন চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই; তবে এ বিষয়ে আমরা কতদূর সাফল্যলাভ করিয়াছি তাহা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন।

বাণী-নিকেতন
বরিশাল

শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

শ্রীশ্রীমন্মনসা দেবী স্তোত্রম্

ওঁ নমঃ পদ্মাবত্যৈ

নমামি মনসাং দেবীং পদ্মপত্রনিবাসিনীং।
হংসারূঢাঞ্চ বরদাং সর্ব্বকামফলপ্রদাং॥
ভগবন্ দেবদেবেশ জগদ্গৌর্য্যাশ্চ পাবনং।
ভবতা কথিতঞ্চৈব স্তোত্রং সর্ব্বসুখপ্রদং॥
পদ্মাবতীং নমস্যামি পাতালতলবাসিনীং।
সর্পরূপাং সর্পাকারাং সর্পাভরণভূষিতাং॥
রক্তাম্বরধরাঞ্চৈব রাজমুকুটমণ্ডিতাং।
নমস্তস্যৈ জগদ্ধাত্র্যৈ জগদ্গৌর্য্যৈ নমোনমঃ॥
নমস্তে হরপুত্রি চ নমস্তে শিবপূজিতে।
নাগাধিপে নমস্তুভ্যং নমস্তে বিষহারিণি॥
ব্যাসেন কথিতঞ্চৈতৎ নারদেন মহাত্মনা।
অগস্ত্যেন চ কৌৎসেন বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা॥
ইদং স্তোত্রং মহাভাগ পঠেদ্বৈ মানবঃ সদা।
ভূর্জ্জপত্রে সমালিখ্য বাহৌ চ ধারয়েদ্বুধঃ॥
যশ্চ নিত্যং পঠেদ্দেবি তস্য ব্যাধি বিনাশনং।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নিত্যমায়ুরারোগ্যমাপ্নুয়াৎ॥
ভজতে সর্ব্বতোনিত্যং পুত্রবন্মোদতে সদা।
ন সর্পাদ্ভয়মাপ্নোতি বিজয়ঞ্চ পদে পদে॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ব্যাসজৈমিনিসংবাদে
পদ্মাবতীস্তোত্রং সমাপ্তং।

শ্রীশ্রীমনসাষ্টকম্

পুষ্পাঞ্জলিমাদায় প্রণমেৎ

মনসে বরদে মাতঃ রোগশোকবিনাশিকে।
প্রসীদ মম সর্ব্বেশে দেবি তুভ্যং নমোঽস্তুতে ॥ ১।
আপদার্ত্তিহরে দেবি ভক্তসম্পৎ প্রদায়িনি।
দারিদ্র্যং হর মে নিত্যং পূর্ণেন্দুসদৃশাননে ॥ ২।
পদ্মাবতী মহাভাগে পদ্মপত্রকৃতাসনে।
পদ্মাঞ্জলিধরে নিত্যং হর দুঃখং মমাঞ্জসা ॥ ৩।
সৌম্যাতিসৌম্যে সানন্দে সুভক্তানন্দকারিণি।
আয়ুর্মে বিজয়ং কীর্ত্তিং দেহি দেবি নমোঽস্তুতে ॥ ৪
আয়ুর্ধনানি মে পুত্রান্ যশোদারান্ মহাবলং।
ভগং ভাগ্যং মহাদেবি জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে ॥ ৫।
জরৎকারুমুনেঃ পত্নৈঃ ভগিন্যৈ বাসুকেরপি।
আস্তিকস্য মুনের্মাত্রে বিষহর্য্যৈ নমোঽস্তুতে ॥ ৬।
ফণিফণমুনিগণভূষিতে নমস্তে খরতরবিষধরকঙ্কণহস্তে
পঙ্কজনজননী জয়ধ্বনিহস্তে ভগবতী
বিষহরি দেবি নমস্তে ॥
এতৎ কৃতং ময়া দেবি পূজনং যত্তবাস্তিকে।
সাঙ্গং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎ প্রসাদাদহীশ্বরি ॥ ৮।

নমোগণেশায়

মনসামঙ্গল।

পদ্মাপুরাণ।

-:*:-

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥
দেব্যৈ নমঃ সরস্বত্যৈ নমঃ বেদব্যাসায় নমঃ।
নারায়ণায় নমঃ নরায় নমঃ নরোত্তমায় নমঃ॥
জরৎকারু মুনেঃ পত্নী ভগিনী বাসুকেরপি।
আস্তীকস্য মুনেমাতা মনসা দেবী নমোহস্তুতে।
মনসা দেব্যৈ নমঃ॥

মন্ত্রণা।

ওলা শুন আস্তের কাহিনী।
মুঁই হেন সেবকে তোমার শরণ লইলাম গো,
ঘটে লামি লও ফুল পানী॥
নেতা বলে বিষহরী, তেথা রহিয়া কিবা করি,
মর্ত্ত্য ভুবনে চল যাই।
মর্ত্ত্য ভুবনে যাইয়া, ছাগ মহিষ বলি খাইয়া,
সেবকেরে বর দিতে চাই॥
নেতারে সম্মতি করি, মর্ত্ত্যে নামে বিষহরি,
হাসে পদ্মা রচনা দেখিয়া।
ছোটে ধান্যের শরা, উপরে বিচিত্র ঝড়া,
সোনার ঘটে চন্দন দিয়া॥
কেহ কেহ ধূপ ধরে, কেহ কেহ স্তব করে,
ঘৃতের প্রদীপ সুললিত।
বিষাণের বাদ্য বাজে, হরিষে নর্ত্তকী নাচে,
সম্মুখে গাইনে গায় গীত॥
চারি চতুর্ব্বেদ পড়ে, নিশি জাগরণ করে,
পূজা হইলে ছাগ বলিদান।
কবি কহে বিজয় গুপ্ত, যে জানে পরম তত্ত্ব,
মনসা দেখিল বিদ্যমান॥

———

আসিলা মনসা দেবী গো না করি বিচার।
উনকোটি নাগে ধরে রথের পাটয়ার॥ (ধুয়া)
রত্নময় সিংহাসনে বসিলা বিষহরী।
বাম পাশে বসে নেতা রজক কুমারী॥
সোণার খাটে বসে দেবী রূপার খাটে পাও।
দণ্ডে দণ্ডে পড়ে শ্বেত চামরের বাও॥
হরষিতে পৃথিবীতে নামিল হর-সুতা।
আসন চাপিয়া বসে দেবী হরের দুহিতা॥
কালু মালু তাহারা সেবক দুই ভাই।
বাম পাশে পুষ্প যোগায় মালিনী গোরাই॥
ক্ষীর নদী হইতে উঠে গরলের ফেণা।
মুখ হইতে পড়ে বিষ যেন অগ্নিকণা॥
শ্রীহরি নারায়ণ ভাবিয়া এক চিতে।
মনসার চরণে গীত রচিল বিজয় গুপ্তে॥

দেব বন্দনা।

আসিলা মনসা দেবী গো। (ধুয়া)
বন্দিলাম বন্দিলাম মাগো যন্ত্রে দিয়া ঘা।
অবধান করগো জগৎ গৌরী মা॥
হংসবাহনে বন্দম দেবী পদ্মাবতী।
অষ্ট নাগ সহিত মা এস শীঘ্রগতি॥
দুই দিকে দুই হংস মধ্যে অজাগর।
নাগছত্র শোভিছে যার মাথার উপর॥
সোণার খাটে বৈস মাগো রূপার খাটে পাও।
দণ্ডে দণ্ডে দিব আমি শ্বেত চামরের বাও॥
যতক্ষণ যুড়িয়া তোমার গীত গাহি।
অন্য স্থানে যাও যদি শিবের দোহাই॥
বালক দেখিয়া যেন সুখী পিতা মাতা।
তেন মতে প্রসন্ন হইয়া শুন মোর কথা॥
অধম বালক আমি অধমের সীমা।
তবে যদি দয়া কর তোমার মহিমা॥

বন্দিলাম বন্দিলাম মাগো যন্ত্রে দিয়া ঘা।
স্বর্গ ছাড়ি ওলা ওগো জগৎ গৌরী মা॥
জরৎকারু মুনি বন্দম মুনি পুরন্দর।
বলদ বাহনে বন্দম দেব মহেশ্বর॥
আস্তীক নামে মুনি বন্দম পদ্মার তনয়।
ব্যাস বশিষ্ঠ বন্দম সানন্দ হৃদয়॥
স্বর্গের রাজা ইন্দ্র বন্দম শচী যার জায়া।
বারাহী চামুণ্ডা বন্দম দেবী মহামায়া॥
হংসরথ বাহনে ব্রহ্মা কমললোচন।
গরুড় বাহনে বন্দম বিষ্ণুর চরণ॥
মকর বাহনে বন্দম গঙ্গা ভাগীরথী।
সিংহবাহনে বন্দম দেবী ভগবতী॥
মূষিক বাহনে বন্দম দেব গণপতি।
ভক্তি পুরঃসর বন্দম দেবী পদ্মাবতী॥
সপ্ত ঘোড়া রথি বন্দম দেব দিবাকর।
মনুষ্য বাহনে বন্দম ধনের ঈশ্বর॥
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দম দেবী দুইজন।
হরিণ বাহনে বন্দম দেবতা পবন॥
সরস্বতী দেবী বন্দম বচন দেবতা।
যাহার প্রসাদে গাই সরস কবিতা॥
এস মাগো সরস্বতী জিহ্বাগ্রেতে তুমি।
তাল যন্ত্র তোমার ঠাঁই উপলক্ষ আমি॥
যন্ত্র যদি প'ড়ে থাকে লক্ষজনার মাঝে।
যন্ত্রিক না হ'লে যন্ত্র কেমন করে বাজে॥
আমি বটি যন্ত্র মাগো যন্ত্রী বট তুমি।
যা বলে বাজাও যন্ত্র তা বলিব আমি॥
জনক জননী বন্দম শিরের ভূষণ।
যাঁহার প্রসাদে দেখি এ তিন ভুবন॥
তাল যন্ত্রে বন্দি আর মন্দিরার ঘা।
কশ্যপ কদ্রু বন্দি নাগের বাপ মা॥
সকল বন্দিলাম ভাই কি বন্দিব শেষ।
শিরে বন্দম গুরু যে করেছে উপদেশ॥

গুরুর চরণ ভাবি যেই নরে গায়।
সরস্বতী মাতা তার পয়ার যোগায়॥
একে একে বন্দিলাম যত দেবগণ।
ময়ুর বাহনে বন্দম দেব ষড়ানন॥
পুবে বন্দিয়া গাই দেব দিবাকর।
পশ্চিমে বন্দিয়া গাই দেব শশধর॥
হিমালয় পর্ব্বত মাগো বন্দিলাম উত্তরে।
যবদ্বীপ বেড়িয়াছে লবন সাগরে॥
চারিদিকে বন্দিলাম মাগো কি বন্দিব আর
অধম দেখিয়া দয়া কর একবার॥
গাইন বন্দম বাইন বন্দম সঙ্গের পঞ্চ ভাই।
ঘটে অধিষ্ঠান কর বিষহরা আই॥
ছাড়িলাম বন্দনা ভাই গীতে দেও মন।
স্বপ্ন অধ্যায় পালা বলি শুন সর্ব্বজন॥
রাম ভাব রাম চিন্ত রাম কর সার।
মনসার চরণ বিনা গতি নাহি আর॥
বৈদ্য বিজয় গুপ্তের মধুর ভারতী।
সর্ব্বক্ষণ রক্ষা যারে করেন পদ্মাবতী॥

স্বপ্নাধ্যায়।

শ্রাবণ মাসের রবিবারে মনসা পঞ্চমী।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি নিদ্রা যায় স্বামী॥
নিদ্রায় ব্যাকুল লোক না জাগে একজন
হেনকালে বিজয়গুপ্ত দেখিল স্বপন॥
গৌরবর্ণ শরীর এক ব্রাহ্মণের নারী।
রত্নময় অলঙ্কার দিব্য বস্ত্রধারী॥
তপ্ত কাঞ্চন যেন শরীরের জ্যোতি।
ইন্দ্রের শচী কিম্বা মদনের রতি॥
চাঁচর মাথার কেশ জিনিয়া চামর।
সর্ব্বাঙ্গেতে বেড়িয়াছে সর্প অজাগর॥
নাগরথ এড়িয়া দেবী বসিলা হেমঘটে।
উঠ উঠ পুত্র বলি হাত দিলা পিঠে॥
গা তোল আরে পুত্র কত নিদ্রা যাও।
শিয়রে মনসা তোমার চক্ষু মেলি চাও॥
মনে ভয় না করিও দেখিয়া নাগ জাতি।
মহাদেবের কন্যা আমি নাম পদ্মাবতী॥
মোর পায় ভক্ত তুমি সেবক প্রধান।
স্বপ্ন উপদেশ বলি না করিও আন॥
আজ্‌ নিশি অবসানে এড়িয়া বসন।
গীত ছন্দে রচ কিছু আমার স্তবন॥
মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানাহরি দত্ত॥
হরি দত্তের যত গীত লুপ্ত পাইল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছে লাফ ফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোরে উপজে বেতাল॥
মোর বরে পুত্র তুমি হও সাবহিত।
নানা ছন্দে নানা রাগে রচ মোর গীত॥
মনে কিছু না ভাবিও মুই দিলাম বর।
না বুঝিয়া বল্ল যদি হবে মিত্রাক্ষর॥
শিকলির মধ্যে গাইও পয়ার লাচারী।
গীতের আগে রচিও গোসাঞির পুষ্পবাড়ী॥
পুষ্পবনে জন্ম আমার পৃথিবীর অধঃ।
বাপের সনে পরিচয়ে সৎ মায়েব বধ॥
চণ্ডীর চৈতন্য গীত রচিও সম্বেদ।
আমার বিবাহের পর স্বামীর বিচ্ছেদ॥
অষ্ট নাগের জন্ম গাইও ক্ষীরোদ মথন।
বিষ খাইয়া মহাদেব হল অচেতন॥
মোর দুঃখের কথা শুনি না পাইও হুতাশ।
সৎ মায়ের বাক্যে বাপে দিল বনবাস।

বাপের বিচ্ছেদে মোর প্রাণ দহে শোকে।
যেন মতে পৃথিবীতে পূজিল নরলোকে॥
মোর পূজা করি লোকে পাইল নানা ধন।
যেন মতে বিড়ম্বিলাম হোসেন হাসান॥
চান্দর সনে বাদ মোর ছিল জান রীত।
ভাল করিয়া রচিও বাপু সেই সব গীত॥
মূল তত্ত্ব বলি আমি শুন দিয়া মন।
চান্দর সনে বাদ মোর করিও রচন॥
প্রথম বাদে কাটিলাম চান্দর গুয়াবাড়ী।
ধন্বন্তরি ওঝা বধি শঙ্কর গাড়রী॥
মহাজ্ঞান হরিলাম চান্দর বধিলাম ছয় পো।
ঝালুয়ার মণ্ডপে সোনেকা লুকাইয়া পূজে মে
পুত্রবর দিয়া তারে পাঠাইলাম ঘরে।
ধনে জনে চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবাইলাম সাগরে॥
অনিরুদ্ধ উষা হরণ যমের সঙ্গে রণ।
যেন মতে লজ্জা পাইল রবির নন্দন॥
লখাই বেহুলার জন্ম বিয়া লোহার ঘরে বাস
যেন মতে কালিনাগে প্রাণ করিল নাশ॥
সাহস করিয়া বেহুলা সাধিল সকল।
যেন মতে চান্দ মোরে দিল ফুল জল॥
যেন মতে দিব্য রথ পাঠাইল দেবে।
স্বর্গপুরে চান্দ বানিয়া গেল সবান্ধবে॥
কহিলাম সকল কথা যে জানি বৃত্তান্ত।
গীত নহে জানিও এ মনসার মন্ত্র॥
যথা গীত শুনি আমি তোমার রচিত।
সত্য করি কহি তথা যাইব নিশ্চিত॥
মোর গীত শুনি যার হৃদয় কৌতুক।
মোর বরে হবে তার মহাধন সুখ।
অহঙ্কারে মোর গীত করে উপহাস।
মোর কোপে হবে তার সবংশে বিনাশ॥
যাহার ঘরে গায় গীত আমার স্তবন।
পাতিয়া বিচিত্র ঘট উত্তম আসন॥

জয় জয় হুলাহুলি দিয়া বলিদান।
মোর বরে হবে তার সর্ব্বত্র কল্যাণ॥
অপুত্রার পুত্র হবে নির্ধনের ধন।
রোগীর রোগ দূর হয় বন্দী বিমোচন॥
নারী যার ঘরে নাহি নারী হয় ঘরে।
মনের অভিষ্ট সিদ্ধ হয় মোর বরে॥
হেন মতে স্বপ্ন কথা কহিয়া উপদেশ।
নাগরথে চড়ি গেলা আপনার দেশ॥
স্বপ্ন দেখিয়া বিজয় গুপ্তের দূরে গেল নিন্দ।
হরি হরি নারায়ণ স্মরয়ে গোবিন্দ॥
প্রভাত সময়ে প্রকাশ দশদিশা।
স্নান করি বিজয় গুপ্ত পূজিল মনসা॥
হরি নারায়ণ ভাবি নির্ম্মল করে চিত।
রচিতে আরম্ভ করে মনসার গীত॥
যেন মতে পদ্মাবতী করিলা সন্নিধান।
তেন মতে করে বিজয় গীতের নির্ম্মাণ॥
ঋতুশূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন সাহা নৃপতি তিলক॥
সংগ্রামে অর্জ্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী॥
রাজার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে নিত।
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তকসিম॥
পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূবে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুলশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর॥
চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল॥
কায়স্থজাতি বসে তথা লিখনের সুর।
অন্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর॥
স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুলশ্রী গ্রামে বসতি বিজয়॥
গাইন হইয়া তাল ধরে জন্মে নানা জাতি।
বিজয় গুপ্ত বলে ভাই গীতে দাও মতি॥

যোড়হাতে সবাকারে করি পরিহার।
গীতের যতেক দোষ ক্ষমিবা আমার ॥
স্বভাবে পাঁচালী গীত নানা দোষময়।
না লবে গীতের দোষ পণ্ডিত যেবা হয় ॥
বিজয় গুপ্ত বলে গাইন হও সাবহিত।
পয়ার এড়িয়া বল লাচারীর গীত ॥
বিজয় গুপ্ত রচে পুথি মনসার বর।
স্বপ্নাধ্যায় পালা গাই এখানে সোসর ॥

পুষ্পবাড়ী।

হরি ভজিবার সময় বহিয়া যায়। (ধুয়া)

পূর্ব্বে বারানসী রাজা ছিল দিবোদাস।
তাঁরে ঘুচাইয়া শিব তথায় করে বাস ॥
পৃথিবী দুর্লভ স্থান সেই কাশীপুর।
তথায় বসতি করেন সৃষ্টির ঠাকুর ॥
ভূমি অন্তরীক্ষ পুরী যক্ষগণে রাখে।
দেবগণ লইয়া শিব নিত্য তথা থাকে ॥
মানুষের কিবা কথা দেবে বলে ভাল।
গৌরী লইয়া শিব বঞ্চে চিরকাল ॥
কাশীর যতেক গুণ গাইতে নাহি অন্ত।
হেন কালে ঋতুরাজ আসিল বসন্ত ॥
দুর্লভ বসন্ত ঋতু পরম সুন্দর।
বিকসিত নানা পুষ্প গন্ধে মনোহর ॥
মলয়া শীতল বায়ু বহে মন্দ মন্দ।
ভ্রমরা ঝঙ্কার করে পিয়ে মকরন্দ ॥
মধু লোভে ভ্রমরা গুঞ্জরে ঝাঁকে ঝাঁকে।
কুহু কুহু বলিয়া কোকিলা পাখী ডাকে ॥
কুহু কুহু বলিয়া কোকিলা গায় সারি।
চারিদিকে চাপিয়া মদনে করে ধারী ॥
পুষ্পিত সকল বৃক্ষ নির্ম্মল ফুল ফল।
কালের প্রভাবে লোকের বাড়ে কুতূহল ॥

একদিন আছেন শিব লইয়া দেবগণ।
হেন কালে আসিল তথা নারদ তপোধন ॥
নারদ দেখিয়া শিব হাসেন ঘনে ঘন।
গৌরব করিয়া দিল বসিতে আসন ॥
মহাদেব বলেন তুমি শুনহ বিশেষ।
কেমন শোভা দেখ মোর বারাণসী দেশ ॥
অবিরোধে ত্রিভুবন ভ্রম তপোধন।
বারাণসী হেন পুরী দেখ কোন স্থান ॥
হাসিয়া নারদ বলে শুনহ গোসাঞি।
বারাণসী হেন পুরী কোনখানে নাই ॥
ভুবন দুর্লভ স্থান তোমার পুরী কাশী।
ইন্দ্রের অমরা হইতে অধিক ভালবাসি ॥
তোমার প্রসাদে আমি ত্রিভুবন চরি।
কোনখানে নাহি দেখি কাশী হেন পুরী ॥
আর স্থান নহে কাশী তোমার আলয়।
মনে আছে এক কথা কহিতে বাসি ভয় ॥
সরযূর দক্ষিণ কূলে আছে রম্য স্থান।
চণ্ডিকা করিল তথা পুষ্পের নির্ম্মাণ ॥
নাহি মৃগ পাখী তথা মনুষ্যের গতি।
সেই পুষ্পবনে ফুল ফোটে নানা জাতি ॥
ভালস্থান করিল দেবী সরযূর কূল।
পারিজাত আদি করি আছে নানা ফুল ॥
রাত্রি কাল হইলে ডাকিনী লইয়া মিলি।
সেই পুষ্পবনে দেবী নিত্য করে কেলি ॥
আর নাহি দেখি স্থান আছে বহুদূর।
তেমন পুষ্প নাহি দেখি তোমার কাশীপুর ॥
নারদের কথা শুনি হাসিলা শূলপাণি।
চণ্ডিকা সৃজিল ফুল আমি নাহি জানি ॥
নিঃশব্দে কহেন কথা নারদের কানে।
কল্য তথা যাব আমি চণ্ডিকা না জানে ॥
দুইজনে গুপ্ত কথা কহিয়া কাণাকাণি।
চরণে পড়িয়া মুনি মাগিল মেলানি ॥

ত্রিভুবন বেড়ায় মুনি কোন্দলের আশে।
শিব সম্ভাষিয়া গেল চণ্ডিকার পাশে॥
ভূমিতে পড়িয়া মুনি বন্দিল চরণ।
আশীর্ব্বাদ করি বলে বস তপোধন॥
নারদ বলেন দেবী আসনে কার্য্য নাই।
মনে আছে এক কথা কহিব তোমার ঠাঁই॥
সরযুর দক্ষিন কূলে তোমার পুষ্পবন।
তোমা ভাণ্ডি কালি তথা যাবেন ত্রিলোচন॥
একেশ্বর যাবেন শিব স্ত্রী না নিবে মেলে।
না জানি কি দৈব ফলে শিব তথা গেলে॥
কহিলাম সকল কথা যে জানি সন্ধান।
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম যে হয় সম্বিধান॥
চণ্ডিকার তরে হেন কহিয়া কথন।
দিব্যরথে আকাশে চলিল তপোধন॥
নারদ যদি ঘরে গেল বেলা অবশেষ।
চণ্ডিকার আবাসে শিব করিলা প্রবেশ॥
সাত্ত-পাঁচ মনে ভাবে শান্ত নহে মতি।
প্রভুরে চঞ্চল দেখি জিজ্ঞাসে পার্ব্বতী॥
আজু কেন তোমার মন না বুঝি গোসাঞি।
মোর ঘর হইতে বুঝি যাবা অন্য ঠাঁই॥
কার্য্যের গৌরবে যদি যাও দৈব গতি।
যথা যাও তথা মুই যাইব সঙ্গতি॥
এতেক বলিয়া দেবী শুইলা কুতূহলে।
দৃঢ় মুষ্টি ধরিলেক শিবের আঁচলে॥
আঁচলে আঁচলে গ্রন্থি বান্ধিয়া নির্য্যাস।
হরিষ মনে শুইলা দেবী শিবের বাম পাশ॥
চণ্ডীকার কথায় শিবের মনে লাগে ব্যথা।
কপট প্রবন্ধে কিছু কহিতে লাগে কথা॥
কথার রসে দেবীর পাতিয়া গেল মন।
এক সিংহাসনে দোঁহে করেন শয়ন॥
চিত্তে সুখ নাহি গোসাঞি যাবে পুষ্পবাড়ী
মিছামিছি নিদ্রা যায় ঘনশ্বাস ছাড়ি॥

নিদ্রায় ভুলিল মন জানিল নিশ্চয়।
হরিষ মনে শুইয়া দেবী খণ্ডিল বিস্ময়॥
একেশ্বর যাবে দেবার শান্তি নাহি চিতে।
জাগিতে জাগিতে নিদ্রা আসিল আচম্বিতে
মাথা তুলিয়া শিব চাহে ঘনে ঘন।
নিশ্চয় জানিল দেবীর নিদ্রার লক্ষণ॥
নাসিকার শ্বাস দেবীর বহে ঘড় ঘড়।
চণ্ডীরে নিদ্রালী দিয়া বাহিরে গেলা হর॥
হাতছানে কহে কথা না করেন শব্দ।
নন্দীরে আদেশ করেন সাজারে বলদ।
শিবের আদেশ নন্দী মস্তকেতে বাঁধি।
আথে ব্যথে বৃষরথ সাজাইল নন্দী॥
ঐরাবত হাতী যেন বৃষের শরীর।
সুবর্ণের খুর দিল খুরের বাহির॥
পৃষ্ঠেতে বান্ধিল রম্য পাটের বসন।
গলায় বান্ধিল ঘণ্টা করে ঢন ঢন॥
বুকে পৃষ্ঠে চারি পাশে বান্ধিল ঘাঘর।
লেজে বান্ধিল দিব্য শ্বেত চামর॥
শ্রবণ নাড়াতে শুনি কিঙ্কিণীর রোল।
দুই শৃঙ্গে তুলিয়া দিল সুবর্ণের খোল॥
সুবর্ণে ঝিকিমিকি করে মুখখান।
দেখিয়া কৌতুক বড় বলদের ঠান॥
বলদ সাজাইয়া নন্দী চাহে এক দৃষ্টে।
লাফ দিয়া চড়ে শিব বলদের পৃষ্ঠে॥
চল চল বলিয়া ঠেলা দিল বাম পায়।
আকাশে উঠিয়া বৃষ বায়ু গতি ধায়॥
দেব অধিষ্ঠান বৃষ চলে দেবগণে।
শিবের মন বুঝিয়া বৃষ চলে পুষ্পবনে॥
অন্তরীক্ষে চলে বৃষ বায়ু উড়ে ধূল।
আঁখির নিমিষে গেল সরযুর কূল॥
সচকিত চারিদিকে চাহে শূলপানি।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে শিব খেয়ানী খেয়ানী॥

কালুয়া ডোমের নারী গৌরী নাম তার।
খেয়া নাও পাতিয়া শিবেরে করে পার॥
সাগর তরিয়া শিবের আনন্দিত মন।
বৃষ পৃষ্ঠে চড়ি গেলা যথা পুষ্প বন॥
পুষ্পবনে গিয়া দেখে দেব মহেশ্বর।
বিকশিত নানা পুষ্প গন্ধে মনোহর॥
মধুলোভে ভ্রমরা গুঞ্জরে ঝাঁকে ঝাঁকে।
কুহু কুহু করিয়া কোকিলা পাখী ডাকে॥
বিজয় গুপ্ত বলে গাইন হও সাবহিত।
পয়ার এড়িয়া বল লাচাড়ীর গীত॥

মনসার জন্ম।

দেখিয়া পুষ্পের বন, আনন্দিত ত্রিলোচন,
সুললিত গন্ধে মনোহর।
সরস বসন্ত কালে, বিকসিত ডালে ডালে,
মধুলোভে গুঞ্জরে ভ্রমর॥
চাপা নাগেশ্বর জাতি, লবঙ্গ মালতী যুথি,
কেওয়া কস্তুরী কুরুবক।
টগর মাধবী লতা, অশোক অপরাজিতা,
করবী যে বকুল তিলক॥
গুলাল মল্লিক ধাই, কুটজ কাঞ্চন জাই,
কস্তুরী ধুতুরা শতবর্গ।
তুলসী মালসী যত, তাহা বা কহিব কত,
জবাপুষ্প দিতে সূর্য্য অর্ঘ্য॥
বন মধ্যে মনোহর, অতি রম্য সরোবর,
সারি সারি ফুটিল কমল।
শ্যামলতা শ্রীফল, সেফালী কমল দল,
ভূমি চম্পা গন্ধে মনোহর।
মলয়া বসন্ত বায়, ভ্রমরা গুঞ্জরে গায়,
নানা পক্ষী করে কোলাহল॥
মধুলোভে মত্তকায়, কোকিলে পঞ্চম গায়,
ভ্রমরা ভ্রমরী যায় সঙ্গ।
কামে কৌতুকে মিলি, দুইপক্ষী করে কেলী,
তাহা দেখি ক্ষেপিল অনঙ্গ॥
পূর্ব্বে যাহারে করিলাম বধ, সেই বৈরী পাইল পথ,
মধুমাসে পাইয়া পুষ্পবন।
কে বুঝে দৈবের গতি, যে দেব সৃষ্টির পতি
হেন শিব পীড়িত মদন॥
কামে ব্যাকুল শিব, কাতর চঞ্চল জীব,
রতিরসে করে টলমল।
অতি কামে হইয়া ভোল, শ্রীফল বৃক্ষের দিল কোল,
আচম্বিতে খসিল মহারস॥
খসিল অক্ষয় ধন, চমকিত ত্রিলোচন,
বাম হস্তে ধরিল সন্ধানে।
চন্দ্র হাতে মনে করি, সঙ্গে না আনিলাম গৌরী,
এ অগ্নি ধরিবে কোন জনে॥
শঙ্কায় বিকল মন, নেহারে কমল বন,
চিন্তাতে হৃদয় অসুস্থ।
সম্ভ্রমে নামিয়া জলে, এড়িল কমল দলে,
সরোবরে পাখালিল হস্ত॥
পদ্মপত্রে অক্ষয় ধন, চমকিত ত্রিলোচন,
পাখিনী দেখিল দূরে থাকি।
তৃষ্ণায় হইয়া অন্ধ, না বুঝিয়া ভালমন্দ,
জল জ্ঞানে পিল চক্র পাখী॥
যেন মতে পিল জল, টুটি আগে বুদ্ধি বল,
সকল শরীরে অগ্নি জ্বলে।
অগ্নি সম বেগ পাইয়া, ফেলিলেক উগাড়িয়া,
আবার থুইল পদ্মদলে॥
পদ্মপত্রে হইয়া বন্দী, পাইয়া মৃণাল সন্ধি,
পাতালে নামিল মহারস।
পাইয়া পাতাল পুরী, জন্মিল নাগিনী নারী
দেবকন্যা দেখিতে রূপস॥
বার্ত্তা পাইয়া নাগরাজে, পাতালে বাজনা বাজে,
সম্ভ্রমে পূজিল নাগগণে।
যাহার যেই ব্যবহার, দিয়া বস্ত্র অলঙ্কার,
বাড়াইয়া থুইল পদ্মবনে॥

উপজিল বিষহরি, আনন্দিত সুরপুরী,
প্রসন্ন হইল বসুমতী।
বিজয় গুপ্ত কহে সার, মোর গতি নাহি আর,
দয়া কর দেবী পদ্মাবতী॥

পয়ার

দয়াময়ী মাগো (ধুয়া)

পাতালেতে মনসা জন্মিল শুভদিনে।
নারদ গিয়া জানাইল পিতামহ স্থানে॥
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা আনন্দিত মন।
ব্রহ্মা আসি করেন মায়ের নামকরণ॥
বিষমুখ দেখিয়া মায়ের নাম বিষহরী।
জগতের হিতকারী নাম জগৎ গৌরী॥
এতেক শুনিয়া নাগ আইল সত্বর।
আতুর লাছিযা নাগ বসিল মনোহর॥
মাতৃ মত করে দয়া নাহি শিশু ভেদ।
সুবর্ণের কাটারী দিয়া নারী করে ছেদ॥
পাতালেতে নাগগণ করে জয়ধ্বনি।
সাত দিনে নাগগণ করিল উঠানি॥
মাতৃ ব্যবহার নাগে পদ্মা লইয়া কোলে
স্নান করাইতে নিল ভাগীরথী জলে॥
ভগিনী দেখিয়া নাগ মনে মনে আশা।
বাছিয়া থুইল নাম জয় মনসা॥
উপজিল বিষহরী জগতের মাও।
দশদিক প্রসন্ন শীতল বহে বাও॥
দয়া কর পদ্মাবতী পূরিও মনের আশা
জোকার দেও আয়োগণ জন্মিল মনসা॥
অন্তরীক্ষে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
আকাশে ধুমধুমি বাজে বাদ্য ঘনে ঘন॥
মহাদেবের কন্যা হইল জগত হরিষ।
তখনে হইল কন্যা অষ্টম বরিষ॥
পুষ্পবনে পদ্মাবতী আছেন একেশ্বরী।
অযোনিসম্ভবা কন্যা পরম সুন্দরী॥
দেবকন্যা হইয়া পদ্মা না জানে আপনা
নাগিনীর লক্ষণ ধরে কেশ মধ্যে ফণা॥
বিজয় গুপ্ত বলে গাইন গুণমণি।
মনসা জন্মিলরে গাইনেরে দেও খুনি॥
বন মধ্যে একাকিনী আছেন পদ্মাবতী।
পুষ্প তুলিতে শিব গেলা দৈব গতি॥
বন মধ্যে একেশ্বরী সঙ্গে কেহ নাই।
অপরূপ কন্যা দেখি চিন্তিলা গোসাঞি॥
একদৃষ্টে চাহেন শিব চিন্তে মনে মনে।
কোথা হইতে দিব্য কন্যা আসিল পদ্মবনে॥
পৃথিবীতে নারী নাহি ইহার সমতুল।
ইন্দ্রের বিদ্যাধরী কি তুলিতে আইল ফুল॥
সকল নারদ মুনি কহিল গুপ্ত কথা।
পুষ্পবনে দিব কন্যা মিলাইলা বিধাতা॥
কন্যার রূপ যৌবন অদ্ভুত হেন বাসী।
করিব গন্ধর্ব্ব বিয়া লইয়া যাব কাশী॥
কাম ভাবে মহাদেব বলে অনুচিত।
লজ্জায় বিকল পদ্মা শুনিতে কুৎসিত॥
কাহার শক্তি বুঝিতে পারে দেবের পরিপাটি
সংসারের নাথ হইয়া পদে পদে ঘাটী॥
বিজয় গুপ্ত বলে গাইন হও সাবহিত।
পয়ার এড়িয়া বল লাচারীর গীত॥

মনসার পরিচয়।

লাচারী।

কহ কহ সুবদনি, সাচে তুমি কোন জনি,
পরম সুন্দর, প্রথম যৌবন,
বনে কেন একাকিনী।
ওগো এ বনে অসুর চরে, নারী নাহি তোমা পরে,
তোমার রূপে কেবা নহে ভোলে,
পাছে তোমায় বল করে॥

উদার চরিত্র বামা, তুমি সে না চিন আমা,
দেবের ঈশ্বর, দেব মহেশ্বর,
আমি যে সৃজিলাম তোমা।
কোন দেবতার ঝি ৷৷
তোমার দেব শরীরে নাগিনী লক্ষণ ইহার কারণ কি
দেখিয়া তোমার ঠান, কামে দহে মোর প্রাণ,
মদন অনলে প্রাণ দহিছে ইহার উপায় কি ?
তুমি অকুমারী সতী, অবশ্য চাহি তোমার পতি,
তুমি রূপবতী আমি গুণবান্
কি লয় তোমার মনে
বুঝিয়া কার্য্যের দশা, প্রণাম করি মনসা,
যোড়হস্তে বলে তুমি মোর বাপ

ভাল হইল মোরে পরিচয় দে। (ধুয়া)
কামভাবে মহাদেব বলে অনুচিত।
লজ্জায় বিকল পদ্মা শুনিতে কুৎসিত ॥
নাকে হাত দিয়া পদ্মা বলে রাম রাম।
শিবের চরণে পড়ি করিল প্রণাম ॥
পদ্মা বলে বাপ তুমি পরম কারণ।
না বুঝিয়া বল কেন কুৎসিত বচন ॥
দেবের দেবতা তুমি পূজে ত্রিজগতে।
সকল সংসার তুমি জান ভাল মতে ॥
আপনি সকল জান মুই বলব কি।
বাপ হইয়া না চেন আপনার ঝী ॥
চরণে ধরিয়া স্তুতি করে বার বার।
হেন ছার কার্য্য বাপ না বলিও আর ॥
বিজয় গুপ্ত বলে ভাই হও সাবহিত।
এইকালে বল ভাই নাচাবার গীত ॥
শিবের চরণ ধরি, স্তুতি করে বিষহরী,
কেন বাপ বল হেন বাণী।
তুমি বা না জান কি, আমিত তোমার ঝী,
তুমি আমার বাপ শূলপাণি ॥
দেবাসুর যক্ষ নর, আর যত চরাচর,
তোমা হইতে জন্মিল সংসার।
মুক্তি তোমার নামে, তুমিত মোহিত কামে,
নর পশু কিসে লাগে আর ॥
হেন কহে দেব আদি, তুমি যে সৃষ্টির পতি,
ত্রিদশ দেবতায় তোমা পূজে।
হেন কহে দেব সবে, যে জন তোমায় সেবে,
মরিলে সে মুক্তি পাভে, জিয়ন্তে পরম সুখ ভুঞ্জে ॥
যোগধ্যান মনে রাখ, আপনি ভাবিয়া দেখ,
কি ধন এড়িলা পুষ্পবনে।
নামিয়া পাতাল ভূমি, তাহাতে জন্মিলাম আমি,
মনসা নাম থুইল দেবগণে
হেন করি নমস্কার, কত পুষ্প তোল আর,
রৌদ্রে শরীর হইল ক্ষীণ।
পুষ্পে ভরিল সাজি, চল ঘরে যাই আজি,
মনে লয় আসিবা আরদিন ॥
শুনিয়া পদ্মার বাণী, লজ্জা পাইল শূলপাণি,
মুখে উত্তর না আইসে লাজে।
পদ্মবনে উৎপত্তি, নাম থুইল পদ্মাবতী,
মনসা নাম থুইল নাগরাজে ॥
বাপে ঝী পরিচয়, দেবগণ জয় জয়,
অন্তরীক্ষে পুষ্প বরিষণ।
পদ্মারে লইয়া কাঁধে, নাচে শিব ঘন পাকে,
বিজয় গুপ্তের মধুর বচন ॥
পুষ্পবনে মহাদেব ভ্রমে কুতূহল।
ফুটিল যতেক ফুল তুলিল সকল ॥
কত পুষ্পের আগা ভাঙ্গে মোচড়ে কলিকা।
দেখিয়া বিষাদ যেন ভাবেরে চণ্ডিকা ॥
একেশ্বর তোলে ফুল সঙ্গে নাহি চণ্ডী।
নানা পুষ্পে মহাদেব ভরিল করণ্ডী ॥
কত পুষ্পে সাজি ভরে কত পড়ে গায়।
শূন্য ঘরে চণ্ডী হেথা চৈতন্য পায় ॥
চৈতন্য পাইয়া দেখে ঘরে কেহ নাই।
আমা ভাণ্ডি পুষ্পবনে গেলেন গোসাঞি ॥
আঁচলে আঁচলে বান্ধি শুইলাম এক ঠাঁই।
তবুত রাখিতে নারিলাম পাগল শিবাই ॥

বন মধ্যে ফুটে ফুল মূল্য নহে কড়া।
তাহার লাগি ভাঁণ্ডে মোরে পাগল ভাঙ্গরা
বিজয় গুপ্ত বলে গাইন হও সাবহিত।
পয়ার এড়িয়া বল লাচারীর গীত॥

চণ্ডীর বিলাপ।

মুই আর বলিব কি, এত দুঃখে কেন বাঁচি,
এড়িয়া পলাইলা ত্রিলোচন।
চাপিয়া শুইলাম জটা, লোকে মোরে দিবে খোঁটা
আঁচলে আঁচলে দিলাম গাঁঠি॥
চাপিয়া থুইলাম হাতপাও, জাগিয়া না করে রাও,
গেল ভাঙ্গর নিদ্রালি দিয়া।
যে বলে পুরুষ ভাল, তার মুখে দিমু ছাব,
যাবার কালে না গেলে জাগাইয়া॥
বিজয় গুপ্ত বলে তায়, শুনরে বৃষভ রায়,
কান্দে দেবী চৈতন্য পাইয়া॥
ভাল ভাঁড়িলা শিব, পলাইয়া গেল দূর।
এবার লাগল পাইলে তোমার দর্প করিতাম চূর॥
আঁচলে আঁচল বান্ধি শুইলাম এক ঠাঁই।
তবুত রাখিলাতে নারিলাম পাগল শিবাই॥
কপট চরিত্র দেখি খলের সঙ্গে সঙ্গ।
যাবার কালে লাগাল পাইলে দেখিতাম তরঙ্গ॥
পাপ কপালের ফলে স্বামী পাইলাম ভাল।
ভাঙ্গ ধুতুরা খায় পরিধান বাঘের ছাল॥
প্রেত সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সইতে পারি॥
নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে পরাণে চমক লাগে।
চড়িয়া বেড়ায় দুষ্ট বলদ, তাহারে খাউক বাঘে॥
আগুন লাগুক কান্দের ঝুলি ত্রিশূল নিউক চোরে।
গলার সাপ গরুড়ে খাউক যেন ভাণ্ডিলা মোরে॥
ছিঁড়িয়া পড়ুক হাড়ের মালা পড়িয়া ভাঙ্গুক লাউ।
কপালের দ্বিতীয়ার চন্দ্র তারে গিলুক রাউ॥

আগল দিঘল বলিয়া দেবী মনে এড়ে কোপ।
মায়ারূপে ডোমনী বেশে বান্ধে পাটের খোপ॥
দুই হাতে পিত্তলের খাড়ু কানে মদন-কড়ি।
বায়ু বেগে সরয় গেলা সিংহ পৃষ্ঠে চড়ি॥
ঘাটে দাঁড়াইয়া বলে মুই করিব কি।
খেঁয়া ঘাটে দেবী রহিলা আকাশে গেল সিং॥
বিজয় গুপ্ত বলে দেবী জগতের মাও।
শিবের লাগাল পাবা যদি খেঁয়া ঘাটে যাও॥
ঘাটে দাঁড়াইয়া দেবী মনে মনে পাঁচে।
হাসিতে হাসিতে গেলা ডোমনীর কাছে॥
কপট করিয়া সাচা-মিছা কথা কই।
এক নাম জানিয়া তাহারে বলে সই॥
তোমার মত সই আমি বড় ভাগ্যে পাই।
আমার দুঃখের কথা তোমারে জানাই॥
চণ্ডী বলে সখি মোর দুঃখের নাহি ওর।
বৃদ্ধকালে স্বামী মোর পরনারী চোর॥
পরদার-কৌতুকে তাঁহার ঘরে নাহি মন।
বুড়াকালে অপযশ হাসে সর্ব্বজন
সহিতে না পারি গালি দিলাম বিস্তর।
কোপ করি প্রভু মোর ছাড়িল বাসর॥
দয়াশীলা সখি তুমি প্রাণের দোসর।
তুমি নি দেখেছ যাইতে প্রাণের ঈশ্বর॥
তোমার ঘাটে প্রভু কিবা হইয়াছে পার।
কোথা গেলে লাগল পাব কহ মোরে সার
বিজয় গুপ্ত বলে গাইন হও সাবহিত।
পয়ার এড়িয়া বল লাচারীর গীত॥

সই স্বরূপে কহিবা মোরে সাচে,
প্রভু নি দেখিছ খেঁয়া ঘাটে।
স্বামী মোর দুরাচার, পরদারে মতি তাঁর,
তেকারণে গালি দিলাম রোষে।
দারুণ মদনের তাপে, কোথা যেন গেল কোপে,
চাহিয়া বেড়ায় দেশে দেশে॥

ডোমনী বলে সখি, তোমার স্বামী নাহি দেখি,
জানিয়া জিজ্ঞাস কি কারণে
লাখে লাখে লোক যায়, পার হইয়া খেওয়া নায়,
হুড়াহুড়ি কেবা কারে চিনে ॥
সরযূর ঘাট যুড়ি, খেয়া দিতে হইলাম বুড়ি,
আজি বড় দেখিলাম কৌতুক।
এক বুড়া হইল পার, তিন নয়ন তাঁর,
দেখিতে সুন্দর পঞ্চমুখ ॥
কপালে চাঁদের ফোঁটা আকাশে পরশে জটা,
বাম কান্ধে লোহার ত্রিশূল।
বলদে চড়িয়া যায়, শিঙ্গা ডম্বুর বাজায়,
দুই কর্ণে ধুতুরার ফুল ॥
গলায় হাড়ের মালা, পিন্ধন বাঘের ছালা,
সকল শরীর ভস্মময়।
হৃদয়ে ফোঁপায় ফণী, তার শিরে জ্বলে মণি,
তাঁহাকে দেখিতে করে ভয় ॥
তপস্বীর বেশে চলে, নয়নে অনল জ্বলে,
লম্বা লম্বা করে গোপ দাড়ি।
দন্ত ভ্রূকুটী করে, নবগুণ তুলিয়া ধরে,
পার হ'য়া না দেয় খেয়ার কড়ি ॥
ডোমনারী যত কয়, চণ্ডিকার মনে লয়,
মনে ভাবে "ঐ মোর স্বামী"।
বলে সখী, "ভাল কহ, আজি তুমি ঘরে রহ,
নাও ল'য়া খেয়া দিব আমি ॥
চণ্ডীরে রাখিয়া নায়, ডোমনারী ঘরে যায়,
সানন্দে বিজয় গুপ্ত গায়।

মনে মনে ভাবে দেবী কি হবে উপায়।
দাঁড় বৈঠা লয়ে দেবী চলে খেয়া নায় ॥
নানা মায়া জানে দেবী জগত ঈশ্বরী।
কপটে হইলেন দেবী স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥
ক্ষণে ক্ষণে থাকে দেবী ক্ষণে মধ্যে যায়
পঞ্চস্বরে ডাকিয়া মধুর গীত গায় ॥
হেনমতে আছেন দেবী জগতের মাতা।
পুষ্পবনে মহাদেব শুনে এই কথা ॥
কোন্ কার্য্যে কপটে ভণ্ডিয়া আইলাম চণ্ডী।
ঘরে গেলে দিবে গালি দৈব নহে খণ্ডি
ভাল মন্দ না বুঝিয়া কোপেতে আগুলি
মোর কোপে চণ্ডিকা পদ্মারে দিবে গালি
বিরোধের আশে দেবী এক মনে আছে।
এখন না নিব পদ্মা চণ্ডিকার কাছে ॥
পদ্মার সঙ্গে বিবাদে কি জানি দৈব ঠেকে
লুকায়ে রাখিব পদ্মা চণ্ডিকা না দেখে ॥
আমারে ভৎর্সিয়া যদি কোপ দূর হয়।
তবে সৎমায় ঝী করাব পরিচয় ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া শিব স্থির করে মতি
পুষ্পের করণ্ডী মধ্যে থুইল পদ্মাবতী ॥
পুষ্প উপরে পুষ্প দিয়া চারিভিতে ॥
মধ্যে লুকাইয়া পদ্মা থুইল অলক্ষিতে

কোন্দলের সূত্র।

গোসাঞির পুষ্পের সাজী সাতা পাঁচা ঘর
তার মধ্যে রহিল পদ্মা পাইয়া স্বতন্তর ॥
অনেক পুষ্প দিয়া শিব ঢাকিল করণ্ডী।
হাতে সাজী লইয়া শিব বৃষ পৃষ্ঠে চড়ি ॥
বায়ু ভর করি বৃষ চলিয়া যায় ঝাঁটে।
আঁখির নিমিষে গেল সরযূর ঘাটে ॥
ঘাটে দাঁড়াইয়া শিব চারিভিতে চায়।
আচম্বিতে দিব্য কন্যা দেখে খেয়া নায় ॥
হাতসানে মহাদেব ডাকে বারে বার।
কড়ি লইয়া ডোমনী মোরে কর পার ॥
আইস আইস বলি শিব ডাকে ঘন ঘন।
কূলে দাঁড়াইয়া শিব রহিল তখন ॥
বিজয় গুপ্ত বলে গাইন হও সাবহিত।
পয়ার এড়িয়া বল লাচারীর গীত ॥

বড়াই করগো মিছা কাজে ধুয়া

ডোমনী আগ নারী আয় আয়।
উচিত কড়ি লইয়া পার কর খেঁয়া নায়॥
বন মধ্যে বেলা অবশেষ সঙ্গে কেহ নাই।
ডাকিলে বোলানে না দেও অভরসা পাই॥
কূলে আয় আয় বলি শিব ঘন ঘন ডাকে।
হাসিয়া বলে ডোমনারী "লাজ নাই তোর মুখে॥
বাবার কালে ভ্রুকুটী করি না দিছ খেয়ার কড়ি।
উফরী ফাঁকরী ডাক্ এখন কেন ছাড়ি॥"
চণ্ডী বলে, "দেও ঠাকুর খেয়ার চারি পণ কড়ি।
পরেতে পার হইয়া যাও দেব ত্রিপুরারি॥
গণিয়া বাছিয়া আগে খেয়ার কড়ি দে।
কড়ি না পাইলে তোরে পার করে কে॥"
ছন্দে বন্দে ডোমনী বলে শুনিয়া শিব হাসে।
"পার হইয়া না দেব কড়ি তোমার মনে বাসে।
হের দেখ কান্ধে ঝুলি সকল ধন আছে।
যেই ধন চাও সেই ধন দিব নাও আন কাছে॥'
ঝুলি নাড়ে চাড়ে শিব ঝুলিতে নাই কড়ি।
ক্রোধ করি ভাঙ্গ ধুতুরা খায় সের চারি॥
শিবের ভাব দেখিয়া চণ্ডী হাসিতে লাগিল।
মনের দুঃখেতে কিছু উপহাস করিল॥
"পারের কড়ি যদি তুমি নাহি দেও শিব।
ত্রিশূল শিঙ্গা সব বিত্ত কেড়ে তোমার নিব॥
শিঙ্গা কেটে শিব হে আমি গলায় হার দিব।
ত্রিশূল ভাঙ্গিয়া আমি লাঙ্গলের ফাল করিব॥
কটীধড়া নিয়া যাব হংস বান্ধিবার।
ডম্বুর দিয়া খেলিবে ছেলেরা আমার॥
ঝুলিতে ভরিয়া মম তুষ ঘষা রাখিব।
কমণ্ডলু নিয়া মম অম্বল ঢালিব॥"
ডোমনারী বলে "তোরে ধরিয়াছে রসে।
তুমি যাবে খেঁয়ার নায় বলদ থোবা কিসে॥
সমুদ্র উথলে ঢেউ দেখিতে ভয় লাগে।
বলদ এড়ি পার হও যদি বলদ নিবে বাঘে॥"
হাসিয়া বলেন শিব "শোন ডোমের ঝী।
নায় না ধরিবে বলদ তোমার হইবে কি॥
আমার বলদের গায় তুলা হেন ভার।
নায় না ধরে বলদ দিবেক সাঁতার॥"
"রহ রহ" বলি শিব নৌকায় দিল পাও।
"কোথাকার ভাঙ্গরা মোর ভাঙ্গে হোরানাও
ভাঙ্গ ধুতুরা আর নিম কালকূট।
হস্তে কবিয়া মহাদেব খাইল এক মুঠ॥
ভাঙ্গের খেয়ালে শিব ভোলা হয়ে যায়।
দাঁড় দিয়া জল দিল ডোমনীর গায়॥
"কেমন ডোম সে যে তোরে করেছে বিয়া।
সে ঘরেতে আছে তোমায় রৌদ্রে থুইয়া॥
আমার মনে লয় যদি তোমায় মনে রোচে।
তোমার সঙ্গে গৃহবাসে মনের দুঃখ ঘোচে॥
কার্ত্তিকের মাতা ঘরে আছে মহামায়া।
তাহা হইতে অধিক তোমারে করিব দয়া॥"
ডোমনী বলে "তুমি ব্রাহ্মণের বেটা।
ব্রাহ্মণ হইয়া ডোম হইবা কুলে রবে খোঁটা॥"
যোড়হস্তে ডোমনী বলে, "শুনহ বচন;
আপনা পাসর কেন দেব ত্রিলোচন॥
কাশী হেন তীর্থ যদি ছাড় জগন্নাথ।
দিব্য করি কহ গোসাঞি আমার সাক্ষাৎ॥"
হাসিয়া বলেন শিব "আমি দিব্য করি।
তোমারে ছাড়িয়া যদি যাই গুরুপত্নী হরি॥"
ভাল মন্দ জ্ঞান নাই বুদ্ধি হ'ল ক্ষে।
সদা বলে "ডোমনী মোরে আলিঙ্গন দে॥"
আয় আয় বলি শিব ডাকে বিপরীত।
বৈদ্য বিজয় গুপ্তের সরস রচিত॥
আমি ত ডোমের নারী, তুমি শিব অধিকারী,
আমারে না লজ্জিও তুমি সাচে॥

মোর স্বামী খরতর, শেষে উঠিয়া লড়,
সম্ভাবনা আছয়ে বলদ॥
আমাকে ভজিবে বল, দাঁড় বৈঠা নায় তোল,
তোমার স্বামী আমার প্রদীপ।
এ সময় যে চাও, বুঝিয়া যদি না পাও,
অভাবে বলদ বেচিয়া দিব"।
কপট করিয়া কহে বাণী, খেয়ানায় ডোমনারী,
শিব চণ্ডী করে নানা রঙ্গ।
পদ্মাবতী পরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
যাহারে সদয় নারায়ণ॥
সেবক উদ্ধারিণী। (ধুয়া)

কার্য্য বুঝিয়া দেবী চিন্তে মনে মনে।
মায়া পাতি ঘর লাইল সেই বনে
সাচা মিছা কথা কহি করে কাণাকাণি।
শিব লইয়া সেই ঘরে চলিল ডোমনী॥
নানা দ্রব্যে পরিপূর্ণ সেই গৃহ বাস।
হেনরূপে সজ্জা হৈল চণ্ডীর আবাস॥
মদনে মোহিত শিব নাচে কুতূহলে।
শূন্য ঘরে চণ্ডীরে ধরিতে চাহে বলে॥
ডোমনী বলে আমি রান্ধি তুমি খাও ভাত
তবে সে জানিব তুমি আমার প্রাণনাথ॥
আমার হাতে খাও ভাত না কর বিস্ময়।
জানিয়া করিবা কার্য্য হেন মনে লয়॥
ডোমনীর বোলে শিব চিন্তে মনে মন।
"খাইব তোমার হাতে করহ রন্ধন॥"
সন্ধান বুঝিয়া দেবী কার্য্যে দিল তাড়া।
মায়া-বলে চণ্ডিকা রন্ধন করে সারা॥
কদলীর পত্রে দেবী অন্ন দিল আনি।
ভোজন করিতে গিয়া বসে শূলপাণি॥
শিবের চরিত্রে চণ্ডী মনে মনে পাঁচে।
ভোজন করিয়া শিব কুতূহলে নাচে॥
সংসারের নাথ হইয়া ডোমের হাতে ভুঞ্জে
চরিত্র দেখিয়া দেবী মনে মনে গঞ্জে॥

ভাল মন্দ জ্ঞান নাই কামে অচেতন।
সম্পূর্ণ ভোজন করি করে আচমন॥
মুখে তাম্বুল দিয়া আর আঁখি হাসে।
হাসিতে হাসিতে গেল ডোমনীর পাশে
কোপে রাঙ্গা আঁখি যেন প্রভাতের রবি।
ডোমনীর মূর্ত্তি এড়িয়া তখনি হৈল দেবী॥
তাহা দেখি মহাদেব বড় লজ্জা পাইল।
সময় পাইয়া গৌরী কহিতে লাগিল॥
হাতে হাতে কচালে দেবী দন্ত কড়মড়।
অতি কোপে বলে কে যারে ভাঙ্গর॥
কোন্ দেব হইয়ারে যে সে বা খায় ভাঙ্গ।
কোন্ দেব হইয়ারে যে সে বা মস্তকে ধরে গাঙ্গ॥
কোন্ দেব হইয়ারে যে সে ভস্ম মাখে গায়।
কোন্ দেব হইয়ারে যে সে শ্মশানে বেড়ায়॥
ইহার লাগিয়া ভাণ্ডিয়া আসিলা পুষ্পবনে।
প্রাণে কেন আছ তুমি এ সব লক্ষণে॥
দেবের দেবতা তুমি কার্য্যে নাহি ভাস।
পরদার লোভে তুমি জাতি কর নাশ॥
মদন আনন্দে তোমার বুদ্ধি হৈল কে।
খাইলা ডোমের অন্ন তোরে ছোবে কে॥
কোপে গালি পাড়ে দেবী শিব নিঃশব্দ।
লাচারি পড়িল গাইন পয়ার বিচ্ছেদ॥
কিসের বেড়াও পাগল শিব তপস্বীর ছন্দে।
বারে বারে ভাণ্ডিয়া যাও এবার পড়িয়া ফান্দে॥
ভাঙ্গ ধুতুরা খাইয়া শিব শ্মশান ঘাটে নাচ।
বুড়াকালে ডোমনী পরিবার এছার কার্য্যে আছ॥
কার্য্যের গতিকে মুই ভজিলাম সাঁচা পাগল শিব।
ডোমনীর সঙ্গে জাতি দিলারে তাহা কহিয়া দিব॥
লোকের আগে ভাঙ্গিয়া কহিলে সকল বড়াই ঘাচে।
কোথায় শুনছ ডোমের অন্ন দেবের মুখে রোচে॥
ভূতের সঙ্গে শ্মশানে থাক মাথায় ধর নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সইতে পারি॥

বুড়া বয়সে অপযশ ঘরে নাহি ভাত।
আপনা পুষিতে নার ত্রিজগতের নাথ॥
তোমার চরিত্রে প্রাণ পোড়েকহিতেফুরানি নাই।
সাধ নাই আর গৃহবাসে হের আমি যাই॥
খল চরিত্রে সকল ভণ্ডুল কার্য্যে ঠেকিলে এবে॥
কহিয়া দিব সকল কথা শুনিয়া হাসিবে দেবে॥
আগল দিয়ল বলিয়া দেবী ঘরে যাইতে সাজে।
শুনিয়া কাতর হইল শিব রাও না আসে লাজে॥
সরস রচিল বিজয় গুপ্ত মধুর স্বরে কবি।
খেঁয়াঘাটে নাও থুইয়া আকাশে উঠে দেবী॥
নিজ ঘরে চলিয়া তখনে গেলা দেবী।
সরল মনে বিজয় গুপ্ত দেবীর পদে সেবি॥

সেই ভগবতী দেবী সবারে করে দয়া,
শঙ্কর ভৎসিয়া ঘরে গেলা দেবী মহামায়া। (ধুয়া)

চারিদিকে চাহে শিব ব্যাকুল হইয়া চিত।
হেন অপকর্ম্ম করিলাম চণ্ডির বিদিত॥
কোপে আগল দেবী পাছে নাহি দয়া।
দেবের সভায় এসব কথা দিবেক কহিয়া॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া শিব স্থির করি মন।
বলদ উপরে শিব চড়িল তখন॥
এক দৃষ্টে মহাদেব চাহে ঘন ঘন।
পৃষ্ঠেতেপুষ্পের সাজী চলিলা তখন॥
পরম কৌতুকে শিব রহিলা এক কাছে।
বৃষের গায় হাত দিয়া বলে আছে আছে॥
কান্ধের উত্তরী দিয়া গায় দিল বাও।
পদ্মারে জিজ্ঞাসা করে কি করি গো মাও॥
মনের হরিষে হাসে দেব চূড়ামনি।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে শিব খেয়ানী খেয়ানী॥
শিব দেখি ডোমনি করে নমস্কার।
খেঁয়া নাও পাতিয়া শিবেরে করে পার॥
পার হইয়া মহাদেব মনে মনে হাসি।
বৃষের পৃষ্ঠে চড়িয়া গেলেন বারাণসী॥
বিজয় গুপ্ত রচে পুঁথি মনসার বর।
পদ্মাবতীর জন্মপালা এখানে সোসর॥

বচাইর বাড়ীর পূজা।

আনন্দে চলিয়া যায় রে। (ধুয়া)

পার হয়ে মহাদেব আনন্দিত মন।
বৃষে চড়ি গেল শিব বচাইর ভবন॥
বচাইর ভবনে শিব পদ্মা গেল থুইয়া।
উভহাতে ফুলের সাজি এড়িল তুলিয়া॥
মণিকর্ণিকার ঘাটে গেলেন চলিয়া।
আনন্দে চলিয়া যান হরষিত হইয়া॥
মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করে হর।
হাল চষিয়া বচাই চলিয়া আইল ঘর॥
দুই প্রহরের কালে হাল ছাড়িয়া দিয়া।
শ্রমযুক্ত হইয়া মণ্ডপে বসে গিয়া॥
দেখিল ফুলের সাজী মণ্ডপে উঠিয়া।
মায়ের ঠাই বচাই জিজ্ঞাসা করে গিয়া॥
পুষ্প রাখি মহাদেব গিয়াছেন চলিয়া।
তিনি যে মণ্ডপের মধ্যে বসিলেন গিয়া॥
মহাদেবের কথা শুনি আনন্দিত মন।
চাল হইতে ফুলের সাজী নামাল তখন॥
নামাইয়া ফুলের সাজী ফেলিল ঢাকন।
পুষ্প মধ্যে দিব্য কন্যা দেখিল তখন॥
নাচিতে লাগিল বচাই হাতে তালি দিয়া।
মহাদেব জানে আমি নাহি করি বিয়া॥
পরমা সুন্দরী কন্যা দিয়াছেন আনিয়া।
বিবাহ করিব আমি সজ্জা কর গিয়া॥
পদ্মা বলে হরি হরি অদৃষ্টের ফল।
বাপে আনি থুইল, বচাই হ'ল বর॥
কি করিব কোথা যাব না দেখি নিস্তার।
আপনার বিক্রম বিনা না দেখি উদ্ধার॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবী মনে করে সার।
ততক্ষণে ধরিল আকৃতি আপনার ॥
অমৃত নয়ন দেবী রাখিল ঝাঁপিয়া।
বিষচক্ষে তাহারে দেখিল নিরখিয়া ॥
তখনি ঢলিয়া পড়ে বচাই হালিয়া।
মোর প্রাণ যায় মাগো দেখ না আসিয়া ॥
আসিল বচাইর মা আর যে সকলে।
তাড়াতাড়ি আসি তবে পুত্রে নিল কোলে ॥
দেখিল পুত্রের মুখে বাহিয়া গরল পড়ে।
বচাইর মা বলে কিবা হইল মোরে ॥
নাকে হাত দিয়া দেখে নাকে শ্বাস নাই।
কাঁদিয়া পড়িল ভূমে বলিয়া গোসাঞি ॥
কোথা হইতে মহাদেব আসিল চলিয়া।
না জানি দেবতা কোন মণ্ডপে গেল থুইয়া
বচাই হেন পুত্র মোর ফেলিল খাইয়া।
কান্দিতে লাগিল বুড়ী বিষাদ ভাবিয়া ॥
আহা রে দারুণ বিধি কেন হেন করিলা।
বচাই হেন পুত্র মোর কোন দোষে নিলা ॥
কাহার করিলাম চুরি সোনার পুতলি।
হেন বচাই পুত্র মোর কারে দিলাম ডালি ॥
হেন কালে আসিল তথায় মহেশ্বর।
বিষাদ ভাবিয়া বুড়ি কান্দিল বিস্তর ॥
মহাদেব বলে বুড়ি কান্দ কি লাগিয়া।
মরিছে তোমার পুত্র দিব জীয়াইয়া ॥
পদ্মার চরণে তুমি দেও পুষ্পজল।
জীয়াইব তব পুত্র সবের ভিতর ॥
হরি হরি সেই বুড়ী বলে ততক্ষণ।
পদ্মার চরণ আমি করিব পূজন ॥
সে বিষনয়ন দেবী এড়িল ঝাঁপিয়া।
অমৃত নয়নে তারে চাহে নিরখিয়া ॥
ততক্ষণে জীয়া উঠে বচাই হালিয়া।
নাচিতে লাগিল তারা হাতে তালি দিয়া ॥

হরিধ্বনি জয় জোকার বচাইর নগর।
নাচিতে লাগিল শিব হয়ে দিগম্বর ॥
এতেক পাগল শিব নাচে আপন মনে।
লজ্জায় কাতর হইল যত নারীগণে।
পরস্পর নারীগণ করিল মন্ত্রণা।
কোন নারী দিয়া যেন পড়য়ে যন্ত্রণা ॥
এই মত নারীগণে আছে গণ্ডগোলে।
না জানি কি হয় জানি কার কর্ম্মফলে ॥
এতেক অদ্ভুত রূপ বচাই দেখিয়া।
শিবের চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হইয়া ॥
কৃপার সাগর প্রভু কৃপা হল মনে।
স্থির হইয়া বসিলেন বৃষভ আসনে ॥
প্রণাম করিয়া তারা বলে জনে জন।
আনন্দিত হইয়া তারা জোকারে দিল মন
স্নান করি বচাই মনে করিলেক সার।
পদ্মার চরণে প্রণাম করে বার বার ॥
পদ্মা বলেন চেয়েছিলে বিবাহ করিবারে।
এখন চরণে পড় কাহার বচনে ॥
বচাই বলে চর্ম্মচক্ষে চিনিতে না পারি।
অপরাধ ক্ষমা কর জয় বিষহরি ॥
হয়েছে অযোগ্য আমার লও সম্বরিয়া।
তোমারে করিব পূজা কামনা করিয়া ॥
লক্ষ টাকা থইল বচাই আঁচলে বান্ধিয়া।
রাজার নগরে বচাই উত্তরিল গিয়া ॥
কুমার দোকানে কিনে ঘট আর শরা।
মালীর দোকানে কিনে পুষ্প ছড়া ছড়া ॥
বাছিয়া বাছিয়া আনে যত উপহার।
পদ্মার উদ্দেশে সদা করে নমস্কার ॥
একেবারে লক্ষ পাঠা আনিয়া লইল।
মনসার প্রীতে সব উৎসর্গ করিল ॥
খাণ্ডা হাতে করি বচাই বাহির হইল।
ছাগ কাটিয়া দেবীর চরণে পড়িল ॥

সন্তুষ্ট হইল বড় জয় বিষহর।
আইস বচাই পুত্র বুঝি লহ বর॥
রাজ্যের রাজা হও তুমি জগত ঈশ্বর।
এই বর দিলা তারে জয় বিষহর॥
যেই যেই বর দিলা বচাই হালিয়ার তরে
সেই সেই বর দিও তোমার ভক্তেরে॥
বাপ ঝীর পূজা হইল বচাইর নগরে॥

গৌরী কোন্দল

জয় জয় বিষহরী শিবের কুমারী।
বন্দম চরণ তোমার মাতা পদ্মাবতী॥
নাগ বংশ রাখিবারে, ব্রহ্মায় সৃজিল তোরে,
নাম থুইল দেবী পদ্মাবতী।
ক্ষীরোদ মথন কালে, সুরাসুর দেবগণে,
তাহাতে পাতিল বিভীষিকা॥
সেই মহাদেব হইয়া, না বুঝিল তোমার মায়া,
যোগবলে মহাদেবের রক্ষা।
বৈদ্য বিজয় ভণে, এতরূপ গুণ জানে,
সে পুনঃ তোমার হইল দাস॥
বন্দিলাম বন্দিলাম মাগো তালে দিয়া ঘা।
অবধান করগো জগত গৌরী মা॥
জরৎকারু মুনি বন্দম মুনি পুরন্দর॥
ভক্তি পুরঃসর বন্দম দেব মহেশ্বর॥
আস্তিক নামে মুনি বন্দম পদ্মার তনয়।
ব্যাস বশিষ্ঠ বন্দম সানন্দ হৃদয়॥
হংসরথ বাহনে ব্রহ্মা কমললোচন।
গরুড় বাহনে বন্দম বিষ্ণুর চরণ॥
সরস্বতী দেবী বন্দম বচন দেবতা।
যাঁহার প্রাসাদে গাই সরস কবিতা॥
জনক জননী বন্দম শিরের ভূষণ।
সংক্ষেপে বন্দম গুরু গোসাঞির চরণ॥
গুরু চরণ ভাবিয়া যেবা নরে গায়।
সরস্বতী মায় তার পয়ার যোগায়॥
একে একে বন্দিলাম দেবতা জনে জন।
সংক্ষেপে বন্দিলাম মাগো তোমার চরণ।
ছাড়িয়া বন্দনা গাইন গীতে দেও মন।
গৌরী কোন্দল পালা গাই শুন সর্ব্বজন
পশ্চিমদিকে দিবাকর বেলা অবসান।
চণ্ডীকার আবাসে শিব করিল পয়ান॥
শিব ঘরে আসিলা চণ্ডী জানিল আটপে।
ঘরের কপাট দিয়া রহিল অতি কোপে॥
সাত পাঁচ ভাবে শিব হস্ত দিয়া নাকে।
কপাটেতে ঘা দিয়া গৌরী গৌরী ডাকে
বিরস বদন শিব হাতে পুষ্পের করণ্ডী।
কাকুতি করিয়া বলে কোপ ত্যজ চণ্ডী॥
দৈবগতি যেবা হইছে কি করিবা আমা।
এত গালি দিলে তুমি মনে নাহি ক্ষমা॥
বার বার মহাদেব করিল বিনয়।
তবুত নাহি নেউটিল চণ্ডীর হৃদয়॥
কবাট ধরিয়া শিব করে টানাটানি।
চণ্ডিকা উত্তর না দেয় কোপে শূলপানি॥
কোপ মনে বলে চণ্ডী কর্ম্মের বিপাক।
আমি হের যাই তুমি স্বতন্তরে থাক॥
অতি দুঃখিত শিবের প্রাণ পোড়ে শোকে।
যেই ঘরে সাধে যোগ সেই ঘরে ঢোকে॥
উচ্চ হাতে ফুলের সাজি তুলিয়া থুইল চালে
শয়ন করিল শিব নিজ বাঘছালে॥
রজনী প্রভাতকালে কোকিলের ধ্বনি।
শয্যা ত্যাগি বাহিরে আইলা চন্দ্রচূড়ামণি॥
পদ্মার তরে চিন্তায় শরীর হইল কাঠ।
ঘরের মধ্যে সাজী থুইয়া লাগাল কবাট॥
স্নান করিতে শিব যায় জাহ্নবীর ঘাট।
ঘরের মধ্যে সাজী থুইয়া লাগাল কপাট॥

মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করেন হর।
শূন্য ঘরে চণ্ডী হেথা পাতে আথান্তর ॥
ঘরের বাহির হইয়া দেবী চিন্তে মনে মন।
আচম্বিতে দেখি কেন দ্বারেতে বন্ধন ॥
আজি কেন যতনে বান্ধিছে দ্বারখান।
অবশ্য থকিবে কিছু কার্য্যের সন্ধান ॥
কবাট মেলিয়া ঘরে সামাইল চণ্ডী।
চাল হইতে নামাইল ফুলের করণ্ডী ॥
ইহার তরে ভাঙ্গরা ভাড়িয়া গেলা আজি।
সকল ফুল বিচিব আজি ভাঙ্গিব ফুলের সাজি
অতি কোপে ব্যাকুল দেবী পাছে নাহি গণি
আথে ব্যাথে ফেলাইল ফুলের ঢাকনি ॥
হাতের ঠেলায় পুষ্প বিচে চারিভিতে।
পুষ্প মধ্যে দিব কন্যা দেখে আচম্বিতে ॥
খলখলি হাসে দেবী হস্তে দিয়া তালি।
পুষ্পবনে গিয়া কার নারী করিলে চুরি ॥
আপন ইচ্ছায় গালি দেয় কারো ভয় নয়।
মুখে গালি পারে দেবী যত মনে লয় ॥
খলখল হাসে দেবী হাতে দিয়া তালি।
চোপাড় চাপড় মারে দেয় চুণ কালি ॥
বুকে পৃষ্ঠে মারে দেবী বজ্র চাপড়।
মারনের ঘায় পদ্মা করে থরথর ॥
বিপরীত ডাকে পদ্মা প্রাণে লাগে ব্যথা।
নিষ্ঠুর হইয়া মারে কার্ত্তিকের মাতা ॥
চণ্ডীর প্রহার পদ্মা সহিতে না পারি।
বাপ বাপ ব'লে ডাকেন জয় বিষহরী ॥
কোথা গেলে বাপ মোর ত্রিদশাধিপতি।
নিকটে আসিয়া দেখ আমার দুর্গতি ॥
তুমি বিদ্যমানে মোরে অন্য জনে মারে।
শূন্য ঘরে প্রাণ দিব চণ্ডীর প্রহারে ॥
ব্যাধের হাতে পড়ে যেন পক্ষীর কিল কিলি।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে পদ্মা বাপ বাপ বলি ॥

উচ্চৈঃস্বরে ডাকে পদ্মা ব'লে বাপ বাপ।
তবু ত দেবীর শরীরে তিলেক নাহি তাপ ॥
মাতা নাহি ভ্রাতা নাহি এক মাত্র বাপ।
তোমার চণ্ডীর শরীরে কিঞ্চিৎ নাহি তাপ ॥
শুনিয়া সত্বর আইল যত নারীগণ।
আচম্বিতে হুড়াহুড়ি কিসের কারণ ॥
জয়া বিজয়া আইল চণ্ডীর দুই সখী।
ক্রন্দন শুনিয়া বলে চল গিয়া দেখি ॥
সুচরিতা বসুমাতা আইলা দুই দেবী।
থাকুক অন্যের কাজ আসিলা জাহ্নবী ॥
কাণাকাণি নারীগণে করে চারি ধারে।
পরমাসুন্দরী কন্যা চণ্ডী কেন মারে ॥
পরমাসুন্দরী কন্যা অকুমারী বেশ।
চণ্ডীর প্রহারে তার তনু হইল শেষ ॥
অতি কোপে মারে চণ্ডী সহিতে না পারি।
কাতর হইয়া বলে জয় বিষহরী ॥
পদ্মা বলে দেবী তুমি জগতের মাতা।
অবিচারে মার মোরে পাছে পাবা ব্যথা ॥
মন দিয়া শোন মাতা কহি তোমার ঠাঁই।
মহাদেবের কন্যা আমি উদাসিনী নই ॥
অবিচারে অনুচিত করিলা অধর্ম্ম।
মহাদেবের কন্যা আমি অযোনি সম্ভব ॥
পদ্মবনে জন্ম আমার নাম পদ্মাবতী।
তোমার ঘরে আসিলাম কালি বাপের সংহতি
মা নাই ভাই নাই মনে বড় তাপ।
তোমার ক্রোধ দেখিয়া লুকাইয়া থুইল বাপ।
কোপেতে ব্যাকুল তুমি পাছে নাহি চাও।
উচিত সম্বন্ধে তুমি, হও সতা মাও ॥
কহিলাম সকল কথা যত মনে আসে।
না বুঝিয়া কর কর্ম্ম দুঃখ পাইবা পাছে ॥
চণ্ডী বলে মোর ঠাঁই না রহে নারী কলা।
মোর স্বামী লবা তাই পাতিয়াছ ছলা ॥

বলে শুন পদ্মা আমার বচন।
মোর স্বামী লোভে তুমি আসিয়াছ কি কারণ ॥
চণ্ডীর প্রহার পদ্মা সহিতে না পারি।
গঙ্গা সম্বরিয়া বলে জয় বিষহরী ॥
বিজয়গুপ্ত বলে গাইন দুঃখ লাগে বৈরী।
এই কালে বল গাইন করুণ লাচারী ॥
গঙ্গা গো সংমাও, বাহির হইয়া চাও,
ভবানী আমাকে মারে।
আপনি আসিয়া চাও, খণ্ড খণ্ড কৈলা গাও,
বুক নাড়িতে নারি ভারে ॥
ধরিয়া দীঘল চুল, মারে চণ্ডী উভা কিল,
ভবানী আমারে করে বধ।
জন্মিলাম কমলবনে, আসিলাম তোমার দরশনে,
বুঝিতে নারিলাম তোমার আশা ॥
বাপের বোল ভর করি, আসিলাম সুরপুরী,
আমার নাম জয় মনসা ॥
বিজয় গুপ্ত বলে সার, পদ্মারে না মার আর,
প্রমাদে ফেলিবে অবিচারে।

গৌরী ও গঙ্গার কোন্দল।

রাধানাথ কি না হইল মোরে। (ধুয়া)
ভাল মন্দ না বলে বুঝে পদ্মার মন।
পদ্মার দুঃখ দেখিয়া দুঃখিত নারীগণ ॥
কাতরস্বরে কান্দে পদ্মা করিয়া কাকুতি।
কোপ মনে বলে পদ্মা কি কর পার্ব্বতী ॥
মহাদেবের কন্যা ও বলে বার বার।
হেন জনে মার তুমি কোন ব্যবহার ॥
স্নান হেতু গেল প্রভু জাহ্নবীর জল।
ঘরে আসিলে বার্ত্তা জানিবা সকল ॥
যাবৎ ঘরে না আসেন দেব অধিকারী।
ভাল মন্দ না বুঝিয়া উহারে কেন মারি ॥
মহাদেবের ঝী হইলে আপনার ঝী।
হেন জন মারে কৌতুক বাস কি ॥
সাহসালী নারী তুমি বিরোধে আগল।
আপনার দোষে নিত্য ভেজাও কোন্দল ॥
দূরে ঘোচ চণ্ডী তোর স্বামীকে নাহি ভয়।
লাচারী বলিতে ভাই এই ত সময় ॥
চণ্ডী লো আপন ছাওয়ালে কেন মার। (ধুয়া)
তোমার মনে লয় কি, ও বলে শিবের ঝী,
না বুঝিয়া হেন জন মারি।
তুমি সাহসালী ঘরে, কলঙ্ক রাখিয়া কুলে,
শুনিয়া হাসিবে সর্ব্বনারী ॥
ত্যজিয়া ধর্ম্মের ভয়, পেটের ছাওয়াল নয়,
গৌরবিত সতীনের ঝী।
পদ্মারে ধরিয়া করে, অবিচারে মারে তারে
স্বামী শুন্‌লে বল্‌বে কি ॥
চণ্ডী বলে গঙ্গা শুন, বিবাদে নাহিক গুণ,
পরের বিবাদে কেন জুরি।
অনুচিত করি আমি, তাহার ফল দিবে স্বামী,
তাহাতে আরের মাথা ঘুরি ॥
বলে ভাল জানি জনা, যাহার মত সতীপনা,
তাহাত মুই জানি ভাল মতে।
আনিতে ভগীরথে, ঠেকিলা পর্ব্বত পথে,
শৃঙ্গার মাগিলা ঐরাবতে ॥
লোকমুখে হেন শুনি, পথে পেয়ে জহ্নুমুনি,
গণ্ডুষে তুলিয়া করে পান।
তুষিয়া কাকুতি মতে, বাহির হইলা কর্ণ পথে,
তবু তোর নাহি অপমান ॥
মল মূত্র যত ছায়, অপবিত্র যত আর,
নরকে পূর্ণিত তোর নীর।
অশেষ পাতক করে, সেই তোমার জলে মরে,
তবু তোমার নির্ম্মল শরীর ॥
গঙ্গা বলে চণ্ডী রহ, বড় কথা কত কহ,
উচিত কহিতে লাগে দ্বন্দ্ব।
যাহার তাহার ঘরে যাও, মৎস্য মাংস বলি খাও,
সেও কি আরেরে বলে মন্দ ॥

তুমি কিনা জান এবে, অসুরে শঙ্কর সেবে,
তাহারে বর দিলা পশুপতি।
অসুরে যাহারে ছোঁয় করে, সে জন তখনি মরে
সেও তোর মাগিল সুরতি॥
কাহার কি না জানি আমি, নিত্য গালি পারে স্বামী
তবু তুমি বেড়াও কোন্দল।
তুমি মন সুখে কর কেলি, হের আমি ঘরে চলি,
বিবাদে নাহিক কোন ফল॥
চণ্ডীরে ভৎ'সিয়া ছলে, কোপে গঙ্গা ঘরে চলে,
সখীগণ রহিলা চারিধারে।
বিজয় গুপ্ত বলে সার, মনসারে না মার আর
প্রমাদ ফলিবে অবিচারে॥

মনসার কোপ-দৃষ্টিতে চণ্ডীর ঢলিয়া পড়ন।

মুই না জানিতাম এমন হবে রে মোরে। (ধুয়া)
সেই পদ্মাবতী নায়কের পূরাও আশ।
ভৎ'সিয়া চলিলা গঙ্গা আপনার বাস॥
আপদ নিকটে হইলে বুদ্ধি যায় ছাবে।
গঙ্গা যত বলিল চণ্ডীর কোপ বাড়ে॥
কোপে ব্যাকুল দেবী বলে অহঙ্কারে।
চুলে ধরি মনসারে মারে আরবারে॥
চণ্ডীর প্রহারে দেবীর শরীর জর্জ্জর।
সহিতে না পারে পদ্মা বলে খরতর॥
পদ্মা বলে সতাই বলিতে বাসি ভয়।
বুঝিতে না পারি তোমার চঞ্চল হৃদয়॥
বিনা অপরাধে সতাই কেন মার আমা।
প্রণতি করিয়া বলি তবু নাহি ক্ষমা॥
অতি কোপে করিলে কাজ ঠেকে অথান্তর।
অতি বড় গাঙ্গ হইলে ঝাটে পড়ে চর॥
গুরু গৌরবিত বলি কেন ভাঙ্গ ডর।
বুঝিয়া চাহিলে বল হইবে সোসর॥
তুমি নহে জান সতাই আমি হই কোন্ জন।
অহঙ্কারে পথ বহ না জান আপন॥
মন দুঃখে বলে পদ্মা মনে নাহি ভয়।
সেই দেবীর বরে হউক নায়কের জয়॥
পদ্মা বলে জলস্থল আকাশ পবন।
চণ্ডীর অপরাধে সবে দেও মন॥
অকারণে মারে মোরে সহিতে না পারি।
জানিয়া দিবা দোষ সকল সাক্ষী করি॥
অবিচারে মারে মোরে বড় লাগে ব্যথা।
বাপ ঘরে আসিলে সবে কহিও সত্য কথা॥
সুচরিতা বসুমাতা জয়া বিজয়া॥
সখী বুঝিও মোরে মারে মহামায়া॥
তোমরা সবে জানিও মোর নাহি অপরাধ।
মিছামিছি কাজে চণ্ডী ঠেকায় প্রমাদ॥
মোর প্রাণ রক্ষা হেতু নানা বুদ্ধি শিখি।
না বুঝিয়া মোরে মারে মোর দোষ কি॥
কহিতে কহিতে পদ্মার পূর্ণিত সম্ভ্রম।
তখনই প্রকাশ করে আপন বিক্রম॥
চণ্ডীর প্রহার আর সহিতে না পারি।
দেব-মূর্ত্তি এড়িয়া পদ্মা নাগ-মূর্ত্তি ধরি॥
সংসার সাক্ষী করে আপনার মনে।
পদ্মার নিকট ঘোনাইতে না পারে কোনজনে॥
সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া বিষ পড়ে ফুটে ফুটে।
যত পুরনারীগণ আসিল নিকটে॥
হেন দেব আছে পদ্মা পাইবে অপযশ।
একেশ্বর রহিলা দেবী করিয়া সাহস॥
মনে মনে চিন্তে পদ্মা তক্ষকের মাতা।
আপন দোষে মরে চণ্ডী আরের কিবা কথা॥
অতি কোপে পদ্মাবতী করে ধড়ফড়।
চণ্ডীর হৃদয়ে দিল বজ্র কামড়॥
পদ্মার কামড়ে চণ্ডীর প্রাণে লাগে ব্যথা।
উহু উহু করিয়া পড়ে কার্ত্তিকের মাতা॥

বৈর নিপাতিয়া পদ্মা নেহালে কৌতুকে।
কালদন্ত উগাড়িয়া বিষ থুইল ঘা মুখে॥
বিষম পদ্মার বিষ কেবা হবা স্থির।
রক্তের সন্ধি পাইয়া বিষ যুড়িল শরীর॥
কোপে অন্তরীক্ষে পদ্মা রহিল নিকট।
কাল বিষের জ্বালায় চণ্ডী করে ছটপট॥
কাহার প্রাণে সহিতে পারে মনসার ঘা।
বিষের জ্বালায় চণ্ডীর পোড়ে সর্ব্ব গা॥
জ্বলন্ত অনলে যেন দগ্ধে শরীর।
ধড়ফড় করে চণ্ডী প্রাণ নহে স্থির॥
ক্ষণে বলে মরিলাম ক্ষণে বলে উষ।
কাল বিষে আচ্ছাদিল প্রাণ পুরুষ॥
লড়বড় করে মুণ্ড মুখে উঠে ফেণা।
কাল বিষে চাপিয়াছে না বাসে আপনা॥
নাকে মুখে শ্বাস নাহি অতি ক্ষীণ কায়া।
অচেতন হইয়া পড়ে দেবী মহামায়া॥
এক ভিতে হাত পড়ে আর ভিতে পাও।
পদ্মার ঘায় প্রাণ দিল কার্ত্তিকের মাও॥
অচেতন হইয়া পড়ে নাহিক চেতন।
টলমল করি কাঁপে এ তিন ভুবন॥
শিবের কুমারী পদ্মা পরম দেবতা।
আপন দোষে মরে চণ্ডী আরের কিবা কথা॥
শক্তিরূপী মহামায়া সৃষ্টির সহায়।
হেন জনে প্রাণ দিল মনসার ঘায়॥
আর জন কেবা আছে ডরায় বিধাতা।
মোর মনে লয় পদ্মা দেবের দেবতা॥
ভকতবৎসলা দেবী অনাথের গতি।
এক ভাবে পূজা কর দেবী পদ্মাবতী॥
বিজয় গুপ্ত বলে গাইন বল রামরাম।
পদ্মার চরণে সবে করহ প্রণাম॥
চণ্ডিকা চলিল হেন বুঝিল লক্ষণ।
আথে ব্যাথে ধাইয়া আসিল দেবগণ॥

কেহ কাণে মন্ত্র জপে কেহ রক্ষা বান্ধে।
দেবী দেবী বলি কেহ উচ্চৈঃস্বরে কান্দে॥
উঠ উঠ বলি কেহ কর্ণমূলে ডাকে।
মর্ম্ম শ্বাস চাহে কেহ তুলা দিয়া নাকে॥
অশেষ বিশেষ করে যত নারীগণ।
চণ্ডীর শরীরে করে জীবের লক্ষণ॥
শীঘ্র করি গঙ্গাতীরে ধাইয়া গেল চর।
শুনিয়া ত্বরিতে আইলা দেব মহেশ্বর॥
আচম্বিতে মরে চণ্ডী নহে কোন কথা।
শুনিয়া দেখিতে আইল যতেক দেবতা॥
চণ্ডীকার মৃত্যু দেখি স্থির নহে চিতে।
ভূমি আকর্ষিয়া শির পড়িল ভুমিতে॥
বিজয় গুপ্ত বলে গাইন মনের ঘুচাও ধন্দ।
এই কালে বল ভাই লাচারীর ছন্দ॥

আজি বিধি হইল বাম, ঘুচিল অন্তরের কাম,
দেশান্তরী হব যোগী হইয়া।
হেন দেবী ভূমে লোটে, দেখিয়া পরাণ ফাটে,
আজু ঘরে যাব কাহারে লইয়া॥
কাহারে বিধি হেন করে, বৃদ্ধকালে স্ত্রী মরে
কাহার মুখ চাহিবে দুই পোয়ে।
বাসরে ত গৃহ শূন্য, জীবনের কিবা পুণ্য,
লোকের মুখ চাহিবে কোন্ লাজে।
পূর্ব্ব জন্মে করিলাম পাপ, শরীরে না সহে তাপ
নিশ্চয় মজিব জল মাঝে॥
হিয়া হানে ছিঁড়ে চুল, সঘনে লোটায় ধূল,
গৌরী গৌরী ডাকে উচ্চরায়।
যাত্রা করিলাম শুভক্ষণে, কন্যা পাইলাম পুষ্পবনে,
পুত্রের অধিক করি দয়া॥
লুকাইয়া রাখিলাম ঘরে, অবিচারে মারে তারে,
অহঙ্কারে ম'ল মহামায়া।
পদ্মাবতী পরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
যাহারে সদয় নারায়ণ॥

চণ্ডীর চৈতন্য।

দিননাথ কিনা হইল মোরে। (ধুয়া)

কাতর স্বরে কান্দে শিব মনে লাগে ব্যাথা।
নারদ বলে মামা শুন মোর কথা॥
মিছা ক্রন্দনে আর কিছু নাহি কাজ।
স্ত্রী লাগি কান্দ মামা মুখে নাহি লাজ॥
অচেতন হইল চণ্ডী তুমি কান্দ কিসে।
শতেক কান্দনে আর চণ্ডীকা না আইসে॥
বিমর্ষিয়া চাহ মামা যেমন মনে আইসে।
যেই মুখে কণ্টক বসে সেই মুখে খসে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি মনে করিলাম সার
বিনে পদ্মাবতী নাহি চণ্ডীর নিস্তার॥
নারদের বাক্যে শিব এড়িলা ক্রন্দন।
উচ্চৈঃস্বরে পদ্মারে ডাকে ঘনেঘন॥
মহাদেব বলেন পদ্মা মোর দোষ কি।
বিনা দোষে বাপ এড়ি কোথা গেলা ঝী॥
শিবের বচন পদ্মা খণ্ডাইতে না পারি।
বাপের নিকট আইলা দেবী বিষহরী॥
মহাদেব বলে পদ্মা তুমি আমার ঝী।
আপন দোষে মরে চণ্ডী তোমার দোষ কি॥
তন্তরে কহে লোক কাহার নহে বশ।
লোকমুখে রহিল পদ্মা তোমার অপযশ॥
লোকের অপযশ ঘুচাও রাখহ সাধন।
চণ্ডীকা জীয়াইয়া তুমি তোষ দেবগণ॥
আর বোল পদ্মাবতী না করিও আন।
একবার দেও তুমি চণ্ডীর প্রাণ দান॥
ব্রহ্মা বলে পদ্মা তুমি কামরূপে থাক।
মায়ন্তে মার তুমি মরা জিয়াইয়া রাখ॥
পদ্মাবতী বলে বাপ শুন দিয়া মন।
তোমার আগে কহি মোর দুঃখের কথন॥
তোমার দুহিতা হেন দিলাম পরিচয়।
তবু কোপে মারে চণ্ডী দারুণ হৃদয়॥
চণ্ডীকা জীবেন বাপ তোমার কারণ।
পদ্মার বচনে শিব হরষিত মন॥
ধ্যান করিয়া পদ্মা মনে মনে পাঁচে।
ধীরে ধীরে গেলা পদ্মা চণ্ডীকার কাছে॥
নানা বিদ্যা জানে পদ্মা গুরুর প্রতাপে।
চণ্ডীর বুকে হাত দিয়া মূলমন্ত্র জপে॥
পদ্মা বলে সতাই তোরে পূজে ত্রিভুবনে।
শিশুর ঘায় প্রাণ দিলা হাসে সর্ব্ব জনে॥
অধিক বলিতে নারি হও সৎ মাও।
কোপ রাগ পরিহরি ঝাটে তোল গাও॥
উঠ উঠ চণ্ডিকা অপযশে ভয় নাই।
আর নিদ্রা যাও যদি শিবের দোহাই॥
কর্ণে মন্ত্র জপে দেবী পৃষ্ঠে মারে ঘা।
চৈতন্য পাইয়া দেবী নাড়ে হাত পা॥
পদ্মার মন্ত্রে দেবগণ হইল হরিষ।
চণ্ডীর অঙ্গের গেল কালকূট বিষ॥
দুই আঁখি প্রসন্ন নির্ম্মল হইল কায়া।
নিন্দে গা মোড়া দিয়া দেবী মহামায়া॥
গায়ের ধূলা ঝাড়ি শিব হইল হরষিত।
লাজে ব্যাকুল দেবী চাহে চারিভিত॥
চারিদিকে চাহে দেবী কাতর নয়ন।
চণ্ডীকার মুখ দেখিয়া কৌতুক দেবগণ॥
বিজয় গুপ্ত বলে গাইন মন দেও কাজে।
সরল লাচারী বল মহাদেব নাচে॥

নাচেরে ভোলানাথ আপনে বিভোর। (ধুয়া)

জগত মোহন শিবের দাস।
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ॥
রঙ্গে নেহারিল গৌরীর মুখ।
নাচে গঙ্গাধর মনের কৌতুক॥

হাসিতে খেলিতে চলিতে রঙ্গ।
নন্দী মহাকাল বাজায় মৃদঙ্গ॥
শিবাই নাচের মুখে গীত গাহে।
হাততালী দিয়া কিঙ্করে গীত গাহে॥
বিকট দশনে ভ্রূকুটী ভাল সাজে।
ডুম ডুম বলিয়া ডম্বুরা বাজে॥
মরেছিল চণ্ডীকা জীল আরবার।
ডাকিনী যোগিনী দিল জয় জোকার॥
কার্ত্তিক গণপতি দাঁড়াইয়া কাছে।
গৌরীমুখ নেহালিয়া ত্রিলোচন নাচে॥
দেখিয়া কৌতুক দেব সমাজে।
পুষ্প বরিষণ করে ধুমধুমি বাজে॥
পদ্মার চরিত্র চিন্তয়ে মনে মন।
প্রণতি স্তুতি করে সকল দেবগণ॥
ডাহিনে গৌরী বামে পদ্মাবতী।
হাসিয়া চলিল ঘরে দেব পশুপতি॥
বৈদ্য বিজয় গুপ্তে সরল গায়।
পদ্মাবতীর বিক্রমে সবের লাগে ভয়॥
সেই পদ্মাবতী করুন নায়কের নিস্তার।
মরেছিল চণ্ডিকা জীল আর বার॥
বাপ ঘরে আছে পদ্মা স্বতন্তরে খায়।
গৌরব করিয়া পালন করে মহামায়॥
মা নাহি পদ্মাবতীর বাপে করে দয়া।
বিক্রম জানিয়া পালন করে মহামায়া॥
বিজয় গুপ্ত রচে পুঁথি মনসার বর।
গৌরী কোন্দল পালা গাই এইখানে সোসর॥

মনসার বিবাহ।

বলে আইলাম মনসা দেবী গো (ধুয়া)

আগচ্ছ মনসা দেবী হইয়া অনুমতি
সেবকে শরণ লইবে করিয়া ভকতি॥
ফণী মণি মাণিক্যের রচিয়া অলঙ্কার।
উনকোটি নাগ লইয়া দিলা পাটোয়ার॥
শিবের তনয়া দেবী জগত পূজিত।
গীত অনুসারে দেবী ওলাও ভূমিত॥
কে তোমায় পূজিতে পারে কাহার শকতি
সেই সে পূজিতে পারে যে জানে ভকতি॥
জনমে জনমে হই রাধা কানুর দাস।
তোয়া পদে ফুল দিতে মনে করি আশ॥

জগৎ গৌরী জগতের মাতা। (ধুয়া)

বন্দিলাম বন্দিলাম দেবী ভালে দিয়া ঘা।
স্বর্গ ছাড়ি ওলা ওগো জগৎ গৌরী মা॥
সর্ব্ব আগে বন্দম দেব নারায়ণ।
অনাদি কারণ প্রভু সৃষ্টির পালন॥
হংস রথ বাহন ব্রহ্মা কমললোচন।
বৃষভ বাহনে বন্দম দেব ত্রিলোচন॥
সরস্বতী দেবী বন্দম বচন দেবতা।
যাহার প্রসাদে গাই সরস কবিতা॥
ভক্তি পুরঃসর বন্দম গুরুর চরণ।
শুদ্ধ না আসিলে মুখে করাবা স্মরণ॥
জরৎকারু মুনি বন্দম করিয়া ভকতি।
ভক্তি পুরঃসর বন্দম দেব গণপতি॥
আস্তিক নামে মুনি বন্দম পদ্মার তনয়।
ব্যাস বশিষ্ঠ বন্দম সানন্দ হৃদয়॥
একে একে বন্দিলাম যত দেবগণ।
সংক্ষেপে বন্দিলাম মাগো তোমার চরণ॥
আসন চাপিয়া বস হরের দুহিতা।
ডাইনে সুগন্ধা দেবী বামে বসে নেতা॥
বন্দনা বন্দিতে গীত হবে অনুক্ষণ।
অবশেষে বন্দি পদ্মা তোমার চরণ॥
গাইন বন্দম বাইন বন্দম সঙ্গের পঞ্চ ভাই।
ঘট ছাড়ি লড় যদি শিবের দোহাই॥

বৈদ্য বিজয় গুপ্তের মধুর ভারতী।
সর্ব্বক্ষণ রক্ষা যারে করেন পদ্মাবতী ॥
ছাড়িলাম বন্দনা গাইন গীতে দেও মন।
পদ্মাবতীর বিবাহ বলি শুন সর্ব্বজন ॥

জগৎ গৌরী জগতের মাতা। (ধুয়া)

বাপ ঘরে আছে পদ্মা স্বতন্তরে খায়।
বিক্রম জানিয়া পালন করে মহামায় ॥
মা নাহি পদ্মাবতীর বাপে করে দয়া।
বিক্রম জানিয়া পালন করেন মহামায়া ॥
দিনে দিনে বাড়ে ভোগ ভুঞ্জিয়া বিশাল।
নানা সুখে মনসা গোঁয়াইল কতকাল ॥
একদিন সখিগণ সঙ্গে করি মেলা।
জল মধ্যে মনসা করেন জলখেলা ॥
উদলা মাথার কেশ বুকে বস্ত্র নাই।
দৈব বলে সেই পথে চলিলা গোসাঞি ॥
জলকেলি করে পদ্মা আর নাই চিত।
পদ্মার রূপ দেখিয়া শঙ্কর লজ্জিত ॥
সম্পূর্ণ যৌবন কন্যার রূপে নাহি সীমা ॥
ঘরে অবিবাহিত কন্যা বড়ই অমহিমা ॥
পাঁচ মহাদেব মনে মনে গণি।
সংবাদ পাঠাইয়া আনে নারদ মহামুনি ॥
প্রণাম করিয়া মুনি রহিলা শিবের আগে
নারদ দেখিয়া শিব কহিবারে লাগে ॥
শিব বলে নারদ তুমি শুনহ বচন।
ঘটাইয়া দেও মোর এক প্রিয়জন ॥
কন্যা-রত্ন বিবাহ দিতে চাহি বিষহরী।
এই কার্য্য ঘটাইয়া দেও শীঘ্র করি ॥
উত্তম কুলেতে জন্ম হয় ত সুজন।
দেখিয়া কৌতুক যেন হয় দেবগণ ॥
শিবের বচন মুনি বান্ধিলেক শিরে।
প্রণাম করিয়া মুনি চলে ধীরে ধীরে ॥

জরৎকারু মুনি আছে তমসার তীরে।
তথায় চলিয়া গেলা নারদ মুনিবরে ॥
তাঁহার সনে বিবাহের কথা কহিতে পারে কে।
না জানে কখন মুনি কোন্ শাপ দে ॥
বজ্র ধরিতে পারে যেবা দন্ত দিয়া।
সেই সে উহারে করাইতে পারে বিয়া ॥
উপায়ন চিন্তিয়া তবে নারদ তপোধন।
শিবের আগে কহে গিয়া এ সব কথন ॥
নারদের সনে শিব করিয়া যুকতি।
সংবাদ পাঠাইয়া আনে রতি আর পতি ॥
মোর বোল অবধান কর দেবরাজ।
জানিয়া বিধান কর আছে কোন কাজ ॥
পূর্ব্বে শাপ দিয়া মোরে করিলা ভস্মরাশি।
মোর বাণের তেজে এখন তুমি গৃহবাসী ॥
কামদেবের কথা শুনে মহাদেব হাসে।
যত কহে কামদেব শিবের মনে আসে ॥
শিব বলে কামদেব শুনহ বচন।
ঘটাইয়া দেও মোরে এক প্রিয় জন ॥
জরৎকারু মুনি আছে তমসার তীরে।
তপে আগল মুনি বিবাহ না করে ॥
জগৎগৌরী নামে কন্যা আছে মোর ঘরে।
হেন মনে লয় কন্যা বিয়া দি তাঁহারে ॥
একেত কাম দেব আরো আজ্ঞা পায়।
রতি সঙ্গে কামদেব মিলিল তথায় ॥
নানা পুষ্প ফুটে সেই বনের ভিতর।
দেখিয়া কৌতুক বড় আনন্দ অপার ॥
ফুলের ধনু হাতে কাম যুড়িলেক বাণ।
কটাক্ষে হরিয়া নিল জরৎকারুর প্রাণ ॥
কামবাণে মোহিত হইল জরৎকারু।
চক্ষু মেলি দেখে মুনি তপোবন চারু ॥
শৃঙ্গ দিয়া হরিণে কামড়ায় হরিণীরে।
এই মতে রহিলা মুনি তমসার তীরে ॥

এ কথা শুনিয়া শিব আনন্দিত অতি।
নারদ মুনি পাঠাইয়া দিলা শীঘ্রগতি॥
জরৎকারু দেখিয়া আনন্দিত মন।
অশেষ বিশেষ কথা কহিল দুইজন॥

আমার কি হইল ভাবনা রে। (ধুয়া)

জরৎকারু বলে নারদ কহিতে বাসি লাজ।
না কহিলে সিদ্ধ না হইবে আপন কাজ॥
বাপের আজ্ঞা হইয়াছে আমি বিয়া করতে চাই।
অপরূপ কন্যা আমি কোথা গেলে পাই॥
নারদ মুনি কথা কহে অধিক বাড়ে আশ।
এবে হইতে হবে শিবের সুখ অভিলাষ॥
পরম কারণ শিব এবে হইয়াছে সুখী।
তাঁহার ঘরে কন্যা আছে পদ্মা চন্দ্রমুখী॥
সহজে ঘটক জাতি বড়ই চতুর।
মুনিরে লইয়া নারদ আসিল দেবপুর॥
কার্ত্তিক গণেশ নন্দী ডাকে তিন জন।
তিন জনের তরে কহে অশেষ বচন॥
তিন জনের তরে শিব করিয়া আদেশ।
চণ্ডিকার গৃহে শিব করিলা প্রবেশ॥
চণ্ডিকারে কহিল কথা কৌতুক হইল বৈরি।
সংবাদ পড়িল গাইন বলরে লাচারি॥

জামাই আনিছি পুণ্যবান, কন্যা করিব দান,
বিয়ার সজ্জা কর গিয়া ঘর।
আনিয়াছি মুনির সুত, রূপে গুণে অদ্ভুত,
কন্যা বিয়া দিব তাঁর তরে।
হাসিয়া বলেন চণ্ডী আই, তোমার মুখে লাজ নাই,
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘর।
আয়ো আসবে মঙ্গল গাইতে, তারা চাইবে গুয়া খাইতে,
আর চাবে তেল পান সিন্দুর॥
হাসি বলে শূলপাণি, আয়ো ভাণ্ডিতে আমি জানি,
মধ্যে দাঁড়াইব লেংটা হয়ে।
দেখিয়া আমার ঠান, আয়োর উড়িবে প্রাণ,
লজ্জা পাইয়া সবে যাবে ঘরে॥
থাকুক গুয়ার কাজ, আয়ো পাইবে লাজ,
গুয়া পান দিব আমি কাহারে?
বিজয় গুপ্ত বলে হয়, এ সব উচিত নয়,
ঘরে গিয়া কর সমাধান।
জগৎ গৌরীর বিয়া, ধনেতে কাতর কিয়া,
কুবেরেরে আন ডাক দিয়া॥
শুনিয়া শিবের কথা, ঘরে গেলা গিরিসুতা,
সর্ব্ব সজ্জা করিল ত্বরিত॥

আজু আনন্দের সীমা নাই। (ধুয়া)

পদ্মাবতীর বিয়া হবে আনন্দিত মতি।
মিলিল আসিয়া শিবের অরুন্ধতী॥
পদ্মাবতীর অধিবাস কৌতুক অপার।
ধোপায় যে ছোয়ায় ক্ষার লোক ব্যবহার॥
পদ্মাবতীর অধিবাস করে নিত্য গীত।
জরৎকারুর অধিবাস করে নানা রীত॥
রজনী প্রভাত কালে হইল শুভক্ষণ।
বৃদ্ধি করিতে বসিলা দেব ত্রিলোচন॥

স্নান করিয়া জলে, বিচিত্র মণ্ডপ তলে,
বৃদ্ধিতে বসিলা নারায়ণ।
উচ্চারিয়া বলে হরি, স্বস্তি বাচন পড়ি,
হাতে ধান্য দূর্ব্বা গঙ্গাজল॥
আনিয়া বটের পাত, সিন্দুর সুললিত তাত,
ষোড়শ মাতৃকা পূজা করে।
গোমাই লিপিয়া ছিটা, ধান্য দূর্ব্বা সিন্দুরের ফোঁটা
প্রণামে পূজিল বসুন্ধরা॥
লাছিয়া খোলের থালি, আতপ তণ্ডুল ঢালি,
পাত্র লাছি সারি সারি।
সারি দিল গুয়া পান, কদলী কলা বর্ত্তমান,
প্রতি শয্যায় মিষ্ট নারিকেল॥
অষ্ট পাত্রে অষ্ট ধুতি, দক্ষিণা দিলে যথাবিধি,
বুঝিয়া বুঝিয়া পাত্রে করে দান।
শিব করে নান্দীমুখ, পিতৃলোকের বাড়ে সুখ,
বৃদ্ধি করিল নারায়ণ॥

রজত কাঞ্চন দান, ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া আন,
আজু হইতে হউক সফল ;
পদ্মাবতী পরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
যাহারে সদয় নারায়ণ।

স্থানে স্থানে নানা বাদ্য বাজে সুললিত।
কাশীর যতেক লোক হইল আনন্দিত॥
ভাট বিপ্রগণে তুষিল ত্রিপুরারি।
তথায় মুনির সুত চলে শীঘ্র করি॥
বিবাহের বেশে আইসে তপোধন।
বিচিত্র সাজনে আইসে মুনিগণ॥
জরৎকারু দেখিয়া সবে আনন্দিত।
যেন ভিত পদ্মাবতী বর তেন ভিত॥
মঙ্গল স্নান করাইতে নারীর হুড়াহুড়ি।
এই কালে বল ভাই সরস লাচারী॥
ললিত মধুর বাদ্য বাজে মনোহর।
বিবাহের মঙ্গল স্নান করে মুনিবর॥
সতী পুত্রবতী যত দেবতার নারী।
স্নানের সজ্জা লইয়া দাঁড়াইল সারি সারি॥
সম্মুখে প্রদীপ জ্বলে জলপূর্ণ ঘট।
আপনি চণ্ডিকা আইলা মুনির নিকট॥
চারিদিকে হুলাহুলি জয় জোকার।
কনক আসনে বসে মুনির কুমার॥
পূর্ণ ঘট হাতে করি আরো দধি ধান।
কৌতুকে নারী গণে করায় মঙ্গল স্নান॥
তিল তৈল আমলকী গিলা হরিদ্রা পিঠালী।
লিপিয়া মুনির গায় কৌতুকে জল ঢালি॥
পঞ্চনখে রজকে লিপিয়া দিল ক্ষার।
জাহ্নবীর জলে স্নান করে বার বার॥
স্নান করি মুনিবর কেশের তোলে জল।
তিতা বস্ত্র এড়ি ধুতি পরিল নির্ম্মল॥
বিচিত্র আসনে মুনি বসিল কৌতুকে।
কনক দর্পণ নাপিত ধরিল সম্মুখে॥
আগর চন্দন চুয়া সুগন্ধি বিশেষ।
ধূপের ধোঁয়া দিয়ারে বাসিত করে কেশ॥
জয় জয় হুলাহুলি মঙ্গল বাদ্য গীত।
করিল ক্ষৌরকর্ম্ম দেবের নাপিত॥
মুনিবরের রূপ এখন নারীগণে চাহে।
মনসার চরণে বৈদ্য বিজয় গুপ্ত গাহে॥
মুনিরে দেখিয়া সবে হইল কুতূহল।
বসিলেন মুনি ছায়া মণ্ডপের তল॥
দেবতার স্ত্রীগণ আসিল ততক্ষণ।
জরৎকারু মুনিরে দেখিবার কারণ॥
আলতা লিপিয়া কেহ দিয়াছে গায়।
এইরূপে ধাইয়া আসি মিলিল তথায়॥
হার গাঁথিতে কেহ লাগিছে বিশেষ।
নারীগণে ধাইয়া আইল করিয়া সুবেশ॥
স্বামী কোলে করি কেহ বসিছে সম্মুখে।
স্বামী পরিহরি কেহ আসিল কৌতুকে॥
বিয়া দেখিতে আইল যত দেবগণ।
লাচারী প্রবন্ধে বলি শুন বিবরণ॥

ধনী দেবী মনসার বিয়া, দেবগণে মেলে গিয়া,
শিবপুরী পরম কৌতুক।
যুড়িয়া আকাশ পথে, আইল ব্রহ্মা হংস রথে,
দেখিতে সুন্দর চারি মুখ॥
বিবাহ দেখিবার কাজে, মেলে হরি পক্ষিরাজে,
শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী।
রূপে গুণে শোভা অতি, সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী,
দুই পাশে চলে দুই নারী॥
মুষিক-বাহনে গতি, সবের আগে গণপতি,
সিন্দুরে মণ্ডিত তাহার তনু।
আনন্দিত হইয়া অতি সঙ্গেতে করিয়া রতি,
কৌতুকে চলিল ফুলধনু॥
ময়ূরে কুমার লড়ে, দেব মেলে কুতূহলে,
মকর-বাহনে ভাগীরথী।

বিয়া দেখিতে আসি, আর যত স্বর্গবাসী,
ঐরাবতে আসিল সুরপতি ॥
কর্ণপুর কবি ভণে, সানন্দিত দেবগণে,
অন্তরীক্ষে পুষ্প বরিষণ।
দেখিয়া মুনির সাজ, পরিহরি ভয় লাজ,
কৌতুক দেব ত্রিলোচন ॥

পদ্মাবতীর বিয়া হবে আনন্দিত মন।
পদ্মারে করায় বেশ যত নারীগণ ॥
কহিতে না পারি পদ্মা যত করে বেশ।
ধূপের ধোঁয়া দিয়ারে বাসিত করে কেশ ॥
সুবর্ণের কর্ণফুল কর্ণে আনি দিল।
নাকেতে বেশর দিল করে ঢুল ঢুল ॥
গলায় হার দিল সুবর্ণের পাঁতি।
মধ্যে মধ্যে লাগাইয়াছে সুবর্ণের তথি ॥
দুই হাতে তার দিল দেখিতে শোভন।
শঙ্খের সম্মুখে দিল সুবর্ণের কঙ্কণ ॥
পায় খারু দিল আঙ্গুলে পাশলি।
পরমা সুন্দরী যেন সোণার পুতলি ॥
চক্ষুতে কাজল দিল যেন নীলোৎপল।
নাসিকা নির্ম্মাণ যেন দেখিতে তিলফুল ॥
মৃগ-মদ মিশাইলা চন্দন দিল গায়।
কনক নূপুর দেবী তুলিয়া দিল পায় ॥
পদ্মাবতীর বিয়া হবে দেবে বলে ভাল।
লাচারী প্রবন্ধে ভাই বল এইকাল ॥

মঙ্গল মৃদঙ্গ বাজে, আনন্দিত স্বর্গরাজ্যে,
কৌতুকে চলিল আয়োগণ
মঙ্গল সরা লইয়া কাথে, চণ্ডিকা চলিল আগে,
পট্টবস্ত্রে ঢাকিয়া শরীর ॥
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করি, যেন স্বর্গের বিদ্যাধরী,
আয়োগণ চলিল ধীরে ধীরে।
আয়োগণ আসিল যত, কেবা নাম জানে তত,
চৌদ্দ আয়ো আসিল ব্রাহ্মণী ॥

দেখিয়া মুনির ঠান, একদৃষ্টে করে ধ্যান,
ধন্য ধন্য মুনির নন্দন।
কমলা বিমলা সতী শশিপ্রিয়া ভানুমতি
রোহিণী রমণী হীরাবতী ॥
সুগন্ধা সুভদ্রাবতী, তিলোত্তমা সত্যবতী,
চন্দ্ররেখা চলে সত্যবতী ॥
কৌশল্যা কুমারী ভামা, চন্দ্ররেখা অনুপমা,
দুর্ল্লভা বল্লভা রত্নমালা।
সুশীলা যে চন্দ্ররেখা, ভানুমতী দিল দেখা,
যমুনা জাহ্নবী চন্দ্রকলা ॥
রোহিণী মলয়া মায়া, বিজয়া যে জয়া শুয়া,
কমলা বিজয়া বিদ্যাধরী।
পদ্মাবতী পরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
সারি দিয়া জ্বালিল প্রদীপ ॥

নারীগণ শিখাইল যতেক সটা ছুটা।
মুনির কপালে দিল চন্দনের ফোঁটা ॥
একগুটি ফুল পদ্মা বিচিয়া ফেলিল।
আর গুটি ফুল পদ্মা চাপিয়া বসিল ॥
মুনিবরে খেটে পুষ্প চম্পা নাগেশ্বর।
পদ্মাবতী খেটে পুষ্প কেয়ুর টগর ॥
অতি সুললিত বাদ্য বাজে শুনিলে জুড়ায় হিয়া।
সর্ব্বনারীগণে দেখিতে আইল মুনি-মনসার বিয়া ॥
আকাশ ভরিয়া দুন্দুভি বাজে, অপরূপ শুনি।
কৌতুকে রচিয়া বিবাহের বেশ বাহিরে
দাঁড়াইল মুনি ॥
কাঞ্চন আসনে জামাই বসিল, অবশেষ হইল ভানু।
পূর্ব্বমুখী হইয়া দেব মহেশ্বর ধরিল জামাইর জানু
বেদবিধানে জামাই করিল, দেখিয়া লোকের তর্ক।
মাল্য আভরণ গন্ধ চন্দন আর দিল মধুপর্ক ॥
বেদবিধানে জামাই বরিয়া শিব রহিল
এককাছে।
পুরনারীগণ সঙ্গতি করিয়া গৌরী আসিল
তাঁর কাছে ॥

নানা আভরণে বেশ রচিয়া মুনি বসিল
কনকপীঠে।
মনসা আসে চাওনি করিতে মুনি চাহে একদৃষ্টে॥
স্বামীনেহালিয়া মনসা কৌতুকে যেন মদনবিভিন্ন।
ভক্তিপুরঃসর প্রণাম করিয়া সাতবার প্রদক্ষিণ॥
দেবগণ বলে মনসাসুন্দরী স্বামী পাইয়াছ ভাল।
নানা ছলে পদ্মা চাওনি করে ছায়ামণ্ডপের তল॥
মুনির সম্মুখে মনসা বসিল মধ্যে জলপূর্ণ ঘট।
নির্জ্জলনয়নে মুখ নেহালে শেষে ঘুচায় অন্তস্পট।
শাস্ত্রবিধানে মন্ত্র পঠিয়া ব্রহ্মা হইল হোমী।
শ্রোতমুখে ঘৃত অনলে দিয়া চতুর্ম্মুখে বেদধ্বনি॥
হস্তকুশ জলে শিব বসিয়া পুরোহিত হইল গুরু।
কন্যা উৎসর্গিয়া হাতে সমর্পিয়া স্বস্তি
বলিলা জগৎকারু॥
মুখনেহালিয়া বাপের কৌতুক কন্যাদিল ভালবরে।
সম্পূর্ণ আহুতি যজ্ঞে দিয়া বর বধূ নিলা ঘরে॥
জামাই চরিত্রে ভোজন করিল, কৌতুক
মুনির মনে।
মুখ শোধন পরে শয়ন সানন্দ বিজয় ভণে॥

মা মুই তোমার চরণ করিলাম সার (ধুয়া)

পদ্মাবতীর বিয়া হইল শুভ প্রয়োজন।
মুনি মনসা তবে করিল শয়ন॥
ধীরে ধীরে এখন কহিলা মুনিবর।
মনসার তরে তত্ত্ব কহিলা সত্বর॥
তুমি করহ যদি মোর ইচ্ছা ভঙ্গ।
আমি যাইব তোমা পরিহরি সঙ্গ॥
মুনির ঘরণী হইল দুঃখ মাত্র ধন।
আহার পান নিদ্রা ভোগ কিছুতে নাহি মন॥
দৈবগতি রাত্রি যদি হয়ত প্রভাত।
নিদ্রা হইতে চেতাইয়া দিবা সহসাত॥
এতেক কহিয়া নিদ্রা যায় দুই জন।
কতক্ষণে নিশি হইল প্রভাত লক্ষণ॥
গা তুলি মনসা দেখে নিশি যায় ঘর।
চরণে ধরিয়া চেতায় মুনির কুমার॥
গা তুলিয়া দেখে মুনি হয় নাই ঊষা।
মুনি বলে পদ্মা মোরে আনিয়া দেও কুশা॥
মুনি হইয়া আপন কথা কহিতে বাসি লাজ
বিয়ার কৌতুকে আসি পাসরিলাম কাজ॥
রাত্রি শেষ হইয়া আসে নাহি হয় ঊষা।
গঙ্গাতীর হইতে মোরে আনিয়া দেও কুশা॥
ঝাটে করি আন পুষ্প করিয়া তাড়াতাড়ি।
তুমি পুষ্প আনিলে আমি স্নান করি॥
মুনির বোলে পদ্মা হাসিল কৌতুকে।
হেন ছার বাক্য কেন আইসে মুখে॥

স্বামীর বিচ্ছেদ।

আজু মাত্র হইয়াছে বিয়া নহে পোহায় রাতি।
পুষ্প তুলিতে যাব বড়ই অখ্যাতি॥
বাপের প্রতাপে আমি নানা ভোগে ভোগী।
বন মধ্যে ফল ফুল কভু নহে তুলি॥
কোপ করহ তাপ করহ যেবা মনে লয়।
কোন কালে হেন কর্ম্ম আমা হইতে নয়॥
পদ্মার বচনে মুনি কোপে কম্পিত।
আড় আঁখি করি চাহে মনসার ভিত॥
হাতে হাতে কচালে দন্তে কটমটি।
কোপে বলে কি বলিল ভাঙ্গরার বেটী॥
মুই জরৎকারু মুনি নানা তপে বলী।
মোর আগে দেখাও তোর বাপের ঠাকুরালী॥
বাপের অহঙ্কারে বড় বাসত আপনা।
তোর বাপ জানে আমি হই কোন জনা॥
কুশ ফুল তুলিয়া থাকিবি আমার সঙ্গে।
তোর বাক্য থাকুক, মোর বাক্য ব্রহ্মায় না লঙ্ঘে
আর দেবের কন্যা হইলে কহিতে থুইলাম কথা
দণ্ডের বাড়ি দিয়া তোর মুই ভাঙ্গিতাম মাথা।

তর্জ্জে গর্জ্জে মুনিবর কোপে ডাক ছাড়ে।
মুনির বাক্য শুনিয়া পদ্মার কোপ বাড়ে॥
মনে মনে চিন্তে পদ্মা কার্য্যে বিপাক।
কুশকাটা বামনা কিশের পাড়ে ডাক॥
তপের প্রভাবে অহঙ্কারে পথ বহে।
বাপ তুলিয়া গালি পাড়ে প্রাণে কত সহে॥
অহঙ্কারে নাহি বুঝে কেবা কত দূর।
ক্ষণেকে করিতে পারি অহঙ্কার চুর॥
ভাবিতে চিন্তিতে পদ্মা স্থির করে মন।
কোপে বিষপূর্ণিত হইল দুনয়ন॥
বিষ-নয়নে পদ্মাবতী মুনিরে নেহালে।
পদ্মার কোপে মরে মুনি কাল বিষের ঝালে॥
কোথায় জপ কোথায় তপ কোথায় বড়াই।
বল-বুদ্ধি নষ্ট হইল জ্ঞান মাত্র নাই॥
ছটফট করে মুনি-কিছু নাই মন।
অচেতন হইয়া পড়ে মুনির নন্দন॥
রক্ত ফেণা উঠে মুখে কথা স্থির নহে।
বোল চাল কিছু নাহি শ্বাস মাত্র বহে॥
শয্যার উপরে মুনি হইল মূর্চ্ছিত।
কোপে রহিল পদ্মা ঘরের এক ভিত॥
পদ্মার কোপে মোহ পাইল জরৎকারু মুনি।
সেই পদ্মা রাখুক নায়ক গুণমণি॥
শয্যাতে মূর্চ্ছিত হইল মুনির তনয়।
হুলাহুলি হইয়া গেল প্রভাত সময়॥
চারিদিক চাপিয়া কোকিল করে ধ্বনি।
শয্যা তুলিতে চণ্ডী আসিল আপনি॥

আগে পাছে সঙ্গে লইয়া যত পুরনারী।
হুলাহুলি দিয়া তোলে জামাইর মশারি॥
চৌদিকে চাপিয়া বাজে মঙ্গল বাজন।
জামাই মূর্চ্ছিত দেখি মূর্চ্ছিতা নারীগণ॥
এক ভিতে হাত পড়ে আর ভিতে স্কন্ধ।
মরা জামাই দেখিয়া সবাইর লাগে ধন্দ॥

মুখ বাহিয়া ফেণা পড়ে দেখিতে ডরাই।
দূরে বসিছে পদ্মা জামাইর কাছে নাই॥
চণ্ডী বলে মনসা বার্ত্তা কহ সারা।
তুমি সুখে বসিছ জামাই কেন মরা॥
ঘন ঘন জিজ্ঞাসে চণ্ডী করিয়া আদর।
নিঃশব্দে রহিল পদ্মা না দিল উত্তর॥
পদ্মা হইতে চণ্ডী যদি না পাইল সন্ধান।
চরে বার্ত্তা কহিল গিয়া মহাদেবের স্থান॥
বার্ত্তা পাইয়া মহাদেব করে ছটফট।
ত্বরিত গমনে আইল পদ্মার নিকট॥
অচেতন মুনিবর না চাহে কোন ভিত।
পদ্মারে জিজ্ঞাসা করে এ কোন উচিত॥
নাহি রোগ নাহি শোক মৃত্যু কি কারণ।
আচম্বিতে হইল কিবা কহত লক্ষণ॥
জিজ্ঞাসেন মহাদেব পদ্মা না করে রাও।
সবার হিত করুক সেই পদ্মাবতী মাও॥
বিজয় গুপ্ত বলে গাইন বুঝিও সংবাদ।
লাচারি প্রবন্ধে বল পয়ার বিচ্ছেদ॥

মোরে সত্য কহিবারে উচিত, মুনি কেন ম'ল আচম্বিত
মনে মনে ভাবিয়া চাই, তোমার যোগ্য জামাই,
অনেক যতনে পাইলাম মুনিবর।
তাহাকে আমি ভাল জানি, অজয় অমর মুনি,
তাহে কেন এত অথান্তর॥
তপের ফলে দেবের পূজিত, হেন মুনিকেনম'ল আচম্বিত
আজ হ'ল বিয়া নহিল বাসিরাতি।
এ নামে পদ্মা বড়ই অখ্যাতি॥

যে ম'ল সেই ম'ল আপন কর্ম্মদোষে।
তোমার কলঙ্ক লোকে কেন ঘোষে॥
মনসা বলেন বাপ শুন শূলপাণি।
ইহার কারণ আমি কিছু নাহি জানি॥
হেন কি তোমার মনে লয়।
নারী হইয়া আপন স্বামী খায়॥

অজু নিশি অবসানে হইলেক উষা।
মোরে বলে তুই মোরে আনিয়া দে কুশা॥
কোপমনে মূর্চ্ছিত মুনি হইল আপনি।
আমি ত না জানি কেমনে ম'ল মুনি॥
হাসিয়া তবে বলেন মহাদেব।
তোমার প্রতাপ পদ্মা কে সহিতে পারে ?
মুই বুঝিলাম কার্য্যের হেন দশা।
শীঘ্র করি জীয়াইয়া দাও গো মনসা॥
বিধি নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
বিজয় গুপ্তের সরস বচন॥

আমি কেন না আসিলাম রে না ভজিলাম
গোবিন্দ চরণ। (ধুয়া)

হেন মুনি মইল বড়ই অপযশ।
না জানি কিবা হয় অবশেষ॥
বাপের বচন শুনিয়া পদ্মাবতী।
স্বামীর নিকটে গেলা অতি শীঘ্রগতি॥
মূলমন্ত্র জপিল মুনির শ্রবণে।
চৈতন্য পাইল মুনি দেখিল সর্ব্বজনে॥
চারিদিকে নারীগণে হুলাহুলি দিল।
পদ্মার প্রতাপে মুনি চৈতন্য পাইল॥
চৈতন্য পাইয়া মুনি আঁখিতে দিল জল।
বল-বুদ্ধি কিছু নাই ধন্দ সকল॥
দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ে মুনি বলে রাম রাম।
পদ্মা হেন স্ত্রীতে মুনির নাহি কাম॥
মুনি বলেন শিব তুমি সংসারের সার।
আপনি দেখিলা সব কি কহিব আর॥
মহাদেব স্থানে এত কহিয়া বচন।
আর বার মহামুনি করিলা শয়ন॥
সন্ধ্যা ভঙ্গ হয় দেখি মুনি অচেতন।
দেখিয়া মনসা চিন্তিত হৈল মন॥
সত্বর ধরিলা পদ্মা মুনির চরণ।
শাপ দিয়া উঠে মুনি পরম দারুণ॥

পদ্মা বলে শুন প্রভু মুনি মহাশয়।
সন্ধ্যা ভঙ্গ হয় দেখি মনে পাই ভয়॥
মুনি সন্ধ্যা না করিলে কেমনে যাইতে পারি।
এতেক শুনিয়া ভয় পাইলা দেবী বিষহরি॥
মুনি বলেন তুমি মোর করিলা ইচ্ছা ভঙ্গ।
হের আমি চলি যাই তোমা পরিহরি সঙ্গ॥
এতেক বলিয়া মুনি চলিল তখন।
সন্ধ্যা ভঙ্গ হয় মুনি বিস্মৃত হইল মন॥
মুনি বলে শুন দেব ত্রিলোচন।
মনের কথা আমি কহিব তোমার স্থান॥
তোমার তনয়া পদ্মা পূজে সর্ব্ব রাজ্যে।
পদ্মা হেন ঘরণী মুনিরে নাহি সাজে॥
বনবাসী মুনি আমি ফল মূল খাই।
পদ্মা হেন ঘরণীতে মুনির সাধ নাই॥
পদ্মার চরিত্রে আমার লাগে ভীত।
আজি হইতে পদ্মা আমার পরম গর্ব্বিত॥
শিবের তরে এত কথা কহিয়া কোপে।
দণ্ড হাতে করিয়া মুনি যায় মনের তাপে॥
ইহা জানিয়া মহাদেব গেল মুনির স্থান।
হাত ধরিয়া কহে শুন মহাজন॥
পুত্র নাহি ঝী নাহি পোড়ে মোর হিয়া।
অতি দুঃখে জন্মিল পদ্মা মোর কন্যা হইয়া॥
পদ্মারে ছাড়িয়া মুনি যায় নিজালয়।
থাকুক অন্যের কাজ শিব পাইল ভয়॥
ঝীর দুঃখ মহাদেব জামাইর কূপ্পর।
হাতে ধরি বলেন শিব শুন মুনিবর॥
বিধির নির্ব্বন্ধ আমি মনে মনে গণি।
এই জন্য হইল কন্যা তোমার ঘরণী॥
শিবের কথা শুনিয়া বলেন মুনিবর।
নিবেদন করি কিছু শুন মহেশ্বর॥
কহন না যায় যাহার যেই কর্ম্মে।
পদ্মার আমার গৃহবাস নাহি এই জন্মে॥

দৈবের নির্ব্বন্ধ আমি না পারি লঙ্ঘিবার।
জানিয়া বল মোরে দেব মহেশ্বর॥
এই নিবেদন আমি করি তোমার তর।
আমার ঠাঁই পদ্মা চাহে কোন বর॥
মনের অভিষ্ট পদ্মা করুক প্রকাশ।
বর দিয়া পদ্মারে আমি চলি বনবাস॥
মুনির বচন শুনিয়া দেব মহেশ্বর।
সরে বলে মনসা মাগহ পুত্রবর॥
কার্ত্তিক গণেশ আর নন্দী মহাকাল।
পে। মাগ পদ্মাবতী বলে বোল চাল॥
চারিদিকে হুড়াহুড়ি মনসা ফাফর।
ভাবিয়া না পায় পদ্মা মাগিবে কোন বর॥
পদ্মাবতী রাও না করে মুনির বাড়ে রাগ।
মুনি বলে পদ্মাবতী ঝাটে বর মাগ॥
আপনি বলেম মুনি শুনগো মনসা।
মন সুখে মাগ বর যেবা তোমার আশা॥
চারিদিকে হুড়াহুড়ি পদ্মা চমৎকার।
পুত্রবর পুত্রবর বলে অষ্টবার॥
পদ্মার ক্রন্দন শুনি দুঃখ হৈল বৈরী।
সংবাদ পড়িল ভাই বলরে লাচারী॥

অকান্দনে কান্দেন কান্দেন মনসা
প্রভু মোরে না যাও ছাড়িয়া।
আঁচলের নিধি, আহারে দারুণ বিধি,
এখন আমি মরিব কান্দিয়া॥ (ধুয়া)
নিশ্চয় বুঝিলাম আমি, ছাড়িয়া যাইবা তুমি,
চিন্তিতে হৃদয়ে লাগে তাপ।
করিয়া অনেক আশ, বিয়া দিল তোমার পাশ,
ত্রিদশ ঈশ্বর মোর বাপ॥
পূর্ব্ব জন্মে করিলাম পাপ, তে কারণে এত তাপ,
প্রভু মোর ছাড়িয়া যাও বনে।
মা ভাই কারে কব, দৈবে মরণ হব,
না জানি কি হয় ত এখানে॥
চারিভিতে বহে ঝড়, দেখি প্রাণে লাগে ডর,
কেমনে বঞ্চিব স্বামী বিনে।
বিজয় গুপ্ত কবি ভণে, বিষাদ না ভাব মনে,
অকারণে কান্দ আর কেনে॥
পদ্মার বচনে হাসিলেন মুনি মহাশয়।
হাসিয়া মুনিবর পূর্ব্ব কথা কয়॥
তোমার দোষ নাহি কিছু আছে দৈব হেতু।
আজু হইতে তোমার গর্ভে রহিবেক ঋতু॥
অষ্ট জন পুত্র হবে তোমার সম্পূর্ণ সময়।
বর দিয়া মুনি বলে শুনহ নিশ্চয়॥
নাগজাতি জন্মিবেক বলে মহাতেজা।
এই অষ্ট জন হবে নাগগণের রাজা॥
নাগজাতি জন্মিবেক সহোদর অষ্ট ভাই।
তাহা হইতে হবে তোমার অনেক বড়াই॥
নাভি হস্ত দিয়া অস্তক করিলাম স্মরণ।
অস্তক সাক্ষাৎ হইল তপের কারণ॥
বর দিয়া জরৎকারু স্থির হইয়া রহে।
পদ্মার পেটে হাত দিয়া পুনর্ব্বার কহে॥
আস্তীক মহামুনি পদ্মার নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল তপোধন॥
শিবের কুমারী পদ্মা জগতের মাও।
ভক্তিভাবে পূজা কর মনসার পাও॥
সনাতন তনয় রুক্মিণী গর্ভজাত।
সেই বিজয় গুপ্তেরে রাখ জগন্নাথ॥
বিজয় গুপ্ত রচে পুথি মনসার বর।
পদ্মাবতীর বিবাহ পালা এখানে সোসর॥

অষ্ট নাগের জন্ম।

আপনার বল বিক্রম বাড়ে নিজ কুল।
মন দিয়া শুন কহি ইহার আদি মূল॥
উতঙ্গ নামে মুনি তপে মহাবল।
গুরুর তরে গিয়া আনে রতন কুণ্ডল॥

বনবাসে উপবাসে শরীর দুর্ব্বল।
আচম্বিতে এক বৃক্ষে দেখে রম্য ফল॥
উপবাসে উজাগারে শরীরের বল টোটে।
ভূমিতে কুণ্ডল থুইয়া গাছে গিয়া উঠে॥
অতি কোপে ফল পাড়ে বেলা অবসানে।
কুণ্ডল লইয়া এক নাগ নামিল পাতালে॥
আচম্বিতে কুণ্ডল লইয়া গেলা নাগপুরী।
গাছ হইতে নামে মুনি ধরধর বলি।
হর হের বলিয়া মুনি ডাকে পরিত্রাহি।
গাছ হইতে নামি দেখে তথায় নাগ নাহি॥
অনেক যত্নে পাইল ধন সেই নাগলোকে।
আহার পানী এড়ে মুনি সেই ধনের শোকে
পাতালে নামিল চিত্ত পরিপাটী
হাতে দণ্ড লইয়া খোরে পাতালের মাটী॥
তপের বলে হইল দণ্ডের চোখ মুখ।
খান খান করিয়া চিরে পৃথিবীর বুক॥
তাহা দেখি পৃথিবী লইলা ইন্দ্রের শরণ।
কান্দিতে কান্দিতে কহে যত বিবরণ॥
মুনির বৃত্তান্ত যত কহিলা ইন্দ্রের পাশ।
পৃথিবীরে শান্তাইয়া পাঠাইলা দেশ॥
বিশেষ বিশেষ মুনি বুঝাইলা বিশেষ।
খাছ না এড়ে মুনি কুণ্ডলের আশ॥
মুনিবরে মোহ দেখি ইন্দ্রের দুঃখ লাগে।
বজ্র বান্ধিয়া দিলা মুনির দণ্ডের আগে॥
ইন্দ্রের প্রধান অস্ত্র অতি বড় রঙ্গ।
তাহাতে পৃথিবীর হইল সুরঙ্গ॥
দেখিয়া কৌতুক মুনি বলে ভাল ভাল।
সুরঙ্গ দিয়া উতঙ্গ মুনি নামিল পাতাল॥
পাতালপুরী যায় মুনি অদ্ভুত বেশ।
কোথায় নিল কুণ্ডল না পায় উদ্দেশ॥
সপ্ত পাতাল মধ্যে নামিয়াছে নাগ।
অধম পাতালে কেমনে পাইবে লাগ॥

নিরাহারে শ্রম করে প্রাণে লাগে ভয়।
বাড়ব অগ্নির সঙ্গে পথে পরিচয়॥
পাতালে বাড়ব অগ্নি ধর্ম্মে গেল মন।
তাঁহার পাঁকে পাইল মুনি হারান ধন॥
কুণ্ডল পাইয়া মুনির সব দুঃখ টোটে।
পাতাল হইতে উতঙ্গ মুনি মর্ত্তালোকে উঠে॥
মুনি বলে সাহস করি গেলাম পাতালপুরী।
রাক্ষসে কুণ্ডল দিল নাগ কর্‌ল চুরি॥
এবে সে বুঝিলাম আমি কার্য্যের প্রবন্ধ।
রাক্ষসজাতি হইতে নাগজাতি মন্দ॥
গর্ভের বাহির হইতে যে রকম উৎকট।
পাতালে আসিয়া পাইল তেমন সঙ্কট॥
ভাগ্যে যে পাতালে আছে বাড়ব অনল।
তাঁহার উপদেশে আমি পাইলাম কুণ্ডল॥
অহঙ্কারে নাগে হরিয়া নিল ধন॥
হেন মনে লয় সর্ব্ব প্রধান অষ্ট জন।
মোর ধন হরে নিল না চিন্তিল ধর্ম্ম।
মোর শাপে অষ্টজনের হউক আর জন্ম॥
পাতালে গিয়া আমি পাইলাম যন্ত্রণা।
সেকারণে গর্ভে জন্ম হউক অষ্ট জনা॥
নাগ হইয়া মোরে দুঃখ দিল অকারণে।
একগর্ভে অষ্টজন হইবে একেবারে॥
কোপে শাপ দিয়া মুনি নিজালয়ে গেল।
গুরুর তরে দিল নিয়া রত্ন কুণ্ডল॥
সেবক হইয়া থাকিবে তোমার যত নাগগণ।
অষ্ট পুত্র জন্মিবে ঘুচিবে দুঃখ শোক॥
বর দিয়া জরৎকারু মনে মনে গণি।
পদ্মার পেটে হাত দিয়া করে বেদধ্বনি॥
আশীর্ব্বাদ করি বনে গেল তপোধন।
সেইক্ষণে হইল পদ্মার গর্ভের লক্ষণ॥
শিবের কুমারী পদ্মা জগতের মাও।
ভক্তিভাবে পূজ সেই মনসার পাও॥

সনাতন তনয় রুক্মিণী গর্ভজাত।
সেই বিজয় গুপ্তে রাখ জগন্নাথ॥
মুনির বরে গর্ভ হইল মনসা কুমারী।
অতি শীঘ্র হইল মাস তিন চারি॥
পঞ্চ মাসের গর্ভ হইল সুন্দর বদন।
মনসার গর্ভ দেখি হরিষ দেবগণ॥
ভাল মতে ব্যক্ত হইল গর্ভের লক্ষণ।
পঞ্চমাসে পঞ্চামৃত করিল ভক্ষণ॥
ছয় মাস সাত মাস হইল মাসনয়।
[illegible] মাস হইল গর্ভ সম্পুর্ণ সময়॥
ছয় সাত অষ্ট মাস নয় পরবেশ।
দেখিয়া মুনিগণে হরিষ বিশেষ॥
পুত্র গর্ভে দেখি মনসার মনে বড় সুখ।
পদ্মার মুখ দেখিয়া শিবের কৌতুক॥
বিজয় গুপ্ত বলে ভাই সদাই আনন্দ।
পয়ার এড়িয়া বল লাচারীর ছন্দ॥

মনসা প্রথম গর্ভবতী, আনন্দিত পশুপতি,
নাচন্তি অতি কুতূহলে।
ভূমিতে আচল পাতি, নিদ্রা যায় পদ্মাবতী,
উঠে বসে অতি কুতূহলে॥
দুর্ব্বল পাণ্ডুর গায়, আড় নয়নে চায়,
অধর দরশনে নাহি রঙ্গ।
তাম্বুল শর্করা ক্ষীর, ঘৃত ননী না লয় জীব,
বড় প্রিয় জামির ছোলঙ্গ॥
আর কিছু না লয় মন, ঝিকট পরম ধন,
উঠিতে বসিতে নাহি বল।
গর্ভাবেশে দুঃখিন, দশ মাস দশ দিন,
আচম্বিতে উদর চলন॥
গর্ভ ভারে তনু ক্ষীণ, দশ মাস দশ দিন,
পূর্ণিত হইল তখন।
হরষিত হইল নেতা, পদ্মার প্রসব ব্যথা,
প্রভাতে জন্মিল অষ্টজন॥
উপজিল অষ্টজন, হরিষে নাচে দেবগণ,
আকাশে কুসুম বরিষণ।
দেখি দেখি অষ্টজন, মায়ের আনন্দিত মন
বিজয় গুপ্তের সরস বচন॥
জন্মিধা যে ততক্ষণে, আস্তীক চলিল বনে,
কমণ্ডলু লইয়া বায়ুগতি।
বিজয়গুপ্ত বলে সার, মোর গতি নাহি আর,
দয়া কর দেবী পদ্মাবতী॥

পদ্মাবতীর বরে হউক নায়কে জয়।
অষ্টনাগ জন্মিল প্রভাত সময়॥
সকল বান্ধবের আনন্দিত মন।
আকাশ ভরিয়া করে দুন্দুভি বাজন॥
জয় জয় হুলাহুলি শ্রবণে না শুনি।
বিরস বদনে চণ্ডী মনে মনে গণি॥

ক্ষীরোদ মথন।

মনসার পাদপদ্ম ভাবিয়া হৃদয়।
গাইব ক্ষীরোদ মথন অতি রসময়॥
জয় জয় হুলাহুলি শ্রবণে না শুনি।
বিরস বদনে চণ্ডী মনে মনে গণি॥
দৈবদোষে পদ্মা মোর ভাড়িল হৃদয়।
এবে হতে করিবে মোর জীবন সংশয়॥
এবে হইল পদ্মার এই অষ্ট পো।
না জানি কখন পদ্মা কিবা করে মো॥
ভাবিতে চিন্তিতে মোর প্রাণ কাঁপে ডরে।
হেন বুদ্ধি করিব পদ্মার অষ্ট পুত্র মরে॥
সাত পাঁচ মনে তবে ভাবিয়া ভবানী।
বিষম ডাকিনীগণ ডাক দিয়া আনি॥
চণ্ডী বলে ডাকিনী আকাশ কর লুকি।
কামরূপ ধরিয়া পদ্মার ঘরে ঢুকি॥
চণ্ডী বলে ডাকিনী মোর দুঃখের নাহি ওর
তুমিত জানহ পদ্মা চির বৈরী মোর॥
দুগ্ধ মায়ের না পায় যেন বল টোটে।
শুকাইল পদ্মার দুগ্ধ নাহি এক ফুটে॥

শূন্য স্তন ছাওয়াল কান্দে মায়ের বড় দুঃখ।
দেখিয়া বিকল পদ্মা ছাওয়ালের মুখ ॥
দেখিয়া বিকল পদ্মা মনে লাগে ধন্দ।
অকুমারীর স্তন যেন ক্ষীরের নাই গন্ধ ॥
ভাবিতে চিন্তিতে পদ্মার মনে দুঃখ লাগে।
অষ্টপুত্র লইয়া গেলা মহাদেবের আগে ॥
দুই চক্ষুর জল পদ্মার বাহিয়া পড়ে বুক।
কান্দিতে কান্দিতে গেলা শিবের সম্মুখ ॥
পদ্মা বলে বাপ তুমি অনাদির গতি।
তুমি ছাড়া পদ্মার আর নাহি গতি ॥
বুঝিতে না পারি পদ্মার কি আছে কপালে।
প্রসবান্তে স্তন নাহি কি খাবে ছাওয়ালে ॥
চণ্ডিকা বলে তার যত অনুচারী।
নানা মায়ায় মরি গিয়া হর মোর বৈরী ॥
কহিব আপনার দুঃখের নাহি ওর।
তুমি জান চণ্ডিকা যে মিত্র হয় মোর ॥
শিব বলে পদ্মা তুমি সহজে চঞ্চল।
কি হেতু লইয়া আইলা তনুজ ছাওয়াল ॥
আপনার ঘরে পদ্মা চল অবিরোধে।
অষ্টনাগের তরে সাগর ভরিয়া দিব দুধে ॥
মনেতে ভাবিয়া শিব যুক্তি করে সার।
ধবল নামে নদী আছে গোমতীর পাড় ॥
দশ যোজন নদী আছে পৃথিবীর ভিতর।
সেই নদীতে ক্ষীর ভরি দিব হে সত্বর ॥
উঠে গভীর ঢেউ পর্ব্বতের চূড়া।
দীর্ঘে চল্লিশ যোজন সাগরের গোড়া ॥
আপনে কহিল শিব মনের কৌতুকে।
গাছ পাথর দিল নদীর দুই মুখে ॥
নদীর মুখ বন্ধ হইল হাসেন শূলপাণি।
গরুড় মহাবীর তবে ডাক দিয়া আনি ॥
মহাদেবের বোলে পক্ষীর বাড়ে বল।
পাখের ছাটে দূর করে মহানদীর জল ॥

নদীর ঠান দেখিয়া শিব কৌতুক বিশেষ।
নানা জাতি পক্ষী সব আছে নানা দেশ ॥
নানারূপ পক্ষী সব ছোট ছোট কায়।
জলচর পক্ষী সব ধরিয়া ধরিয়া খায় ॥
ডাঙ্গর পক্ষী যেন পর্ব্বতের চূড়া।
পেট ভরি মৎস্য খাইয়া করিলেক উড়া ॥
না জীল এ সব জন্তু শিবের বড় রঙ্গ।
জলজন্তু না রহিল রহিল মাত্র পঙ্ক ॥
ঈষৎ হাসেন শিব কার্য্যের সন্ধানে।
দ্বাদশ আদিত্য তবে ডাক দিয়া আনে ॥
মহাদেব বলে শুন দ্বাদশ আদিত্য।
আমা ছাড়ি তোমা সবার আর নাহি চিত্ত ॥
আজু সে বুঝিব ভাই তোমার বিক্রম।
ক্ষণেকে শুকাইয়া দেও নদীর কর্দ্দম ॥
শিবের বচনে আদিত্যগণ হাসে।
সকলে একত্র হইয়া তেজ প্রকাশে ॥
প্রলয় কালের রৌদ্র যেন হৈল বিষম।
ক্ষণেকে শুকাইয়া দিল নদীর কর্দ্দম ॥
আড় আঁখি করিয়া হাসেন শূলপাণি।
সুরভীরে ডাক দিয়া আনিল তখনি ॥
শিবের আদেশে ধেনু আসিল ত্বরিতে।
অধর কুণ্ডল দুই ওষ্ঠ পড়িল ভূমিতে ॥
ঘরে এড়িয়াছি বৎস পোড়ে তার মন।
হাম্বা হাম্বা করিয়া ডাক ছাড়ে ঘনে ঘন ॥
প্রণাম করি দাঁড়াইল শিবের বিদ্যমান।
কি হেতু ডাকিছ মোরে কহত কারণ ॥
শিব বলেন ধেনু তুমি জগতের মাতা।
তোমার ক্ষীরে তুষ্ট কর সকল দেবতা ॥
তুমি জানহ মোর কন্যা পদ্মাবতী।
তাহার জন্মিল অষ্ট পুত্র নাগজাতি ॥
স্তনাভাবে কান্দে সব না সহে পরাণে।
তার তরে ধবল নদী ভরিয়া দেও আপনে ॥

কামধেনু হাসে শুনি শিবের বচন।
এক কালে কর গোসাঞি আমার সাধন॥
তুমি সৃষ্টি করিলা আমি ধেনুরূপে চরি।
বনের ঘাস খাইয়া দেবের হিত করি॥
জগতের নাথ তুমি দেবের দেবতা।
কাহার বাপে তোমার বাক্য করিবে অন্যথা॥
শিবের তরে এতেক কহিয়া সংবাদ।
চাখি পায়ের মধ্যে রাখিল মহানদীর নাদ॥
সাত পাঁচ ভাবি তবে মন করে স্থির।
নদীর তীরে ছাড়িয়া দিল এক বাণ ক্ষীব॥
খালের বন্ধন ভাঙ্গি ঢেউ উঠে পানি।
বোঁটের নালে পড়ে ক্ষীর মহাশব্দ শুনি॥
গাঙ্গের কূল ভাঙ্গিয়া ক্ষীর কূলে করিল পদ।
চারি দণ্ডের ক্ষীরে পূর্ণ করিল মহানদ॥
ক্ষীর-নদীর টান দেখি মহাদেব হাসে।
নীলবর্ণ ঢেউ দেখে দেবগণ তরাসে॥
ঢেউর টানে ফেনা উঠে ভাল নাহি বাসি।
জলে ভাসিয়া উঠে যেন তুলারাশি॥
লোকে বলে কামধেনু দেব কলেবর।
একবাণের দুগ্ধ দিয়া ভরিল সাগর॥
শিবের কার্য্যে কামধেনু ব্যথিত একান্ত।
মন দিয়া শুন কহি বৎসের বৃত্তান্ত॥
আপনার ঘর ছাড়ি আসিল অন্য স্থানে।
শিবের কার্য্যে আসিল ধেনু বৎস নাহি জানে॥
নদীর বর্ণ দেখি দেবতা বিস্মিত।
নীলবর্ণ ফেণা দেখি দেবতা কম্পিত॥
দেবগণে বলে ইহার না বুঝি কারণ।
অনুমানে বুঝি হইল বিষের লক্ষণ॥
ইহা খাইলে কেমন জানি হয় ত মরণ।
ধ্যানে বসিল শিব পরম কারণ॥
যোগাসন করিয়া শিব বসিল কৌতুকে।
গণ্ডুষ করিয়া বিষ তুলিয়া দিল মুখে॥
বল বুদ্ধি হরিলেক টুটিলেক জ্ঞান।
অচেতন হইয়া পড়ে কাতর নয়ন॥
ঢলিল যে মহাদেব পড়িল ভূমিত।
মাথায় হাতে দেবগণ কান্দে চারি ভিত॥
ভূত প্রেতগণ কান্দে চারি ধারে।
দেবীর নিকটে ধাইয়া আসিল সত্বরে॥
শুনিয়া ভবানী দেবী হইল মূর্চ্ছিত।
সত্বরে ধাইয়া দেবী আসিল ত্বরিত॥
শিবেরে দেখিয়া দেবীর কাতর নয়ন।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে ধরিয়া চরণ॥
দেবীর ক্রন্দন শুনি দুঃখ লাগে বৈরী।
এইকালে বল ভাই করুণ লাচারী॥

আরে প্রভু জগদীশ, কার বোলে খাইয়া বিষ
বিষ খাইয়া পড়িলা ঢলিয়া।
শুনহে আমার বাণী, ওহে প্রভু শূলপাণি
আজ প্রমাদ পড়িল তোমা দিয়া॥
আজু সে বুঝিলাম সার, জীবন না রাখিব আ
প্রাণ দিব গরল খাইয়া।
যে হউক সে হউক মোর, কার্ত্তিক গণেশ তোর
দুই পুত্র কারে যাও দিয়া॥
তোমারে না দেখি ভাল, মুখ বাহিয়া পড়ে লাল
কি করিব ইহার উপায়।
গলায় কাটারি দিয়া, যাব প্রাণ ত্যাজিয়
এ জীবনে আর নাহি সাধ॥
শুনিয়া যে পদ্মাবতী, আসিলেন শীঘ্রগতি
দেবগণ হইল হরষিত।
ব্রহ্মা বলে পদ্মা শুন, জীয়াও বাপ ত্রিলোচন
বিষ খাইয়া ঢলিল জগন্নাথ॥
দেবগণে জয় জয়, বারেক জীয়াও মনসায়
তুমি রাখ দেবের সাধন।
গৌরী বলে ঝী আইল, এখন প্রভুর জীবন রৈল
বাপ তোমার জীয়াও এখন॥
পদ্মা বলে না কর তাপ, এখনই জীয়াব বা
আর তুমি না হইও চিন্তিত।

শুনিয়া পদ্মার বাণী, সবে করে জয়ধ্বনি,
নাচন্তি হইয়া হরষিত ॥
বাপের নিকট পদ্মা যায়, দেবগণে জয় জয়,
যোড় হস্তে করয়ে স্তবন।
বিজয় গুপ্ত কবি ভণে, মনসার শ্রীচরণে,
দেবীর বরে সবের কল্যাণ ॥
ধ্যান করিয়া বসে দেবী বিষহরী।
পদ্মা বলে বাপ তুমি দেব-অধিকারী ॥
কর্ণে মন্ত্র পড়িয়া দেবী বলে উঠ উঠ।
মুখ বাহিয়া বিষ পড়ে ফুট ফুট ॥
বুকে হাত দিয়া পদ্মা জপে মহাজ্ঞান।
গা মোড়া দিয়া শিব উঠিল বিদ্যমান ॥
চৈতন্য পাইয়া শিব বলে রাম রাম।
ক্ষীর খাও অষ্ট নাতি সাধিলাম কাম ॥
মহাদেবের কথা শুনি সবে হরষিত।
কৌতুকে দেবগণ নাচে চারিভিত ॥
মহামায়া লইয়া ঘরে করিলা গমন।
দেখিয়া পদ্মাবতী হরষিত মন ॥
দুগ্ধ পিয়ে অষ্টনাগ যত মনে লয়।
ক্ষীর সাগরের দুগ্ধ পেট ভরি পায় ॥
বিজয় গুপ্ত রচে পুথি মনসার বর।
অষ্টনাগের জন্ম পালা এইখানে সোসর

মনোহর বৎসের প্রতি মহাদেবের অভিশাপ।

মনোহর নামে এক বৎসের উৎপত্তি।
তখনে না গেল সে মায়ের সংহতি ॥
এড়িয়া মায়ের পাশ আসিল নানা স্থান।
শিবের কার্য্য করিতে আসিল ধেনু জ্ঞান ॥
জীবন হইল শেষ ভাবে মনে মনে।
দৈবগতি দেখা হইল নারদের সনে ॥
আপনার বৎস দেখি ধেনু কৌতুক।
তুষ্ট হয়ে চাহে ধেনু নিজ পুত্রের মুখ
কোথায় গিয়াছ পুত্র না বলিয়া মায়
তোমার বোলচালে কিছু আমার নাহি দায় ॥
বিজয় গুপ্ত বলে গাইন কার্য্যে দেও চিত।
এই কালে বল ভাই লাচারীর গীত ॥

কোথায় নিধি পাইলা আমারে এড়িয়া গেলা,
ভোগে শোকে শরীর বিরস।
জল যদি নাহি খাও, খালি দুগ্ধ পিয়ে খাও,
দন্তে আজু না খাইব ঘাস ॥
তোমার অবাধ্য আমি, সাগর তরিলা তুমি,
আজি মোর করিলে প্রাণ নাশ।
হেন মনে ভাবি আমি, যে কর্ম্ম করেছ তুমি,
জীবনেতে নাহি মোর আশ ॥
শ্রম কর আর বৃথা, না বলিব মিছা কথা,
তুমি বল ছাওয়াল চরিত্র।
অল্পে সুখে যত খায়, তত দুঃখ দিবে মায়,
ডাক কেন ছাড় বিপরীত ॥
কামধেনু বলে বাছা, কোপ কেন কর মিছা,
শিব কার্য্যে দুগ্ধ দিছি আমি ॥
এক বাণের দুগ্ধ দিয়া, নদী দিছি পূরিয়া,
তিন বাণের দুগ্ধ তুমি খাও।
দেব-কার্য্য সমুচিত, না করিলে অনুচিত,
মিছা কেন কোন্দল লাগাও ॥
ধেনু বাক্য শুনি কাণে, বৎস পায় দুঃখ মনে,
মাতৃ-বাক্য ভাল না লাগিল।
হইয়া কুপিত মনে, পান করে এক মনে,
সব দুগ্ধ নিমেষে খাইল ॥
ক্ষীর খেয়ে বৎস হাসে, তাহা দেখি শিশু রোষে,
নারদে ডাকিল আর বার।
মহাদেব বলে হায়, মোর দুগ্ধ বৎস খায়,
দেখি ইহা সাত কি প্রকার ॥
বিজয় গুপ্ত বলে সার, মোর গতি নাহি আর,
দয়া কর দেব শূলপাণি।

মায়ের দুগ্ধ বৎস খায় ইথে কোপ না যুয়ায়,
কোপ কেন করহ আপনি ॥
বৎস পান করে ক্ষীর শুকাইল নদ।
মনের কোপেতে শিব বলে গদ গদ ॥
মনের কোপেতে শিব আঁখি টলমল।
মহাদেব বলে বৎস পূরিব সকল ॥
কামধেনুর পুত্র হয়ে মোর কার্য্যে বাদ।
আজি হইতে হবে তোমার যবন অপবাদ ॥
বৎসকে শাপিয়া শিব শান্ত করল চিত।
দুই আঁখি পাকাইয়া চাহে চারি ভিত ॥
দেখিয়া শিবের কোপে গাভী পাইল ভয়।
দন্তেতে করিয়া ঘাস করিল বিনয় ॥
ধেনু বলে গোসাঞি তুমি জগতে পূজিত।
বৎসকে করিতে কোপ না হয় উচিত ॥
অপরাধ অনুরূপ প্রতিফল পায়।
পুত্রের হইল শাপ কি হবে উপায় ॥
শিবের চরণে ধেনু বলে ধীরে ধীরে।
আজ্ঞা হয় পুনরায় ভরিয়া দিব ক্ষীরে ॥
খাল খন্দ ভরিয়া জলেতে করে গো।
নদীর কূল ভাঙ্গিয়া যেন জলে করে গো ॥
দুই কূল ভাঙ্গিয়া বহে ক্ষীরধার।
পূর্ব্বে যেমন ছিল হইল আর বার ॥

অমৃত মথন।

জয় জয় বিষহরী, চরণে প্রণাম করি,
তুমি দেবী জগত জননী।
অসময়ে মাগিয়াছি ধার, কর মোরে নিস্তার,
তবে জানি মহিমা তোমার ॥
তোমার যদি দয়া হয়, তবে কি শমনে ভয়,
হেলায় যাইব ভবসিন্ধু পার
তোমার বিষের জ্বালে, নীলকণ্ঠ মুনি চলে,
আপনি করিলা পরিত্রাণ ॥
তোমার মহিমা যত, এক মুখে কব কত,
শত মুখে অনন্ত ধ্যায়।
কৃপা কর পদ্মাবতী, তুমি বিনে নাহি গতি,
অভয় চরণে দেও ছায়া ॥
চড়িয়া বিচিত্র রথে, আইলা দেবী মর্ত্ত্যেতে,
কোটি কোটি নাগের যোগান।
আনন্দিত হইয়া মতি, সবে পূজে পদ্মাবতী,
ঘরে ঘরে ছাগ বলিদান ॥
যে জন তোমারে পূজে, ইহকাল সুখে ভুঞ্জে,
পরকালে যায় শিবপুরী।
জানকীনাথের বাণী, শুন দেবী ব্রাহ্মণী,
দাস করি রাখিবা চরণে ॥

আমার মনে হইল কি ভাবনা রে (ধুয়া)

বিদগ্ধ জনের ঠাঁই করিলাম অঞ্জলি।
মন দিয়া শুন কিছু সরস পাঁচালী ॥
যেরূপে ইন্দ্রেরে শাপ দিল মহামুনি।
এমত অদ্ভুত কথা কভু নহে শুনি ॥
শাপিল দারুণ মুনি হইয়া নিঠুর।
সাবধান হইয়া শুন যত জ্ঞানিগণ।
কহিব রহস্য কথা অমৃত মথন ॥
সভায় বসিল ইন্দ্র হইয়া আনন্দিত।
মুনিগণ তপস্বীগণ বসিল চারি ভিত ॥
দশরথ মহারাজ বিখ্যাত ভুবনে।
ইন্দ্র সনে বসিয়াছে একই আসনে ॥
যযাতি নহুষ রাজা দিলীপ মান্ধাতা।
হরিশ্চন্দ্র বসিয়াছে পৃথিবীর দাতা ॥
বশিষ্ঠ লোমশ আদি জহ্নু তপোধন।
আঙ্গিরস অম্বরিস গৌতম চ্যবন ॥
বিশ্বামিত্র বাল্মীকি চ্যবন মুনিবর।
চণ্ড কৌশিক আর সাবর্ণ পরাশর ॥
কূর্ম্ম কপিল কর্ণ ঋষ্যশৃঙ্গ নাম।
মরিচ দুর্ব্বাসা আর নারদ অনুপম ॥

মুনির প্রধান তথা বসিল তমরু।
বসিয়াছে বিশ্বামিত্র আর দেবগুরু ॥
হেন কালে নৃত্য চাহিতে ইন্দ্রের আদেশ।
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী করে নানা বেশ ॥
মৃদঙ্গেতে বিদ্যাধরী ঘা দিবা মাত্র।
ভূমিকম্প হইল যেন প্রবেশিল গাত্র ॥
তিলোত্তমা চিত্ররেখা উষা সঙ্গে করি।
নৃত্য করিতে মেলে রম্ভা রূপেশ্বরী ॥
সৌন্দর্য্যের সীমা নাই রূপ গুণ যত।
এক মুখে তাহার কথা কহিতে পারি কত।
সিন্দুরের বিন্দু শোভে ললাটের মাঝে।
চন্দন তিলক অধিক করি সাজে ॥
পারিজাত মালা ধরে কবরী উপর।
রাহু যেন গ্রাস কবিল শশধর ॥
সুবর্ণের চাকি কাণে সুবর্ণ কুণ্ডল।
নাসিকা নির্ম্মাণ যেন দেখি তিলফুল ॥
জিনিয়া বান্দলী পুষ্প অমর সুন্দর।
কনক চম্পক জিনি শোভে কলেবর ॥
মাতার উপর দেখিলাম পাতাপাতি।
মদন রাজারে যেন দেখা দিল রতি ॥
সুবর্ণের বাউটী হাতে সুবর্ণ কেয়ুর।
ঝুন্ ঝুন্ করি বাজে চরণে নূপুর ॥
কনক মুকুট ধরে শিরের ভূষণ।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে সুগন্ধি চন্দন ॥
মণিবেষ্টিত শোভা করে হার।
তাহার সঙ্গে শোভা করে যত অলঙ্কার ॥
ইহার সমান আর নাহি রূপবতী।
নিকটে ঘনাইতে তার লাজ পায় রতি ॥
রসাল ঝাঁঝরী বীণা বাজয়ে মৃদঙ্গ।
নাচিতে নাচিতে রম্ভার বাড়ে মনরঙ্গ ॥
যেন মতে নাচে রম্ভা তেন ধরে বেশ।
এক দৃষ্টে চাহে সবে না করে নিমেষ ॥

দেবগণ মুনিগণ যত বড় বড়।
দেখিয়া রম্ভার নৃত্য সবে হইল জড় ॥
নৃত্যে রঞ্জাইল রম্ভা দেবের সমাজ।
রম্ভার নৃত্যে তুষ্ট আপনে দেবরাজ ॥
সৌভাগ্য নিলয় নাম গন্ধর্ব্বের শালা।
রম্ভারে প্রসাদ দিল পারিজাতের মালা ॥
প্রণাম করিয়া রম্ভা মালা নিল হাতে।
ভক্তি করি থুইল মালা শিরের উপরে ॥
মালা পাইয়া রম্ভা চলিলেক ঘরে।
মেলানি করিয়া চলে যত বিদ্যাধরে ॥
রম্ভার সহিত চলে যত বিদ্যাধরী।
রাজপথ দিয়া চলে নানা লীলা করি ॥
ধীরে ধীরে চলে রম্ভা হইয়া হরষিত।
দুর্ব্বাসা মুনিরে পথে দেখে আচম্বিত ॥
দিগম্বরের বেশে যায় উন্মত্তের ছন্দে।
কটিতে করঙ্গ গোটা দণ্ড গোটা কান্ধে ॥
ফটীকের জপমালা জপে ধীরে ধীরে।
তাপের প্রভাবে মুনির নির্ম্মল শরীর ॥
মালা দেখি মুনিবর খুঁজিল রম্ভাতে।
প্রণাম করিয়া রম্ভা মালা দিল হাতে ॥
মালা পাইয়া দিল মুনি শিরের উপরে।
উন্মত্তের বেশে ফেরে নগরে নগরে ॥
এইরূপে করে মুনি নগর ভ্রমণ।
শচী সঙ্গে চলে ইন্দ্র যত উপবন।
ঐরাবতে আরোহণ করিয়া দুই জনে।
কুতূহলে প্রবেশ করিলা উপবনে ॥
মাতা যাহার রুক্মিণী বাপ দিবাকর।
তাহারে সদয় হউক দেব মহেশ্বর ॥
ভণে কবি কর্ণপুর মধুর প্রবন্ধ।
পয়ার এড়িয়া বল লাচারীর ছন্দ ॥

দেখিয়া পুষ্পের গতি, শচী আর শচীপতি,
হৃদয়ে না ধরে আনন্দ।

মধুকর পালে পালে, ঘনে ঘন পড়ে ডালে,
পিয়ে পিয়ে উঠে মকরন্দ ॥
গোলাপ মল্লিকা ধাই, কুটজ কাঞ্চন যাই,
শেফালিকা বকুল তিলক
কদম্ব কেতকী জুতি, ধুতুরা টগর তথি,
সূর্য্যমণি করবী বকুল।
কুটজ জয়ন্তী তথি, নীলকণ্ঠ মালতী,
নাগেশ্বর চম্পক লবঙ্গ ॥
কুঞ্জ শতবর্গ আয়া, স্থলপদ্ম আর কেয়া,
পারিজাত ফুটে চারিভিতে।
তুলসী মালসা যত, তাহা বা কহিব কত,
জবা পুষ্প দিতে সূর্য্য অর্ঘ্য ॥
শিরিষ নেহালী আর, সপ্তচ্ছেদ কর্ণকার,
এলাইচ তুলসী পলাশ।
ভ্রমিয়া পুষ্পের বন, অধিক আনন্দ মন,
পুষ্প লইয়া করয়ে বিলাপ ॥
সুরপতি আর শচী, দোহে এক মন রুচি,
শচীরে বলিলা দেবরায়।
হরষ হইয়া অতি, দেবরাজ সুরপতি,
মালা দিলা শচীর গলায় ॥
ভ্রমিয়া পুষ্পের বন, হরষিত দুইজন,
ত্বরিতে চলিলা কুতুহলে।
মত্ত হস্তী চলে ধীরে, মেলে মন্দাকিনী তীরে,
রহিলা গিয়া কল্পতরু তলে ॥
কর্ণপুর কবি ভণে, পথে দুর্ব্বাসার সনে,
দেখা হইল আচম্বিতে ॥

দুর্ব্বাসা দেখিয়া ইন্দ্র হইল চমকিত।
ঐরাবত হইতে ইন্দ্র নামিল ভূমিত ॥
প্রণাম করিল ইন্দ্র ভক্তি পুরঃসর।
মালা দিয়া আশীর্ব্বাদ করে মুনিবর ॥

আমার মনে কি হইল ভাবনা রে। (ধুয়া)

পারিজাত মালা দেখিয়া ইন্দ্রের বিস্ময়।
লইলেন মালা গোটা দুর্ব্বাসার ভয় ॥
নৃত্য শেষে যেই মালা রম্ভারে দিল।
সেই মালা দিয়া মুনি আমায় বিড়ম্বিল ॥
মুনির গৌরবে মালা রাখিলেন হাতে।
ক্ষণেক বিলম্বে থুইল ঐরাবত মাথে ॥
মালা শোভা করে তাহার গণ্ডের উপরে।
গঙ্গার প্রভাব যেন কৈলাস শিখরে ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ইন্দ্র হইলা আনন্দিত।
পারিজাত গন্ধে ইন্দ্র হইল মোহিত ॥
শুণ্ড দিয়া মালা গোটা ধরে নানা ভিতে।
ঘ্রাণ লইয়া মালা ফেলে রাজপথে ॥
এইরূপে ভ্রম হইয়া গেল পুরন্দর।
সায়ং সন্ধ্যা করিয়া চলে মুনিবর ॥
যেই খানে ইন্দ্র সঙ্গে হইল দরশন।
সেই খানে ভূমে মালা দেখে তপোধন ॥
মালা গোটা ভূমিতে দেখিয়া মুনি পাইল তাপ।
তখনি চিন্তিল মুনি ইন্দ্রেরে দিতে শাপ ॥
দশনে অধর চাপে মুখে নাহি রাও।
কোপ গরলে পুরে মুনির সর্ব্ব গাও ॥
অল্পজ্ঞান করি মনে না করে ভয়।
অদ্য হইতে ইন্দ্রের শ্রী হউক ক্ষয় ॥
ধনমদে মত্ত হইয়া আমারে না গণে।
শ্রী ক্ষয় হউক তার আমার বচনে ॥
ভণে কবি কর্ণপুর পয়ার প্রবন্ধ।
মিলিল আসিয়া গীত লাচারীর ছন্দ ॥

দেখিয়া মালা ভূমিতলে, মুনিবর কোপে জ্বলে,
গগন পরশে অহঙ্কারে।
দশনে অধর চাপে, সকল শরীর কাঁপে,
ভ্রূকুটি কে পারে সহিবারে ॥
চর্ম্মধারী মাথায় জটা, তেকারণে দেখে টুটা
দর্প কেবা না জানে আমার।
যদি লয় হেন মতি, হরি হর প্রজাপতি,
এ তিন সৃজিতে পারি আমি ॥

আশীর্ব্বাদে পুরন্দরে, মালা দিলাম তাহার তরে.
ভক্তি করি লইল অতিশয়।
হেন মালা ভূমে লোটে, দেখিয়া প্রাণ ফাটে,
এ দুঃখ কি শরীরে মোর সয়॥
মোর তরে দিয়া লাজ, সাধিল এই কাজ,
শ্রীর এড়ুক গিয়া আশা।
না জানে আমার সার, অক্ষয় বচন যাহার,
সেই মুনি আমি দুর্ব্বাসা॥
দেবরাজ হেন মতে, লজ্জা দিল পদে পদে,
এ বেটার এত দুষ্টমতি।
ঠেকিল আমার পাকে, কোন জনে তারে রাখে,
আজি আমার বুঝিব শকতি॥
না জান আমারে তুই গৌতম মুনি নহে মুই,
যাহার স্ত্রী করিলা হরণ।
দেশ ভরি অপযশ, সে পুনঃ তাহারই বশ,
সেই লাজে না হয় মরণ॥
কর্ণপুর কবি ভণে, ক্রোধ হইল তপোধনে,
ইন্দ্রেরে দিলা শাপবাণী।
শুনিয়া ইন্দ্রের শাপ, দেবগণের হইল কোপ,
সুরপুরী হইল জানাজানি॥
শুনিয়া মুনির শাপ আসিল পুরন্দর।
যোড় হস্তে স্তুতি করে মুনির গোচর॥
মুনি বলে মোরে আগে করিলা লাঘব।
কপট প্রবন্ধে মোরে এখন কর স্তব॥
চল চল পুরন্দর আপনার পুরী।
চতুর জনার সঙ্গে না কর চাতুরী॥
শাপ দিয়া এখন না পারি ঘুচাইবার।
আমা হতে কোন কার্য্য না হইবে তোমার
তোমার চরণে গোসাঞি করিলাম অপরাধ
একবার ক্ষমা কর সেবকের বাদ॥
অপরাধ হইয়া থাকে কর প্রতিফল।
না যুয়ায় শাপ দিতে সেবক বৎসল॥
মুনি বলে মোর শাপ না যায় খণ্ডন।
প্রতিকার আমা হইতে নহে কদাচন॥

শাপ দিয়া আমি আর খণ্ডাইতে নারি।
বিফলে প্রণতি কর দেব অধিকারী॥
শ্রীযুত হইয়া তুমি অহঙ্কারে বল।
আমি দিলাম মালা গোটা ভূমিতলে ফেল।
দুর্ব্বাসা বলিয়া তোর মনে ন্যহি ভয়।
কোন কালে আমা হইতে শাপান্তক নয়॥
ক্ষমিতে না পারিব আমি অহঙ্কার তোর।
কোন কালে চিত্তে ক্ষমা না হইবে মোর॥
ইন্দ্র প্রতি বলে মুনি দারুণ বচন।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে সহস্র লোচন॥
ভণে কবি কর্ণপুর পয়ার প্রবন্ধ।
মিলিল আসিয়া গীত লাচারীর ছন্দ

লাচারী (কৌরাগ)।

কোন অপরাধে মুনি শাপ দিলা মোরে।
হরি হরি হরিয়ে ইন্দ্রের কান্দনের নাহি ওর
(ধুয়া)
মালা মোরে দিলা তপোধন, করিলাম মালা শিরের ভূষণ
না জানিলাম খসিয়া পড়িতে।
না যুযায় মোরে শাপ দিতে॥
তুমি মুনি সাক্ষাৎ অরুণ, শাপিলা না বুঝিয়া দোষ গুণ,
কর্ণপুর কবি তাই গাহে।
শাপ না ঘুচিবে দেবরায॥

কহিয়া নিষ্ঠুর কথা গেল তপোধন।
সকরুণস্বরে কান্দে সহস্র লোচন॥
চৌদিকে বেড়িয়ে কান্দে যত দেবগণ।
দেবের কান্দনে কান্দে যত সিদ্ধগণ॥
মুনিগণ সিদ্ধগণ কান্দে বিদ্যাধরী।
কান্দনের কোলাহল অমর নগরী॥
শুনিয়া দারুণ শাপ সহিতে না পারি।
শচীরে বেড়িয়া কান্দে যত পুরনারী॥
যতেক দেবতা কান্দে মাথায় দিয়া হাত।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথাত॥

শ্রীহীন ইন্দ্র রাজার হইলেক যদি।
বিবর্ণ হইল তবে যতেক মোছদী॥
পৃথিবীর মধ্যে যদি কেহ করে যাগ।
অসুরে হরিয়া আনে দেবেরে না দেয় ভাগ
মুনিগণে তপোবন ছাড়িল সকল।
সেই হইতে কল্পতরু নাহি ধরে ফল॥
পরদ্রব্য হরিয়া নিতে পরের অভিলাষ।
দান ধর্ম্ম তপ যজ্ঞ সব হইল নাশ॥
লক্ষ্মীর অংশমাত্র নাহি ইন্দ্রের সদন।
বলে বর্জ্জিত হইল যত দেবগণ॥
কুশ মরিহীন হইল নন্দন বন।
সেই হইতে গন্ধহীন হইল চন্দন॥
ব্রহ্মশাপে ইন্দ্রের টুটিয়া আসে বাদ।
সূর্য্যের কিরণ নাহি তেজ নাহি চাঁদ॥
মণি না থাকিলে যেন মরা সর্প।
শ্রীনষ্ট হইয়া ইন্দ্রের চূর্ণ হইল দর্প॥
পরাক্রমে চুর হইল যত দেবগণ।
দৈত্যগণ সাজিয়া আসে করিবারে রণ॥
অসুরে যতেক দেবে করে পরাজয়।
কোনকালে মারি জানি অমরাবতী লয়॥
দৈত্যগণ হইতে ভয় পাইয়া দেবরাজ।
যুক্তি করিবার লাগে লইয়া সমাজ॥
দেবগণ মিলি যুক্তি করিল তখন।
ইন্দ্র লইয়া সবে গেল ব্রহ্মার সদন॥
নম নম পিতামহ কর অবধান।
সৃষ্টির কারণে তুমি দেবতার প্রধান॥
স্তুতি করে দেবগণ হইয়া বিদ্যমান।
কহিল সকল কথা যত বিবরণ॥
দুর্ব্বাসার শাপে মোর শ্রী হ'ল ক্ষে।
না জানিয়া দৈত্যগণে পরাভব দে॥
সহিতে না পারি দৈত্যগণের উপহতি।
স্মরণ লইতে মোর আর নাহি পতি॥

সজল নয়ন করি দেবগণ কহে।
তোমা হতে গোসাঞি যদি প্রতিকার রহে
ছাড়িব অমরাবতী না যাইব আর।
তোমার চরণে ব্রহ্মা করি নমস্কার॥
ব্রহ্মা বলে পুরন্দর শুন দিয়া মন।
তিন লোক তরাইতে না পারে অন্য জন॥
ক্ষীরোদের উত্তর তীরে আছেন নারায়ণ।
তাঁহার প্রসাদে হবে সর্ব্বত্র মোচন॥
আমার বচনে ইন্দ্র স্থির করি মতি।
তাঁহার সাক্ষাৎ চল আমার সংহতি॥
ব্রহ্মা পুরন্দর আদি যত দেবগণ।
সবে মিলিল গিয়া যথা নারায়ণ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি হাতে।
শ্রবণে কুণ্ডল শোভে বনমালা গলাতে॥
অনন্ত ফনায় বিচিত্র সিংহাসন।
তথায় বসিয়াছেন প্রভু দেব নারায়ণ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী বসেছেন দুই ভিতে।
ব্রহ্মারে দেখিয়া হরি জিজ্ঞাসে হরষিতে॥
স্তুতি করিবার লাগে দেব প্রজাপতি।
তুমি সে পুরুষবর অনাথের গতি।
তুমি লঘু তুমি গুরু তুমি জল স্থল।
সৎ অসৎ আলয় তুমি জগৎ নির্ম্মল॥
স্থাবর জঙ্গম তুমি তুমি চারিবেদ।
ব্রহ্মা শঙ্কর হরি তোমাতে নাহি ভেদ॥
তুমি সে কঠিন বড় দেহ ক্ষীণ অতি।
নমো নমঃ পিতামহ তিন লোকের গতি॥
তুমি সকরুণ দেব তুমি অকরুণ।
তুমি সে অখিলের নাথ দেব নারায়ণ॥
চন্দ্র সূর্য্য রাহু তুমি, তুমি সে তারণ।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি, তুমি সে কারণ॥
তুমি অব্যাহত দেব বিধির বিধাতা।
পিতৃলোকের পিতামহ দেবের দেবতা॥

শুনিয়া ব্রহ্মার কথা কৌতুক অপার।
গম্ভীর বচনে হরি বলে বারে বার ॥
কহ কহ চতুর্ম্মুখ কেন আগমন।
পরাক্রম শূন্য কেন দেখি দেবগণ ॥
আজি কেন শ্রীহীন দেখি পুরন্দর।
দ্বাদশ আদিত্যের কেন হেন মত ॥
যত দেবতা কেন দেখি অকরুণ।
চিন্তাযুক্ত হইয়া কেন আসিয়াছ অরুণ
ব্রহ্মা বলে শুন দেব ত্রিভুবনের পতি।
তুমি বিনে দেবগণের আর নাহি গতি ॥
দুর্ব্বাসার শাপে ইন্দ্রের শ্রী হ'ল নাশ
শ্রীযুক্ত করহ তোমার নিজ দাস ॥
শ্রীনাশ হইলে দৈত্য করে পরাভব।
তোমার চরণে দেব নিবেদিলাম সব ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য প্রণিধান করি।
তাহার উপায় সৃজিলা শ্রীহরি ॥
সন্ধান করিয়া আন যত দেবগণ।
দেবাসুরে মিলে কর ক্ষীরোদ মথন ॥
মন্দার মথন-দণ্ড ছান্দন নাগরাজ।
সম্যক ভজিলে যেন সিদ্ধ হয় কাজ
বলী হইবে দেবগণ কহিলাম কারণ
পুরন্দরের হইবে তবে শ্রী বিলক্ষণ
অমৃত তুলিয়া দেবে থুইবে বহুদূর।
ক্লেশভাজন হইবেক যতেক অসুর ॥
মন্ত্রণা করিতে হরি পরম চতুর।
সন্ধান করিয়া আনে যতেক অসুর।
বিভাগ করিয়া নিব যত বস্তু পাই।
দেবগণ দৈত্যগণ মিলিল এক ঠাঁই
এক ঠাঁই মিলিল যতেক দৈত্যগণে
সকল ঔষধ নিল ক্ষীরোদের জলে ॥
মথন করিতে আনে পর্ব্বত মন্দার।
উঠিয়াছে অনেক পশু তাহার উপর

সিংহ আদি আছে তথা যত বনচর।
আর্ত্তনাদ করে সবে তাহার উপর ॥
ক্ষীরোদের জলে দিল যতেক ঔষধি ॥
গন্ধর্ব্বে করে নৃত্য নাহিক অবধি ॥
মন্দার মথন-দণ্ড বাসুকী ছান্দন।
ক্ষীরোদ দেখিতে হরি আসিল তখন ॥
দেবগণে ধরে গিয়া বাসুকির ফণা।
শুনিয়া সকল দৈত্য হইল বিমনা ॥
সহজে সর্পের চক্ষু সজল নয়ন।
তাহার হাতের পুচ্ছ অতি সুলক্ষণ ॥
কাহার শকতি বোঝে গোসাঞির হৃদয়।
নিশ্বাস এড়িয়া দৈত্য বলে হল ক্ষয় ॥
ক্ষীরোদের মধ্যে কূর্ম্মরূপে রহিলা শ্রীহরি।
বিশ্বরূপ হইয়া মন্দার শৃঙ্গ ধরি ॥
এইরূপে স্বরে স্বরে ভ্রময়ে মন্দার।
মথন করিতে লাগে ক্ষীরোদ সাগর ॥
অনুক্ষণ পবন দেবের দিকে চায়।
অসুর কারণে তারা শ্রম নহে পায় ॥
বিজয় গুপ্ত বলে ভাই হও সাবহিত।
পয়ার এড়িয়া বল লাচারির গীত ॥

লাচারি (কেদার রাগ)

শুনিয়া অমৃত খণ্ড, মন্দার মথন-দণ্ড,
নাগরাজে করিল ছান্দন।
মিলিয়া অসুর দলে, নামিয়া ক্ষীরোদ জলে
করিবারে লাগিল মথন ॥
প্রথমে আছিল নীল, মথিতে মথিতে ক্ষীর,
লবণ উঠিল ভাগ ভাগ।
সুরভি উঠিল যবে, আনন্দিত দেব সবে,
সবে যাহার করিবে যাগ ॥
বদন-মণ্ডিত আঁখি, যেন করুণা লক্ষী,
দৈত্যগণ এক দৃষ্টে চায়।
যোজন যুড়িল গন্ধে, যেন বুঝি অনুবন্ধে,
পারিজাত উঠিল তথায় ॥

রূপে গুণে বিলক্ষণ, উঠিল অপ্সরাগণ,
আনন্দিত হইল দেব যত।
পরম সুন্দর ছাঁদ, উঠিল নূতন চাঁদ,
তাহার সৌষ্ঠব কব কত॥
কমণ্ডলু লক্ষ্য করি, হস্তেতে অমৃত ধরি,
সর্ব্ব সূত্রে উঠিল ধন্বন্তরি।
কি কহিব তাঁহার সার, নাম শুনিয়া যাঁহার
ব্যাধি পলায় ভয় করি॥
উঠিলেন মহেশ্বরী, কমল হস্তেতে করি,
বসিয়াছেন বিচিত্র আসনে।
দেখিয়া দেবতা সব, যোড় হস্তে করে স্তব,
নাচে গাহে বিদ্যাধরীগণে॥
দিব্য মাল্য করে ধরে, অলঙ্কার কলেবরে,
বিশ্বকর্ম্মা তথা আসি।
দেখিয়া লক্ষ্মীর মুখ, ঘুচিল সকল দুঃখ,
দেবগণ জীল হেন বাসি॥
কল্পতরু উঠে তথা, কি কব তাহার কথা,
কেহ নহে দেখে কোন কালে।
দেখিতে লাগে চমৎকার, মথন করিতে আর,
কমল উঠিল সুন্দর ভাবে॥
দেখিতে নয়ন কাটে, কালকূট বিষ উঠে,
চমকিত লাগে দেবাসুরে।
তাহার তেজ সহিতে নারে, মথন ত্যজিল তবে,
ভণে বৈদ্য কবি কর্ণপুরে॥
সুরভি রহিল গিয়া ইন্দ্রের সদনে।
পারিজাত তরু রহিল ইন্দ্রের ভবনে॥
বারুনী দৈত্যের পুরী চলিল সম্ভ্রমে।
কল্পতরু রহিল গিয়া ইন্দ্রের আশ্রমে॥
ললাট শিখরে চন্দ্র ধরিলা শঙ্কর।
তদবধি হইল নাম চন্দ্রশেখর॥
স্বর্গে রহিল গিয়া বৈদ্য ধন্বন্তরি॥
ইন্দ্রপুরে রহিল গিয়া যত বিদ্যাধরী॥
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা পুরন্দর নিল।
কৌস্তুভ মণি শ্রীহরি আপনে গলায় দিল।
দৃষ্টি পাতি চাহে লক্ষ্মী দেবতা সকল।
কুতূহলে রহিল গিয়া হরির বক্ষঃস্থল॥
দৃষ্টি পাতি আপ্যায়িত হইল পুরন্দর।
সুন্দর অঙ্গ হইল ইন্দ্র রূপে মনোহর॥

বিষপানে মহাদেব অচেতন।

কাজলের বর্ণ হইল দারুণ গরল্।
তেজ সহিতে নারে দেবতা সকল॥
তুমি দেবের দেব কি বলিব আর।
সৃষ্টি রক্ষা করিতে আজ্ তোমার অধিকার॥
অমৃত মথিতে গোসাঞি তুমি কর মন।
গরলের জ্বালায় পোড়ে সকল ভুবন॥
প্রসন্ন পুরঃসর যতেক বলিল পুরন্দর।
প্রণাম করিয়া বলে শিবের গোচর॥
সহজে দয়াল শিব না করিল আন।
গণ্ডূষ করিয়া কালকূট বিষ করে পান॥
গণ্ডূষ করিয়া বিষ খাইল যোগবলে।
উর্দ্ধগত হইল বিষ জ্বলে জঠরে॥
বিষপানে মহেশ্বর হইল অচেতন।
দেখিয়া দেবতা সবের স্থির নহে মন॥
বিষ-জ্বালে তিন আঁখি করে টলমল।
কান্দিয়া বিকল হইল দেবতা সকল॥
সকল দেবতা কান্দে স্থির নহে হিয়া।
চণ্ডীরে আনিতে নারদ দিল পাঠাইয়া॥
চলিলা নারদ মুনি অতি শীঘ্রগতি॥
সত্বরে মিলিল গিয়া যথায় পার্ব্বতী॥
বলিল নারদ গিয়া দেবীর নিকট।
কহিলা সকল কথা শিবের শঙ্কট॥
বিষ খাইয়া অচেতন দেব ত্রিলোচন।
দেখিতে চাহ যদি চল এইক্ষণ॥

নারদের কথায় পার্ব্বতী বিকল।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দেবী চক্ষে পড়ে জল ॥
নারদ সঙ্গে করে দেবী চলিল তখন।
দেখিয়া শিবমুখ করয়ে ক্রন্দন ॥
প্রাণের প্রভু বলি কান্দে দীঘল বোলে।
ত্বরায় করিয়া দেবী শিব লইলা কোলে ॥
উলটী পালটী চাহে নাহিক চেতন।
বিষাদ ভাবিয়া দেবী করয়ে ক্রন্দন ॥
কাহার বচনে প্রভু খাইলা গরল।
বিষের জ্বালায় তিন আঁখি করে টলমল ॥
হাত পাও না চলে না বহে পবন।
মুখ হইতে লাল বহি পড়ে ঘনে ঘন ॥
ভণে কবি কর্ণপুর মধুর প্রবন্ধ।
মিলিল আসিয়া গীত লাচারির ছন্দ ॥

কান্দে গৌরী শিব মুখ চাহিয়া। (ধুয়া)

তুমি প্রভু অচেতন, অনাথ হইল দেবগণ,
কি করিলা কাল বিষ খাইয়া।
কেন আনিলা বিপদ, কেন বা মথিলা নদ,
ঘরে যাব কাহারে লইয়া ॥
তুমি প্রভু মৃত্যুঞ্জয়, তোমার হইল ক্ষয়,
এই দুঃখ সহিব কেমনে।
হেন সাধ্য রাখে কে, তোমারে লজ্বিবে যে,
আমা ছাড়ি গেলা কোন্ স্থানে ॥
এই কি বিধির গতি, ইন্দ্র আদি প্রজাপতি,
যক্ষ রক্ষ যাহার সৃজন।
সেই প্রভু গরলেতে, প্রাণ দিলা আচম্বিতে,
কেন আর রাখিব জীবন ॥
মুখ বাহি পড়ে লাল, তোমারে দেখিতে ভাল,
দেখিয়া বিদরে মোর বুক।
ছিড়ে যায় বুক মোর, কার্ত্তিক গণেশ তোর,
তাহারা চাহিবে কার মুখ
তুমি পাগল শিব, আপনে হারাইলা জীব,
ইহাতে আরের দায় কি ?

কেবা নহে শুনে কাণে, ছাওয়ালেও ইহা জানে,
বিষ খাইলে কেবা নাহি মরে।
তুমি চল যেই মতে, মোরে নিবা সেই পথে,
যাবৎ না পাও অবসাদ ॥
দেখিয়া দুর্গতি তোর, শরীর বিদরে মোর,
কহিতে বড়ই অখ্যাতি।
গরল করিয়া পান, মহাদেব ছাড়ে প্রাণ,
লোকেতে রহিবে অখ্যাতি ॥
কত মত কান্দে গৌরী, শিবের চরণ ধরি,
বিকল হইল গণপতি।
কান্দিতেছে দেবগণে, সানন্দে বিজয় ভণে,
হাসিতে লাগিল পদ্মাবতী ॥
কবি কর্ণপুর ভণে, বিষাদ না ভাব মনে,
সংবাদ দিয়া আন পদ্মাবতী।
পরশ পাইয়া যাঁহার জীবে শিব আর বার,
ইহার চিন্তিল এই গতি ॥

শিবের চৈতন্য।

পদ্মাবতীর বরে হউক সবাকার জয়।
স্বামীর তরে কান্দে দেবী ব্যাকুল হৃদয় ॥
সংসারের সার শিব বিষে অচেতন।
চারি দিকে বেড়িয়া কান্দে দেবগণ ॥
ব্রহ্মা নারায়ণ কান্দে কান্দে পুরন্দর।
কুবের বরুণ কান্দে শূন্য মহেশ্বর ॥
পবন, অনল আর অশ্বিনীকুমার।
চারিদিকে বেড়িয়া করিছে হাহাকার ॥
অবোধ ছাওয়াল হেন কান্দে বিপরীত।
তুমি নাহি জান দেবী পদ্মার চরিত ॥
গরলে মরিবে মনসার বাপ।
কিসের লাগিয়া তুমি মনে ভাব তাপ ॥
আমি বলি পদ্মাবতী যদি চাহে শিব।
আপনে জিয়াইতে পারে শঙ্করের জীব ॥

বিষাদ ভাবিয়া দেবী এড়িলা ক্রন্দন।
পদ্মা নাহি জিয়াইলে জিয়াবে কোন্ জন॥
এতেক চিন্তিয়া দেবী স্থির করে মন।
নারদ মুনি পাঠাইয়া দিল ততক্ষণ॥
মুষল বাহনে নারদ চলে শীঘ্রগতি।
ত্বরিতে মিলিল গিয়া যথা পদ্মাবতী॥
নারদ দেখিয়া পদ্মা বলে ভাই ভাই।
বিনয় করিয়া আসনে দিল ঠাঁই॥
নারদ বলেন দিদি আসনে কার্য্য নাই।
তোমার কারণে মোরে পাঠা'ছেন গোসাঞি॥
বিষ খাইয়া ঢলিয়াছেন দেব ত্রিলোচন।
শিবের চৈতন্য করিতে চল এইক্ষণ॥
নেতা বলে এখনই চল বিষহরি।
মাধব-রথ তোমারে দিলেন শ্রীহরি॥
নেতার বচনে পদ্মা স্থির করিল মতি।
নারদের সঙ্গে নেতা চলিল শীঘ্রগতি॥
কার্য্যের গৌরবে পদ্মা চলিয়াছে ঝাটে।
আঁখির নিকটে গেল দেবের নিকটে॥
পদ্মারে দেখিয়া দেবী হাসেন কুতূহলে।
ঝী ঝী বলিয়া পদ্মারে তুলিয়া লইল কোলে॥
যতেক দেবতাগণ হইয়া আগুসার।
মধুর বচনে স্তুতি করে মনসার॥
এ সব শুনিয়া পদ্মা চিন্তিল কারণ।
শিব চৈতন্য করিতে বসিল তখন॥
বিজয় গুপ্ত বলে গাইন ভাব পদ্মাবতী।
পয়ার এড়িয়া বল লাচারির গীতি॥

দেখিয়া শিবের গতি শোকান্বিত পদ্মাবতী,
চণ্ডীরে ভৎর্সিয়া কহে বাণী।
অন্যে দুঃখ দিতে গেলে, দুঃখ আপন কপালে,
ঘটে উহা জানিও পার্ব্বতী॥
তোমার কার্য্যের ফলে, মৃত্যুঞ্জয় ধরাতলে,
মৃত প্রায় আছেন পড়িয়া।
কি কহিব হায় হায়, শোকে প্রাণ যায় যায়,
শিব দেখি বিদরিয়ে হিয়া॥
দেখিয়া পিতার দুঃখ বিদরে আমার বুক
তব দোষ পাসরিনু মনে।
পিতারে বাঁচাই আমি, সাক্ষাতে দেখহ তুমি,
কোপ না করিও আর মনে॥
নির্জ্জনে বসিলা গিয়া শিব লইয়া কোলে।
জয় জয় করিয়া দেবতা সবে বলে॥
শুনিয়া দেবের স্তুতি বিষহরি বশ।
মন্ত্র পড়িয়া দিল ঔষধের রস॥
কাণেতে কহিয়া মন্ত্র দিল ততক্ষণ।
সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চিত হইল দেব ত্রিলোচন॥
পদ্মার বিষম মায়া বুঝে কোন্ জনে।
শ্বেতমাছিরূপ পদ্মা ধরিল তখনে॥
উদরে প্রবেশ করিল করিয়া পয়ান।
কালকূট বিষ আপনি করিল পান॥
বিষ জ্বালে গোসাঞি শরীরে হইল ঘাম।
কণ্ঠে রহিল বিষ নীলকণ্ঠ নাম।
ভূমি হইতে উঠিয়া বসে দেব ত্রিলোচন।
অন্তরীক্ষে করিল দেবে পুষ্প বরিষণ॥
এ সব দেখিল যদি দেব শ্রীহরি।
মাধব রথ পদ্মারে দিল শীঘ্র করি।
আছয়ে অমৃত ভাণ্ড অন্তরীক্ষ পরে।
দেবতা অসুরে চাহে নিতে ভাগ করে॥
নাথ বিনা কে মোর আছে আর। (ধুয়া)
ততক্ষণে নারায়ণ চিন্তিলা উপায়।
অমৃতের ভাগ যদি দৈত্যগণে পায়॥
না খাইলেও দৈত্যগণ মহাবল।
অমৃত খাইয়া দেবের গায় বহে বল॥
কোন ভিতে অমৃত না পায় দৈত্যগণে।
তাহার কারণ কৃষ্ণ চিন্তিল তখনে॥
গায়ে পারিজাতের মালা আজানু লম্বিনী।
দৈত্য ভাণ্ডিতে কৃষ্ণ হইলা মোহিনী॥

তেন অঙ্গ ভঙ্গ করে যেন, রূপ গমন।
বিজলীর ছটা যেন পড়ে ঘনে ঘন॥
ঝাপিয়া বদন অঙ্গ নেতের অঞ্চলে।
তেরচ হইয়া দৈত্য চাহে কুতূহলে॥
মোহিনীরে দেখিয়া দৈত্যের দৃষ্টি পড়ে।
তবে যত দেবগণ সুধা পান করে॥
সুধা পান করিয়া দেবের হইল বল।
ধাওয়াইয়া লইয়া যায় দৈত্য সকল॥
পলাইয়া যায় তবে দৈত্য সকল।
দেবতার ভয়ে দৈত্য নামে রসাতল॥
এখন মোহিনীর বেশ ছাড়েন শ্রীহরি।
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদাপদ্মধারী॥
হরির চরণে শিব করিলা প্রণাম।
প্রসন্ন হইয়া চলে আপনার স্থান॥
আর এবার অনল হইল উর্দ্ধগতি।
আর বার শ্রীযুক্ত হইল সুর পতি॥
সকল ভবন হইল শ্রীর আলয়॥
সেই কালে শ্রীযুক্ত হইলা মহাশয়॥
ইন্দ্র মেলানি দিয়া দেব নারায়ণ।
ঢাক ঢোল কাড়া বাজে শুনিতে শোভন
শঙ্খ ঘণ্টা দগর দামা বাজে ঘাঘরী।
বীণা বাঁশী করতাল বাজয়ে ঝাঝরী॥
দোহরী মহরী বাজে কপিলার সনে।
ভেউর রসাল বাজে প্রধান স্থানে স্থানে
চিত্র বিচিত্র নিশান উড়ে চারি ভিত।
পুরী প্রবেশে ইন্দ্র হইয়া হরষিত॥
সুবর্ণ কলসে নারিকেল ঘরে ঘরে।
কৌতুক দেখিতে দেব যায় ঘরে ঘরে॥
সুখেতে ঘরে ইন্দ্র পুরীতে প্রবেশ।
মঙ্গল করিল ইন্দ্র অশেষ বিশেষ॥
তীর্থ জল দিয়া ইন্দ্র করিলেক স্নান।
রাজযোগ্য বস্ত্র যত করিল পরিধান॥

সিংহাসনে আরোহণ করিলা পুরন্দর।
কমলারে ভক্তি করে অতি সুরেশ্বর॥
নমো নমো মহেশ্বরী জগতের মাতা।
না বুঝে তোমার শক্তি হরি হর ধাতা॥
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী তুমি সরস্বতী।
মহাবিদ্যা জান তুমি দেবী ভগবতী॥
তুমি যাহারে সৃষ্টি কর সেই গুণবান।
সেই সে কুলীন ধন্য সেই সে প্রধান॥
নির্গুণ পুরুষে যদি কর দৃষ্টিপাত।
বৃহস্পতি শুক্র হয় তাহার সাক্ষাৎ॥
শুনিয়া ইন্দ্রের স্তব লক্ষ্মীর কৌতুক।
মূর্ত্তিমতী হইলা লক্ষ্মী ইন্দ্রের সম্মুখ॥
পরিচয় মাগহ ইন্দ্র তুমি মাগ বর।
শুনিয়া লক্ষ্মীর বাক্য বলে পুরন্দর॥
সহস্রাক্ষ হউক মোর সকল ভুবন।
কোন কালে না ছাড়িও আমার সদন॥
এইরূপ বর তারে দিলেন কমলা।
সেইরূপে লক্ষ্মীমাতা ইন্দ্রেরে বর দিলা॥
যেই জন শুনে এই অমৃত কথন।
ইন্দ্রের সমান সুখী হয় সেই জন॥
যাহাদের সদনে এই গীতের প্রচার।
কোন কালে লক্ষ্মী না ছাড়ে তাহার॥
নায়কের কোঁওর হউক চিরজীবী।
পুত্র পৌত্রে সুখে থাকুক পৃথিবী॥
তাহার পুরুক আশা যত মনোরথ।
পরমায়ু হউক তাহার অষ্টোত্তর শত॥
সেই লক্ষ্মী তাহারে হউক অভিলাষ।
তোমার বিপক্ষ যত পাউক বিনাশ॥
যাবৎ পৃথিবীতে থাকেন চন্দ্রাদিত্য।
উদয়ান শ্রী তোমার হউক নিত্য নিত্য॥
ভণে কবি কর্ণপুর বিষহরীর দাস।
যাহার প্রসাদে হইল গীতের প্রকাশ॥

বিজয় গুপ্ত রচে পুঁথি মনসার বর।
অমৃত মথন পালা এইখানে সোসর॥

মনসার বনবাস।

ওগো দেবী জগতের মাতা গো। (ধুয়া)
বৈদ্য বিজয় গুপ্ত বলে মধুর ভারতী।
তার কণ্ঠে অধিষ্ঠান দেবী পদ্মাবতী॥
অষ্ট পুত্র বলবন্ত দেবী বিষহরী।
পালন করেন শিব অনুরাগ করি॥
বাপের গৌরবে পদ্মার কারে নাহি ভয়।
সর্ব্বক্ষণ কোন্দল গৌরীর সঙ্গে হয়॥
অতি কোপে কহে দেবী শিবের গোচর।
কন্যা লয়ে থাক তুমি হয়ে স্বতন্তর॥
সর্ব্বদা আমার সঙ্গে করে বিসম্বাদ।
হেন কন্যা রাখিতে আমার নাহি সাধ॥
নাগ জাতি কন্যা তব মোর কন্যা নাই।
দুই পুত্র লইয়া আমি বাপের ঘরে যাই॥
মোর সঙ্গে কেমনে থাকিবে পদ্মাবতী।
আপন প্রকৃতি দোষে ছাড়ি গেল পতি॥
পদ্মা আনিবার কথা নাহিক স্মরণ।
পুষ্পবনে দেখি তুমি হলে অচেতন॥
কপটে ভাণ্ডিয়া মোরে গেলা পুষ্পবন।
সেই পদ্মা দিয়া মোর নাহি প্রয়োজন॥
এতেক বলিল যদি দেবী মহামায়া।
শিব বলে তোমার হৃদয়ে নাহি দয়া॥
মা নাহি পদ্মাবতী সতীনের ঝী।
ত্রৈলোক্য ঈশ্বরী তুমি তোমার করবে কি॥
সাক্ষাতে তোমারে মন্দ নাহি বলে ডরে।
নিষ্ঠুর বলিয়া তোমা সবে চর্চ্চা করে॥
আমি বলি মহামায়া না কর অন্যথা।
পদ্মার সঙ্গে বিসম্বাদ না কর সর্ব্বদা॥

মহামায়া বলে প্রভু কহিনু নিশ্চয়।
দুই পুত্র লয়ে আমি যাব হিমালয়॥
যখনে আনিছ পদ্মা আমার আলয়।
তখনই করেছি ত্যাগ অপকীর্ত্তির ভয়॥
তোমার গৌরবে পদ্মার কারে নাহি ডর।
আপন হইয়া, কর্ম্ম করে স্বতন্তর॥
আমারে দংশিল পদ্মা তা কি আছে মন।
ক্ষীরোদ মথনে তুমি হইলা অচেতন॥
সর্ব্বদা আমার সঙ্গে করে বিসম্বাদ।
নিশ্চয় পদ্মারে দিয়া ঘটিবে প্রমাদ॥
আপনে সকলে জান আমি বল্‌ব কি।
আমি যাই বাপের বাড়ী থাকুক তোমার ঝি॥
তবে যদি যাইতে না দেও ত্রিপুরারী।
গৃহে অগ্নি দিয়া আমি যাব বাপের বাড়ী॥
এতেক বলিয়া দেবী করিল গমন।
হস্তে ধরি নিরস্ত করিলা ত্রিলোচন॥
শিব বলে মহামায়া বুঝিলাম আশ।
স্থির হও মনসারে দিব বনবাস॥
মনসারে ডাকিয়া বলেন মহেশ্বর।
বনবাসে দিব তোমায় চলহ সত্বর॥
এই কথা যখনে শুনিল শিবমুখে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িলেক বুকে॥

শুন বাপ ত্রিপুরারি, আমি কন্যা একেশ্বরী,
মা ভাই কেহ মোর নাই।
মোর হবে কোন গতি, ছাড়ি গেল প্রাণপতি,
সবে বাপ মহেশ গোসাঞি॥
বনবাসে একেশ্বর মনে বাসি বড় ডর,
মৃত্যু লাগি নাহি মোর দুঃখ।
সিংহ ব্যাঘ্র আদি ভয়, কি জানি কখন হয়,
তখনে চাহিব কার মুখ॥
বুঝেছি সতাইর আশ, দিবে মোরে বনবাস,
কেবা নাম থুইল মহামায়া।

আমি কন্যা সতী ঝী, তাহার করেছি কি,
তিল মাত্র নাহি তাহার দয়া॥
ধরণী লোটায়ে বলে রাখ মা চরণতলে,
অভয় চরণে দেও ঠাঁই
বিজয় গুপ্তের বাণী, শুন পদ্মা ঠাকুরাণী,
জয়স্তি নগরে তোমার ঠাঁই॥

মহাদেব বলে শুনহ বচন।
এমন মায়ের লাগি কান্দ কি কারণ
পদ্মা বলে শুন বাপ ত্রিপুরারী।
পৃথিবীতে মাতা হন জগৎ ঈশ্বরী॥
মাতা যে পরম গুরু বেদ শাস্ত্রে কয়
মা সম সংসারে নাহি শুন মহাশয়
এতেক কহিল যদি দেবী বিষহরি।
শুনিয়া কাতর হয় দেব ত্রিপুরারী॥
পদ্মারে করিয়া কোলে করিলা সাধন।
আমারে দেখিয়া মাগো ক্ষমা দেহ মন॥
বিলম্ব না কর মাতা চলহ সত্বর।
বন মধ্যে থাক গিয়া হয়ে স্বতন্তর॥
শিবের বচনে পদ্মা হইল সুস্থির।
গৌরীর নিকটে পদ্মা গেল ধীরে ধীর॥

আমি বড় জনম দুঃখিনী। (ধুয়া)

পদ্মা বলে শুন কথা জগতের আই।
আমার কপালের ফল তোমার দোষ নাই॥
অযোনিসম্ভবা আমি জন্মি পদ্মবনে।
জন্মিয়া মায়ের স্তন না দিলাম বদনে॥
অধভূমে পালন করিলা নাগগণে।
তুলিয়া থুইল মাগো তোমার পুষ্পবনে॥
পুষ্পবনে ছিলাম আমি শুন মহাশয়।
তাহাতে বাপের সঙ্গে হইল পরিচয়॥
বাপের সঙ্গে আসিলাম তোমার আলয়।
শুভক্ষণ পাইলে করাবে পরিচয়॥
ঘরেতে থুইয়া গেল স্নান করিবার।
না চিনিয়া তুমি মোরে করিলা প্রহার॥
বাছিয়া সুন্দর বরে বাপে দিল বিয়া।
দোষিয়া আমারে মুনি গেলেন ছাড়িয়া॥
মুনির বরেতে অষ্ট হইল নন্দন।
তার লাগি করে বাপ ক্ষীরোদ মথন॥
জনম দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল॥
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।
পাষাণ আগুন হয় মোর কর্ম্মফলে।
কারে কি বলিব মোর নিজ কর্ম্মফল।
দেবকন্যা হইয়া স্বর্গে না হইল স্থল॥
ডাকিবার লক্ষ্য নাই শুন গো জননী।
বিধাতা করিল মোরে জনম দুঃখিনী॥
আপন দুঃখের কথা কহিনু সকল।
তোমার কিছু দোষ নাই মোর কর্ম্মফল॥
অযোনিসম্ভবা হয়ে জন্মেছি সুন্দর।
ত্রিভুবন মধ্যে মাগো তোমার উদর॥
কোলের বালিকা হয়ে বুঝাই তোমারে।
তোমার উদর ছাড়া কে জন্মিতে পারে॥
জগত ঈশ্বরী তুমি দেবী মহামায়া।
তবে কেন মোর প্রতি হইলা নির্দ্দয়া॥
মায়ে ঝিয়ে বিসম্বাদ কেবা নাহি করে।
ক্রোধ সম্বরিয়া মাগো রাখহ আমারে॥
কাকুতি করিয়া পদ্মা গৌরীর স্থানে কয়।
ফিরিয়া না চাহে চণ্ডী দারুণ হৃদয়॥
বিশেষ বুঝিলাম মাগো তোমার মনের আশ
বিদায় লইয়া মাগো যাই বনবাস॥
শিব পুরী থাক তুমি আমি যাই বন।
তোমার নাহিক দোষ কপালের লিখন॥
জানিনু বড়ই তোমার নিষ্ঠুর শরীর।
প্রণাম করিয়া পদ্মা চলে ধীরে ধীর॥

শিব ঠাঁই শুনি তুমি দয়াল প্রচুর।
এবে সে বুঝিলাম তব দয়া কতদূর ॥
শুন মাতা ভগবতী পর্ব্বত দুহিতা।
পাষাণ তোমার কায়া জানিনু সর্ব্বদা ॥
এমন অশক্য কথা কোন জনে বলে।
আপন কন্যাকে নিজে ফেলে ভূমিতলে ॥
তব সম নিদারুণ আর কেবা আছে।
না জানি বিধাতা তোমায় গড়িল কোন ছাঁচে ॥
যে বিধাতা তোমা করিল গঠন।
পাইলে বিষের তেজে বধিতাম জীবন ॥
চলে কিনা চলে পদ্মা ধীরে ফেলে পাও।
নয়নের জলে পদ্মার ভিজে সর্ব্ব গাও ॥
আপনার কর্ম্মফল আপনি নিন্দা করি।
নাগরথ আরোহণ করিলা বিষহরি ॥
বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করি মহেশ্বর।
মনসা লইয়া গেল জয়ন্তি নগর ॥
গহন কানন তথা দেখিতে ভয়ঙ্কর।
তথায় থুইল পদ্মা দেব মহেশ্বর ॥
সিংহ ব্যাঘ্র চলে তথা অতি বিপরীত।
এই কালে বল ভাই লাচারীর গীত ॥

কান্দে দেব মহেশ্বর তুমি কন্যা একেশ্বর
কেমনে বঞ্চিবা বনবাস।
সিংহ ব্যাঘ্র চরাচর, প্রাণে বাসি বড় ডর,
কান্দে শিব ছাড়িয়া নিশ্বাস ॥
মা ভাই নাই কেহ, সেই দুঃখে দহে দেহ,
আমি বিনা আর কেহ নাই।
আমি যে গৌরীর বশ, লোকে ঘোষে অপযশ,
তোমা বনে পাঠাইলা সতাই ॥
কারে কি করিব রোষ, তোমার কর্ম্মের দোষ,
আমি কিবা করিনু তোমারে।
দিয়া তোমা বনবাসে, কি মতে যাইব দেশে,
এখন কি হইবে আমারে ॥

মনসা বলেন বাপ, না করিও মনস্তাপ,
সতাইরে না বলিও মন্দ।
কারে কি কহিতে পারি, স্বামী ছাড়ে নিজ নারী,
সকলি মোর কপাল নির্ব্বন্ধ ॥
কি মোর করম দোষে, তৃষ্ণায় সাগর শোষে,
মোর কেন হইল হেন গতি।
পদ্মাবতী দরশনে, সানন্দ বিজয় ভণে,
জয়ন্তী রহিল পদ্মাবতী ॥

নেতার জন্ম।

মনসার বাক্যে শিব হইল সুস্থির।
নয়নের জলে ভিজে সকল শরীর ॥
দেবের নির্ব্বন্ধ আছে কি বলিব কথা।
নেত্রের জলেতে তখন জন্মিলেক নেতা ॥
কন্যা দেখিয়া শিব ভাবিতে লাগিল।
কি কারণে চক্ষু হইতে এ কন্যা জন্মিল ॥
কন্যা দেখিয়া শিব হইল বিস্মিত।
নেতা বলে কোন কর্ম্মে করিলা নিয়োজিত
মহাদেব বলে মোর কন্যায় নাহি সাধ।
এক পদ্মা দিয়া মোর এতেক প্রমাদ ॥
কান্দিয়া বলিল তখন দেব ত্রিপুরারী।
কন্যার সাধ মিটাইয়াছে দেবী বিষহরি ॥
বহু পুত্র হইতে কন্যা লোকে করে আশা।
দুই পুত্র এক কন্যা মোর হেন দশা ॥
স্ত্রী পুত্র কেহ মোর নহে দুঃখভাগী।
সহিতে না পারি আমি হইলাম যোগী ॥
জগৎ ঈশ্বরী পত্নী স্বয়ং ভগবতী।
তাহার বাসনা নাই দেখিতে পদ্মাবতী ॥
মহাদেব বলেন মাতা কি করিব আমি।
মনসার প্রিয়পাত্র হইয়া থাক তুমি ॥
মহাদেব বলেন মাতা না করিও ত্রাস।
একত্র হইয়া দোঁহে থাক বনবাস ॥

এই কথা মহাদেব যখনে কহিলা।
আপনার কর্ম্মদোষ মনেতে ভাবিলা॥
নেত্রে জন্ম হইল না গেলাম দেবপুরী।
সকলে বলিবে মোরে রজক-কুমারী॥
মহাদেবের কন্যা হইলাম মনে বড় আশ
কর্ম্মদোষে পদ্মার সঙ্গে হ'ল বনবাস॥
এই বর দেহ মোরে পদ্মা মহেশ্বরে।
আমি যাহা বলি তাহা পদ্মা যেন করে॥
"এবম্ স্বস্তি" তখনে বলিলা পঞ্চানন।
মনসা প্রণাম নেতা করিল তখন॥
মনসার তরে কহে দেব মহেশ্বর।
"আমার বচনে কভু না করো উত্তর॥
বুদ্ধিতে প্রবীণ নেতা মোর নেত্রে জন্ম।
তাহারে জিজ্ঞাসি তুমি ক'র সব কর্ম্ম॥"
এতেক কহিলা যদি দেব ত্রিপুরারি।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল দেবী বিষহরী॥
হাসিয়া কহিল তখন দেবী পদ্মাবতী।
"ইহারে দোসর মোরে দিলা পশুপতি॥"
এত বলি বিদায় মাগে দেব ত্রিলোচন।
শুনিয়া যে পদ্মাবতী হইলা বিমন॥
"তুমি হেথা থাক মাগো আমি ঘরে যাই।
এত দুঃখ দিল মোরে তোমার সতাই॥"
বৃষের পৃষ্ঠে চড়ি শিব চলে শীঘ্রগতি।
কান্দিতে কান্দিতে গেলা যথায় পার্ব্বতী॥
মহাদেব বলে গৌরী শুন দিয়া মন।
তোমার মনের বাঞ্ছা হইল পূরণ॥
নিশ্চিন্তে আমার গৃহে থাক গো ভবানি।
শুনিয়া দেবতা কত মন্দ বলে জানি॥
গৌরী বলে নিবেদন শুন ত্রিলোচন।
পদ্মা দিয়া অপকীর্ত্তি কপাল লিখন॥
আপন পুরীতে যদি আইলা ত্রিলোচন।
এথায় জয়ন্তীর কিছু শুন বিবরণ॥

অন্যত্র—
ভাবিতে ভাবিতে শিবের ঘর্ম্ম যে হইল।
অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা ঘর্ম্মেতে জন্মিল॥
কন্যা দেখি শিব বলে কোথা তব ধাম।
সত্য করি বল মোরে কিবা তব নাম॥
শিব বাক্য শুনি কন্যা বলিতে লাগিল।
তব ঘর্ম্মে পিতা মম জনম হইল॥
নেত দিয়া ঘর্ম্ম তুমি পুঁছিয়া ফেলিলা।
নেতের ঘর্ম্মেতে পিতা মোরে জন্ম দিলা।
নিজ কন্যা বলি শিব যখন জানিল।
নেতের ঘর্ম্মে জন্ম বলি নেতা নাম দিল॥
বস্ত্রমধ্যে জন্ম বলি বস্ত্রকার্য্য নিল।
শিব বাক্যে নেতা স্বর্গ-রজকিনী হইল॥

বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক জয়ন্তী নগরে মনসার পুরী নির্ম্মাণ।

ওগো দেবী জগতের মাতা। (ধুয়া)

বনবাসে আছেন দেবী নেতার সঙ্গতি।
বিমরিশ দুইজন করে যুকতি॥
নেতা বলে "পদ্মাবতী, চিন্তিলাম উপায়।
সব নাগে সংবাদ দিয়া আন গো হেথায়॥"
সংবাদ করিল নেতা যত নাগগণ।
"সত্বরে যাও বিশ্বকর্ম্মার ভবন॥"
চলিলেক নাগগণ পদ্মার আজ্ঞা পাইয়া।
বিশ্বকর্ম্মার পুরী যথা উতরিল গিয়া॥
নাগ বলে "বিশ্বকর্ম্মা করি নিবেদন।
এইক্ষণে জয়ন্তীতে করহ গমন॥"
পদ্মার আদেশ বিশাই যখন শুনিল।
আপনার অস্ত্র ল'য়ে জয়ন্তীতে গেল॥
বিশ্বকর্ম্মা বলে "শুন দেবী বিষহরী।
যে কর্ম্ম করিতে কহ সেই কর্ম্ম করি॥"

বিষহরী বলে "যদি রাখ মোর মান।
সুন্দর করিয়া গড় পুরী একখান॥"
এতেক কহিলা যদি দেবী বিষহরী।
বিশ্বকর্ম্মা আপনে নির্ম্মাণ করে পুরী॥
অতি সুললিত পুরী দেখিতে সুঠাম।
সুন্দর রতন পুরী করিল নির্ম্মাণ॥
অপূর্ব্ব নির্ম্মল করি নির্ম্মাইল পুর।
স্থানে স্থানে ঘর দ্বার করিল প্রচুর॥
মুকুতা প্রবল রত্ন লেখা যোখা নাই।
সুবর্ণের ধ্বজপতা দিল ঠাঁই ঠাঁই॥
দেউরি বিস্তর বিশাই করে স্থানে স্থান।
সুবর্ণ খচিত ঘর করিল নির্ম্মাণ॥
বিশ্বকর্ম্মা বলে "শুন দেবী বিষহরী।
কনক-রচিত হইল বনবাস পুরী॥
অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ পুরী দিব্য সরোবর।
মরুত পাথরে ঘাট বান্ধে থরে থর॥
হইতে অমরা পুরী অধিক শোভা করে।
মেলানি করহ মাগো যাই নিজ ঘরে॥"
এত বলি বিশ্বকর্ম্মা হইল বিদায়।
প্রণাম করিয়া তখন নিজ ঘরে যায়॥
পদ্মা বলে বিশ্বকর্ম্মা বলি তোমার ঠাঁই।
আমার সাক্ষাতে তোমার কোন ভয় নাই
যদ্যপি তোমার শত্রু হয় কোন জন।
ততক্ষণে নাগে তার বধিবে জীবন॥
নির্ম্মাণ হইল পুরী জয়ন্তী নগর।
বিশ্বকর্ম্মা চলি গেল আপন বাসর॥
জয়ন্তীর রাণী হইলেন বিষহরী।
বামেতে বসিল নেতা রজককুমারী॥
শিবের কুমারী পদ্মা সৃষ্টির পূজিত।
রত্ন সিংহাসনে বসে নাগ চারিভিত॥
অপার মহিমা দেবী জগতের মাতা।
সম্মুখে দাঁড়ায় ধামু বাম পাশে নেতা॥

কনক সিংহাসন, মনসার আসন,
অলঙ্কার অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
মাণিক্য রত্নহার, সুবর্ণের অলঙ্কার,
রক্তপট্টবস্ত্র পরিধান॥
গাইনেতে গাহে গীত, নাচে তাল সুললিত,
নানা পুষ্পগন্ধ আমোদিত।
দিব্য জল সরোবর, রাজহংস চরাচর,
নানা বৃক্ষ শোভে চারিভিত॥
কমল কুমুদ গন্ধ, জলে শোভে পুষ্পবৃন্দ,
প্রকাশিত নিশির আঁধার।
যত পাখী জলচর, শব্দ করে বহুতর,
মধুপান করয়ে ভ্রমর॥
বারি পাশে শোভে অতি, যত পুষ্প নানা জাতি,
পারিজাত জবা কুরুবক।
নাগেশ্বর বকুল, নানাবিধ ফুটে ফুল,
সুকরবী টগর চম্পক॥
কেতকী অতুলখণ্ড, বিষ্ণুপদী নীলকণ্ঠ,
জবাপুষ্প আছে নানা জাতি।
গাথি আর তুরিয়াল, কেশর নন্দদুলাল,
কৃষ্ণচূড়া শোভা করে অতি॥
করবা কুসুম ধাই, মালতী কুসুম তাই,
কেতকী ধুতুরা পলাশ।
আম গুয়া নারিকেল, নাগরঙ্গ শ্রীফল বেল,
নানা ফুল শোভে চারি পাশ॥
ফুল ফুটে নানা জাতি, দেখিতে সুন্দর অতি,
প্রকাশিত শরত কমল।
পুষ্পের মাহাত্ম্য যত, তাহা বা কহিব কত,
কোকিলেতে করে কোলাহল॥
বৃক্ষ শোভে চারিভিত, দেখি সবে আনন্দিত,
দেখি উচ্চ পর্ব্বত আকার।
গুয়া নারিকেল তাল, আম্র আর কাঁঠাল,
বৃক্ষ দেখি লাগে চমৎকার॥
শিমুল আর আমলুসি, আমলকী তুলসী,
বট অশ্বত্থ দেখি স্থানে স্থান।

তাল আর তমাল, জাম্বুরা মৌখল ভাল,
হফল মধ্যে যারে বাখান ॥
কমলা নাগরঙ্গ, লেবু আর ছোলঙ্গ,
পাতিলেবু কাগজি সুন্দর।
চালিতা কাউফল, ডউয়া আর যত ফল,
টেবা ফল আছে ত বিস্তর ॥
জাতিফল এলাচি লঙ্গ, বনের ঔষধি সঙ্গ,
বৃক্ষ সংখ্যা যত আছে আর।
বৃক্ষ আছে নানা জাতি, লিখিতে বাহুল্য পুঁথি,
কি কহিব বাখান তাহার ॥
মলয়া শীতল বায়, কোকিলা পঞ্চম গায়,
ভ্রমরের শব্দ বহুতর।
এ সব অপূর্ব্ব রীত, শোভা করে চারিভিত,
দিব্যপুরী জয়ন্তী নগর
ওগো দেবী জগতের মাতা। (ধুয়া)

এইরূপে রহে পদ্মা জয়ন্তী নগর।
মনোসুখে আছে দেবী হ'য়ে স্বতন্তর ॥
জয়ন্তী নগরী পুরী দেবী মনসার।
আপন বিক্রমে পদ্মা হইল প্রচার ॥
স্বর্গ হ'তে গেলেন গৌরী সঙ্গে করি বাদ
বনবাসে আছে দেবী সহ পারিষদ ॥
পারিষদগণ সহ আছেন বিষহরী।
বাম ভিতে আছে নেতা রজককুমারী ॥
পদ্মার চরণ বিনা আর নাহি ধর্ম্ম।
সর্ব্বক্ষণ যুক্তি দেন এই মাত্র কর্ম্ম ॥
দূর হ'য়ে রহে ধামু পদ্মার আজ্ঞায়।
য কার্য্যে পাঠান পদ্মা সেই কার্য্যে যায়
যারে যেই কর্ম্মেতে থুইলা বিষহরী।
সেই কার্য্যে থাকে সেই দণ্ডবৎ করি ॥
নাগেতে বেষ্টিত পদ্মা হইলেন রাজা।
দানব গন্ধর্ব্ব দেব সবে করে পূজা ॥
শিবের কুমারী হন স্বয়ং পদ্মাবতী।
ত্রিভুবনে পূজা করে করিয়া ভকতি ॥

পূজা না করিয়া যেবা করে উপহাস।
পদ্মার কোপেতে হয় সবংশে বিনাশ ॥
ভকতি করিয়া যেবা করয়ে পূজন।
মনোভীষ্ট সিদ্ধ তার হয় ততক্ষণ ॥
অপুত্রার পুত্র হয় নির্ধনের ধন।
কদাচ নাহিক তার অকাল মরণ ॥
স্ত্রী যার ঘরে নাই স্ত্রী আসবে ঘরে।
আশা পরিপূর্ণ হয় মনসার বরে ॥
মনসার ঘট যেবা করয়ে স্থাপন।
তিন কুল হয় তার স্বর্গেতে গমন ॥
নায়কেরে বর দিয়া পূর্ণ করে আশ।
চিরকাল হয় তার স্বর্গপুরে বাস ॥
শ্রীপদ্মাপুরাণ পুঁথি থাকে যার ঘরে।
গৃহদাহ নাহি হয় মনসার বরে ॥
জগত ঈশ্বর শিব নাহি যার মূল।
কর্ণমূলে শোভা করে ধুতুরার ফুল ॥
ললাটে বিমল শশী পরিধানে ছাল।
কণ্ঠপরে কিবা শোভা করে হাড়ের মাল ॥
শিঙ্গা ডম্বুর শোভা করে দুই করে।
প্রণাম সর্ব্বদা কর সেই মহেশ্বরে

রাখাল বাড়ীর পূজা।

জয় জয় বিষহরী, চরণে প্রণাম করি,
তুমি দেবী জগত-জননী।
অসময়ে মানিছি ধার, মোরে কর নিস্তার,
তবে জানি মহিমা তোমার ॥
তোমার যদি দয়া হয়, তবে কি শমনে ভয়,
হেলায় হয় ভবসিন্ধু পার।
তোমার বিষের জ্বালে, নীলকণ্ঠ মুনি [illegible],
আপনি করিলা পরিত্রাণ ॥

তোমার মহিমা যত, এক মুখে কব কত,
শত মুখে অনন্ত ধ্যায় !
কৃপা কর পদ্মাবতী, তুমি বিনে নাহি গতি,
অভয় চরণে দেও ছায়া ॥
চড়িয়া বিচিত্র রথে, আইলা দেবী মঞ্চেতে,
উনকোটী নাগের যোগান।
আনন্দিত হইয়া মতি, সবে পূজে পদ্মাবতী,
ঘরে ঘরে ছাগ বলিদান ॥
যে জন তোমারে পূজে, ইহকালে সুখে ভুঞ্জে,
পরকালে যায় শিবপুর।
জানকীনাথের বাণী, শুন দেবী ব্রাহ্মণী,
দাস করি রাখিবা চরণে ॥

নেতার সঙ্গে পদ্মাবতী যুক্তি করে সার।
মর্ত্ত্যলোকে মোর পূজা না হল প্রচার ॥
নেতা বলে পদ্মাবতী শুনহ বচন।
শীঘ্র করি যাও তুমি যথা ত্রিলোচন ॥
এই কথা কহ গিয়া তাঁহার সম্মুখে।
যেন মতে পৃথিবীতে পূজে নরলোকে ॥
নেতার বচনে পদ্মা চলিল সত্বর।
শীঘ্র করি চলে যায় যথা মহেশ্বর ॥
পদ্মা বলে বাপ তুমি সৃষ্টির অধিকারী।
তোমার চরণে আমি নিবেদন করি ॥
মর্ত্ত্যলোকে পূজা বাপ না হল আমার।
কিরূপে হইবে পূজা কহ মোরে সার ॥
মহাদেব বলেন পদ্মা হইলে উপায়।
বিশ্বকর্ম্মার ঠাঁই বার্ত্তা কহিয়া পাঠায় ॥
দিব্য এক ঘট তৈয়ার করহ সত্বর।
শুনিয়া বিশ্বকর্ম্মা হরিষ অন্তর ॥
দিব্য ঘট দিল নিয়া মহাদেবের স্থানে।
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপ ধরিল তখনে ॥
সকল রাখালে মিলি খেলায় জুয়াখেলা।
মাথায় ঘট লইয়া বিপ্র সেইখানে গেলা ॥
সকলে খেলায় খেলা যত রাখালগণ।
কেহ হারে কেহ জিতে খেলার লক্ষণ ॥
লাটিক নামেতে চণ্ডাল হইল আগুসার।
কোথায় চলিছ গোসাঞি কি নাম তোমার ॥
কাহার ঘট এই কহ মোরে সার।
বিপ্র বলে ঘট এই দেবী মনসার ॥
মহাদেব বলে পদ্মা পৃথিবী বিদিত।
ভক্তিভাবে পূজিলে পুরাণ বাঞ্ছিত ॥
সর্ব্বকালে নিরাপদ থাকে সেই জন।
অপুত্রার পুত্র হয় দরিদ্রের ধন ॥
হারাইলে ধন পায় সেবায় ইহান।
ধন ধান্য সম্পদে বাড়ে সেই জন ॥
লাটিক বলেন আমি সকল দিন হারি।
সকল দিন হারি এবার জিতাইবেন বিষহরী ॥
শিব বলেন তুমি খেলাও সত্বর।
এবার জিতিবা তুমি পদ্মাবতীর বর ॥
এই পণ করি তখন রাখালে খেলায়।
তখনই জিতাইল তারে বিষহরী মায় ॥
যে কড়ি হারাইয়া ছিল পাইল আরবার।
সত্বরে চলিল রাখাল ঘট পূজিবার ॥
চণ্ডাল বলেন শুন ব্রাহ্মণ গোসাঞি।
এখনি পূজিব আমি বিষহরী আই ॥
পূজার বিধান কহ ওহে দ্বিজবর।
দ্বিজ বলেন রাখাল শুনহ সত্বর ॥
ধূপ দীপ আন আর আতপ তণ্ডুল।
গন্ধ চন্দন আন আর নানাজাতি ফুল ॥
ছাগ মহিষ বলিদান যত মনে লয়।
এই সব সজ্জা লাগে ইহার পূজায় ॥
সুন্দর মণ্ডপ ঘর করহ ত্বরিত।
নানাবিধ প্রকারে কর নৃত্য-গীত ॥
সকল রাখালে মিলি করে দিব্য ঘর।
এই ঘট স্থাপ নিয়া পিড়ীর উপর ॥

মনসার ঘট লইল মাথায় করি।
সবে মিলি চলিল পূজিতে বিষহরি॥
ঘট দিয়া গোসাঞি হইলা অন্তর্দ্ধান।
সকলে চাহিয়া তারে বেড়ায় স্থানে স্থান॥
না পাইয়া তাঁহার লাগ সবে একত্র হইল
কেহ বলে ভাই, গোসাঞি আসিয়াছিল॥
আমা সবারে যুক্তি দিয়া গেল নিজ ঘর।
ঝাটে পূজিতে দেবী চল সত্বর॥
নায়ক বারুক পদ্মাবতীর বরে।
মনসা পূজিতে চল মণ্ডপ্ ভিতরে॥
ধূপ দীপ দিয়া পূজে যত মতে লয়।
ঘটে অধিষ্ঠান হইল বিষহরী মায়॥
নিত্য নিত্য পূজি যেন তোমার চরণ।
এই মতে মনসা পূজিল রাখালগণ॥
ছাগ বলি দিয়া পূজে বিবিধ বিধান।
ভক্তি করি সেবা দিল রাখালগণ॥
সবার অভীষ্ট বর পায় ততক্ষণ।
যাহার যেই ইচ্ছা থাকে পাইল তখন॥
বারাণসী কূলেতে দুর্লভ হেন পুরী।
কবিতা হিরণ্য দ্বিজ তার অধিকারী॥
কুলের ব্রাহ্মণ বড় সদাচারনিষ্ঠ।
দেশখান মধ্যেতে সকলে তাঁরে তুষ্ট॥
ধন জন অধিক গোধন অনুপম।
তাহার প্রধান জন যাত্রাবর নাম॥
জনম অবধি তারা গরু রাখে বাড়ী।
গোধন রাখিতে তার পাখিল গোপ দাড়ী।
নিকটেতে আছে তার শ্রাবন্তীপুর।
গোধন চরায় তথা বন যে প্রচুর॥
অনেক রক্ষকে তথা রাখয়ে গোধন।
যাত্রাবর দ্বিজ করি বলে সর্ব্বজন॥
সকলেরে বোলাইয়া ক্ষীর নদীর কূলে।
চালচঙ্গ তাহারা খেলায় কুতূহলে॥

খেলায় রাখালগণ সব হয়ে এক মন।
মায়ারূপে দেবী লুকাইল গোধন॥
কতক্ষণে রাখাল সবে খেলা সম্বরিয়া।
গরু না দেখিয়া তারা চাহে উভ হৈয়া॥
হাতেতে পাচনী করি বেড়ায় সন্ধান করি॥
দেখিল সকল বন গাছ গাছ করি॥
ব্যাঘ্র ভল্লুক কিছু নাই এই বনে।
এককালে সংহার করিল কোন্ জনে॥
কৃপাবর বলে আমি মনে ভাবি।
এক নহে দুই নহে ষোল হাজার গাভী॥
কোন্ মহাজন যেন কৌতুকে দিল মন।
হেনমতে ভাবনা করয়ে সর্ব্বজন॥
অভয়া মনসা দেবী জয় বিষহরি।
ততক্ষণে দিল দেখা যতীরূপ ধরি॥
যতী বলে রাখাল সব কান্দ কি কারণ।
রাখাল সবে বলে মোরা হারইছি গোধন॥
যতী বলে রাখাল সব আমার কথা ধর।
অভয়া মনসা দেবী তাঁর পূজা কর॥
এইক্ষণে পূজা কর আরোপিয়া ঘট।
মনের অভীষ্ট পাবে এড়াবে শঙ্কট॥
যতীর বচনে রাখাল ভয় পায় মনে।
সেইখানে এক ঘর তোলে ততক্ষণে॥
কেহ পিড়া বান্ধে যত্নে কেহ গেল হাটে।
বসন বেচিয়া কেহ বেশাতি আনে ঝাটে॥
নিকটেতে নদী আছে নামে ভগবতী।
স্নান করিতে সবে চলে গেল তথি॥
স্নান করি পরিলেক পবিত্র বসন।
মনসা মনসা তারা ভাবে সর্ব্বক্ষণ॥
খই দই কদলী থুইল ঠাঁই ঠাঁই।
ছাগল মহিষ থুইল লেখা জোকা নাই॥
রাখালের পূজা দেখি আনন্দিত মন
নাগ-আভরণ দেবী পরিল তখন॥

মনসা সাক্ষাৎ দেখি লাগে চমৎকার।
মনোসাধে পূজা করে কৌতুক অপার॥
রুধির ভক্ষিয়া দেবীর আনন্দিত মতি।
রাখালের তরে বর দিলা পদ্মাবতী॥
বর মাগ রাখাল সব যেবা মনে লয়।
সেই বর দিব তোমা কহিলাম নিশ্চয়॥
পদ্মার বচনে রাখাল আনন্দিত মন।
যাহার মানস সেই মাগে ততক্ষণ॥
ঠাকুর সমান সবার হউক আদর।
গোধন রাখিতে যেন পাই অবসর॥
যাত্রাবর বলে আমি মাগি এই বর।
বুড়া পরামাণিক, হয়ে থাকি নিজ ঘর॥
মরণ কালেতে যেন সন্তান হয় মোর।
এই বরখানি মা চরণে মাগি তোর॥
হাসিলেন বিষহরী শুনিয়া বচন।
যে যাহা মাগিল বর হউক পূরণ॥
পূজা সমাপিয়া রাখাল চারিদিকে যায়।
যার গোধন যেইখানে সেইখানে পায়॥
বৈকাল সময়ে তারা লয়ে বৎস যায়।
যে যেইখানে থাকে তথা লয়ে যায়॥
ঠাকুর সমান আজি সেবকের আদর।
রাখাল সবে বলে ভাই, মনসার বর॥
বেহান বেলায় আজি পদ্মার ঘট চায়।
তবে যার যেই কর্ম্ম সেই কর্ম্মে যায়॥
লোকযাত্রা হইলেক সন্দে গেল দূর।
নিত্য নিত্য পদ্মাবতী পূজয়ে প্রচুর॥
হেন মতে পদ্মাবতী পূজে নিত্য নিত্য।
দৈবযোগে প্রমাদ পড়িল আচম্বিত।
মনসার পাদপদ্ম ভাবিয়া হৃদয়।
গাইব হোসেন যুদ্ধ এই ত সময়॥

হাসেন হোসেন সংবাদ।

দক্ষিণে হোসেনহাটি গ্রামের নিকট।
তথায় যবন বসে দুই বেটা শঠ॥
হাসেন হোসেন তারা দুই ভাইর নাম॥
দুইজনে করে তারা বিপরীত কাম॥
কাজিয়ালী করে তাহা জানে বিপরীত॥
তাদের সম্মুখে নাহি হিন্দুয়ালির রীত॥
এক বেটা হালদার তার নাম দুলা।
বড় অহঙ্কার করে হোসেনের শালা॥
সর্ব্বক্ষণ হোসেনের আগে আগে আসে।
তাহার ভয়ে হিন্দু সব পলায় তরাসে॥
যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজির সাক্ষাৎ॥
বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্র কিল।
পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল॥
পরেরে মারিতে কিবা পরের লাগে ব্যথা।
চোপাড় চাপড় মারে দেয় ঘাড়কাতা॥
যে যে ব্রাহ্মণের পৈতা দেখে তারা কান্ধে।
পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলায় বান্ধে॥
ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিড়ি ফেলে থুতু দেয় মুখে॥
ব্রাহ্মণ সুজন তথায় বসে অতিশয়।
গৃহ ঘর তোলায় না—দুর্জ্জনের ভয়॥
তকাই নামে মোল্লা কেতাব ভাল জানে।
কাজির মেজমান হইলে আগে তারে আনে॥
কাছা খুলিয়া মোল্লা ফরমায় অনেক।
জপ সাঙ্গ করি মোল্লা মারয়ে মোরগে॥
প্রভাত সময় হইলে হালুঠি কর্ম্মে যাই।
ঝড় বৃষ্টি হইলে বড় রহিতে নাই ঠাঁই॥
গঙ্গাতীর কূল দিয়া লাফে লাফে যায়।
ঝড় বরিষায় তারে পথে লাগল পায়॥

ঝড় বরিষণে মোল্লা হইল কাতর।
চারিদিকে চাহিয়া দেখে বনমধ্যে ঘর॥
পরম আনন্দে তথা ছায়া লইতে গেলা।
ঘরখান ভরিয়া দেখে রাখালের মেলা॥
স্বভাবে রাখাল জাতি মনে বড় রঙ্গ।
ঢাক ঢোল বাজায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ॥
ঘর মধ্যে ঘট গোটা সারি সারি সাজে।
তাহা দেখি মোল্লা বেটার বুকে বড় বাজে॥
কাজির প্রতাপে বেটার বড় অহঙ্কার।
খোদা খোদা বলি যায় ঘট ভাঙ্গিবার॥
ধর ধর বলিয়া সব রাখালে খেদায়।
প্রাণ লইয়া কেহ কেহ লড়াইয়া পলায়॥
দূরে থাকিয়া কেহ মেলিয়া মারে ঢেলা।
কেহ বলে কোন্ প্রাণে ঘরে ঢোক শালা॥
চারিদিক বেড়িয়া ধূপের ধোঁয়া ধরে।
তোবা তোবা বলিয়া মোল্লা খোদা খোদা স্মরে
চোপড় চাপড় মারে আর ঘারকাতা।
পরিত্রাহী ডাকে মোল্লা হেট করে মাথা॥
পদ্মার বরেতে রাখাল কারে নাহি ডরে।
সকল রাখালে মিলি অবিশ্রান্ত মারে॥
দুই হাতে কেহ বা উপাড়ে গোঁপ দাড়ি।
ইজার ছিড়িয়া নিশান দিল সারি সারি॥
মাথার পাগড়ী কেহ মেলে দুই পায়।
ছাগরক্ত মাখে মোল্লার মাথে আর গায়॥
এতেক দুর্গতি করি ক্ষমা নাহি মনে।
মণ্ডপের খুঁটিতে নিয়া বান্ধিল যতনে॥
কাতর হইয়া মোল্লা বলে ঠাকুর ভাই।
আমারে এড়িয়া দেহ যথা তথা যাই॥
তোর দাড়ি মোর দাড়ি দাড়ি নাই কার।
কাজির মোল্লার দাড়ি ধীরে ধীরে সার॥
ছাড়িয়া দিব তোরে খাওয়াইয়া মরা।
গলায় বান্ধিয়া দিব কাছিমের গুড়া॥

যাত্রাবর বলে আমি এই বুঝি তত্ত্ব।
এড়িয়া দিব যদি নাকে দেও খত॥
মুছাপের দিব্য কর মাথায় দিয়া হাত।
এই সব কথা না কহিবা কাজির সাক্ষাৎ॥
আপনার সুখেতে কর হিন্দুয়ান।
আমি এই খত্ করি সবার বিদ্যমান॥
মোল্লা বলে ঠাকুর আমি এইমাত্র বুঝি।
পাও দিয়া দেও খত নাক দিয়া মুছি॥
সকলেরে সেলাম দিয়া চলিল সত্বর।
এইরূপে চলে গেল কাজির গোচর॥
সৈয়দ মোল্লা যত লেখা জোখা নাই।
হেনকালে গেল তথা মোল্লা তকাই॥
কান্দিয়া কাজির আগে কহে দুঃখ লাগে বৈরী।
সংবাদ পড়িল গাইন বলরে লাচারি॥
কাজিরা দুই ভাই একত্র বসিছে।
কান্দিতে কান্দিতে মোল্লা গেল তার কাছে॥
হিন্দুয়ালী হ'ল রাজ্য তোমার কিসের কাজ।
পেয়াদা পাইক যত আছে শীঘ্র করি সাজ॥
এই ভাগীরথী তীরে হিন্দুর ভূত পূজি।
তোমার কাজ নাহি হেন মনে মনে বুঝি॥
দেখে ভাগীরথী তীরে অপূর্ব্ব ভূত জাতি।
ঘরেতে ঢুকিয়াছিনু করিল দুর্গতি॥
হের দেখ দাড়ি নাহি মুখে রক্ত পড়ে।
দন্ত ভাঙ্গিয়াছে মোর চোপাড় চাপড়ে॥
পরিধান ইজার আমার দেখ সব ভাঙ্গা।
ছাগলের রক্তে দেখ মুখ মোর রাঙ্গা॥
যতেক মারিছে মোরে কিছু নাহি মনে।
কেবল ধূপের ধোঁয়ায় না দেখি নয়নে॥
খোদার নাম জিগির করি কেহ কাছে নাই।
বড় ভাগ্যে ভাগিয়া আসিনু তোমার ঠাঁই॥
শুনিয়া কুপিল কাজি চারিদিকে চায়।
আফিংএর লায়েকে বেটা আকাশের দিকে চায়॥

হারামজাত হিন্দুর এত বড় প্রাণ।
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান॥
গোটে গোটে ধরিব গিয়া যতেক ছেমরা।
এড়া রুটি খাওয়াইয়া করিব জাতি মারা॥
ওস্তাদ মোল্লা মোর অপমান হয়।
তাহারে এমন করে প্রাণে নাহি ভয়॥
সাজ সাজ বলিয়া কটকে পড়ে সাড়া।
ছোট বড় সাজিয়া আসিল হোসেন পাড়া॥
যতেক যবন আছে হোসেনের পাড়া।
নগর হইতে পুরুষ আসিল মাথা মুড়া॥
হাতে হাতে খুঁটি কান্ধে লইলেক সব।
বড় পাকা জোলা চলে তার পাছে সব॥
সাজ সাজ বলিয়া কটকের হুড়াহুড়ি।
সময় উচিত গাইন বলিতে লাচারি॥

সাজিল হাসেন হোসেন। (ধুয়া)

সাজ সাজ বাদ্য বাজে, লড়ালড়ি কাজি সাজে,
হুড়াহুড়ি হোসেন নগর।
কার হাতে শরমুটি, কার হাতে তালের লাঠি,
সাজে কাজি লয়ে তীক্ষ্ণ শর॥
হারামজাত হিন্দু আছে, ভূত ধেয়ে পলায় পাছে,
হুড়াহুড়ি ছেড়ে ঝাটে চল।
চারি দিকে সব ঘেরি, ধরিব যতন করি,
শরীরে দ্বিগুণ বাসি বল॥
হাসেন মনসা আই, তুরকের রক্ষা নাই,
গোটে গোটে দংশিব তুরুক।
পদ্মাবতী দরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
সর্ব্বলোকে পরম কৌতুক॥

পঞ্চ ছন্দে নানা বাদ্য বাজে ত তথায়।
আওয়াজে বার্ত্তা পাইল হোসেনের মায়॥
সেই ছিল হিন্দুর কন্যা তার কর্ম্মফলে॥
বিবাহ করিল কাজি ধরি আনি বলে॥
হিন্দুর দেবতা বুড়ি ভালমত জানে।
আবাসে রহিয়া মোল্লা হিন্দুয়ালি না জানে॥
আসিল হিন্দুর বেটী বড় দৈবফলে।
ধাই আসি জানাইল বাহির দখলে॥
কেহ বলে কেন আইল খোনকারের ধাই
আগে যাইয়া আমি সেলাম জানাই॥
আগে পাছি বান্দি সব বুড়া বিবি চলে।
এইরূপে ধাইয়া গেল বাহির দখলে॥
রহ রহ বলে হেথায় বেগমে।
বুড়া বিবি আসিয়াছে না দেখে চসমে॥
কেহ বলে কেন আইল ঠাকুর দিদি আই।
আগু হইয়া সেলাম করিল দুই ভাই॥
দয়া করি বুড়ী এখন বুঝায় সানন্দে।
এই কালে বল ভাই লাচারির ছন্দে॥

পুতরে এনা বুদ্ধি দিল তোরে কে? (ধুয়া)

না জান আমার পুত, বিষম হিন্দুর ভূত,
তাহে কেন সাজিছ আপনে।
তোমরা কিসেরে যাও, পাইক পাঠায়ে দেও,
সেই হিন্দু হয় কোন্ জনে॥
তোমার বাপের কালে, জানিয়াছি ভালে ভালে,
হেন কর্ম্মে বিষম বিনাশ।
ভূত ভাঙ্গি একবার, প্রত্যক্ষ দেখিলাম তার,
জলেতে আছিল ছয় মাস॥
আছিল তোমার মাতা, রাখিত আমার কথা,
তোমারে যে কহিলাম এখন।
কিসেরে সাজিয়া যাও, পাইক পাঠাইয়া দাও,
সেই হিন্দু হয় কোন জন॥
তোমারে কহিলাম দড়, ভূতের প্রমাদ বড়,
বিবাদে নাহিক প্রয়োজন।
আমি বলি বারে বার, এ কর্ম্ম না কর আর,
বিজয় ভাবে মনসা চরণ॥
যাহার তরে যাও সাজি, প্রমাদ পড়িবে আজি,
মোল্লার এতেক দুর্গতি।
বিজয় গুপ্ত করে সার, মোর গতি নাহি আর,
দয়া কর দেবী পদ্মাবতী॥

মায়ের বচনে কাজি থর থর কাঁপে।
হাতে হাতে কচালে অধরে ওষ্ঠ চাপে॥
চল কাজি ঘরে যাই হেথায় কার্য্য নাই।
ভাঙ্গিয়া হিন্দুর ভূত ঘুচাও বালাই॥
হাতে হাতে কচালে কাজি দন্ত কড়মড়।
বিক্রম দেখিয়া বুড়ী উঠিয়া দিল লড়॥
আপনা না জান তুমি কি করি রহিব।
মুছিদের ফল হিন্দুর জাতি মারিব॥
আছিল আমার পাশে কিছু নহে জানে।
ভূতের গোলাম যে হিন্দুয়ালী মানে॥
খোদা স্মরয়ে কাজি পীর পয়গাম্বর।
লাফ দিয়া চড়ে কাজি ঘোড়ার উপর॥
ঘোড়ায় চড়িয়া কাজি তাড়াতাড়ি যায়।
যতেক রাখলগণ ছকি দিয়া চায়॥
মোল্লা মারিলাম ভাই কি না হইল আজি।
সেকারণে সাজিয়া আসিল বুঝি কাজি॥
আপনার ঘট মাগো রাখিবা আপনে।
আমরা পরাণ লইয়া যাই অন্য বনে॥
কেমনে ভরসা করি হেথায় থাকি।
জাত মান লয় যদি কার বাপে রাখি॥
ঘুটা ঘাটা মুরো দিয়া খোড়ে খাড়ে থাকি।
সাত পাঁচ জন রাখাল মধ্যে দিল লুকি॥
কেহ বলে কতদূর আইসে দেখ ভাই।
কেহ বলে প্রাণ লয়ে চলহ পলাই॥
কাজি বেটা দেখ সব যবনের পীর।
নাগরথে পদ্মাবতী হইলা অস্থির॥
বিপাকে মরিবা কাজি কারে দিবা দোষ।
ঘর মধ্যে গিয়া কাজির মনে হইল খোষ॥
কার শক্তি বুঝিতে পারে পদ্মার পরিপাটী।
জলেতে মিশায় সেই সুবর্ণের ঘটি॥
পিড়ীর উপরে ঘট মাটির গঠন।
তাহা মাত্র লাগ পাইল পাপিষ্ঠ যবন॥

ঘট পাইয়া কাজি মনে করে রোষ।
বিপাকে মরে কাজি কারে দিবা দোষ॥
কাজির আজ্ঞায় সৈয়দগণ চলে।
ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলে সমুদ্রের জলে॥
কেবা বুঝিতে পারে পদ্মার পরিপাটী।
কোদালে কাটিয়া ফেলে ঘর ভিটার মাটি॥
ঘর ভাঙ্গিবার যায় পেয়াদা তিন চারি।
কৌতুকেতে পেয়দাগণ এক ঠেলা মারি॥
মাটির গঠন ঘট কনকের চূড়া।
দারুণ যবনে ঘট করিলেক গুড়া॥
নৈবেদ্য দেখিয়া সব পেয়াদার চটচটি।
ঘৃণায় না খায় যত ছাগলের ঘেটি॥
সদরে বসিয়া কাজি মুখে নিল পান।
কাজি বলে সৈয়দগণ হিন্দু বান্ধিয়া আন॥
শতে শতে পেয়াদাগণ তালাস করে বন।
রাখাল বান্ধিয়া আনে প্রতি জনে জন॥
সাত পাঁচ সৈয়দগণ বিচারিয়া বন।
ধরিয়া আনিল রাখাল একজন॥
পেয়েছি পেয়েছি বলে কৌতুক অপার।
কেহ বলে ধর ধর কেহ বলে মার॥
কাজি বলে আরে বেটা ভূতের গোলাম।
পীর থাকিতে কেন ভূতেরে সেলাম॥
খোদা থাকিতে কেন ভূতেরে নোয়াও মাথা।
মোর আগে কহ তোমার বাপ দাদার কথা॥
বাপ পিতমহের কি কহিব মহত্ত্ব।
দুর্ভিক্ষে বেচিয়া খাইল লিখিয়া লইল খত॥
ভূত পূজিতে কিবা কাহার আছে ইচ্ছা।
যে বলে ভূত পূজি তাহার মাথায় মারি পিছা।
কাজি বলে আহাম্মক জবাব দেও কেনে।
আপনি দেখিয়া ভূত ভাঙ্গিছি আপনে॥
যাত্রাবর বলে কাজি এ উচিৎ নহে।
মটির গঠন ঘট ভূত পূজি নহে॥

না বুঝিয়া খোনকার মোরে কর রোষ।
বিচার করিয়া দেখ কুমারের দোষ॥
কুমারে যোগায় ঘট বারুই যোগায় পান।
অযোগ্য বুঝিয়া কাট দুই জনের কাণ॥
কাজির মনে লইল এ গুণা উহার।
পেয়াদা পাঠাইয়া আনে বারুই আর কুমার।
দূরে থাকিয়া কুমার চিন্তিল প্রকার।
দুই বেটা কাজি করে রাখাল সংহার॥
ক্ষণেক আগুয়ায় কুমার ক্ষণেক পিছু যায়॥
দূরে থাকি কুমার সেলাম জানায়॥
না বুঝিয়া খোনকার মার কি লাগিয়া।
যথা গেল হিন্দুর ভূত দিল দেখাইয়া॥
পেয়াদা চারিজন দিল সঙ্গতি তাহার।
ভূত ধরিবার গেল অরণ্য মাঝার॥
বিষম পদ্মার কোপ কার মনে জানে।
ভীমরুলের বাসা তখন পড়িল দরশনে॥
সাবধান হইয়া ভাই থাকিবা গায় গায়।
এক চাপে থাকিবা ভাই ভূত পাছে যায়॥
সবে মিলে ধর ভাই পসারিয়া হাত।
ভূত গেলে কহিব গিয়া কাজির সাক্ষাৎ॥
ভূত নামে কাজির পেয়াদা রুষিল সত্বর।
বড় বড় ঢিলা মারে ভূতের উপর॥
একে ত বাহুয়া ভীমরুল আর আজ্ঞা পায়।
লক্ষ লক্ষ ভীমরুলে কাজীর পেয়াদা খায়॥
ঝাঁপ দিয়া পড়ে গিয়া জলের ভিতরে।
ডুব দিয়া কামড়ায় মনসার বরে॥
আবার কাজির পেয়াদা একত্র করিয়া।
কতদূর যায় কুমার হরষিত হইয়া॥
পথের দুই ধারে দেখে ছোট ছোট বন।
চোত্রার গাছ সনে হল দরশন॥
গলায় গামছা দিয়া নমস্কার করে।
কেহ বলে আরে বেটা সেলাম দিলি কারে॥
ইহারে বলি আমরা হিন্দুয়ালী পাতা।
এই গাছে করে বাস হিন্দুর দেবতা॥
ভূতের নাম শুনিয়া কাজির পেয়াদা রোষে।
চোত্রার ফুল নিয়া মার্গেতে ঘষে॥
বিষম চোত্রার বিষ নহে সহিবার।
দ্বিগুণ পোড়ানী হইল হইল ফাঁপর॥
হাতের ঢাল মাথার পাগ তরের উপর থুইয়া।
হারমজাত হিন্দুর ভূত মার চুবাইয়া॥
ঝাঁপ দিয়া পড়ে গিয়া জলের ভিতর।
দ্বিগুণ পোড়ে গা হইল ফাঁপর॥
সকল কাপড় কুমার বাঁধিয়া বোঝা।
ধীরে ধীরে যায় যেন বিলাতিয়া ধোপা॥
সত্বরে চলিল কাজি মহলের ভিতর।
এই সব কথা কহিল গিয়া বিবির গোচর॥
বন্দীশালে রহিল গিয়া যত রাখালগণ।
শিয়রে বসিয়া পদ্মা কহেন স্বপন॥
পদ্মা বলে পুত্র সব দুঃখ নাহি আর।
হোসেনহাটী আমি আমি করিব সংহার॥
নেতার বাক্যে পদ্মার দুঃখ লাগে বৈরী।
এই কালে বল ভাই করুণ লাচারি॥
কি হইল কি হইল নেতা কি না হইল মোরে
রাখালের দুঃখ যত না সহে শরীরে॥
প্রথমে আমার পূজা লোকেতে প্রচার।
হোসেন বাঁধিয়া নিল যতেক রাখাল॥
বিষ অগ্নি করিয়া পুড়িব হোসেনহাটি।
দংশিব সকল তুরুক না রাখিব এক গুটি॥
বিষ অগ্নি করিয়া পুড়িব গাছের পাতা।
সানন্দে বিজয় ভণে পদ্মাবতীর কথা॥
নেতা বলে পদ্মাবতী কান্দ কি কারণ।
স্মরণ করিয়া আন যত নাগগণ॥
নেতার বচনে পদ্মা চিন্তে মনে মন।
স্মরণ করিয়া আন যত নাগগণ॥

আসিল অনন্ত নাগ মাথায় হাজার ফণা।
পদ্ম, মহাপদ্ম, আসে ভাই দুই জনা॥
আনিল তক্ষক নাগ নাগের প্রধান।
কোটি কোটি নাগ আসি ধরিল যোগান॥
বিঘতিয়া বোড়া আসে বিঘত প্রমাণ।
যাহারে দেখিয়া উড়ে তক্ষকের প্রাণ॥
পদ্মার সাক্ষাতে নাগ আসে আথে ব্যাথে।
যোড়হস্তে দাঁড়াইল পদ্মার সাক্ষাতে॥
পদ্মা বলে বাপ সব শুন সাবধানে।
শব্দ পাইয়া নাগ মনে মনে গণে॥

তক্ষক বলে "শুন নাগলোকের মাতা।
দংশিয়া দিব তুরক একি বড় কথা॥
খাট খাট নাগ যাহার বিক্রম অপার।
গোটাকতক দংশিয়া দেখাও চমৎকার॥
তবে যদি না পূজে করি অহঙ্কার।
বেড়িয়া দংশিব তাহার সকল পরিবার॥
এতেক বিঘতিয়া আর আজ্ঞা পায়।
তুরুক দংশিতে নাগ বায়ুগতি ধায়॥
লাফে লাফে যায় নাগ তীর হেন ছোটে।
প্রথমে গিয়া নাগ জোলাহাটী উঠে॥
নগরে উঠিয়া দেখে চালে চালে ঘর।
অনুমানে বোঝে এই জোলার নগর॥
তাজদী জোলার পুত্র নাম সুবোধন।
সাত পাঁচ নাহি তাহারা দুইজন॥
তাজদী জোলা তবে তাঁতে মেলে খাও।
নিকটে জোলার ঝী মুখে নাহি রাও॥
তাহার পাশ দিয়া বোড়া করিল গমন।
দেখিয়া জোলার ঝীর আনন্দিত মন॥
কোথা হইতে কেবা আসে বুঝিতে না পারি
চাচা ফুফা ডাকে জোলা অতি তাড়াতাড়ি॥
সুবোধন বলে চাচী জানিছি নিশ্চয়।
কুচিয়ার ছাও মোর হেন মনে লয়॥

আড়কাঠি দিয়া জোলা উলটিয়া চায়।
বিষম বোড়ার ছাও কুণ্ডলি পাকায়॥
লেজেতে ধরিয়া তোলে মারিতে পাছার।
আড় হইয়া ধরে বোড়া জোলা বেটার ঘার॥
অতিকোপে ধরে লেজ তাতে লাগে আঠা।
বাবা করি উঠিল সে জোলার বেটা ঠেঁটা॥
উগড়িয়া কাল বিষ এড়িলেক নালে।
লাফ দিয়া উঠে বোড়া তার ঘরের চালে॥
বিষম বোড়ার বিষ নহে সহিবারে।
মা বাপ ডাকে বেটা হাহাকার করে॥
কেহ বলে চাও চাও কেহ বলে কি।
দুই হাতে বুক হানে কাঁদে জোলার ঝী॥
সর্ব্ব গাত্র কাঁপে জোলার কালবিষের ঘায়।
কান্দিয়া কহিতে লাগে ধরি জোলার পায়॥
নিশ্চয় জানিল চাচা নাহিক জীবন।
আপন জানিয়া তুমি কার্য্যে দেহ মন॥
চিকণ কাপড় তাঁতে বিকের বড় টান।
একখান ছিড়িয়া করিব সাত খান॥
বেশাতির সঞ্চয় তাহার কিছু নাই ঘরে।
পোণ চারি করি দেও জোলা ঝীর তরে॥
ভাড়া পুঁজি করি যেন দিন কত খায়।
যাবৎ না অন্যখানে নিকা গিয়া রয়॥
এতেক বলিয়া জোলা হইল অচেতন।
কালবিষে আচ্ছাদিল হারাইল জীবন॥
জোলা ঝী ক্রন্দন করে দুঃখ লাগে বৈরী।
সংবাদ পড়িল গাইন বলরে লাচারী॥

আরে আরে জোলা, উঠি দেখ মাউগ পোলা
আচম্বিতে তোমার হইল কি?
এখানে বিছানায় ছিলা, নানা সুখ আরোপীলা
কোছের কাড়িয়া খাইলা পান॥
জোলা ছিল বড় ধনী, বুনাইয়া দিত ঢাণী ধুতি
পড়িয়া বেড়াইতাম বাড়ী বাড়ী॥

মোর দুঃখের ওর নাই, নিকা বসি যার ঠাঁই,
মাসেক না থাকি তব ঘরে।
কত দুঃখ সব গায়, দশ দিন নাহি যায়,
এই মাসে তিন নিকা মোরে॥
এই দুঃখে আমি কান্দি, সতরটা করি যদি,
এত আদর নাহি কার হাতে।
আসিনু তোমার ঘরে, খোদায় বঞ্চিতে মোরে,
তোমা হারাইলাম আচম্বিতে॥
হাটে যাইতে কহি ঝাঁটে, লড় দিয়া যাইত হাটে,
বেশাতি আনিত নানা ভাইতে।
শোল, মাগুর, কৈ, আলু, মানকচু, চৈ,
গুয়া পান আনিত নানা মতে॥
আদার সুন্দর ঝাল, খাইতে পোড়ায় গাল,
কহিতে বিদরে মোর বুক।
কি হইল মোরে আজি, কেন বিধি দিল বাজী,
এখনে চাহিব কার মুখ॥
গুপ্তে বলে জোলা ঝী, ম'ল জোলা করিবা কি,
ভাল হইল মরিয়া গেল জোলা।
নগরে কান্দন শুনি বিপরীত রায়।
লড় দিয়া আসিল তখন জোলাঝীর মায়॥
বুড়ী বলে আগো ঝী কেন কান্দ আর।
মরিল জামাই তোর পাবি আর বার॥
সবে তোর মাতা আমি আর কেহ নাই।
বিশ ফয়তা গেলে নিকা দিব আর ঠাঁই॥
মার বাক্যে জোলাঝীর জুড়াল হৃদয়।
কান্দিয়া মায়ের স্থানে ধীরে ধীরে কয়॥
নিশ্চয় কহিল মাতা শান্ত কর মন।
শুনি প্রাণ কাঁপে নিরামিষের কারণ॥
খোদায় বঞ্চিল মোরে এই দিন হতে।
এই কয় দিন মুই বঞ্চিব কি মতে॥
সাত দিন নহে মাতা সাতটা বৎসর।
কেমনে বঞ্চিব ঘরে আমি একেশ্বর॥
নিরামিষ খাইলে নাহি বাঁচিবার আশ।
তাহার বাড়ীতে আছে কুকুরার বাস॥

পুত্রের মরণ দেখি স্থির নহে মন
বিষাদ ভাবিয়া বুড়ী যুড়িল ক্রন্দন॥
নাগরথে পদ্মাবতী অহঙ্কারে ভোলা।
পুত্র কোলে করি কান্দে তাজদী জোলা॥
সুতা চোড়া জোলা কান্দে দুঃখ লাগে বৈরী।
সংবাদ পড়িল গাইন বলরে লাচারি॥

কান্দে জোলা করিয়া করুণ।

দাড়ি বাহিয়া পড়ে লোহ, বিষতিয়া খাইল পোহ,
কালবিষে হইল অচেতন॥
জোলা মরে মীর সা, বধূ কান্দে শুন না,
বধূ শান্তাইয়া নেও ঘরে।
সয়তান না রহুক ঘরে, সেবকে তোমায় দয়া করে,
হেন বধূ লইয়া গেল পরে॥
জোলা বলে কি যাতনা, বধূ কান্দে শুন না,
একেবারে বিধি হইল বাম।
এইত যৌবনকালে, বিধি আমার বাম হইলে,
কোথায় পাইব হেন জন॥
হেন করে মোর হিয়া, কাজিরে অস্থানে নিয়া,
বুড়া বয়সে করিয়া লই কাইল।
এত বলি বুড়া কান্দে, পায় ধরি বধূ কান্দে,
ভাত খাও এড়িয়া ক্রন্দন॥
আর খসম পাবা না, মোরে ছাড়ি যাইও না,
মনে লয় থাক মোর সাথে।
মনে সরম বাস পাছে, কিতাব কোরাণে আছে,
নিকা বস যদি লয় চিতে॥
পদ্মাবতী দরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
সুতাবেচা জোলা বেয়াকেল।
নহে কেন হেন হবে, এত কষ্ট কেন পাবে,
কাজী বেটা ইহার মক্কেল॥

জোলাহাটী উঠিল ক্রন্দনের রোল।
বিষতিয়া বোড়া করে এত গণ্ডগোল॥
যাহার যেই ইষ্ট মিত্র সেই দিল মাটি।
নগরের মধ্যে জোলা নাহিক এক গুটী॥

সাত জোলা একত্র হইয়া করে মেলা।
বার্ত্তা জানাইতে সবে কাজির আগে গেলা॥
সেলাম করিয়া কহে শুন খোন্দকার।
তোমার নগরে জোলা না রহিল আর॥
সেলাম জানাইয়া সবে খোদা খোদা করে।
কলরব হ'ল তোমার নগর মাঝারে॥
অনেক যতনে করিলা নগর পত্তন।
ছোট এক ভূত আসি করে বিনাশন॥
সবে বিঘতিয়া জন্তু অপার বিক্রম।
যারে খায় সেই মরে যেন কাল যম॥
যত জন আছি মোরা বাহিরে থাকি ডরে।
বনে বেড়াইয়া থাকি না যাই নগরে॥

কাজি বলে আহাম্মক না বলিস্ আর।
আমার মিরাশে কেন ভূতের প্রচার॥
সাচা যদি হয় ভুত দেখিবারে পাও।
ঢেলা মারিয়া গিয়া ভূতেরে খেদাও॥
কাজির ওস্তাদ এক নামেতে খালাস।
কেতাব কোরাণে তার বড়ই অভ্যাস॥
অত বড় মজবুত পাকা চুল দাড়ি।
পরিধান ভাঙ্গা ইজার ফেরে বাড়ী বাড়ী॥
না খায় পীরের ছিন্নী ভগ্ন ঠাঁই ঠাঁই।
সর্ব্ব গায় চর্ম্ম দড়ি মুখে দন্ত নাই॥
মোল্লা বলে আমারে জিজ্ঞাসা যদি কর।
কেতাব থাকিতে কেন ভূতের ডরে মর॥
কেতাব লিখিয়া দাও গলে যেন থাকে।
তবে যদি ভূত-জন্তু সে দোষ মোরে লাগে
মোল্লার বচন এখন কাজির মনে লয়।
তাবিজ লিখিয়া তখন সকলেই লয়॥
বিজয় গুপ্ত বলে গাইন প্রত্যক্ষ মনসা।
তাবিজেতে সর্প যাবে কর বৃথা আশা॥
সাত জন জোলা যখন ঘরে চলে যায়।
গাছের উপরে থাকি বিঘতিয়া চায়॥

পথে যাইতে বিঘতিয়া সাত জনে খায়।
ধীরে ধীরে বিঘতিয়া ঘরে চলি যায়॥
পথে যাইতে খাইল কাজির শতেক হালিয়া।
কাজির মোকাম ঘরে বাসা করে গিয়া॥
মোল্লা মারিয়া সব করিল খারাপ।
কাজি সব কান্দে তখন করিয়া বিলাপ॥
নাগরথে পদ্মাবতী অহঙ্কারে ভোলা।
বিঘতিয়া দংশিল যত যত জোলা॥

নাগ লয়ে উনকোটী, বেড়িল হোসেনহাটী,
ডরে কাঁপে যতেক তুরুক।
কাজির ঘরে ভাঙ্গা ঝাপ, তাহা দিয়া যায় সাপ
বিবি পলায় পদ্মার কৌতুক॥
সর্পভয়ে পড়ে মূত্র, খাইল কাজির পুত্র,
ঢলিয়া পড়িল ততক্ষণ।
দারুণ বিষের জ্বালে, আঁখি ঘোরে তনু জ্বলে,
নাকে শ্বাস বহে ঘনে ঘন॥
কাজির পুত্র সাপে খাইল, ওঝায় ঝাড়িতে আইল,
ওঝা বলে এর প্রাণ নাই।
কালুছবি নামে কাজি, সেই বলে আরে কাজি,
বিবিরে খাইল বিষম ঠাঁই॥
কেতাব কোরাণ ছাড়, আপনি ফুঁ দিয়া ঝাড়,
অন্য ওঝার দেখা যোগ্য নয়।
কি কব কহিতে লাজ, মাথায় পড়িল বাজ,
কেন স্থান দেখিবার নয়।
হোসেনের মা বলে পুত, কেন ক্ষেপাইলে ভুত,
শরীরে না সহে দুঃখ আর।
নাগ ফেরে ঘরে ঘরে যারে খায় সেই মরে,
হোসেনহাটী হ'ল ছারখার॥
মরিল দুলাল বান্দী, তার লাগি কান্দে কাজি;
মনে রহিল তার কথা।
আর সব যত কান্দি, তাহার মত যত বান্দী,
ইহার সম পাকানী নাহি হেতা॥
ফুটন্ত ধুতুরার ফুল, যেন দেখি ঘিঁমুজ,
মাথায় উকুণ শতে শতে

কাজি কান্দে মনস্তাপে, গোলাম খাইল সাপে,
বিবিরে প্রবোধ দিবে কে ॥
বাড়ীতে যাইতাম থুইয়া, বিবির সঙ্গে থাকিত শুইয়া,
সারারাত্রি থাকিত উজাগর।
বুড়া কাজির খাইল পোহ, মনস্তাপে যায় মোহ,
হাসেন হোসেন চাহে দংশিবার ॥
মায়ে পোয়ে কথা কয়, তাহে প্রাণ স্থির নয়,
চৌদিকে বেড়িয়া উঠে সাপ।
সর্প দেখি ভয়ঙ্কর, হাসেন হোসেন ডর,
ভয়ে পড়ে জলে দিয়া ঝাপ ॥
দুই ভাই জলে ভাসে, তাহে দেখি নাগে হাসে,
চেয়ে ছিল নাগ ধরিবার।
আপনার হিত চাও, পূজহ পদ্মার পাও,
বিজয় গুপ্ত রচিল পয়ার ॥

জল হইতে দুই ভাই উঠিল তখন।
মায়া পাতিয়া নাগ লুকাইল তখন ॥
জল হইতে উঠে কাজি ভাবে অপমান।
রাখাল সনে বাদ করি হারাইলাম পরাণ ॥
এক গোটা ভূত আইল বিঘত প্রমান।
সেই সে করিল মোর এত অপমান ॥
এখনই পূজিব পদ্মা বিলম্ব নাহি আর।
কার ঠাই পুছিব মুই পূজার সমাচার ॥
এই সব শুনিয়া পদ্মা হাসিল বিস্তর।
নারদ ডাকিয়া পদ্মা আনিল সত্বর ॥
পদ্মা বলে তপোধন শুনহ বচন।
ঘট মাথায় করি নেও যেথা হাসন হোসেন
কেবা লঙ্ঘিতে পারে পদ্মার বচন।
মাথায় করিয়া ঘট চলে তপোধন ॥
সুবর্ণের ঘট গোটা বিচিত্র নির্ম্মাণ।
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে ভাই দুই জন ॥
কাহার ঘট লইয়াছ দ্বিজ কি কার্য্য ইহার।
আমার ঠাঁই কহিবা ইহার সমাচার ॥
দ্বিজ বলে এই ঘট দেবী মনসার।
হারাইলা যত ধন পাইবা আর বার ॥
এত শুনি কাজির আনন্দিত মন।
সেই ঘট লইল দিয়া বহুমূল্য ধন ॥
বিচিত্র মণ্ডপ ঘর দেখিতে সুন্দর।
বাছিয়া বাছিয়া আনে অনেক দ্বিজবর।
খই দই রচনা আছিল ঠাঁই ঠাঁই।
ভক্তিভাবে পূজা করে বিষহরি আই ॥
মহিষ ছাগল আনি ভরিলেক বাড়ী।
নাপিত আনিয়া কাজি মুরিলেক দাড়ি ॥
প্রথমে পূজিল ঘট ভক্তি করি আজি।
ব্রাহ্মণে পূজে ঘট প্রণাম করে কাজি ॥
যত মারিয়াছিল জিল ততক্ষণ।
বান্ধা ছিল যত রাখাল হইল মোচন ॥
কাজি বলে ভাই সব দুঃখ না ভাবিও মনে।
যত অপরাধ মোর ক্ষমিবা এখনে ॥
হরষিতে রাখাল সব চলিল সত্বর।
অবিলম্বে চলি গেল আপনার ঘর ॥
বিজয় গুপ্ত রচে পুঁথি মনসার বর।
হাসেন হোসেন পালা এইখানে সোসর।

চান্দ পদ্মার অভিশাপ এবং চান্দর জন্ম বিবরণ।

হেন মতে আছেন দেবী হাসন নগর।
হরষিতে পূজে লোকে দেবী বিষহর ॥
সর্ব্বলোকে পূজে পদ্মা জগতের মাতা
চান্দর সঙ্গে বিসম্বাদ শুন তার কথা ॥
কশ্যপকুলের নাগ পাতালে বসতি।
মুনির বরে পদ্মাবতী হইল গর্ভবতী ॥
পদ্মার গর্ভেতে নাগ হইল যখন।
সেই গর্ভে জন্মিয়াছে নাগ অষ্টজন ॥
স্বর্গে না রাখিলে শিব চণ্ডীকার ডরে।
তেকারণে দিলা স্থান জয়ন্তী নগরে ॥

সর্ব্বলোকে জানে পদ্মার ক্ষমতা প্রচুর।
আছুক অন্যের কাজ পূজে দেবাসুর॥
সেবক বৎসলা দেবী সর্ব্বাপদনাশী।
সেই দেবীর বরে হউক সম্পদ রাশি রাশি
আর লোকে আনে যত পূজার সকল।
পুষ্প গন্ধর্ব্ব ছিল দিতে পুষ্প জল॥
আনিলেক উপহার যত মতে পারি।
নিরবধি পূজা করে দেবী বিষহরী॥
ইষ্টদেব হেন জ্ঞানে পূজা নিরবধি।
মনের ভক্তিতে পূজে যথা শাস্ত্র বিধি॥
পূজা করে সর্ব্বক্ষণ মনে ভক্তি করি।
দৈবগতি তথা গেল চান্দ অধিকারী॥
চান্দরে দেখিয়া যত নাগে লাগে ডর।
হেন বস্তু ছিল তার মুখের উপর॥
কহে কবি কর্ণপুর কবে পদ পাই।
আমাকে করুণা কর বিষহারী আই॥
বিদগ্ধ পণ্ডিত ঠাঁই করে পুটাঞ্জলি।
মন দিয়া শুন কিছু পুরাণ পাঁচালী॥
পূর্ব্বমত কথা ছিল শুন দিয়া মন।
অনর্থ ঘটিল সেই পুষ্পের কারণ॥
নাগ-আভরণ পদ্মার আছিল তখন।
পলায় পুষ্পের গন্ধে যত নাগগণ॥
মহাক্রোধে পদ্মাবতী হইল লেঙ্গট।
কোপভাবে শাপ দিল চান্দকে বিকট॥
সেবক হইয়া তোর শঙ্কা নাহি মনে।
শূন্য হইল সর্ব্বগাত্র সর্প গেল বনে॥
সভা মধ্যে আমাকে যে করিলা লজ্জিত।
আজি হ'তে পতন তব হবে পৃথিবীত॥
আমি যদি শিবের কন্যা হই হে নিশ্চিত।
মনুষ্য হইয়া তুমি জন্ম পৃথিবীত॥
অপরাধ পেয়ে পদ্মা অহঙ্কার বলে।
নগরের বণিক হও পৃথিবী মণ্ডলে॥

এত যদি বিষহরী বলিল উত্তর।
কোপে তার অনুগত বলে খরতর॥
শিবের কিঙ্কর পূজিল তাঁর পদতল।
করিয়া তোমার সেবা পাই প্রতিফল॥
সহজে চঞ্চল তুমি বিপরীত কর্ম্ম।
অনুমানে বুঝি তোমার জারজেতে জন্ম॥
পরের অনিষ্টে পদ্মা তোমার গেল কাল।
তে কারণে চণ্ডী তোমায় নাহি বাসে ভাল
পুরাণে মনসা নাম কশ্যপ-দুহিতা।
মকরন্দ বনে পেয়ে শিবে বলে পিতা॥
চণ্ডী না রাখিল তোমা দেখি নাগ জাতি।
বিবাহেতে পতির ঘরে ছিলা অর্দ্ধ রাতি॥
ভিক্ষা অন্বেষণে থাক সঙ্গে নাগগণ।
বিনা দোষে আমারে শাপিলা অকারণ॥
উচিতানুচিত আমি কিছু নাহি বুঝি।
পুষ্প দূর্ব্বা দিয়া আমি সর্ব্বক্ষণ পূজি॥
এই পুষ্প দিয়া আমি পূজি সর্ব্বক্ষণ।
নাহি জানি আজি কেন হইল এমন॥
আপনে কুক্রিয়া করি হইলা লজ্জিত।
তেকারণে হইলাম সেবায় বঞ্চিত॥
যাইব মনুষ্য ঘরে না হইবে আন।
গোটা দুই চারি কথা কর অবধান॥
শিবের সেবক হয়ে হেথা ছিলাম আমি।
ইহাতে না পাই ডর হিমন্তনন্দিনী॥
তুমি যে শাপিলা মোরে মাত্র অকারণ।
তোমারে শাপিব আমি তাহে দাও মন॥
অবশ্য মনুষ্য লোকে যাইবে সত্বরে।
তোমার পূজা নাহি হবে পৃথিবী ভিতরে॥
আমি যদি তোমার পূজা করি কুতূহলে।
তবে যেন তোমার পূজা হয় মহীতলে॥
সঙ্গতি ভুজঙ্গ তোমার বিষধরগণ।
সর্প দিয়া না পারিবা করিতে দমন॥

মহাদেব সাধি আমি চণ্ডীকার বরে।
হেন মন্ত্র সৃজিব যে নাগ পলায় ডরে॥
অনন্ত বাসুকী নাগ তক্ষক কর্কট।
পদ্ম মহাপদ্ম নাগ না আসে নিকট॥
শঙ্খ মহাশঙ্খ আদি নাগের দোষ নাই।
তক্ষক আদি নাগে বলে আমি তার ভাই॥
তবে যদি সর্পগণে মাথা তুলি চায়।
মহাশঙ্খ নাগে সেই নাগের মাথা খায়॥
আস্তিক আস্তিক বলি প্রাণী যথা লড়ে।
কোটী কোটী নাগের মাথা খসিয়া যে পড়ে॥
শ্রীগুরু স্মরণে আমি যোগবলে জানি।
মহাদেবের আজ্ঞায় বিষ-হয়ে যাবে পানি॥
এই মন্ত্র জপ করি চলে যেবা নরে।
তাহারে দেখিয়া সর্প পালায় অতি ডরে॥
নামেতে বিজয় সাধু চম্পক নগর।
তাঁর ঘরে জন্ম হল চান্দ সদাগর॥
জন্মি সে ক্ষিতিতলে করে নানা পূজা।
একমনে ভক্তি ভাবে পূজে দশভূজা॥
সদয় হইল তারে দেব ত্রিপুরারী।
কোপ মনে আছে হেথা দেবী বিষহরী॥
হেন মতে আছেন পদ্মা জগতের মাথা।
নরলোকে বাদ হইল শুনহ তার কথা॥
সর্ব্বসুখে আছেন চান্দ বণিক কুলে জন্ম।
বিধিমতে শিব পূজে করে নানা ধর্ম্ম॥
তাহাতে করিল বিঘ্ন সোনেকা যুবতী।
শিশু হ'তে একমনে পূজে পদ্মাবতী॥
সোনেকারে দয়া করি পদ্মা দিলেন বর।
ছয় পুত্র হইল তার যেন বিদ্যাধর॥
বণিকের পুত্র চান্দ বাণিজ্যেতে মতি।
সুখেতে বাণিজ্যে গেলা সাধুর সন্ততি॥
নানা ধন পেয়ে চান্দ হরষিত হইয়া।
ছয় পুত্রে বিয়া দিলা আনন্দিত হইয়া॥

হরষিত হইল বড় সাধুর নন্দন।
কুতুহলে করে সাধু দেশেতে গমন॥
চাপাইল ঘাটে নৌকা চম্পক নগরী।
ঘরে বসি পূজে সোনা দেবী বিষহরী॥
হরষিত হয়ে সাধু পাঠাইল চর।
আপন ঘরেতে তার পাঠাতে খবর॥
সোনারে কহিও শান্ত করিবারে হিয়া।
বধূসহ ডিঙ্গার ধন লউক বরিয়া॥
চান্দ যদি এত সব বলিল বচন।
পাইক কহিল গিয়া সোনেকা সদন॥
পাইকের মুখে বার্ত্তা পাইয়া তখন।
শুনিয়া সোনেকা রাণী বলিল বচন॥
সাধু স্থানে কহ তিনি স্থির করুন মতি।
তিলেক বিলম্ব আছে পূজিতে পদ্মাবতী॥

সোনেকার অপমান।

পাইক সবে জানাইল সাধুর গোচর।
শুনিয়া রোষিয়া আইল চান্দ সদাগর॥
কোপেতে আসিল চান্দ নিজ অন্তঃপুরী।
হেতালের বাড়ি দিয়া ঘট করে গুঁড়ি॥
যতেক রচনা ছিল ফেলাইল দূরে।
খাইল রচনা কলা কাকে আর কুকুরে॥
সুবর্ণের ঘট ফেলায় দিয়া গড়া।
মাটির গঠন ঘট করিল চূরমুরা॥
বিজয় গুপ্ত বলে সাধু তুমি বড় খল।
যেমন করিলা কর্ম্ম পাবে তার ফল॥
তথাপিও সাধু বেটার স্থির নহে মতি।
সোনেকারে ধেয়ে যেয়ে মারে কিল লাথি
দশভূজা করি পূজা কিসের সন্তাপ।
তাহারে এড়িয়া পূজ হেন কাল সাপ॥

অঙ্গহীন দেবতার পূজা আছে মানা।
তাহাতে শুনেছি পদ্মার এক চক্ষু কাণা॥
যত গালি পাড়িলেক চান্দ অধিকারী।
পুস্তক বাহুল্য ভয় লিখিতে না পারি॥
চম্পক নগরে পদ্মার পূজা করিল দূর।
ছয় পুত্র লৈয়ে আছে রাজ্যের ঠাকুর॥
সেই হ'তে চান্দের সনে পদ্মার হইল বাদ।
নাগরথে গেলা দেবী পেয়ে অবসাদ॥
নিজ ঘরে গেলা দেবী বিষাদ ভাবিয়া।
এর লাগি সোনেকার স্থির নহে হিয়া॥
সোনেকা ক্রন্দন করে দুঃখ লাগে বৈরী।
এই কালে বল ভাই সরস লাচারী॥

কান্দে সোনা বিষাদ ভাবিয়া। (ধুয়া)
শিশুকালে দিল বিধি, পাইনু অমূল্য নিধি,
তাহা সাধু ভাঙ্গিয়া ফেলিল॥
হেন দেবী বিষহরী, নিরবধি সেবা করি,
ছয় পুত্র তাহাতে হইল॥
দারুণ সাধু ভাঙ্গে তারে, আর না রহিব ঘরে,
পদ্মার উদ্দেশে যাব বনে।
কান্দি বিষাদিত মন, যাউক বাড়ী ধন জন,
প্রাণ দিব পদ্মার চরণে॥
মনসা হইল বৈরী, আমি যেন আগে মরি,
ধন পুত্র থাকুক কুশলে।
পদ্মার দরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
সবাকারে রাখ মা মঙ্গলে॥

আমারে মারিলা লাথি তাহা নহে নিন্দি।
ভাঙ্গিলা মনসার ঘট তার লাগি কান্দি॥
ভাঙ্গা ঘট সোনাই নেতে (১) জড়াইয়া।
কান্দে সোনেকা রাণী বিষাদ ভাবিয়া॥

১। নেতে—কৌষেয় বস্ত্রে (পাট কাপড়ে)

হেন মতে সোনেকা যে করেন ক্রন্দন।
নাগরথে পদ্মাবতী বিষাদিত-মন॥
প্রত্যক্ষ শিবের কন্যা দেবী বিষহরি।
ডাকিয়া আনিল নেতা রজক কুমারী॥
বুদ্ধি বল নেতা মোরে কেমনে যুয়ায় (১)।
ফল দিব চান্দেরে যে কোন উপায়॥

চান্দর গুয়াবাড়ী নষ্ট।

নেতা বলে পদ্মাবতী দুঃখ অবসান।
গুপ্ত এই কথা কহি কর অবধান॥
বিলম্ব না কর পদ্মা হও আগুসার।
কাটিয়া নন্দন বাড়ী কর ছারখার॥
এ কথা শুনিয়া তবে হাসেন বিষহরী
ভাল বুদ্ধি দিল নেতা রজক কুমারী॥
নেতা বলে শুন দেবী আমার উত্তর।
এইক্ষণ যাও তুমি শিবের গোচর॥
শুনিয়া পদ্মাবতী না করিল আন।
নাগরথে গেলা দেবী মহাদেবের স্থান॥

শুন বাপ করি নিবেদন। (ধুয়া)
প্রথমে তোমার ঠাঁই, পূজা খাইবার চাই,
আপনি হইলা ব্রাহ্মণ॥
আপন স্থাপিত ঘর, রাখালে পাইল বর,
পূজিল যে লাটিকা চণ্ডাল।
হাসান হোসেন কাজি, তাহাতে হইল বাজি,
বন্দী রাখে যতেক রাখাল॥
তাহার দর্প চূর করি, সবংশে তাহারে মারি,
পুনঃ তার জীয়াইলাম সকল।
ভয় পাইয়া মনে, পূজে কাজি আপনে,
মনোরথ কাজি কুতূহল॥

১। যুয়ায়—যোগায়॥

সোনেকা চান্দর ঘরণী, করিয়া বিচিত্র বাড়ী,
হরষিতে গেলাম তার ঘর।
পূজে নানা উপহারে, বর দিলাম তার তরে,
তুষ্ট হইল আমার অন্তর॥
চান্দ বেটা দুরাচার, অতি করে অহঙ্কার,
মোরে মন্দ বলিল বিস্তর।
ধরিয়া হেতাল বাড়ি, ঘট গোটা চুর করি,
মোর নামে কাঁপে থর থর॥
সোনেকাঁরে মন্দ বলে, মোর পূজা মানা করে,
চান্দ হেন কেন হৈল বৈরী।
যেবা মোর পূজা করে, তাহারে আনিয়া মারে,
মোরে বলে লঘুজাতি কাণী।
নিবেদিলাম তোমার পায়, হেন মোর মনে লয়,
চান্দর মুই লই পরাণি।
শিব বলেন পদ্মা শুন, বিবাদে নাহিক গুণ,
চান্দরে মারিতে না পারিবা।
বিজয় গুপ্ত বলে সার, হেন বোল না বল আর,
চান্দ পূজিলে তোমার পূজা॥

শিব বলে শুন পদ্মা অপূর্ব্ব কাহিনী।
চান্দরে মারিতে না বল হেন বাণী॥
চান্দ যদি তোমা পূজা করে একচিতে।
তবে সে তোমার পূজা হবে পৃথিবীতে॥
নেতারে দিয়াছি আমি তোমার হিত তরে
সেই যেবা বলে তাহা করিও অন্তরে॥
এত শুনি পদ্মাবতী প্রণাম করিল।
নাগরথে চড়ি পদ্মা আপন ঘরে গেল॥
নেতা নেতা বলি পদ্মা ডাকিল তখন।
একত্রে বসিয়া কহে যত বিবরণ॥
যতেক কহিলেন দেব মহেশ্বর।
সকল বলিল দেবী নেতার গোচর॥
শুনিয়া নেতা বলেন শুন বিষহরী।
প্রথমে কাটিব মোরা চান্দব গুয়াবাড়ী॥
একে একে সকল তার করিব নিপাত।
ভয় পাইয়া পূজিবে তোমা যোড় করি হাত॥
উনকোটী নাগ পদ্মা আনিল ডাকিয়া।
গুয়াবাড়ী কাটিতে যায় হরষিত হইয়া॥
কাটিতে নন্দনবাড়ী গেলেন কোপ করি।
নরসিং কাটারি হাতে লইল বিষহরী॥
কাটিতে নন্দনবাড়ী শিবের কুমারী।
হরিষে চলিলা দেবী নাগরথে চড়ি॥
সংবাদে নাগগণ আসিয়া ত্বরিত।
হস্তযোড়ে মনসারে করয়ে প্রণিপাত॥
কি কারণে আমা সব কৈরেছ স্মরণ।
কোন্ কার্য্য করিব মাতা কহ ত এখন॥
পদ্মা বলে পুত্রগণ কি কহিব তোমাতে।
চান্দর বাড়ী গেলাম আমি পূজা খাইতে॥
ভকতিভাবে সোনা দিল ফুল আর পানী।
চান্দ মোর ঘট ভাঙ্গে আরো বলে কাণী॥
চান্দর অপমান আর সহিতে না পারি।
আজু কাটিব যাইয়া চান্দর গুয়াবাড়ী॥
শুনিয়া নাগগণ হরষিত মনে।
নাগরথ সাজাইল পদ্মা চলিল তখনে॥
নাগিনী লক্ষণ পদ্মা নাগের জটাজুট।
নাগ-আভরণ পরে নাগের মুকুট॥
নেতার সঙ্গতি করি চলে বিষহরী।
এইকালে বল ভাই সরস লাচারী॥

চলিলা যে বিষহরী, নেতারে সঙ্গতি করি,
উনকোটী নাগ সঙ্গে যায়।
কাহার হাতে খড়্গলাঠি, নানা অস্ত্রে পরিপাটী,
বায়ুগতি সবে চলিয়া যায়॥
নাগের ফোঁপানি শুনি, ত্রিভুবন কম্পিত বাণী,
গেল চান্দর পুষ্পের বন।
চান্দর রক্ষকগণ, ভয় চমকিত মন,
পদ্মাকে দেখিয়া লড়ালড়ি॥

দারুণ নাগের ঠাঁই, কাহার নিস্তার নাই,
বিষ জালে মৈল চরগণ।
হাতে লইয়া খড়্গ লাঠি, বৃক্ষ কাটে কোটী কোটী,
একে একে কাটিল সকল॥
আম্র লেবু কাঁঠাল, যত বৃক্ষ রসাল,
কাটিয়া ফেলায় চারি পাশে।
গুয়া কাটে কোটী কোটী, না থুইল এক গুটী,
দেখি পদ্মা মনে মনে হাসে॥
কাটিয়া সে গুয়াবাড়ী, চলিল যে বিষহরী,
পুরীতে আসি হরিষ অপার।
চান্দর নগরের লোক, দেখিয়া দারুণ শোক,
জানাইল গিয়া সাধুর গোচর॥
নাগকন্যা একজাতি, সঙ্গে নাগ উনকোটী,
নন্দনবাড়ী করিল ছারখার।
খড়্গ লাঠি লয়ে হাতে, গুয়া কাটে চারিভিতে,
কাটিয়া ফেলায় চারি ধার॥
যত যত বৃক্ষ ছিল, এক গোটা না থুইল,
প্রহরী সব করিল সংহার।
দারুণ নাগের ঘায়, ভস্মরাশি হ'য়ে যায়,
কহিল দুঃখেতে সাধুর গোচর॥
পদ্মা মহাদেবের ঝী, তাহার সঙ্গে বাদ কি,
বাদে পুনঃ সবংশে নিধন।
বিজয় গুপ্ত বলে সার, না কর সাধু অহঙ্কার,
পূজ গিয়া পদ্মার চরণ॥

হেন মতে নন্দনবাড়ী করিল ছারখার।
বাগানি জানায় গিয়া চান্দের গোচর॥
এ কথা শুনিয়া চান্দ কোপে কাঁপে অতি।
হেতালবাড়ি কান্ধে লইল স্থির নহে মতি॥
ধনা ধনা বলি চান্দ ঘন ডাক ছাড়ে।
আথে ব্যাথে নন্দন বাড়ী ধাইয়া গেল লড়ে॥
কোপে গালি পাড়ে চান্দ দন্ত কড়মড়।
প্রাণ লইয়া পদ্মাবতী উঠি দিল লড়॥
চান্দর হাতে হেতালবাড়ি দুর্জ্জয় প্রতাপ।
তাহারে দেখিয়া পলাইল তক্ষক সাপ॥
মহাদেবের কন্যা হেন বলে বারেবার।
লুকাইয়া করে কাণী ধামনা ভাতার॥
লাগ পাইলে তোর কহিতে থুইতাম মাথা
হেতালের বাড়ি দিয়া ভাঙ্গিতাম মাথা॥
নন্দন বন নষ্ট হইল দুঃখ লাগে বৈরী।
সংবাদ বলরে গাইন বলরে লাচারী॥

কান্দে সাধু হইয়া বিষাদ। (ধুয়া)
কান্ধেতে হেতালবাড়ি, বিপরীত ডাকে ছাড়ি,
আজ তার ঘটাব প্রমাদ।
বিচারিলাম ঘন ঘন, যে কাটে নন্দন বন,
লাগ পাইলে করিতাম বধ॥
মোর গুয়া কাটিবারে, কাহার সাহস ধরে,
যত করে লঘুজাতি কাণী।
কি কব দুঃখের কথা, খাইব উহার মাথা,
একবারে বধিব পরাণি॥
আমি পূজি শূলপাণি, লাগ পাইলে লঘুকাণী,
আমি ওরে নাহিক ডরাই।
ধরিয়া হেতাল বাড়ি, কাঁদয়ে নিশ্বাস ছাড়ি,
ইহার অধিক দুঃখ নাই॥
উপাড়িল গাছের মূল, শুকাইল সকল ফুল,
কাণী বেটী পলাইল ডরে।
না শুনি কোকিলের রাও, চারিদিকে ফিরি চাও,
আনাহারে ছাও গাছে মরে॥
চান্দ বলে থাক থাক, না পাইলাম কাণীর লাগ,
শুনিয়া কৌতুক সর্ব্বজন।
পদ্মাবতী দরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
যাহারে সদয় নারায়ণ॥

চান্দ বলে ধনা তুমি শীঘ্রগতি চল।
শঙ্কুর গাড়রী (১) মোর মিত্র আছে বল॥
তাঁহার ঠাঁই বল গিয়া এই সব কথা।
মন্ত্র-বলে জীয়াইবেক নহিক অন্যথা॥
শুনিয়া ধনা তবে শঙ্কুর বাড়ী যায়।
হস্তযোড় করিয়া সকল কথা কয়॥
এতেক শুনিয়া ওঝা হাসিতে লাগিল।
পূর্ব্বকালের দর্প সব মনেতে উঠিল॥
গুয়াবাড়ী কাটিয়া কেন পলাইলা বিষহরি।
এইখানে রহিলে তোমার ভাঙ্গিতাম চাতুরী॥
চান্দর সঙ্গে বাদ কর ভাঙ্গিতে বড়াই।
হুঙ্কারে জীয়াব সব বিষহরী আই॥
পদ্মারে ভৎর্সিয়া ওঝা চলিল তখন।
চম্পক নগরে ওঝা দিল দরশন॥
দেখিল নন্দন বাড়ী হইয়াছে ছারখার।
আবহন-মন্ত্রে ওঝা জীয়াইল আবার॥
যত যত পক্ষী ছিল ডিম্ব আর ছায়।
বাসায় শুইয়া তারা সুখে নিদ্রা যায়॥
দেখিয়া যে সদাগর হরষিত মন।
ওঝার ঠাঁই কহে সাধু করি নিবেদন॥
নাগলোকের-মাতা সে লঘুজাতি কাণী।
বিষদৃষ্টি করে সে এতেক সন্ধানি॥
ওঝা বলে কিসে সাধু কর বা লাজ।
কি করিতে পারে পদ্মা পৃথিবীর মাঝ॥
যাহারে পদ্মাবতী যান খাইয়া।
মন্ত্র না পড়িয়া তুলি হাতেতে ধরিয়া॥
কোন্ চিন্তা কর সাধু কিসের কারণ।
না পারিবেন বিষহরী শুন হে বচন॥
অশ্বে চলি গেলা ওঝা আপন ভবন।
পদ্মা বসি শুনিলেন সব বিবরণ॥
শুনিয়া চিন্তিত দেবী বিরস বদন।
সত্বরে চলিয়া গেলা আপন ভবন॥
চান্দর অপচয় ওঝার সাক্ষাৎ নাই। (১)
না হইল পূজা মোর শুন হে নেতাই॥
বাপের সাক্ষাৎ আমি শুনেছি সকল।
ভাবিতে চিন্তিতে মোর শরীর বিকল॥
নেতা বলে বিষহরী কেন চিন্তা কর।
হইবে তোমার পূজা পৃথিবী ভিতর॥
শঙ্কুরে মারিতে দেবী আগে কর মন।
তবে সে চান্দর বংশ হইবে নিধন॥
দেখিয়া শুনিয়া সাধু ভয় পাইবে মনে।
হস্তযোড় করিয়া সাধু পূজিবে আপনে॥
শঙ্কুরে বধিতে আগে করহ উপায়।
শঙ্কুরে মারিলে আর নাহিক সংশয়॥
এতেক বলিয়া রহিল দুই জন।
শঙ্কুরে বধিতে দেবী ভাবে মনে মন॥
বিজয় গুপ্ত রচে পুঁথি মনসার বর।
গুয়াবাড়ী কাটা পালা এইখানে সোসর

ধন্বন্তরি বধ পালা।

ধন্বন্তরি বধ

(মনসার মালিনীবেশ ধারণ)

রত্ন সিংহাসনে আছেন বিষহরী।
ডাক দিয়া আনিলেন রজক কুমারী॥

১। শঙ্কুর গাড়রী—ধন্বন্তরী ওঝার নাম। গাড়রী গরল শব্দ হইতে উৎপন্ন। "রলয়োরভেদং", গরল = গড়র। তাহার চিকিৎসক গাড়রি বিষচিকিৎসক। অথবা গড়ুর সর্পের শত্রু। যিনি গড়ুর মন্ত্র জানেন অর্থাৎ সর্পের বিষ দূর করিতে পারেন। গড়ুরী হইতে গাড়রী।

১। ওঝার সাক্ষাৎ চাঁন্দর অপচয় নাই। অর্থাৎ ওঝা বাঁচিয়া থাকিতে চাঁন্দর কোন ক্ষতি হইবে না।

বুদ্ধি বল ওগো নেতা রজক-কুমারী।
কিরূপে বধিব আমি ওঝা ধন্বন্তরী॥
নেতা বলে শুন পদ্মা আমার বচন।
ইহার উপায় কহি শুন দিয়া মন॥
কপটেতে ধর তুমি মালিনীর বেশ।
শঙ্কুর নগরে তুমি করহ প্রবেশ॥
নানা পুষ্পের পসার লও সাজাইয়া।
শঙ্কুর নগরে তুমি যাও হে চলিয়া॥
অনেক শিষ্য আছে শঙ্কুর ওঝার।
তাহার সম্মুখে গিয়া মেলহ পসার (১)॥
মহাজ্ঞানী হয় ওঝা গুণে নাহি অন্ত।
তাহা সবার ঠাঁই পাইবা ইহার বৃত্তান্ত॥
নেতার বচনে দেবী হাসে মনে মন।
মালিনীর বেশ দেবী ধরিল তখন॥
নাগ-আভরণ পরে নাগের জটাজুট।
কাণে কর্ণফুল পরে নাগের মুকুট॥
পদ্মনাগের হার পরে শঙ্খনাগের শাঁখা।
আড়াই নাগের কাঁচলি পরে সহজে তিন বেঁকা॥
কোটিতে কিঙ্কিনী ভাল শোভিয়াছে ধোড়া (২)।
চরণে নূপুর পরে বিঘতিয়া বোড়া॥
ত্রিভুবন মোহ যায় পদ্মার প্রতাপে।
সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিল দেবীর আভরণ সাপে॥
মাথায় পুষ্পের সাজি লইয়া বিষহরী।
শঙ্কুর নগরে দেবী চলিলা শীঘ্র করি॥
মালিনী ধাইয়া যায় যত শিষ্যগণ।
পরিহাস করিয়া বলে চাতুরী বচন॥
মালিনীরে দেখি সবার কৌতুক হইল বৈরী।
এই কালে বল ভাই সরস লাচারী॥

১। পসার—পণ্যদ্রব্য।
২। ধোড়া—ঢোড়া সাপ।

ওলো মালিনী ঘর তোমার কোন্ নগরে। (ধুয়া)
শুনহে আমার বাণী, ঘরে চল মালিনী,
চলি যাও আপনার ঘর।
কল্য আনিও ফুল, ইনাম দিব বহুমূল, (১)
যেন থাও এ বার বৎসর॥
তোমার হেথা আগমন, সবে হরষিত মন,
রূপ দেখি প্রাণ নহে স্থির।
তুমি ত সামান্যা নহ, কেন আসা ভাঙ্গি কহ,
কামে মোর দগ্ধ হয় শরীর॥
হেন দেখি অদ্ভুত, নাহি হয় ঝী পুত,
বাঝার (২) লক্ষণ দেখি গো তোমার।
পুত্র হবে যত চাও, আমার ঔষধ খাও,
এই বীর্য্যে জন্মিবে কুমার॥
ঔষধ চিনাব আমি, আর ওঝা হইবে তুমি,
লোকে তোমা খুঁজিবে যতনে।
খুঁজিবা বা নাও আনে, যাচিয়া দিবা আপনে,
তুষ্ট হইলাম তোমার বচনে॥
শুনিয়া শিষ্যের বাণী, ঘরে চলে মালিনী,
কহিল দিও যত মনে লয়।
বিজয় গুপ্ত বলে সার, মোরে কর নিস্তার,
মনসা কলঙ্কিনী কভু নয়॥

আপন পুরীতে তব গেল বিষহরী।
ডাক দিয়া আনিলেন রজক-কুমারী॥
পদ্মা বলে শুন নেতা আমার বচন।
যে কথা কহি আমি তাহে দেও মন॥
একে একে বলিল দেবী যত বিবরণ।
যেরূপ চতুর দেখিল শঙ্কুর শিষ্যগণ॥
কাটিলাম গুয়াবাড়ী জীয়াইল ধন্বন্তরি।
কিমতে জিনিব আমি চান্দ অধিকারী॥
বুদ্ধি বল নেতা আমি কি করিব কাজ।
শঙ্কুর হেন ওঝা নাই ত্রিসংসারের মাঝ॥

১। বহুমূল্য পুরস্কার দিব।
২। বাঝা—বন্ধ্যা।

মহাজ্ঞান জানে ওঝা লোকে বলে সাঁচ। (১)
আপন আঁখিতে দেখিলাম জীয়াইতে কাটাগাছ
খান খান করিলাম গাছ লাগাল' ফাঁকে ফাঁকে
কি করিতে পারে তার নাগলোকের বাপে ॥
চান্দর কার্য্যে ধন্বন্তরি জাগে রাত্রিদিনে।
ধন্বন্তরি থাকিতে চান্দে কাহার বাপ জিনে ॥
বিয়া চিন্তিয়া মুই জানিলাম নিশ্চয়।
শঙ্কুরে না বধিলে নাহি বিবাদের জয়॥
সাত পাঁচ পদ্মাবতী চিন্তে মনে মন।
ডাকিয়া আনেন দেবী যত নাগগণ ॥
পদ্মা বলে নাগ সব শুন দুঃখের কথা।
চান্দর ভর্ৎসনে আমার মনে লাগে ব্যথা ॥
লখুর অপমানে আমার শরীর বিকল।
কোপে চান্দের গুয়াবাড়ী কাটিলাম সকল ॥
ধন্বন্তরির গুণে মোর লাগে চমৎকার।
কাটিলাম গুয়াবাড়ী জীয়াইল আর বার ॥
ধন্বন্তরি মরা মানুষ জীয়ায় প্রতাপে।
ধন্বন্তরি থাকিতে চান্দে জিনিবে কার বাপে
যে দেখিলাম তাহার গুণ শুন তাহা কই।
ধন্বন্তরি বধিতে সাজাও বিষ দই ॥

মনসার গোয়ালিনী বেশ ধারণ

বড় বড় নাগ সব বিক্রমে আগল। (২)
সকল শরীরে নাগের বিষের গরল ॥
মোর অপমানে যদি মনে দুঃখ লাগে।
সকল বিষ উগাড়িয়া দেও মোর আগে ॥
এতেক বলিয়া দেবী মনে মনে হাসি।
নাগের সম্মুখে দিল সুবর্ণের কলসী ॥

১। সাঁচ—সত্য।
২। আগল—অগ্রগণ্য।

পদ্মার আদেশে নাগ বড়ই হরিষ।
দুই দণ্ডে উগাড়িল কালকূট বিষ ॥
ঘন ধারে পড়ে বিষ যেন মধুর রস।
নাগের বিষে পূর্ণ হইল সুবর্ণ কলস ॥
বিষ পাইয়া পদ্মাবতী কার্য্যে দিল মন।
সুরভির দুগ্ধ আনি মিশাইল তখন ॥
পসার পাতি ভাণ্ড থুইল সারি সারি।
দুগ্ধে বিষে এক ঠাঁই পূর্ণ হইল হাঁড়ি ॥
মুখ আচ্ছাদিয়া ভাণ্ড থুইল সকল।
সপ্ত দিনে বিষ-দধি হইল সকল ॥
বিষ-দধি হইল পদ্মা মনে মনে গণি।
শঙ্কুর নগরে পদ্মা চলিল আপনি ॥
জাত দিয়া দৃঢ় করি বান্ধিল কবরী।
চন্দন তিলক পরে পরমা সুন্দরী ॥
নাসা যেন তিলফুল জিনিয়া চাতুরী।
মুখের ছাঁদেতে চন্দ্রের রূপ করিল চুরি ॥
কনক চম্পক যেন দেখিতে কলেবর।
হস্তি শুণ্ড যেন বাহু অতি মনোহর ॥
দাড়িম্বের বীচি যেন দন্ত ঝলমল।
দেখিলে তরুণ জনে হইবে বিহ্বল ॥
চকিত চকোর দুই নয়ন তাঁহার।
জিনিয়া বাঁধুলী ফুল অধর সুন্দর ॥
দেখিয়া তাহার শোভা কেবা নাহি ভোলে
খঞ্জন নয়ন দুই সরোবর কোলে ॥
মৃগমদ মিশাইয়া চন্দন নিল গায়।
কনক-নূপুর তুলিয়া দিল দুই পায় ॥
অধরে তুলিয়া দিল খদিরের রস।
পারিজাতের মালা পরে দেখিতে রূপস ॥
কাঞ্চনের ঝাড়া দিল দুই হস্ত তুলি।
দুই হস্তে তুলিয়া দিল বক্ষের কাঁচলি ॥
সুবেশ করিয়া চলে জয় বিষহরী।
দধির পসার লইয়া চলে একেশ্বরী ॥

ধন্বন্তরী বধিতে চলিলা বিষহরী।
শঙ্কর নগরে দেবী চলে তাড়াতাড়ি॥
কপটে চলিলা পদ্মা গোয়ালিনীর ছন্দে।
এই কালে বল ভাই লাচারীর প্রবন্ধে॥

সাজিয়া গোয়ালিনী বেশ, চলিল শঙ্কর দেশ,
কপটে বধিতে ধন্বন্তরি।
বন্দে ছন্দে খোপা, পৃষ্ঠেতে পাটের থোপা,
শ্রবণে সোণার মদন কড়ি॥ (১)
স্বর্ণ অলঙ্কার গায়, চলন্ত নূপুর পায়,
উল্লাসে পরিল পাটের শাড়ী॥
চন্দনে লিখিল অঙ্গ, কপালে তিলক রঙ্গ,
মুখ পানে করে খল খলে।
মাণিক্য দোসর জ্যোতি, গলায় শোভিছে পাঁতি,
নয়ন ভরিল কাজলে॥
বল্লভা দুই কুচ ভার, হৃদয়ে মুকুতা হার,
দুই পায় পরিল পাশলি।
কাছিয়া কাপড় পিন্ধে (২) রূপে কামদেব নিন্দে,
দধির পসার লইলা চলি॥
পদ্মাবতী কুতূহলে, খঞ্জনগমনে চলে,
যথা ওঝা ধন্বন্তরি থাকে।
দাঁড়াইয়া ওঝার পাশে, আড় নয়নে হাসে,
দধি লবা ঘন ঘন ডাকে॥

শিষ্যগণসহ মনসার বাদানুবাদ।

শতেক শিষ্য লইয়া মেলা, ধন্বন্তরি করে খেলা,
গোয়ালিনী বলে দই দই।
ওঝার বিক্রম বুদ্ধি, কাড়িয়া লইল দধি,
আজি গোয়ালিনী যাবা কই॥
গোয়ালিনী ঠাট দেখি, হাসে ওঝা আড় আঁখি,
শতেক শিষ্য করে হুড়াহুড়ি।

১। মদন কড়ি—এক প্রকার অলঙ্কার।
২। পিন্ধে—পরিধান করে।

বিজয় গুপ্ত বলে সার, রসিক জনের চমৎকার,
দধি লোভে ভুলিল গাড়রী॥
কেমন তোমার স্বামী, তোমা পাঠায় একাকিনী;
গোয়ালা কেমনে আছে ঘর।
তুমি নহ দুঃখিনী, ধনবতী হেন গণি,
সর্ব্ব গায় স্বর্ণ অলঙ্কার॥
এত ধন যাহার আছে, সে কি দধি ঘোল বেচে,
হাটে ঘাটে মাথায় পসার।
দেখিয়া তোমার কষ্ট, মনেতে হয়েছি রুষ্ট,
স্বামী তোমার বড়ই নচ্ছার॥
হেন আমি অনুমানি, হবা তুমি ব্যভিচারিণী,
বেড়াও পুরুষ অন্বেষণে।
দুষ্ট জনে লাগ পায়, দধি ঘোল কাড়িয়া খায়,
তাহে ভয় নাহিক অন্তরে॥
তোমার তাতে নাহি ভয়, হৃষ্টমতি অতিশয়,
নষ্ট তুমি হবে গো সুন্দরী।
দিন গেল যাও ঘরে, বেড়াও তুমি স্বতন্তরে,
দধি ঘোলের না লও বুঝি কড়ি॥
সরু মাজার ঠান, (১) ভাঙ্গিলে হয় খান খান,
বড়াই করিব তোমার চূর।
বলিয়া এ সব বোল, মূল্য করে দধি ঘোল,
শিষ্য সব বড়ই চতুর।
কহিছে বৈদ্য বিজয়, খাইয়া বুঝ কেমন হয়,
দধি ঘোল চুকা কি মধুর॥

শিষ্যের বচন শুনি বলে গোয়ালিনী।
এ দেশের এমন বিচার আমি নাহি জানি॥
রাজা চন্দ্রধর-দেশে আমার বসতি।
এ সকল দেশের কেন এমন দেখি রীতি॥
ভিন্ন জনে আসিয়াছে দধি বেচিবারে।
পথে লাগ পাইয়া কেন পরিহাস করে॥
আমার জাতির ধর্ম্ম মাথায় পসার।
যাহার প্রসাদে সুখে আছে পরিবার॥

১। ঠান—গঠন।

দেব পিতৃলোক পূজি জাতি গোত্র তুমি।
রাজ কর দেই মোরা নিজ ঘরে বসি॥
খাই বিলাই আর করি যে সঞ্চয়।
যত কিছু দেখ এই পসারেতে হয়॥
বিনা দুঃখে কাহার কড়ি না হয় উৎপত্তি।
আমার সকল এই ঘরের সম্পত্তি॥
নিশ্চিন্তে খাইয়া বেড়াও হাড়িতে না দেও ফুক
পরের বলিতে তোমার চাঁদ হেন মুখ॥
চপল চরিত্র যাহার ডাঙ্গর (১) উত্তর।
তিলেক না রহি আমি তাহার গোচর॥
অত্যন্ত দীঘল তোমার ডাঙ্গর উদর।
চিরকাল পরভাতে তোমার আদর॥
টাকিয়া (২) কপাল তোর থাক পরের ঘরে।
মুষ্টি অন্ন খায় যথা কাকে আর কুকুরে॥
টিকি কপালে সরিষা মালা গলে।
বচনে সাগর বান্ধ পথ বহ ছলে॥
বিজয় গুপ্ত বলে এই কীর্ত্তি মনসার।
শুনাইয়া শিষ্যগণে বলে আর বার॥
তোমার জাতি ধর্ম্ম ভাল গো সুন্দরী।
দুনা কড়ি লও আর বল তাড়াতাড়ি॥
তোমার জাতির আছে পুরাতন কড়ি।
দুনা কড়ি লাগে দিব যত বেচ হাড়ি॥
আর যত কড়ি লও যে বা লয় চিতে।
ভাল মত জান তোমরা কোচল (৩) করিতে॥
আর যত কড়ি খাও সেই সেই রীতে।
দুঃখ হয় গোয়ালিনী সে সব বলিতে॥
পসার ভাঙ্গিয়া তোমার হাড়ি করব চুর।
আমার ঠাঁই দেখাও তোমার হার কেয়ূর॥

শুনি কোপ বাড়িলেক দেবী মনসার।
শুনিয়া গোয়ালিনী বলে আর বার॥
শিষ্যের বচনে দেবী বলে আর বার।
কর্ম্ম করাইতে ভাল পেয়েছি ভাতার॥
যে জন আমার ধন দেখিতে না পারে।
বিকাউক মোর স্থানে কিনিব তাহারে॥
এক শিষ্য বলে আমরা যেই ধন চাই।
সেই ধন পাইলে আমরা তোমারে বিকাই।
আমরা যেমন ওঝা জানে ত্রিভুবনে।
আমারে কিনিতে পারে কাহার পরাণে॥
বলিতে লাগিল দেবী কুপিত অন্তর।
দুনা করি গোয়ালিনী বলে আর বার॥
ভাঙ্গিয়া দম্পতির প্রেম করহ বসতি।
মন্ত্রবলে হরি আন পরের যুবতী॥
উচাটন করি ভাঙ্গ পরের ঘর।
ব্যাভিচারে রত করি করাও দেশান্তর॥
আর যত দোষ কর মন্ত্রের প্রতাপে।
নরক যাইবা তুমি তোমার সেই পাপে॥
কুজ্ঞান উৎকট কর পড়িয়া লোভেতে।
মরিলে নরকে শিষ্য যাবা ভালমতে॥
এত যদি গোয়ালিনী বলিল বচন।
ঘনাইয়া শিষ্যগণে বলিল তখন॥
শিষ্যগণে বলে আমরা তোমারে ভাল জানি
সর্ব্বক্ষণ বল তুমি পরিহাস বাণী॥
তোমার বাড়ীতে বাসা আছিল আমার।
যতেক থুইলাম ধন না পাইলাম আর॥
সেই ধন আশা কিগো করহ এখন।
আমারে এখন নাই তোমার স্মরণ॥
আসিবার কালে তুমি বিস্তর বলিলা।
সন্তোষে আমার হাতে কাটারী রাখিলা॥
হাতের কাটারী তুমি রাখিলা যেন মাত্র।
কি ভোগ করিতে তুমি আসিলা সাক্ষাৎ॥

১। ডাঙ্গর—দীর্ঘ।
২। টাকিয়া—ঠুকিয়া আঘাত করিয়া। কপালে আঘাত করিয়া অর্থাৎ মাথা খোড়ারূপ পরের তোষামুদী করিয়া। ৩। কোচল—পরচর্চ্চা।

মর্ম্মঘাতী কথা কহে যত শিষ্যগণ।
ঘনাইয়া গোয়ালিনী বলিল বচন॥
তোমার ওঝারে আমি জানি ভালে ভালে
আমারে না চিন তুমি চিনিবা কত কালে॥
বিস্তর দেখিছি তব গুরুর দুর্গতি।
সেবক নিকট বলা হয় না যুকতি॥
শঙ্করের দুর্গতি আমি দেখিলাম যত।
সে সব কথা আমি কহিতে পারি তত॥
নরসিংহ দেবরাজ কর্ণাট রাজ্যে হয়।
তার রাজ্যে জ্ঞান করিল তোর মহাশয়॥
দ্বিজবংশে জন্ম তার গুণ অনুপম।
জাতিতে ব্রাহ্মণ সেই জ্যোতীশ্বর নাম॥
বাপ বীরেশ্বর পিতামহ রামেশ্বর।
কবিশেখর আচার্য্য সরস্বতীর গোচর॥
বসতি চল্লিশ গ্রামে অনেক পুরুষে।
দূত সমাধান (১) করে রাজার আদেশে॥
তুমি তার কথা কি না জান সমাচার॥
তাহার গুণের কথা সংসার-গোচর॥
এহেন জনের তুমি কিবা জান কথা।
তোমার গুরুর যত করিল অবস্থা (২)॥
শঙ্কুর গারড়ীর গুণ আছয়ে বিস্তর।
দর্প করি গেল ওঝা তাহা জানিবার॥
রাজ-ঘরে গিয়া ওঝা দিল পরিচয়।
যতীশ্বরের সঙ্গেতে কেমন দেখা হয়॥
বসনে সকল শরীর ঢাকিয়া আপনার।
শয়ন করিল তবে ওঝা যতীশ্বর॥
দ্বারী বেটা ওঝাকে যে নিলেক ধরিয়া।
বলে তারে নিদ্রা হইতে তোল জাগাইয়া॥

পূর্ব্বশিয়রী হইতে তুলিল আঁচল।
না দেখিল তাহারে দেখে চরণ যুগল॥
উত্তর আঁচল তোলে বড় লজ্জা পাইয়া।
অতিশয় লাজ পাইল চরণ দেখিয়া॥
মনে ভাবে দেশে যাই হইয়া লজ্জিত।
পশ্চিম শিয়রী শোয়া বড় অনুচিত॥
দক্ষিণের আঁচল তুলিল ততক্ষণ।
মুখ না দেখিল তথা দেখিল চরণ॥
চারিদিকে নেহালে না দেখে বদন।
মুখেতে কাপড় দিয়া হাসে সর্ব্বক্ষণ॥
লজ্জা পাইয়া শঙ্কুর ওঝা হইল বাহির।
অধোমুখ হইয়া চলিল ধীরি ধীর॥
ততক্ষণে যতীশ্বর শঙ্কুরে নেওয়ায়।
ওঝারে আইস আইস বলিয়া বোলায়॥
ততক্ষণে তোমার ওঝা বড় লজ্জা পাইয়া
বিদায় হইল ওঝা নানা কথা কহিয়া॥
বিদায় হইল শঙ্কুর যায় শীঘ্রগতি।
গাছ হইতে জল বহে দেখে অবগতি॥
সর্ব্বলোকে এই কথা কহিলেক সার।
এই জল বই হেথা জল নাহি আর॥
নাহি সরোবর কিম্বা পুকুর কি খাল।
এই জলে স্নান তর্পণ করে চিরকাল॥
ওঝায় শুনিল যদি এ সব বচন।
জানিলেক আছেক জল গুণের কারণ॥
মোরে উপহাস করি দিল হেন লাজ।
আমিও করিব তার অনুরূপ কাজ॥
এতেক বলিয়া ওঝা মনে ক্রুদ্ধ হইয়া।
ব্রহ্ম গোটা ভস্ম করে ঔষধ আনিয়া।
মূলনাশ করিয়া ওঝা যায় আনন্দেতে।
জ্যোতীশ্বরের ঠাঁই গিয়া জানাইল দূতে॥
তাহা শুনি জ্যোতিশ্বরের অধিক কোপ বাড়ে
আথেব্যাথে শিষ্যগণ ধায় উভলড়ে॥

১। দূত সমাধান—কোন বিদেশী লোক আসিলে তাহার সহিত প্রথম কথাবার্ত্তা বলে।

২। অবস্থা—দুরবস্থা।

তাড়াতাড়ি শিষ্যগণ ধায় লড় দিয়া।
এত শুনি জ্যোতীশ্বর চলিলেক ধাইয়া॥
ব্রহ্ম গোটা জীয়াইল ঔষধ আনিয়া।
সেই ঠাঁই ওঝারে তবে এড়িল বান্ধিয়া॥
তোমার গুণে আমার জজ্ঞ করি যাও নাশ।
জ্যোতীশ্বরের গুণ কিছু করিব প্রকাশ॥
জ্যোতীশ্বরের জ্ঞানে বৃক্ষ জল বহে স্রোতে।
সকল লোকে তুষ্ট হইল সেই জল হইতে॥
কোথায় শঙ্কর ওঝা কোথায় গাড়ুরী।
জ্যোতীশ্বরের হাতে তার ভাঙ্গিল চাতুরী॥
এই সকল কথা আমি জানি ভালে ভাল।
বাপ মায়ে কোলে আমি তখন ছাওয়াল॥
বৎসরেক বৃক্ষ হইয়া আছিল ওঝায়।
কত লোক পাও মুছিয়াছে তার গায়॥
থাকুক আমার কার্য্য আর হীনজাতি।
তাহারা আসিয়া কত মারিয়াছে লাথি॥
অন্য ঠাঁই গিয়া তুমি বড়াই দেখাও।
অন্য ঠাঁই কহ গিয়া চলি ঘর যাও॥
আর যদি কথা কহ করিয়া যে রোষ।
বিদ্যানাশ করিব যে মোর নাহি দোষ॥
মর্ম্ম কথা কহে দেবী কোপে শিষ্যগণ।
মিছা পরিপাটী করি কহিছে বচন॥
বলি সভা বিদ্যমানে পয়ার প্রবন্ধ।
মিলিল আসিয়া গীত লাচারীর ছন্দ॥

করাইব সেরা সতী, না যাও গোয়ালা জাতি,
ভাঙ্গিব মুখের তরবরি।
জানাইয়া জ্ঞাতি লোকে, ফল করাইব তোকে,
কি করিবে তোর ধন্বন্তরী॥
আমারে বলিবা ওঝা, লোকে তারে করে পূজা,
এতেক তোমার দুষ্টমতি।
আনি সুচতুর কার্য্যে, থাকিয়া চান্দর রাজ্যে,
বাদ যাব পদ্মার সংহতি॥
আমি যখন বাড়ী যাব, কান্দিয়া স্বামীরে কব,
যত কিছু কহিছ আমারে।
আমি কি গোয়ালের নারী, দধি ঘোল বেচিতে নারি,
আজ্ঞি ঠেকায় তোমারে॥
শুনিয়াছি আদ্য মূলে, দেশে সে গোয়াল পেলে,
কারে গালি কত দিবে আর।
শুনি গোয়ালিনীর বাণী, শিষ্যগণে কাণাকাণি,
বিজয় গুপ্ত রচিল সুসার॥

আইস আইস গোয়ালিনী। (ধুয়া)

পরিহাস পার যত কর গোয়ালিনী।
কত কড়ি ভাও (১) বল দধি ঘোল কিনি॥
জল ফেলি দধি ঘোল দেও ত মাপিয়া।
কড়ি নাহি দিব আগে দেখিব চাকিয়া॥
গোয়ালিনী বলে আমি এ বাক্যে না লড়ি।
আগেতে খাইয়া দেখ পাছে দেহ কড়ি॥
বর্দ্ধমান দাস কহে কীর্ত্তি মনসার।
চুকা দধি বলে ওঝা আইসে কিনিবার॥
গোয়ালিনী বলে আমি সত্য করি কই।
কোন কালে বেচি নাই চুকা ঘোল দই॥
সর্ব্বলোকে খায় দধি স্বাদ নহে টুটা।
পসার ভাঙ্গিয়া তার মাথায় দিব কূটা॥
গোয়ালিনী যত বলে ধন্বন্তরি সয়।
মুখে যত মন্দ আইসে বলে অতিশয়॥
ভয় ছাড়ি গোয়ালিনী ওঝারে বলে মন্দ।
এই কালে বল ভাই লাচারীর ছন্দ॥
ভল বলিলি ওঝারে স্বরূপে ভাটা (২) চুকা।
বিনে না খাইয়া দধি কেন বল চুকা॥
আর নহে গোয়ালিনী নহে রে ধনেজনে উনা
অতি ভাল দধিতে—কড়ি দিবা দুনা॥

১। ভ—দর।
২। ভাটা—বহুক্ষণের বাসি ও বিস্বাদ।

বাপ মোর মণ্ডলিয়া দেশের রক্ষক ভাই।
একই বাথানে আছে ষোল শত গাই ॥
দধি দুগ্ধে ঘোলে নাহি মাপা জোখা।
ঘরে বসিয়া বেচি কড়ি লই চোখা ॥
লোক মুখে তোমার গুণ শুনি চারিপাশে।
সাধিয়া বেচিতে দধি আনিলাম বড় আশে ॥
মূল্য না করিয়া তোমারে দিলাম ডালি।
আজি ঘরে গেলে মেরে স্বামি দিবে গালি ॥
ছোট ছোট দধি ভাণ্ড একশত গোটা।
ছোট সবে খাউক ওঝা স্বাদ কিছু টুটা ॥
পসারের মধ্যে ভাণ্ড মধু আছে উৎকট।
আপনি খাইও ওঝা সেই দধি ঘট ॥
গোয়ালিনীর বোলে ওঝা হাসিয়া যায় গড়ি।
অধিক মূল্যে বেচে কেন, না পাইবা কড়ি ॥
মিছা গৌরব কর তোমার স্বামী কি ধন রাখে।
তুমি নগরে নগরে দধি বেচ সে বসিয়া থাকে ॥
এত বলি শঙ্কুর ওঝা খলখলি হাসে।
সকল শিষ্য বলে দধি খাবার আশে ॥
বিজয় গুপ্ত বলে ওঝা দেবীর মায়া কলা।
দধি লোভে গরল খাইবা শেষে ধরিবে গলা ॥
দধির লোভে ধন্বন্তরী না করে বিচার।
শতেক কাহন দিয়া কিনিল পসার ॥
কড়ি পেয়ে গোয়ালিনী চলি গেল ঘাটে।
দধি পেয়ে ধন্বন্তরী গেলা রাজ ঘাটে ॥
দ্বিতীয় প্রহরে বেলা উদয়মান।
শতেক শিষ্য লইয়া ওঝা করে গঙ্গাস্নান ॥
ক্ষুধায় আকুল ওঝা স্থির নহে বুদ্ধি।
চিড়া কলা দিয়া সবে মাখিয়া লয় দধি ॥
ভাল ভাল শিষ্য সব এই কথা বলে।
স্বাদ পেয়ে বিষদধি গ্রাসে গ্রাসে গিলে ॥ *

পদ্মার বরে দধি যেন অমৃতের কণা।
স্বাদ পেয়ে বিষদধি খায় সর্ব্বজনা ॥
একদৃষ্টে শিষ্যগণ ওঝার পানে চায়।
এমন অমৃত দধি কভু নাহি খায় ॥
দধি খেয়ে শিষ্যগণ আপন পাসরে।
বিষের জ্বাল সবের প্রাণ ছট্ ফট্ করে ॥
অনন্ত বাসুকী আর তক্ষক কর্কট।
তাহার সবার বিষ বড়ই উৎকট ॥
সেই বিষ খাইলে দেবের পোড়ে কায়।
মনুষ্যের পেটে হেন বিষ জীর্ণ পায় ॥
দধি খেয়ে ভয় পেল ওঝার যত শিষ্য।
লোমে লোমে সঞ্চারিল কালকূট বিষ ॥
ছটফট করে প্রাণে পোড়ে জনে জনা।
শরীরে সামর্থ নাই পাসরে আপনা ॥
ওষ্ঠ কপাটি লাগে রাও (১) নাহি আইসে।
কালবিষে চাপিল হেন শিষ্য সবে বাসে ॥
রক্তবর্ণ দুই চক্ষু করে ছট্ফট্।
আথালি পাথালি পড়ে একপত ঠাক ॥
এক ভিতে পড়ে কর্ণ আর ভিতে পাও।
নাগরথে থাকিয়া হাসে বিষহরি মাও ॥
ভূমিতে পড়িয়া সবে গড়াগড়ি যায়।
নাগরথে থাকিয়া হাসেন মনসায় ॥
পড়িল সকল শিষ্য যেন সবের বৈরী।
সবে মাত্র স্থির আছে ওঝা ধন্বন্তরী ॥
শিষ্যের মুখ দেখিয়া ওঝা করে বিমরিষ। (৩)
দধি ছলে গোয়ালিনী বেচিয়া গেল বিষ ॥
অবিচারে খাইলাম বিষ না বুঝিয়া দশা।
গোয়ালিনী রূপে বিষ বেচিল মনসা ॥

* পাঠান্তর—খাইয়া দেখুক শিষ্য দধি নহে ঝুটা।

১। রাও—শব্দ।
২। বাড়ে—মনে করে।
৩। বিমরিষ—চিন্তা; সং বি-মর্শ

আমারে মারিতে দেবী চিন্তে নানা বুদ্ধি।
কপট করিয়া মোরে দিল বিষদধি ॥
নাকে হাত দিয়া ওঝা বলে হরি হরি।
পদ্মার মনে লয় আমি বিষ খেলে মরি ॥
গুণের দর্পে ধন্বন্তরির অজয় শরীর।
মূলমন্ত্র পড়ি ওঝা প্রাণ করে স্থির ॥
আপনা স্মরিয়া ওঝা বামে মারে তালি (১)।
ভাল দধি বেচিয়া সাবিল গোয়ালিনী ॥
মুই ধন্বন্তরি ওঝা ধোপাঝীর শিষ (২)।
হাঁড়ি ধরি পিতে পারি যদি পাই বিষ ॥
তক্ষক বাসুকী আদি যত নাগ আছে।
সকল চিবাইতে পারি যদি পাই কাছে ॥
এতেক বলিয়া ওঝা উঠিল সত্বর।
শিষ্যগণের পৃষ্ঠে মারে বজ্র চাপড় ॥
চাপড়ের ঘায়ে শব্দ হইল অতিশয়।
শিষ্য সবের কানে ওঝা মূলমন্ত্র কয় ॥
ওঝা বলে শিষ্য সব ছাওয়াল চরিত।
বিষ খেয়ে মোহ গেলা শুনিতে কুৎসিত ॥
নেতা ধোপাঝীর আজ্ঞা যদি সত্য হয়।
তোমা সবার অঙ্গের বিষ যাউক ক্ষয় ॥
ত্রিভুবন বিদিত ধোপাঝী মোর মা।
মোর মন্ত্র ভর করি ঝাটে তোল গা ॥
নেতা ধোপাঝীর আজ্ঞা আকাটা আকূট।
নিদ্রা হইতে শিষ্য সব লাফ দিয়া উঠ ॥
কাণে মন্ত্র কহে ওঝা পৃষ্ঠে ঘা মারে।
নির্বিষ হইয়া শিষ্য উঠে একেবারে ॥
নিদ্রা হইতে উঠি সবে কচালে নয়ন।
গায়ের ধূলা ঝাড়ে সবে পাইয়া চেতন ॥
দুই হাতে জল দিয়া প্রাণ করে স্থির।
ওঝার পায়ের ধূলা লইয়া লিপিল (৩) শরীর
মরেছিল শিষ্য সব জীল আর বার।
হেন মতে সবাকার হউক নিস্তার ॥
শিষ্য জীয়াইয়া ওঝা পায় মারে তালি।
কোপমনে ওঝা পদ্মারে পাড়ে গালি ॥
কোপে ওঝা পদ্মারে বলে খরতর।
লাচারী পড়িল ভাই বলহ সত্বর ॥

পদ্মা কিসেরে সাজাইয়া বিষ-দধি। (ধুয়া)

আমারে মারিতে হেন, তোমার মনে লয় কেন,
কেবা তোরে দিল হেন বুদ্ধি ॥
গোটা কত নাগ পাশ, তেকারণে লোকে ঘোষ,
বিবাদে আগল, (১) বিষহরি।
হেন বুদ্ধি কেবা করে, লোকে ঘোষে তাহারে,
আমি বিষ খাইলে না মরি ॥
কি কহিব আপন কথা, মহাজ্ঞান দিল নেতা,
তেকারণে আজ অমর।
সাপ খাম (২) বিষ পেম, চারিযুগে মুই জীম,
যমের ভয় নাহিক আমার ॥
বনে বনে পেলম, ক্ষণেক বাঘেতে চলম,
ক্ষণেক চলম মহিষের পৃষ্ঠে।
খেচর দানব দূত, প্রেত পিশাচ ভূত,
যক্ষিণী পলায় মোর দৃষ্টে ॥
মই ধোপাঝী শিষ, ঝাড়ীভরি পেম বিষ,
তক্ষক চিবাইতে পারি দন্তে।
ধন্বন্তরি কথা কয়, (৩) পদ্মার মনেতে লয়,
বিজয় গুপ্ত রচিল সানন্দে ॥

বিষদধি মিছা গেল পদ্মা পাইল লাজ।
নেতার ঠাঁই জিজ্ঞাসা করে কি করিব কাজ ॥

১। বামে মারি তালি—বাম দিকে হাত চাপড়াইল।
২। শিষ—শিষ্য
৩। লিপিল—লেপিল।

১। আগল—অগ্রবর্ত্তিণী।
২। সাপখাম—বিষপেম—সাপ খাইব বিষ পান করিব। খাম্=খাইমু=খাইব। পেম=পিই=পিমুব
৩। বিমরিস—বিমাই; বিষণ্ণ।

মোরে বুদ্ধি বল নেতা রজককুমারী।
কিরূপে বধিব আমি ওঝা ধন্বন্তরি ॥
বিষ খাইয়া ওঝা না করিল বিমরিষ।
কি বুদ্ধি করিব নেতা বল উপদেশ ॥
পূজা যদি না হইল জীবনে কিবা ফল।
এত বলি পদ্মাবতী কাঁদিয়া বিকল ॥
নেতা বলে কি করিব মনে ভয় করি।
ওঝারে বধিতে আমি যুক্তি দিতে নারি ॥
শঙ্কু হেন শিষ্য মোর নাহি ত্রিভুবনে।
গুরু হইয়া শিষ্যের মৃত্যু কহিব কেমনে ॥
আমা ছাড়ি শঙ্কুর রায় নাহি জানে আর।
সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া দিলাম তারে বর ॥
আমার প্রতাপে ওঝা অমর অজয়। (১)
প্রাণের অধিক আমার শঙ্কু ওঝা রায় ॥
কোপ কর তাপ কর যেবা কর কর্ম্ম।
তবু না কহিব আমি ওঝার যে মর্ম্ম ॥
তোমার কাজ থাকুক যদি সাজিয়া আসে যম
তবু না টুটিবে আমার ওঝার বিক্রম ॥
জগত জননী তুমি যেবা মনে লয়।
আপনি ভাবিয়া দেখ আছে যে উপায় ॥
এতেক বলিল যদি রজককুমারী।
মনে মনে ভাবে জয় বিষহরী ॥
জগত জননী দেবী ভাবিতে চিন্তিতে।
শঙ্কুর নগরে দেবী চলিলা ত্বরিতে ॥
সহেলার (২) বেশ ধরিলা বিষহরী।
কপটে বধিতে যায় ওঝা ধন্বন্তরি ॥
ধন্বন্তরির স্ত্রী কমলাসুন্দরী।
তাহার সঙ্গে সহেলা করে দেবী বিষহরী ॥
পদ্মার সঙ্গে কহে কথা কৌতুক হ'ল বৈরী। (৩)
সংবাদ পড়িল ভাই বলরে লাচারী ॥

কমলার সঙ্গে মনসার বন্ধুতা।

মনসা চলিল সহেলার বেশে। (ধুয়া)

যদি শঙ্কুর না থাকে বাড়ী, তবে প্রবেশিও পুরী,
পাছ দ্বারে যাইও তাড়াতাড়ি।
তবে যদি দেখা হয়, দিও তুমি পরিচয়,
কহিও অতি সতী ব্রাহ্মণী নারী ॥
সর্ব্ব সুখ অতিশয়, কর্ম্ম দোষে স্বামী নির্দ্দয়,
লইতে আসিলাম শরণ।
কহিবে কমলা সুন্দরী, কহিও আমি জাতি ব্রাহ্মণী,
লইতে আইলাম তোমার শরণ ॥
সর্ব্ব সুখ অতিশয়, কর্ম্ম দোষে স্বামী নির্দ্দয়,
আজি নিশি দেখিলাম স্বপন।
এ সব কহিও কথা, তবে পাবা মর্ম্মকথা,
চলে পদ্মা নেতার বচনে।
বিজয় গুপ্ত বলে সার, মোর গতি নাহি আর,
দয়া করি রাখ ও চরণে ॥

নেতার বচনে পদ্মা স্থির করে মন।
দিব্যবস্ত্র অলঙ্কার লইল তখন ॥
দিব্যবস্ত্র অলঙ্কারে সাজিল পদ্মাবতী।
দাসী সাত আট জন করিয়া সংহতি ॥
নানা দ্রব্য নিল আর বস্ত্র অলঙ্কার।
উপনীত পদ্মাবতী শঙ্কুর আগার ॥
কার্য্যের গৌরবে পদ্মা যায় ঝাটে ঝাটে
আঁখির নিমিষে গেল কমলা নিকটে ॥
রথ এড়ি পদ্মাবতী ভূমিতে লামায়।
পদ্মারে দেখিয়া মনে কমলার ভয় ॥
ভক্তি করি জিজ্ঞাসিল থাক গো কোথায়।
পদ্মা বলে চম্পকেতে আমার আলয় ॥

১। অজয়—অজেয়।
২। সহেলার—সখীর।
৩। কৌতুক হইল বৈরী—কৌতুকবশতঃ কমলা মনসার হিত ভুলিয়া স্বামীর সর্ব্বনাশ করিতেছে।

লোকমুখে শুনিয়া হরিষ হইল মন।
তোমা হৈতে দুঃখ যদি হয় বিমোচন ॥
তবে সে জানিব মম ললাটে লিখন।
কমলা বলেন সখী কহ ত কারণ ॥
আলাপ করয়ে দোঁহে মধুর বাক্যাবলী।
সই সই বলে দোঁহে করে কোলাকুলি ॥
বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া হরিষ অপার।
পদ্মার কপট মাঁয়া বুঝে সাধ্য কার ॥
পদ্মা বলেন সখি কহি গো তোমারে।
দুর্ভাগা করিয়া বিধি সৃজিল আমারে ॥
আমার ঠাঁই মর্ম্মকথা স্বামী না কহিল।
মরণ কালেতে প্রভু কিছু না বলিল ॥
তুমি হও সই আমার ওঝার ঘরণী।
মরণ জীয়ান ওঝার জান কি আপনি ॥ (১)
কমলা বলেন সখী না বলিও আর।
স্বপনেও নাহি স্ত্রী-পুরুষ ব্যবহার ॥
পদ্মাবতী বলে আমার দুষ্ট কর্ম্মফল।
সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলে শোষে তার জল ॥
সর্ব্বলোকে বলে আমি ওঝার ঘরণী।
গুণজ্ঞান সখি আমি কিছু নাহি জানি ॥
পদ্মাবতী বলে আমার এই কর্ম্মফল।
সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে তাহে নাহি জল ॥
পাথর লইলে কোলে তাহা মিলায়। (২)
সাগরে ঝাঁপ দিলে সাগর শুকায় ॥
বিধাতা যে মোর লিখিল কপালে।
সে সব দুঃখ মোর খণ্ডে না কোন কালে ॥
না ভাবিও এত দুঃখ বলিল কমলা।
এত দুঃখ তুমি আসি পাতিলা সহেলা ॥

১। মরণ জীয়ান ওঝার জান কি আপনি—তুমি ওঝার মৃত্যুর গূঢ় রহস্য জান কি না ?

২। কোলে পাথর হইলেও তাহা অদৃশ্য হয়।

আজ স্বামীর নিকট জানিব নিশ্চয়।
তবে মোর ভাগ্য থাকে আসিবা হেথায়
পদ্মাবতী বলে সখী শুন গো বচন।
এক কথা কহি আমি তাহে দেও মন ॥
সবে মাত্র আমি তোমার বয়সে অধিক।
ধরে বা না ধরে বোল বলিও খানিক ॥
যখনে হরিষে ওঝা চাহে আলিঙ্গন।
কোপ করিয়া তুমি বলিও বচন ॥
এতেক বলিয়া যদি লইতে পার লাগ।
কার্য্যসিদ্ধি হইবে আর বাড়িবে সোহাগ ॥
মর্ম্ম বৃত্তান্ত জানিও মৃত্যু কাহার হাতে।
এসব বৃত্তান্ত তুমি জানিও ভাল মতে ॥
আজি তার ঠাঁই জিজ্ঞাসিব যে নিশ্চয়।
হরষিত পদ্মাবতী আপন হৃদয় ॥
পদ্মাবতী দিলেন তারে বিস্তর অলঙ্কার।
কমলাও দিল তারে অনেক ব্যবহার ॥
বিদায় করিয়া ঘরে গেল কমলাসুন্দরী।
শ্বেত মাছি হইয়া রহিল বিষহরি ॥
দিবা অবসানে ওঝা আসিল বাড়ীত।
করিল ভোজন স্নান যে আছে বিহিত ॥
ভোজন করিয়া ওঝা শুইল দিব্য খাটে।
কমলা সুন্দরী গিয়া বসিল নিকটে ॥
অলঙ্কারে কমলা হইয়া বিভূষিতা ॥
স্বামীর নিকটে গেল হইয়া আনন্দিতা ॥
কাম দৃষ্টে চাহিলা জয় বিষহরী।
পঞ্চবাণ ছাড়ে কাম সুসন্ধান করি ॥
শঙ্কর বলে কমলা মোর বোল ধর।
আলিঙ্গন দিয়া মোর প্রাণ রক্ষা কর ॥
শৃঙ্গার আশায় ওঝা হাত দিল গায়।
ক্রোধ করি কমলা সরিয়া দূরে যায়
সহজেতে হই আমি ওঝার ঘরণী।
গুণজ্ঞান কারে বলে কিছু নাহি জানি

এতেক জানিলে প্রভু মোর পূরে আশ।
হাসিতে হাস্যিতে বসি তোমার বাম পাশ॥
মুই যে জিজ্ঞাসিলাম তুমি না কর কপট॥
তবে কামরসে বসি তোমার নিকট॥
অন্তরীক্ষে পদ্মাবতী প্রসন্ন বদন।
ওঝার ঠাঁই কমলা জিজ্ঞাসে তখন॥
কমলা বলে প্রভু কহত সত্বর।
কিরূপে হইল তোমার অক্ষয় পাঁজর॥
মহাজ্ঞানের কথা কহিবে বিস্তর।
তবে সে তোমার সঙ্গে থাকিব একত্তর॥
পুত্র কন্যা না হইল সংসারে নাহি ব্যথা।
স্বরূপে আমার ঠাঁই কহ সত্য কথা॥

তুমি বল দেখি সই, আর হইলে প্রাণ লই,
যত দুঃখ উপজিল জায়॥
তোমারে লইতে সন্ধি, কোন্ চোরে দিল বুদ্ধি,
সে তোর আসিল সর্ব্বনাশে।
এত কাল জানি আমি, অতি শুদ্ধ নারী তুমি,
আজি কেন এ বোল প্রকাশে॥
নিশ্চিন্ত থাক তুমি, অতি দীর্ঘজীবি আমি,
মরণ নাহিক মোর ভিতে।
চিরকাল মোর সঙ্গে, থাক তুমি নানা রঙ্গে,
বিচ্ছেদ না হবে জন্মান্তরে॥
তুমি না জান সার, এ বোল না বল আর,
মূল তত্ত্ব না কহিতে যুয়ায়।
শুনিয়া ওঝার কথা, মনসার মনে ব্যথা,
বৈদ্য বিজয় গুপ্তে গায়॥

আমারে কহিবা নিশ্চয়, আমি তোমা ভিন্ন নয়,
মোরে তুমি না কর বিস্ময়।
তুমিত মোহন্ত ওঝা, সর্ব্বলোকে করে পূজা,
অসাধ্য সাধন হয়॥
জপ তপ যত করি, স্বামী বিদ্যমানে মরি,
এই আশা করি সর্ব্বক্ষণে।
এই কথা কহি আমি, যদি কৃপা কর তুমি,
তবে তুষ্ট হইব বড় মনে॥
মনুষ্য শরীর ধর, নহে তুমি অমর,
কত জীবন কেমনে মরণ হয়।
কোন রূপে মৃত্যু পথ, রক্ষা কাহার হাত,
তাহা মোরে কহিবা নিশ্চয়॥
অবশ্য কহিবা কথন, না করিবা ভাণ্ডন (১)
মিথ্যা কহিলে তাজিব জীবন।
কমলার কথা শুনি, বিস্ময়ে আপনি,
বর্দ্ধমান দাসের সুন্দর বচন॥
ওগো প্রিয়ে কমলাসুন্দরী, শুন আমি তোমায় বলি,
হেন বোল বলা তব উচিত না হয়।

পতিব্রতা সতীর উপাখ্যান।

এই সব কথা ওঝার শুনিয়া কমলা।
এই সব কপালে মোর বিধাতা লিখিলা॥
জীবনে জীবন যাহার মরণে মরণ।
হেন স্বামীর গুপ্তকথা না জানি কারণ॥
সামান্য মানুষজাতি সকল ঘর করে।
নাহি তার কিছু কথা নারীর অগোচরে॥
আজি সে জানিলাম সব অকারণ।
যাহার হেন স্বামী তার বিফল জীবন॥
কান্দিয়া এসব কথা কহে কমলায়।
ঘোনাইয়া (১) আর বার বলিল ওঝায়॥
অসতীর যত কথা আইসে মন দুঃখে।
এ সব বৃত্তান্ত লোক ভাল হেন দেখে॥
আপনার স্বামী নিন্দে পরস্বামী বন্দে।
পরপুরুষের কথা শুনিতে সানন্দে॥

১। না করিবা ভাণ্ডন—আমাকে ভাঁড়াইও না।

১। ঘোনাইয়া—নিকটবর্ত্তী হইয়া।

সে সব নারীর কথা কহিতে না পারি।
সদাই তাহারা মনে পাপ অনুচারী॥
এ কথা কহি আমি শুন সাবধানে।
সতী কন্যা স্বামীর সেবা করিল কেমনে॥
এক নারী পতিব্রতা রোগী স্বামী তার।
যেরূপ বৃত্তান্ত কথা শুন কহি সার॥
দুই হস্ত পদ তার অঙ্গের সহিত।
শরীরের গন্ধ তার বহে বিপরীত॥
সর্ব্বাঙ্গে পূঁয তাহার বহে ত সদায়।
এ সব দুর্গতি তার করিল বিধাতায়॥
এড়িলেক (১) বাপ মায় দুই কুল চাহিয়া
বন্ধু বান্ধবে পথ না রহে ঘোনাইয়া॥
এ সব দুর্গতি তার করিল বিধাতা।
তাহার স্ত্রীর কিছু কহি শুন কথা॥
প্রভাতে উঠিয়া সতী মলমূত্র ঘুচায়।
প্রাতঃক্রিয়া করাইয়া স্নান করায়॥
তপ্তজলে ঘা ধোয়ায় গন্ধ তৈল দিয়া।
স্নান শেষে জল মোছে শুষ্ক বস্ত্র দিয়া॥
ধুতিবস্ত্র পরাইয়া আসনে বসায়।
কোলে করিয়া অন্ন তুলিয়া খাওয়ায়॥
মুখশোধন করায় তার তাম্বুল বিশেষ।
শয্যাতে কোলে করি শোয়ায় অবশেষ॥
তবে কিছু খায় দিয়া স্বামীর আজ্ঞায়।
স্বামীর নিকট বই কোথা নাহি যায়॥
দিনে আর কাজ নাই নিদ্রা নাহি রাইত।
স্বামী যে কাজ করে সেই তাহার নীত॥
বিভিন্ন বা যত ঘন ঘন গায়। (২)
হাতে আঁচলে মাছি সদাই উড়ায়॥

অহর্নিশ স্বেদ দেয় হাতে লইয়া পুড়া। (১)
নখ দিয়া গালে যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া॥
যখন রোগীর অঙ্গ করয়ে বেদনা।
অঙ্গুলির টিপ দিয়া ঘুচায় যাতনা॥
শীত হইলে যায় কোলে করিয়া শুইতে।
দুই হাত কালা করিল ঔষধ বাঁটিতে॥
এ সব দুর্গতি যদি করিল বিধাতা।
তাহার স্ত্রীর আরো কহি শুন কথা॥
স্বামী লইয়া পতিব্রতা আছে আনন্দেতে।
আর দিন রাজবেশ্যা যায় সেই পথে॥
দৈবগতি দেখিল রোগী বেশ্যার বদন।
মদনে পীড়িত রোগী হইল তখন॥
স্ত্রীর ঠাঁই কহে রোগী আপন কথন।
রাজবেশ্যা দেখি মুই হইলাম অচেতন॥
তাহাতে মজিল মন না আসে নেউটিয়া। (২)
কামে জর্জ্জর হইলাম না রহে মোর হিয়া॥
বেশ্যা না পাইলে আমার গতি নাহি আর।
তোমার ঠাঁই প্রিয়া কি কহিব আর॥
এত যদি রোগী স্বামি কথা কহিল তাত। (৩)
সতী বলে আজু মোর হইল সুপ্রভাত॥
এত দিনে কাম ভাব হইল তোমার।
সতী বলে কি কহিব কামের ব্যবহার॥
হীন জনে দেখিয়া হানিল কামবাণ।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডান॥
শুন প্রাণপতি কহিতে ডরাই।
কোপ যদি না কর তবে কথা কই॥
ঋতুকাল আছে মোর দিনের ভিতর।
দিব্য অলঙ্কার আমি পবিব বিস্তর॥

১। এড়িলেক—ত্যাগ করিল।
২। শরীরে ঘন ঘন বা বিভিন্ন স্থানে রহিয়াছে

১। পুড়া—টোপলা। পানের পুড়া—কথা এখনও প্রচলিত।
২। নেউটিয়া—ফিরিয়া (সং নি—বৃৎ)।
৩। তাত—তাহাকে (তা'তে)।

নানা সুবেশ আমি করিব যতনে।
আজ্ঞা কর মনসুখে থাকি দুই জনে॥
মোর ঋতু উপভোগ কর নিজ ঘরে।
বেশ্যার নিকটে গিয়া কোন ফল ধরে॥
এইরূপে প্রবোধ দেয় সতী পতিব্রতা।
রোগী বলে মোর মনে না লাগে অন্য কথা॥
বেশ্যার সঙ্গে থাকিব হেন বলিছি নিশ্চয়।
আর কি-বলিব আমার জীবন সংশয়॥
লজ্ঘিব স্বামীর আজ্ঞা ব্রত হবে ভঙ্গ।
বেশ্যা পাইলে যদি স্বামীর হয় রঙ্গ॥
ভক্তি করিয়া তবে বলে পতিব্রতা।
কিছু অবসর কর মিলাবে বিধাতা॥
নানা দ্রব্য সঙ্গে করি লইলা যতনে।
বেশ্যার বাড়ী সতী গেলেন তখনে॥
বেশ্যা বলে কেন তুমি আসিলা মোর স্থানে।
এ সব দ্রব্য আনিছ কি কারণে॥
কোন্ কার্য্যসিদ্ধি তোমার আছে মোর ঠাঁই।
তুমি সতী নারী দেখিতে ডরাই॥
সতী বলে আছে মোর কার্য্যের সাধন।
যেন তেন ভিতে কহিতে না পারি কথন॥
তোমার উপাসনা করি লইব শরণ।
তবে সে কহিতে পারি কার্য্যের নিবেদন॥
দেবগুরু সেবা যেন করে ভক্তজন।
এই ভিতে করে সতী বেশ্যার সেবন॥
তবে বেশ্যা সতীরে জিজ্ঞাসে যতনে।
কোন্ কার্য্যসিদ্ধি তোমার আছে মোর স্থানে
সতী বলে আমি কহিতে ভয় বাসি।
বড় কার্য্য সাধিতে হইলাম তোমার দাসী॥
বেশ্যা বলে তোমার আজ্ঞা করিব পালন।
তুমি যে বল তাহা করিব সত্য বচন।
সত্য করিয়া বেশ্যা বলিল বচন।
তবে সতী কহিতে লাগে আপন বিবরণ॥

যেই মতে রোগীর চিত্ত হৈল অচেতন।
সেই বিবরণ নারী কহিল তখন॥
তুমি যদি ঠাকুরাণী কর অঙ্গীকার।
পতিব্রতা ধর্ম্ম তবে রাখিবা আমার॥
এতেক শুনিয়া বেশ্যা ভাবে মনে মন।
তোমার সেবাই সত্য করিছি তখন॥
এ কার্য্য করিব তোমার শুন তুমি সতী।
শীঘ্র গিয়া ল'য়ে এস তোমার রোগী পতি॥
দুই প্রহর রাত্রিতে গিয়া লইয়া এস হেথা।
তোমার স্বামীর ঠাঁই গিয়া কহ এই কথা॥
হরষিত পতিব্রতা এ সব বচনে।
সত্বরে মিলিল গিয়া স্বামীর বিদ্যমানে॥
কহিল সকল কথা রোগী স্বামীর স্থান।
রোগী বলে সতী তুমি রাখিলা পরাণ॥
আর দিন হইতে সতী অনেক অনেক যতনে
রোগী স্বামীর সেবা করে বিবিধ বিধানে॥
চন্দনে ভূষিত করে আমোদিত গন্ধে।
শরীর হইতে তাহার নিকট (১) সুগন্ধে॥
দিব্যবস্ত্র অলঙ্কার পরাইল বিস্তর।
নানা বেশ আভরণ দেখিতে সুন্দর॥
কর্পূর বাসিত তাম্বুল গুয়া খাওয়ায়।
স্বামীর শরীর সতী ঘন ঘন চায়॥
দিন যায় হেন রোগী চাহে ঘনে ঘন।
কামে হরিল প্রাণ স্থির নহে মন॥
স্বামী সাজাইয়া সতী আছে একমনে।
রাজার ঘরে চুরি হইল সেই দিনে॥
কুমারীর গলায় আছিল রত্নহার।
চোর ধরিতে কোতোয়াল বেড়ায় সংসার॥
নগরে নগরে কোতোয়াল বেড়ায় চারি পাশে
মাতঙ্গ নামেতে এক মুনি সমাধিতে আছে।

১। নিকলে—নির্গত হয়।

চোর বেটা তখনে চিন্তিল অন্তরে।
মুনির কোলে হার থুইয়া চোর গেল ঘরে
হার লুকাইয়া চোর করিল গমন।
হার চোর বলি মুনিরে ধরিল তখন॥
কোতোয়াল মুনিরে নিল নৃপতির গোচর।
চোর দেখি নৃপতি বলিল সত্বর॥
চোর তুলিয়া দেও শালের উপর।
এরূপে শালের উপর রহিল মুনিবর॥
রোগী স্বামীরে পতিব্রতা কান্ধে করিয়া।
বেশ্যার নিকটে যায় সেই পথ দিয়া॥
ঘোর অন্ধকার পথ না দেখে সতী।
মুনির শালেতে মাথা ঠেকে শীঘ্রগতি॥
সেই ঘায়ে মুনি পাইল যন্ত্রণা।
কোন জনে দিল মোরে এতেক বেদনা॥
যে-জন আম্যরে দুঃখ দিল হেন ভিতে।
তাহার মৃত্যু হয় যেন রাত্রি প্রভাতে॥
রোগী যদি শুনিল হেন শাপ-বচন।
ত্যজিল বেশ্যার আশা হইল মরণ॥
পতিব্রতা স্থানে রোগী বলিল বচন।
বেশ্যার নিকটে আমি না যাব এখন॥
আপনার ঘরে সতী করহ গমন।
ব্রহ্মশাপ হইল সতী চিন্তে মনে মন॥
আপনার বাসার মধ্যে করিল গমন।
ইহার উপায় সতী চিন্তে মনে মন॥
যদি নারায়ণ জানেন মুই হই সতী।
না হইব বিধবা আমি না পোহাবে রাতি।
সপ্ত দিন নহিল যদি সূর্য্যের উদয়।
স্বর্গের যত দেবগণ ভাবিয়া বিস্ময়॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন জন।
সত্বরে আসিয়া তথা মিলিল তখন॥
আস্তিক মুনির স্ত্রীর নাম অনুসূয়া।
দেবগণ কথা কহে তাহারে বুঝাইয়া॥
তুমি অনুসূয়া দেবী কর অঙ্গীকার।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তোমার দ্বার॥
এক সতী করিল পৃথিবী পুড়িত (১)।
ভয়ে কেহ না যায় তাহার বিদিত॥
হরষিত অনুসূয়া এ সব বচনে।
স্বত্বরে মিলিল গিয়া পতিব্রতা স্থানে॥
অনুসূয়া কহে কথা শুন পতিব্রতা।
সৃষ্টিনাশ কর কেন চিন্তিত বিধাতা।
ব্রহ্মশাপে অবশ্য পতি মরিবে তোমার।
দেবগণে জীয়াইয়া দিবে আর বার॥
মনদুঃখ না ভাবিও না কর বিস্ময়।
আজ্ঞা কর সূর্য্যদেব হউক উদয়॥
তুমি অনুসূয়া দেবী বিদিত সংসারে।
তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘিতে মনে ভয় করে॥
রাত্রি পোহাইলে স্বামী মরিবে আমার।
দেবগণে জীয়াইতে করেন অঙ্গীকার॥
দৈববলে জীয়াইব রোগ হইবে দূর।
স্বামী লইয়া পতিব্রতা থাকিও অন্তঃপুর।
পতিব্রতা বলে দেবী সত্য কর সার।
স্বামী জীয়াইয়া দিবা বল পুনর্ব্বার॥
এত বলি সতী বলে দেখহে যুবতী।
সূর্য্যদেব উদয় হউক শীঘ্রগতি॥
দশ দণ্ড বেলা হইল গগন উপর।
ব্রহ্মশাপে রোগীর মরণ হইল সত্বর॥
অন্তরীক্ষে অমৃত বৃষ্টি করে সুরপতি।
পতিব্রতার স্বামী জীয়া উঠে শীঘ্রগতি॥
পাইয়া অমৃতের ধারা রোগীর জীবন।
রোগ ব্যাধি দূর হইল এড়াইয়া মরণ॥
যুবক শরীর তার হইল দেবের বরে।
বিদ্যাধর জিনিয়া তায় অঙ্গ শোভা করে॥

পুড়িত—দগ্ধ

হরষিত হইল তবে পতিব্রতা সতী।
দোহা দরশনে দোহার আনন্দিত মতি॥
সৃষ্টি রক্ষা পাইল বলে দেবগণ।
জয় জয় ধ্বনি করে পুষ্প বরিষণ॥
বর্দ্ধমান দাস কহে কীর্ত্তি মনসার।
মাতঙ্গ মুনির কথা কহি শুন আর॥
যখন মাতঙ্গ মুনি কেবল ছাওয়াল।
কৌতুকে গোয়ালিয়া পক্ষী তুলিয়া দিল শাল
তাহার যতেক ফল ভুঞ্জিলেন মুনি।
সাত কল্প জন্ম তার এই সত্য জানি॥
যাহারে যে দুঃখ দেয় হয় আপনারে।
দুঃখ সহিও দুঃখ না দিও কাহারে॥
এত সব কথা যদি কহিল ধন্বন্তরী।
বিমুখ হইয়া বসে কমলাসুন্দরী॥
দয়াভাবে জিজ্ঞাসিলাম কহিলা কোপ মনে।
না কহিলে তত্ত্বকথা জানিব কেমনে॥
মর্ম্মকথা লইতে তোমার উচিত নয়।
পরিণামে জানিবা যখনে যে হয়॥
বিরাট নগরে আছে চন্দ্রকেতু রাজা।
চাবন্দ্রলী নামে আছিল তাহার ভার্য্যা॥
সতী পতিব্রতা বড় ভাগ্যবতী।
একাদশী উপেক্ষিয়া দিল তারে রতি॥
তাহার অধিক কমলা নহে সতী।
মহাজ্ঞান করিবা করিয়া ভাগবতী॥
বিজয় গুপ্ত বলে ওঝা শুন শঙ্কর রায়।
কমলার কপটে তোমার জীবন সংশয়॥
স্বামীর কথায় কমলার চিত্ত অসুস্থ।
চরণে পড়িয়া বলে শুন প্রাণনাথ॥
বাপ মোর পুণ্যবান্ মা ভগবতী।
বড় ভাগ্যে পাইলাম তোমা হেন পতি॥
এতকাল প্রভু মোরে না কহিলা সার।
কেমনে মরণ হয় কেমনে নিস্তার॥
না কহিলা মহাজ্ঞান মূল কথা শুদ্ধি।
আপদে পড়িলে তবে তরিবা কোন্ বুদ্ধি॥
কোপে না কহিলা মোর মনে বাসে।
ভাবিতে চিন্তিতে মোর মুখে রাও না আসে।
কমলার বোলে ওঝার মনেতে কৌতুক।
হেন ছার কর্ম্মে প্রিয়া মিছা পাও দুঃখ॥
আমি যেরূপ ওঝা কেবা জানে গুণ।
যে কথা কহিব আমি চিত্ত দিয়া শুন॥
শুন প্রিয়া শশীমুখি তোমারে বুঝাইরে।
কহিব ধর্ম্ম কথা বুঝাইব পরে॥
তক্ষক বাসুকী আদি যত যত নাগ।
দন্তে চিবাইতে পারি যত পাই লাগ॥
গুণের দর্পে মোর আকাটা আকূট।
একমাত্র আছে মোর মরণের পথ॥
অমর শরীর নহে অবশ্য মরণ।
আমার লিখন নাই যমের ভবন॥
সাপ মাত্র বৈরী আছে শুন সাবধানে।
আমি মাত্র জানি তারে মনসা পাছে শুনে॥
সেও আর আমি যদি থাকি এক ঘরে।
তবু সে প্রাণে মোরে কি করিতে পারে॥
ভাদ্র মাস মঙ্গলবার অমাবস্যা হয়।
তক্ষকে মস্তক যদি খায় ত নিশ্চয়॥
সেই যদি লাগে পায় নির্ব্বন্ধে আমার।
তবে সে তাহার হাতে বিপদ আমার॥
প্রাণ সমর্পিলাম রাখিও যতনে।
একারণে মর্ম্ম কথা কহি তোমার স্থানে॥
তক্ষকে দংশে যদি ব্রহ্মতালুকায়।
তবে সে আমার মৃত্যু জানিও নিশ্চয়॥
তাহাতে ঔষধ দিলে আছে প্রতিকার।
ঝুলিতে ঔষধ তবে আছে ত আমার॥
রথে থাকি মনসা শুনিল সত্বর।
বিজয় গুপ্ত রচে পুথি মনসার বর॥

শিশুকালে যখনে পুষিল বাপ মায়।
একমনে পূজিলাম ধোপাঝীর পায়॥
গুরুবরে দেখিলাম সাক্ষাৎ দেবকায়া।
শিশু হয়ে সেবিলাম উপজিল দয়া॥
ভকতবৎসলা দেবী দয়ার সাগর।
ভকতবৎসলা দেবী চারি যুগের সার॥
মহাজ্ঞান কহিতে যায় সমুদ্রের পাড়।
তাহার সহিত আমি গেলাম সত্বর॥
মহাজ্ঞান কহিতে নেতা করিল প্রকাশ।
তত্ত্ব কথা করিয়া মোরে দিলা পুত্রবাস॥
নানা গুণ জানে নেতা অন্তরে বড় গাড়ি।
বিনা অগ্নি পানিতে চাপাইল হাঁড়ী॥
অগ্নি নাহি পানি নাহি হেটে বহে জ্বাল।
আপনে আপনে চাউল লইল উথাল॥
চারি-যুগে নেতার গুণ কভু নহে টুটে।
গড় গড় করিয়া হাঁড়ীর ভাত ফোটে॥
হেন রূপ ধোপাঝীর দেখিলাম প্রতাপ।
চারিদিকে চাপিয়া ওঠে নানা জাতি সাপ॥
পতঙ্গ নামে মহাসাপ থাকে চারিদিকে।
ধোপাঝীর প্রতাপে নাগ ধাইয়া আসে বেগে
হাতসানে বলে নেতা কেন আইলা বাপ।
পতঙ্গের মাথায় থাকে শ্বেত বর্ণ সাপ॥
শ্বেত বর্ণ সাপ যে দেখি সূতার পাখী।
বড়ই সুন্দর সাপ অদ্ভুত হেন দেখি॥
গুণের দর্পে ধোপাঝীর নাগের নাহি ভয়।
দাপের মাথা হাতে সাপ হাতে করি লয়॥
হাতে সর্প করিয়া চৌদিকে চাহে নেতা।
ভাতের মধ্যে ফেলাইল তিলেক নাহি ব্যথা॥
অগ্নি-হেন তপ্ত ভাত হাত দিলে পুড়ি।
তপ্তভাতে পড়িয়া সাপ যায় মুড়ামুড়ি॥
কোমল শরীর সাপ অতি অল্প জীউ।
ভাতে মিশি গেল সর্প যেন হইল ঘিউ॥

ভাতে মিলিয়া সর্প হইল জড়াজড়ি।
সর্ব্ব অঙ্গ হইল যেন জবার পাপড়ি॥
ভূমিতে ভাত লামাইয়া হাতে দিল তালি।
ওঝা ওঝা বলি মোরে ভাত দিল ঢালি॥
ধোপাঝী বলে পুত্র কার্য্য নহে টুটা।
সকল ভাত খাইও যেন না রহে একগোটা॥
মনের বলে ভাত খাইলাম না রহিল একগোটা
খাইতে খাইতে শরীর করিলাম মোটা॥
হাসিয়া বলিলাম শুন ধোপাঝী।
সকল অন্ন খাইলাম এখন করি কি॥
আমার বচনে নেতা হাসে কুতূহলে।
পাত তুলিয়া চাও কিবা আছে তলে॥
ধোপাঝীর বোলে মোর চিত্ত অসুস্থ।
পাত তুলিয়া দেখি একগোটা ভাত॥
কোপে বলে ধোপাঝী কি বলিলি ছার পো
পাতের তলের ভাত থুইয়া ভাণ্ডিলি মো॥
ক্ষে যারে আরে পুত্র ভোজন এড়ি উঠ।
মোর বরে হও পুত্র আকাটা আকুট॥
তক্ষক আদি যত নাগ মহাবিষময়।
তোর নাম শুনিয়া পলাইয়া যাবে ভয়॥
নেতার বচনে আমি বড় পাইলাম ব্যথা।
যোড় হাতে জিজ্ঞাসিলাম সার কহ মাতা॥
পাতে থুইলাম ভাত না দেখিলাম দৈবে।
কেমনে মৃত্যু মোর কহিবা যে মোরে॥
তোমার চরণ বই আর গতি নাই।
মরণের প্রতিকার কহ দেবী আই॥
স্থির হইয়া বলিলাম না করিলাম ভয়।
কহিব সকল কথা যে জানি নিশ্চয়॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধ মোর দোষ নাই।
সর্পমুখে হইল তোমার মরণের ঠাঁই॥
চারিযুগে নেতার কথা সত্য হেন জানি।
যে মতে মিলিবেক সকল সন্ধানি॥

গুণের কারণে সর্প না করিও হেলা।
ভাদ্রমাসে মঙ্গলবার অমাবস্যা মেলা॥
স্ত্রীর সঙ্গে শুইয়া থাকিবে দিব্য খাটে।
হেনকালে তক্ষক যদি দংশে ললাটে॥
নিশ্চয় সেই দিন তোমার মরণ।
যত তন্ত্র মন্ত্র তোমার না হবে স্মরণ॥
ঔষধ আনিয়া দিলে বাচন নিশ্চয়।
এক দণ্ডের অধিক হইলে ঔষধের গুণ নয়॥
এত বলি ধোপানী গেল নিজ বাসে।
ত্বরিতে আসিলাম আমি আপন আবাসে॥
মোর ভয়ে সাপ বেড়ায় যেন চোর।
কোথায় থাকিয়া তক্ষক ললাটে দংশিবে মোর॥
স্ত্রীবুদ্ধি প্রিয়া তুমি চঞ্চল চরিত। /
স্থির হইয়া শুন তুমি নাগের নাহি ভীত॥
স্ত্রীর স্থানে ওঝা কহিল নিজ দশা।
নিকটে থাকিয়া তাহা শুনিল মনসা॥
আপদ নিকট হলে নানা বুদ্ধি ঠেকে।
তথায় আছিল পদ্মা ওঝা নাহি দেখে॥
স্বামীর বচনে কমলার দূরে গেল ভয়।
হাসিয়া আপন ঘরে গেলা মনসায়॥
দুই জনে নানা কথা হাস পরিহাস।
রতিসুখে কুতূহলে রজনী প্রকাশ॥
ধন্বন্তরির মর্ম্মকথা পাইল বিষহরি।
ডাক দিয়া আনে পদ্মা নাগ অধিকারী॥
খাইতে বসিতে পদ্মার আর চিন্তা নাই।
ভাদ্রমাসের অমাবস্যা কত দিনে পাই॥
এক দুই করিয়া পদ্মা লিখে নিতি নিতি।
আচম্বিতে ভাদ্রমাস অমাবস্যা তিথি॥
পদ্মা বলে বিধি মোর মিলাইল কাজ।
ডাক দিয়া আনিল তক্ষক মহারাজ॥
যত উপজিল কথা কহিল তখন।
ধন্বন্তরি বধিতে চল এইক্ষণ॥

ব্রহ্মতালুকায় তাহার ঘা দিবা তুমি।
মন্ত্রবলে ঔষধ হরিয়া নিব আমি॥
এতেক শুনিয়া নাগ চলিল ত্বরিত।
ধন্বন্তরির ঘরে ঢুকিল আচম্বিত॥
খাটালে দাঁড়াইয়া নাগ চারিদিকে চায়
ঔষধের ঝুলি হরিয়া নিল মনসায়॥
অকাল নিদ্রা হয় বড় অশুভের চিহ্ন।
দুইজনে নিদ্রা যায় সুখে হইয়া ক্ষীণ॥
তক্ষক বলে আমি আর কিবা চাই।
নিদ্রায় ধন্বন্তরি ওঝা এইকালে খাই॥
নিদ্রা যায় ধন্বন্তরি আপনার সুখে।
বজ্র ঠোকর মারে ব্রহ্মতালুকে॥
বিষ উগাড়িয়া নাগ উভালড়ে ধায়।
ঔষধের ঝুলি লইয়া মনসা পলায়॥
নিদ্রায় থাকিয়া ওঝা দেখিল স্বপন।
তক্ষকে দংশিল ওঝার হইল মরণ॥
কোপমনে না চেতায় কমলাসুন্দরী।
আসন করিয়া যোগ ধরে ধনন্তরী॥
কিবা যোগ কিবা মন্ত্র কিছু না আসে মুখে
কাল পূরিলে তার কার বাপে রাখে॥
হাত বাড়াইয়া চাহে ঔষধের ঝুলি।
কপটে হরিয়া তাহা নিল বিষহরী॥
স্ত্রীর ঠাঁই মর্ম্ম কহিয়া হারাইলাম সকল।
[illegible]র ঠাঁই মর্ম্ম কহে তাহার জীবন বিফল॥

গা তোল অভাগিনী প্রিয়ে কমলা।
কেন প্রিয়ে হেন বুদ্ধি করিলা॥ (ধুয়া)
আমার মরণ জানি, কারে বলিয়াছ ধনি,
সেই প্রাণ নিলগো সম্প্রতি।
স্বামীর মরণ কথা, বলিয়াছ যথা তথা,
এই তব রহিল অখ্যাতি॥
যার স্বামী সাপে খায়, সে কেমনে নিদ্রা যায়,
লোক মুখে থুইলা অপযশ।

বারে বারে বলি আমি, কথা না শুনিলে তুমি,
এবে মোর প্রাণ হইল নাশ॥
না কহিলে মর্ম্ম কথা, মনেতে পাইতা ব্যথা,
কথা শুনি করিলা যে কর্ম্ম।
আগে যদি জানি হেন, তবে কি আমি কখন,
স্ত্রীর কাছে বলি সব মর্ম্ম॥
বিষেতে পরাণ পোড়ে, তুমি সুখ শয্যা-পরে,
না শুনিলা আমার বচন।
ওঝার করুণা শুনি, চৈতন্য পাইলা ধনি,
কমলা যে যুড়িল ক্রন্দন॥
কান্দে কমলা প্রভুর মুখ চাহিয়া (ধুয়া)
আহা প্রভু প্রাণপতি, কোথা গেলে এত রাতি,
একাকিনী ফেলিয়া আমায়।
আজীবনে কোন দিন, না করিলে কার্য্য হেন,
এবে কেন হইলে নিদয়॥
কারে বা করিব রোষ, সকলি আমার দোষ,
অগ্নি দিলাম আপন কপালে।
কোথা হইতে আইল নারী, সহেলার বেশ ধরি,
সে রাক্ষসী প্রভুরে নাশিলে॥
হায় আমি কি করিব, কার কাছে দাঁড়াইব,
প্রভু বিনে কি হবে আমার।
স্বামী বিনে অবলার, সংসারে কে আছে আর,
বিপদেতে কে করে নিস্তার॥
হায় হায় কব কারে, শোকেতে হৃদি বিদরে,
কোথা গেল ডাকিনী সহেলা।
মনেতে কুমতি রাখি, আমারে শিখাল সখী,
স্বামী সঙ্গে করিবারে কলা॥
প্রভুর মরণ লাগি, আমি সে দোষের ভাগী,
স্বামী বধে কি হবে আমার।
আমি অতি অভাগিনী, কুলবতী কলঙ্কিনী,
এ পাপে মোর নাহিক নিস্তার॥
হায় আমি কি করিব, জলেতে পরাণ দিব,
নহে প্রাণ ত্যজিব অনলে।
পদ্মাবতী কর সার, বিলাপে কি হবে আর,
সানন্দে বিজয় গুপ্ত বলে॥

এনা দুঃখ কাহারে কহিব। (ধুয়া)
কোপ মনে নাহি কমলা সুন্দরী।
অতি কোপে বলে তারে ওঝা ধন্বন্তরি॥
দ্বিচারিণী মত কর্ম্ম করিলা বিস্তর।
আমি তোমা জানিতাম প্রাণের দোসর॥
অতি কোপে বলে তবে ওঝা ধন্বন্তরি।
যোগের নিয়ম কথা কহিল বিস্তারি॥
তোমার সনে আমার দেখা না হইবে আর।
তেকারণে করিলা এ সব অথান্তর॥
যে বৈরী আছিল তাহার পূরিল আশ।
তোমা হইতে হইল তাহার কার্য্যের প্রকাশ
ওঝার শয্যায় শুনি ক্রন্দনের রাও।
আথেব্যাথে শিষ্যগণে তুলিলেক গাও॥
শিষ্যগণ বলে বাপ এ কোন বৃত্তান্ত।
যোগ ভাবিয়া বাপ চিত্ত কর শান্ত॥
যার হাতে পাইয়াছ তুমি অবসাদ।
কেন ভাব গুরু তুমি এতেক প্রমাদ॥
যদি যোগ ভাব গুরু হয়ে এক মন।
বিপক্ষে কি করিবেক চিন্তা অকারণ॥
ওঝা বলে শিষ্যগণ কত সহিতে পারি।
কপটে প্রাণ হরিয়া নিল বিষহরী॥
স্ত্রীর ঠাঁই মর্ম্ম কহি হারাইলাম সকল।
তেকারণে বিধি মোর পরাইল কাল॥

গুরু ভয় নাই ভয় নাইরে। (ধুয়া)
ব্রহ্মগোটা ভস্ম হইল তক্ষকের ঘায়ে।
কতদূর উড়াইয়া নিল তার বায়ে॥
মন্ত্রবলে ব্রহ্মগোটা জীল আরবার।
আপনা রাখিতে গুরু লাগে কত ভার॥
ঔষধের ঝুলি গুরু থুইলা কোথায়।
তাহাতে আছে বুদ্ধি জীবন উপায়॥
তাহারে আন গুরু দৃঢ় করি মতি।
বিজয় গুপ্ত বলে তাহা নিল পদ্মাবতী

ওঝা বলে শিষ্য সব শুনহ বচন।
ঔষধ আনিয়া ঝাটে রাখহ জীবন ॥
মলয়া মন্দার মেরু হিমালয় গিরি।
তাহাতে ঔষধ আছে নামে শ্রীহরি ॥
সেই ঔষধ আন গিয়া রাত্রের ভিতর।
তবে সে জানিও বাপ আমার নিস্তার ॥
মেরুদণ্ড গুরুর যে রাখিও যতনে।
রাখিও গুরুরে সবে অতি সাবধানে ॥
আমি কি কহিব গুরু তুমি জান ভালে।
জাগিল ঘরেতে চুরি নাহি কোন কালে ॥
অমাবস্যার চান্দ গুরু ঘরে ক'রে বন্দী।
তিন কালের সার গুরু জানে নানা ফন্দী ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন ষোলকলা পূর্ণ।
ষোলকলা পরিপূর্ণ এই তার চিহ্ন ॥
যাবৎ না আসি গুরু ঔষধ লইয়া।
তাবৎ থাকিও গুরু সাবধান হইয়া ॥
লইয়া পায়ের ধুলি চলিল সত্বর।
গাইছে বিজয় গুপ্ত মনসার বর ॥

চলিল ধোনা মোনা ওঝারে করিয়া মানা,
পর্ব্বতে ঔষধ আনিবারে।
বিশল্যকরণী আনি, বাঁচাইতে ওঝার প্রাণী,
ঘা মুখে লাগায়ে দিবে তারে ॥
তোমারে কহিলাম সার, সব দেখি অন্ধকার,
মন্ত্র মোর মুখে নাহি আসে।
দহে মোর কলেবর, সঘনেতে বহে স্বর,
নাশিল আমার বুদ্ধি বিষে ॥
বিষেতে করিল অন্ধ, নাহি বুঝি ভাল মন্দ,
অস্থির করিল মোরে বিষে।
ঔষধের ঝুলি হরি, নিয়া গেল বিষহরী,
প্রাণ মোর রহিবে কিসে ॥
শুনিয়া ওঝার বচন, চলিল যে দুই জন,
যথায় ঔষধ শীঘ্রগতি।
বিশল্যকরণী পাই, তবে আর ভয় নাই,
ঔষধ আনিব এই রাতি ॥
ঔষধ লইয়া হাতে, ধোনা মোনা হরষিতে,
চলিলেক ধন্বন্তরী যথা।
হেন কালে নদীতীরে, ওঝারে সৎকার করে,
কমলা সঙ্গেতে জ্বলে চিতা ॥
তার মাঝে চিতাপরি, কান্দে সব গড়াগড়ি,
শিষ্যগণ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
তাহা দেখি দুইজন, বিস্মিত হইল মন,
মায়া বলে সকল পাসরে ॥
কপটেতে বিষহরী, কমলার বেশ ধরি,
ডাকিলেন পুত্র পুত্র বলি।
আগ রে দারুণ বিধি, হারালেম আচলের নিধি,
প্রভু বিনা হারালেম সকলি ॥
কমলারে দেখে সবে, দুভাই ব্যাকুল তবে,
মস্তকে হইল বজ্রাঘাত।
কমলা নিকটে এল, ঔষধ কুণ্ডে ফেলিল,
কান্দে দোঁহে মাথে দিয়া হাত ॥
কিবা পুত্র পরিবার, ঘরেতে না যাব আর,
কান্দে দোঁহে পড়িয়া ভূমিত।
যদি ইচ্ছা কর সতী, ভজ তবে পদ্মাবতী,
বৈদ্য বিজয় গুপ্তের রচিত ॥
কান্দে ধোনা মোনা দোঁহে বিষাদ ভাবিয়া।
ঘরেতে রহিব গুরু কার মুখ চাহিয়া ॥
তুমি যে আমার গুরু, জ্ঞানেতে হও কল্পতরু,
সংসারে তোমার নাহি বৈরী।
সবে তোমা ভালবাসে, কিবা দেবে কি মানুষে,
ভিন্ন ভাবে দেখে বিষহরী ॥
তুমি চলি যাও কোথা, আমাকে ফেলিয়া হেথা,
হেথা রব আর কি সাহসে।
মনসা-চরিত গীত, শুনিলে সে সুললিত,
গাইলেন মনসার দাসে ॥

বসিল দুই শিষ্য ঝাড়ি গায়ের ধূলা।
কোথায় শ্মশান ঘাট কোথায় কমলা॥
কপটে ঔষধ হরি নিল পদ্মাবতী।
চল গিয়া দেখি গুরুর হইল কোন গতি॥
এতেক বলিয়া শিষ্য চলিল সত্বর।
ত্বরিত মিলিল গিয়া ওঝার গোচর॥
ওঝা বলে দেহ ঔষধ রহিল জীবন।
আর শত বৎসরেতে নাহিক মরণ॥
ওঝা বলে বাপ কত কহিতে পারি।
কপটে ঔষধ হরিয়া নিল বিষহরি॥
স্ত্রীর ঠাঁই মর্ম্মকথা কহিয়া হারালেম জীবন।
স্ত্রীরে যে আপন বলে সে জন বর্ব্বর॥
স্ত্রীর ঠাঁই মর্ম্ম কভু না কহিবে।
কহিলে বিপদ তার অবশ্য হইবে॥
ইহার উপায় আমি চিন্তিব এখন।
ত্রিভুবনে পদ্মাবতী হয় কোন জন॥
চারিখান করিয়া মোরে করিও পোতন।
নাগের ঘায় লোকের মৃত্যু নাহিক কখন॥
সর্ব্বলোকে জানে আমি হই কোন জন।
এতেক বলিয়া ওঝা ত্যাজিল জীবন॥
ঢলিয়া পড়িল ওঝা উত্তর শিয়রি।
বিলাপ করিয়া কান্দে কমলাসুন্দরী॥
যত শিষ্যগণ কান্দে মাথায় দিয়া হাত।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথাত॥
ওঝার নগরে হইল মহা গণ্ডগোল।
ইষ্ট মিত্র বন্ধু বান্ধব আসিল সকল॥
চারিখানা করিয়া ওঝা করিবে পোতন।
এই যুক্তি তাহারা করিছে সর্ব্বজন॥
নেতা বলে পদ্মাবতী শুনহ বচন।
ব্রাহ্মণীর বেশ তুমি ধরহ এখন॥
এতেক জানিয়া পদ্মা ভাবে মনে মন।
যতী রূপে গেল পদ্মা ওঝার ভবন॥
যতী বলে ওরে শিষ্য শুনরে বচন।
গুরুরে কাটিবে হেন বলে কোন জন॥
কাটা গেলে অঙ্গহীন হইবে এখন।
মন দিয়া শুন শিষ্য আমার বচন॥
কনিষ্ঠ অঙ্গুলি করহ পোতন।
শুনিয়া সতীর বাক্য বলে শিষ্যগণ॥
ভাল বলিছে ব্রাহ্মণী উচিত বচন।
গুরুরে কাটিতে হেন বলে কোন্ জন॥
শাস্ত্র কহে গুরুর অঙ্গ করিতে পালন।
কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কাটি লইল তখন॥
গুরুর আজ্ঞা আমরা করিব পালন।
উত্তর শিয়রি করি পুতিল তখন॥
জন্মিল ঔষধ গোটা মেলি দুই পাত।
তেজেতে পলায় নাগ যায় চারিভিত॥
থাকুক অন্যের কাজ তক্ষক নাগরাজে।
উত্তর দিক চলিতে নারে ঔষধের তেজে॥
নেতের চান্দোয়া দিল নেতের মশারি।
ভূড়ায় করিয়া ভাষায় ওঝা ধন্বন্তরি॥
কান্দিয়া বিকল লোক সবে গেল ঘরে।
একেশ্বর ভাসে ওঝা সমুদ্রের জলে॥
কাণ্ডারী বসিয়া পদ্মা ভাবে মনে মন।
সত্বরে মিলিল গিয়া গঙ্গার ভবন॥
মা মা বলিয়া সম্ভাষণ করে দেবী ভাগীরথী
কপটে প্রণাম করে দেবী পদ্মাবতী॥
ঝী ঝী বলিয়া গঙ্গা কোলে লয়ে তখন।
কি কারণে আসিলা মা আমার ভবন॥
ধন্বন্তরি ওঝা মা থুইলাম তোমার ঠাঁই।
যখনে চাহিব আমি তখন যেন পাই॥
ধন্বন্তরি জীয়াইয়া থুইলা বিষহরী।
এইরূপে রহে ওঝা গঙ্গা দেবীর পুরী॥
প্রণাম করিয়া দেবী চলিল তখন।
সত্বরে মিলিল গিয়া কমলা সদন॥

সখী সখী বলি দেবী ডাকে ঘনে ঘন।
সুইয়ার মরণ নাই না কর ক্রন্দন ॥
আমার সখারে থুইয়াছি ভাল স্থানে।
চান্দর বংশ নাশ করিয়া জীয়াব আপনে।
এতেক বলিয়া দেবী যায় নিজালয়।
আঁখির নিমিষে গিয়া মিলিল তথায় ॥
রত্ন সিংহাসনে বসিলা বিষহরী।
ডাক দিয়া আনে নেতা ধোপার কুমারী ॥
যতেক আছিল কথা কহিল সকল।
ধন্বন্তরি রাখিয়াছি গঙ্গা দেবীর স্থল ॥
বুদ্ধি বল ওগো নেতা রজকের ঝি।
চান্দের সঙ্গে বাদের উপায় হবে কি ॥
আপনে না করে পূজা জগৎ করে মানা।
পথে ঘাটে দেয় বেটা চৌকি আর থানা ॥
বিজয় গুপ্ত কবি কহে কীর্ত্তি মনসার।
ধন্বন্তরি বধ পালা এইখানে সোসর ॥

চান্দর উপবন নষ্ট।

হেন মতে শঙ্কুর বধ করিল মনসায়।
নেতা নেতা বলিয়া ডাকিল সর্ব্বদায় ॥
বুদ্ধি বল নেতা মোরে ধোপার কুমারী।
এখনে জিনিতে পারি চান্দ অধিকারী ॥
এখনে বধিব আমি চান্দর ছয় কুমার।
তবে সে হয় চান্দর বাদের উদ্ধার ॥
নেতা বলে পদ্মাবতী কি বল এখন।
কুমার বধিতে না পারিবা চান্দর বিদ্যমান
মহাবিদ্যা জানে চান্দ গুণের সাগর।
আপনি কহিল বিদ্যা দেব মহেশ্বর ॥
চান্দর উপবন ভস্ম করহ এখন।
এইক্ষণে জীয়াইবে সাধুর নন্দন ॥

কাহার বাপে বুঝিবে পদ্মার পরিপাটি।
সংবাদ দিয়া আনে পদ্মা নাগ উনকোটী ॥
বড় বড় নাগ সব মাথায় ধরে মণি।
পদ্মার আদেশে নাগ আসিল আপনি ॥
পদ্মার বিষম বুদ্ধি বুঝে কোন জন।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে নাগ আভরণ ॥
কর্কট কঙ্কণ শোভে শঙ্খ নাগের শাখা।
আড়াই রাজের কাঁচলি. বান্ধিল. তিন বেঁকা ॥
পায় পাশলি শোভিয়াছে ধোড়া।
উপরে মল খারু বিঘতিয়া বোড়া ॥
কর্ণের উপরে চাকি নাগ কেয়ুর।
পাণ্ডু নাগের কর্ণফুল পরম সুন্দর ॥
ত্রিভুবন মোহ যায় পদ্মার প্রতাপে।
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিল আভরণ সাপে ॥
সাজন রথে চলিল দেবী বিষহরী।
বাম পাশে বসিয়াছে নেতা ধোপার কুমারী ॥
পদ্মার বিষম মায়া বুঝে কোন্ জন।
বিরোধে চান্দর সনে বাড়াইয়াছে মন ॥
চম্পক নগরে পদ্মা চলিল তখন।
দৃষ্টি মাত্র ভস্ম হইল চান্দর উপবন ॥
পদ্মার বিষম মায়া বুঝিতে না পারি।
আম্র কাঠাল গুয়া কাটিল বিস্তরি ॥
বৃক্ষের সহিত পুড়িল কত কত ফল।
চিন্তায় রাখাল সব হইল ব্যাকুল ॥
যুক্তি করিয়া নির্ণয় করিল রাখালগণে।
লড় দিয়া গেল তারা চান্দর বিদ্যমানে ॥
শুন নৃপতি কহিতে বাসি ভয়।
আচম্বিতে উপবন ভস্মরাশি হয় ॥
চর মুখে শুনিয়া চান্দ চমকিত।
ভস্ম হইল উপবন স্থির নহে চিত ॥
মোর সঙ্গে বিরোধ বাড়াইছে কাণী।
সেই ভস্ম করিল হেন অনুমানি ॥

একেশ্বর উপবনে চলিল নরপতি।
পাত্র মিত্র যত কিছু চলিল সংহতি॥
বাগানে বেড়ায় ভস্ম দেখি রাশি রাশি।
সেই উপবন চান্দ দেখিতে ভয় বাসি॥
মনসার কীর্ত্তি হেন জানিল এখন।
ইহার উপায় চিন্তিল সাধুর নন্দন॥
মহাবিদ্যা জপিয়া অভ্যক্ষণ দিল।
মন্ত্রবলে উপবন তৎক্ষণে জীল॥
ডালে পাতে ফল ফুলে আমোদিত গন্ধে।
ভ্রমে ভ্রমর মধুপে যত মকরন্দে॥
উপবন জীয়াইয়া সাধু যায় ঘর।
চিন্তিয়া বিকল পদ্মা মনে পাইল ডর॥
এ সব দেখিয়া পদ্মার স্থির নহে হিয়া।
সিংহাসনে শুইলা দেবী ঘরে দ্বার দিয়া॥
অধোমুখী হইয়া ভূমিতে অঙ্গ পড়ে।
সজল নয়ন করি ঘনশ্বাস ছাড়ে॥
পরাৰ্ভব লাগি ওষ্ঠ অধর শুকায়।
জিনিবার তরে চান্দ না দেখে উপায়॥
উপবাস দুই দিন পদ্মার যন্ত্রণা।
অষ্টনাগ লইয়া নেতা করয়ে মন্ত্রণা॥
অষ্টনাগ লইয়া নেতা রহিল পদ্মার পাশে।
নেতা যত বলে পদ্মা কিছু না ভালবাসে॥
নেতা বলে পদ্মাবতী শুনহ বচন।
শুনিয়া হাসিবে তোমা যত দেবগণ॥
কোন্ কার্য্য লাগিয়া তোমার উপবাস।
শুনিয়া দেবগণে করিবে উপহাস॥
কি করিতে নারি আমি তোমার প্রসাদে।
হস্তী যেন পলায় সিংহের বিষম নাদে॥
তোমার প্রসাদে আমি কোন কর্ম্মে টুটা।
বিপক্ষের দন্তে লওয়াইতে পারি কুটা॥
আমার বচন তুমি না করিও আন।
স্নান ভোজন করিয়া রক্ষা কর প্রাণ॥
স্নান ভোজন কর তুমি থাক সুখে।
সমুচিত মন্ত্রণা শুনিয়া মোর মুখে॥
পদ্মাবতী বলে স্নান ভোজন না রোচে।
কোন্ মন্ত্রণা করিলে এই দুঃখ ঘোচে॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া পদ্মা হইল ঘরের বাহির
নয়নের জলধারে তিতিল শরীর॥
আঁচলে মুছিল নেতা নয়নের পানী।
মনোদুঃখে মনসার মুখে নাহি বাণী॥

মহাজ্ঞান হরণ।

দেবগুরু ভক্তি চান্দ ছোট জন নহে।
একমনে ভাবে শিব বাপ পিতামহে॥
শিব পূজে ভক্তি ভাবে অন্যে নাহি মন।
স্বপনেতে পিতামহ পায় মহাজ্ঞান॥
স্বপনে পাইল মন্ত্র হরিষ অন্তরে।
এক পুরুষ আসিয়া জন্মি দেবপুরে॥
সেবকেরে জ্ঞান কহে জগতের নাথ।
বিষ নিবারিতে বস্তু দিল তার হাত॥
হেতাল কাষ্ঠের বাড়ি দেব অধিষ্ঠান।
তাহারে দেখিয়া সর্পের ভয়ে কাঁপে প্রাণ॥
স্বপনেতে জ্ঞান পায় তার পিতামহে।
পিতামহে জ্ঞান পেয়ে তার পুত্রে কহে॥
গুণে দর্পে চান্দর বাপ আছিল স্বতন্ত্র।
অন্তরালে চান্দর ঠাঁই কহে সেই মন্ত্র॥
বাপের ঠাঁই জ্ঞান পেয়ে বেড়ায় অহঙ্কারে।
তোমার তরে গালি পাড়ে লাগল পেলে মারে
যাবৎ চান্দের মনে থাকে মহাজ্ঞান।
কিসেরে ঘাটাবা চান্দ পাবা অপমান॥
মোর বুদ্ধি মতন যদি তোমার মনে হয়।
মহাজ্ঞান হর তার চিন্তিয়া উপায়॥

নেতা বলে পদ্মাবতী স্থির কর হিয়া।
নটীর বেশে চল তুমি সকল জিনিয়া॥
সাধুর সহিত তুমি নিসর্গ করিয়া।
গুণের গামছা তার আনহ হরিয়া॥
নেতার হাতে পদ্মাবতী পাইয়া উপদেশ।
প্রভাত সময়ে পদ্মা ধরে নটীর বেশ॥
সহজে নাগিনী পদ্মা নানা মায়া জানে।
তাল যন্ত্র গন্ধর্ব্ব ডাক দিয়া আনে॥
সংবাদ পাঠাইয়া আনে তুই বিদ্যাধরী।
ত্রিভুবন মোহ যায় পরমাসুন্দরী॥
পদ্মার বিষম মায়া জানে কোন জন।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে নাগ-আভরণ॥
জাতা দিয়া কেশ বান্ধিল দৃঢ় করি।
সোণার চাকি পরে কাণের উপরি॥
কহিতে না পারি পদ্মা যত করিল বেশ।
ধূপের ধূঁয়া দিয়া বাসিত করে কেশ॥
চক্ষু যেন নীলোৎপল দেখিতে পরতেক।
পরম সুন্দর পরে সুবর্ণের ঠেক॥
নাসিকা হারা'ল যেন তিলফুলের চাতুরী।
তাহার ঘর চান্দে যেন করিয়াছে চুরি॥
মৃগমদ মিশাইয়া চন্দন দিল গায়।
কনক নূপুর দেবী তুলিয়া দিল পায়॥
সোণার বাউটী হাতে দেখিতে সুন্দর।
নাগ-আভরণ সব থুইল অন্তর॥
গলায় তুলিয়া দিল পারিজাতের মালা।
কোন কালে নহে দেখি এমন রূপ বালা॥
ইহারে গঠিলা বিধি করিয়া নানাছাঁদ।
ইহারে নিছিয়া ফেলাই কোটী কোটী চাঁদ॥
ইহারে গঠিলা বিধি করিয়া বড়াই।
সৌন্দর্য্য রাশি রাশি থুইল এক ঠাঁই॥
বৈরী নিপাতিতে পদ্মা কামরূপে চলে।
পদ্মার বরে সব থাকুক কুশলে॥

বিজয় গুপ্ত বলে গাইন সদাই আনন্দ।
এই কালে বল ভাই লাচারীর ছন্দ॥

ভাটিয়াল রাগ।

সাজিল যে বিষহরী, পদ্মা শিবের কুমারী,
হরিতে চান্দর মহাজ্ঞান।
মায়ারূপে বেশ ধরি, সাক্ষাতে নটের নারী,
ইন্দ্র ব্রহ্মা বিধি মোহ যান॥
ললিত সুবর্ণ থোপ, সুঠাম বান্ধিল খোপ,
গলে পরে সুবর্ণের হার।
কাজলে রঞ্জিত আঁখি, কর্ণে সুবর্ণের চাকি,
স্বর্ণপুষ্প শোভে গণ্ডোপর॥
বিচিত্র বসন পরে, সুবর্ণ কঙ্কণ করে,
হাতে শোভে সুবর্ণ কেয়ুর।
কস্তুরী কুসুম গায়, চলন্ত নূপুর পায়,
রুণু রুণু বাজিছে নূপুর॥
যে দেখিবে সেই তুষ্ট, তুই নাগ হইল নষ্ট,
কান্ধে করি লইল মৃদঙ্গ।
অপযশে নাহি ব্যথা, দাসীরূপে চলে নেতা,
আরো নাগ লইলেক সঙ্গ॥
সাধিতে বিষম কাজ, মনসার নাহি লাজ,
দেবকন্যা হইলেন নটী।
কাণাকাণি করে দেবে, মনসা কি করে এবে,
চণ্ডিকা হাসেন খটখটি॥
সাজিয়া আসি সকলে, আকাশ পথেতে চলে,
অবশেষে হইল দিনভাগ।
বায়ুগতি অনুসারে, চলিল চান্দর দ্বারে,
পঞ্চস্বরে গাহে নানা রাগ॥
মৃদঙ্গ হানিয়া যায়, মনসা মধুর গায়,
বসন্তে কোকিল গায় সারি।
শুনিয়া মধুর গীত অস্থির চান্দর চিত,
বিজয় গুপ্ত রচিল লাচারী॥

গীত শুনিয়া চান্দর হৃদয় হইল রঙ্গ।
অকালের মেঘ যেন গর্জ্জয়ে মৃদঙ্গ॥
পঞ্চস্বরে গাহে পদ্মা সুললিত তাল।
মৃদঙ্গের অনুসারে বাজে করতাল॥
পদ্মাবতী গাহে গীত কোকিলের স্বরে।
গীত শুনি চান্দ বেনে আনন্দে শিহরে॥
চান্দ বলে ধোনা তুমি হও সাবহিত।
বাহির মহলে নটী ভাল গাহে গীত॥
আমার দেশের নটী হইতে উপাধিক গণি।
নিকটে ডাকিয়া আন গীত কিছু শুনি॥
চান্দর বচনে ধোনা হাসে খটখটি।
উভলড়ে যায় ধোনা যথা আছে নটী॥
স্বভাবে চঞ্চল বেটা চরিত্র বিকট্।
হাতে ধরি নিল নটী চান্দর নিকট॥
দূরে চান্দ পদ্মারে দেখি অন্তরে কৌতুক।
আড় আঁখি হাসে নটী দাঁড়াইয়া সম্মুখ॥
নানা মায়া জানে পদ্মা অশেষ উপায়।
মনে মনে চিন্তি অনিলেক কামরায়॥
পদ্মা বলে কাম তুমি শ্রীকৃষ্ণের তনয়।
তুমি উপকার কর এই ত সময়॥
আমার কার্য্যে তুমি স্বভাবে ব্যথিত।
চান্দর মনে প্রবেশিয়া বিকল কর চিত॥
চন্দ্র দেখি ফোটে যেন কুমুদের ফুল।
মোর রূপ দেখি চান্দ হউক আকুল॥
পদ্মার বচনে হাসে কাম মহাবীরে।
পঞ্চবাণ হানিলেক চান্দর শরীরে॥
পরমাসুন্দরী পদ্মা গাহে নানা গীত।
মনসার রূপে চান্দ হইল মোহিত॥
মৃদঙ্গের রাগ যেন গর্জ্জে জলধর।
পদ্মাবতী গাহে যেন গুঞ্জরে ভ্রমর॥
স্বর্গ বিদ্যাধরী যেন মনসার ঠান।
দেখিয়া বিকল চান্দ স্থির নহে প্রাণ॥
যত গীত গাহে চান্দর মন নাহি তায়।
একদৃষ্টে সদাগর নটীর দিকে চায়॥
লাজ ভয় নাহি চান্দ মদনে বিকল।
মনে মনে হাসে নেতা সাধিলাম সকল॥
ধন্য ধন্য পদ্মাবতী চিন্তিল উপায়।
হেন পদ্মাবতী হবেন অবশ্য সহায়॥
বিজয় গুপ্ত বলে ভাই সদানন্দ হৃদয়।
লাচারী প্রবন্ধ বল এই ত সময়॥

সিন্ধুরাগ।

মনসা নয়ন কোণে, সঘনে কটাক্ষ হানে,
শেল সম বাজে চান্দর বুকে।
দেখিয়া নটীর বেশ, কামে তনু হল শেষ,
নিজ নয়নেতে রূপ দেখে॥
তিলেক নাহি নিমেষ, দেখিতে চঞ্চল বেশ,
আড় আঁখি চাহে সদাগর।
কাতর হইল হৃদয়, ছাড়িল ধর্ম্মভয়
কামে সাধু হইল কাতর॥
চান্দর মন বুঝি আশে, ধোনা মনে মনে হাসে,
গেল ধোনা নটীর সদন।
ধোনা অতি সুচতুর কহে বাক্য সুমধুর,
সাধু চাহে তোমার মিলন॥
হাসিয়া বলিল নটী, হইবেনা আমি খাঁটি,
নাচি গাহি নগরে নগর।
ধোনা বলে সুবদনী, রাখহ সাধুর বাণী,
যাহা চাহ দিবে সদাগর॥
কথা শুনি ধোনা হাসে, চলিল সাধুর পাশে,
সাধু নিধি পাইল হেন বাসে।
চঞ্চল নয়নে চাহে, কাম বানে প্রাণ দহে,
স্থির সাধু হবে আর কিসে॥
নটী বলে সাধুজী, পাপকর্ম্মে নাহি মজি,
যে ধন খুঁজি তাহা দেও মোরে।
নটীকে করে সম্ভাষ, যে ধনে তোমার আশ,
সত্য কহি দিব গো তোমারে॥

মনে কি হইল ভাবনারে। (ধুয়া)

কামে অচেতন চান্দ না করে বিচার।
ধন দিতে নটীকে সে বলে বার বার॥
চান্দর বচনে নটী হইল আগুসার।
মধুস্বরে বলে নটী লজ্জা নাই তোমার॥
জাতিতে নটী আমি থাকি দূর দেশে।
ধর্ম্ম ছাড়ি নাহি যাই অধর্ম্মের পাশে॥
স্বামী ছাড়া অন্য জন নাহি লয় চিতে।
যশ পাইবার তরে তুষি সবে গীতে।
বাপ মোর মহা গুণী নট জনের মাঝে।
গুণী জানিয়া গৌরব করে কত রাজে॥
গুণের দর্পে বহুদেশ বেড়াল বাপে।
আচম্বিতে তাহারে খাইল কালসাপে॥
অনেকগুলি উপাধিক আনিল তখন।
সর্পাঘাতে বাপ মোর ত্যজিল জীবন॥
বাপের সঙ্গে মইল মায় গেল স্বর্গলোকে।
চিন্তায় বিকল আমি বাপ মায়ের শোকে॥
স্থির বুদ্ধি নহে মোর চঞ্চল চরিত্র।
না বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম সবার বিদিত।
আজি হইতে ছাড়িব দেশ না রহিব ঘরে।
হেন বিদ্যা শিখিব যে সাপ পলায় ডরে॥
নারী হইয়া মহাজ্ঞান সাধিব সাহসে।
হেন বিদ্যা শিখিব যে স্মরণে বিষ খসে॥
গুণের দর্পে মহাজ্ঞান উদ্ধারিব সার।
মা বাপের শোকে আমি সাহসে করিলাম ভর।
জনকতক বন্ধু লইয়া চলিলাম সত্বর।
অনেক দেশ ভ্রমিলাম দেশ দেশান্তর॥
ভাল মতে এড়াইলাম রাজ্য কত খান।
কোনখানে না পাইলাম মন্ত্র মহাজ্ঞান॥
লোক মুখে শুনিলাম থাকিয়া কতদূর।
মহাজ্ঞান জান তুমি রাজ্যের ঠাকুর॥
দিব্যবস্তু পাইয়াছ গুরুর আরাধনে।
তার গন্ধে নাগের বিষ পলায় তখনে॥
তোমার গুণ শুনিয়া প্রাণ করে ছট্‌ফট্।
মহাজ্ঞান চাহিতে আসিলাম তোমার নিকট।
বিনা উপার্জ্জনে জ্ঞান পাপে ন্যাহি মতি।
আগে জ্ঞান কহ মোরে পাছে দিব রতি॥
দিব্য বস্তু দেও মোরে যাহা দিল দেবে।
তবে ত তোমার সঙ্গে থাকি কামভাবে॥
আপনে প্রতিজ্ঞা কর সাধুর নন্দন।
মনের মানস যেই দিব সেই ধন॥
সত্য করি ফের যদি বনে হবে বাস।
জানিয়া আদেশ কর আসি তব পাশ॥
নটীর বচনে চান্দ ভাবে মনে মনে।
হেনকালে হৃদয় বিন্ধিল কামবাণে॥
মদনে মোহিত চান্দ চঞ্চল হৃদয়।
কামভাবে নটীরে সে করিছে বিনয়॥
চান্দ বলে নটী তুমি না বলিও আর।
এই কাম-সাগর হইতে করহ উদ্ধার॥
হেন ছার বাক্য কেন কর নটী ঝী।
মহাজ্ঞানের কিবা কাজ প্রাণ চাহিলে দি॥
সত্য করি বলিলাম তোমা না করিব আন।
কহিব মহাজ্ঞান তুমি মধু কর দান॥
চান্দর কথা শুনিয়া নটী করয়ে বিনয়।
আগে জ্ঞান কহ পাছে থাকিব নিশ্চয়॥
বিধাতা বিমুখ হইলে বুদ্ধিহীন হয়।
নটীর কাণে চান্দ মহাজ্ঞান কয়॥
ভালমন্দ নাহি জানে মদনে বিকল।
কহিল নটীর কাণে মহাজ্ঞান সকল॥
আঁচলের নিধি চান্দ ফেলিল সত্বরে।
নটীর কাণে মন্ত্র কহি আপনা পাসরে॥
কামে অচেতন চান্দ বুদ্ধি হইল শেষ।
সাধনের বস্তু দিল নটীরে সন্দেশ॥

সংসারের যত বিদ্যা পদ্মার হৃদয়।
শুদ্ধজ্ঞানে কহিলা চান্দ জানিয়া নিশ্চয়॥
দানে কল্পতরু তুমি রূপে যেন কাম।
আর কিছু ধন দিবা নটীরে ইনাম॥
তোমার সঙ্গে রতি রঙ্গে থাকিব নিশ্চয়।
বাহির হইতে আসি জল করিবা ক্ষয়॥
চান্দর তরে এতেক বলিয়া মিছা সাচ।
হাতে ঝাড়ি করিয়া গেল মণ্ডপের পাছ॥
সানন্দ হৃদয়ে পদ্মা মনে মনে গণে।
ঘরের পাছে থাকিয়া বলে চান্দ যেন শুনে॥
পদ্মা বলে চান্দ তুমি অবোধ চঞ্চল।
কামে অচেতন হয়ে হারালে সকল॥
তবে সে জানিলাম তোমার অবোধ চরিত্র।
কপটে হরিলাম তোমার স্থির নহে চিত্ত॥
মহাজ্ঞান হরিলাম পাতিয়া মায়াজাল।
আজি হইতে করিব তোমার সংসার পাখাল।
জ্বলন্ত অনল নিভে যেন পাইলে জল।
কোপ-জলে নিবাইল মদন অনল॥
জ্বলন্ত অনলে যেন পতঙ্গ পতন।
ধড়ফড় করে চান্দ কোপে অচেতন॥
হেতালবাড়ি হাতে করি বাহিরে নিল লড়।
বাহিরে আসিয়া চান্দ বলে ধর ধর॥
কোপে রাঙ্গা আঁখি চান্দ চারিভিতে চায়।
পদ্মা আকাশে উঠিল চান্দ বলে হায়॥
পদ্মারে ধরিতে চান্দ বাড়াইল হাত॥
লাথি মারি চান্দর ভাঙ্গিল ছয় দাঁত॥
দন্ত ভাঙ্গা গেল চান্দর রক্ত পড়ে ধারে।
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে চান্দ সদাগরে॥
চান্দর দুঃখের কথা শুনে দুঃখ লাগে বৈরী।
সংবাদ পড়িল ভাই বলরে লাচারী॥

ভাটিয়ালী রাগ।

কান্দে চান্দ ধোনার মুখ চাহিয়া। (ধুয়া)

মোরে লাজ দিল কাণী, চক্ষুতে পড়য়ে পানী,
কাণী সাজি এল মোর ঘরে।
পড়িলে আমার আগে, হরিণে যেমন বাঘে,
দশন বহিয়া রক্ত পড়ে॥
ঘরে যাব কোন লাজে, অখ্যাতি বণিক মাঝে,
কি বলিব সোনেকার তরে।
মুখে মোর হইল ঘা, কি বলিবে সোনেকা,
বিজয় গুপ্ত বলে ভক্তি করে॥
ধরিয়া নটীর বেশ আসিল আমার দেশ,
স্ত্রী-কলা ভাল ভাঙি গেল।
আমারে ভণ্ডনা দিয়া, মহাজ্ঞান হরি নিয়া,
বুকে পৃষ্ঠে হানিলেক শেল॥
মুখে মোর নাহি তন্ত্র, ভাঙ্গিলেক ছয় দন্ত,
রক্ত বাহিয়া পড়ে নাকে মুখে।
কি বুদ্ধি করিব ধনা, হাসিবেক সর্ব্বজনা,
ঘরে যাইব কোন মুখে॥
বিজয় গুপ্ত কবি ভণে, কেবল মনসার সনে,
অকারণে বাড়াইলা বিবাদ।

পদ্মার সনে বিবাদে নাহি গুণ। (ধুয়া)

বিষাদ ভাবিয়া কান্দে চান্দ অধিকারী।
আকাশে থাকিয়া হাসে দেবী বিষহরী॥
চান্দ বলে কাণী তুই অসতীর সীমা।
চরণ প্রহারে দিলি গুরুর দক্ষিণা॥
চান্দ বলে পলাইয়া গেলি তুই কাণী।
কার্য্য সিদ্ধি করি বল উপহাস বাণী॥
মহাজ্ঞান হরি মোর তোর এত রঙ্গ।
শত জ্ঞান গেলে চান্দ কার্য্যে না দেয় ভঙ্গ॥
মোর জ্ঞান শূন্য হেন তোর মনে লাগে।
এত বড় সাহস দেখাও মোর আগে॥
তর্জ্জে গর্জ্জে সদাগর বলে থরতর।
আকাশে থাকিয়া দেবী বলেন বর্ব্বর॥

সাধারণ জন নহে চান্দ মহাবীর।
হেন নিধি নিল তবু আছয়ে সুস্থির॥
মহাদেবের পুত্র চান্দ চণ্ডীর তনয়।
মহাজ্ঞান গেল তবু না হইল বিস্ময়॥
শিবের কুমারী পদ্মা জগতের মা।
সুখ মোক্ষ হইবে সেবিলে তাঁর পা॥
ভক্তের সহায় তুমি অভক্তের যম।
সেই পদ্মার বরে বাড়ুক সবার বিক্রম॥

ছয় পুত্র বধ।

মহাজ্ঞান গেল চান্দর টুটিলেক বল।
অধিক পদ্মার সঙ্গে বাধিল কোন্দল॥
রাত্রি দিন গালি পাড়ে কোপ অহঙ্কারে।
কোপ মনে বেড়ায় চান্দ সর্প পেলে মারে॥
রাজ্যের ঠাকুর চান্দ পথে দিল থানা।
চম্পক নগর মধ্যে পূজা করল মানা॥
মহাদেবের কন্যা পদ্মা সবে করে ভয়।
আপন মুখে গালি পাড়ে যত মনে লয়॥
অভিমানে বলে পদ্মা কি করি উপায়॥
লঘুর ভর্ৎসনা আর সহন না যায়॥
দেবতা মনুষ্য বাদ প্রাণে কত সয়।
কোন মতে করিব চান্দর বংশক্ষয়॥
মনে মনে চিন্তে পদ্মা হৈল বিমরিষ।
ভাবিতে চিন্তিতে গেল দিন দশ বিশ।
যে থাকে দৈবের গতি সে কথা না লড়ে।
চান্দর বংশনাশ হেতু হেন দৈব পড়ে॥
ছোট জন নহে চান্দ রাজভোগে ভোলা।
লক্ষ লক্ষ লোক যার আছে পাঠশালা॥
নানা দেশে পাঠ সব নানা দেশে ঘর।
সোমাই পণ্ডিত পাঠ পড়ায় নিরন্তর॥
কেহ কাব্যশাস্ত্র পড়ে কেহ ব্যাকরণ।
সব হইতে যোগ্য চান্দর পুত্র ছয় জন॥
মহাদেবের বরে বাড়ে চান্দর কুমার।
রূপ গুণ বয়সেতে সম সবাকার॥
চান্দর মহাজ্ঞান হরিয়া পদ্মাবতী।
হরিষে মন্ত্রণা করে নেতার সংহতি॥
এখনে বধিব চান্দর ছয় কুমার।
তবে সে হয় চান্দর বাদের উদ্ধার॥
মোরে বুদ্ধি বল নেতা কি হবে এখন।
কেমনে বধিব চান্দর ছয় নন্দন॥
নেতা বলে পদ্মাবতী শুনহ বচন।
এক কথা কহি আমি তাহে দেও মন॥
প্রকারে বধিতে বিলম্ব বড় হয়।
বিষ-অন্নে ছয় জনে করহ সংশয়॥
গোবিন্দ মাধব রাম শিব বিদ্যাধর।
হরি সাধু আদি করি ছয় কুমার॥
একদিন ছয় ভাই পড়ে পাঠশালা।
পড়িতে পড়িতে হৈল দুইপ্রহর বেলা॥
ক্ষুধায় বিকল সোমাই অধিক বাড়ে আশা।
শিষ্যে শিষ্যে পরিহাসে হইল জিজ্ঞাসা॥
এখন হইল সময় ভুঞ্জিবার তরে।
কোন জনে কেমনে ভুঞ্জিবা গেলে ঘরে॥
কেহ বলে ঘরে গেলে খাব নানা রস॥
কেহ বলে ভুঞ্জিব ব্যঞ্জন আট দশ॥
কেহ বলে খাইব যে আর শেষ বেলা।
কেহ বলে খিদার টানে খাব চিড়া কলা॥
কেহ বলে দুঃখে আমি পরের ঠাঁই খুঁজি।
কেহ বলে প্রবাসী আমি এক সন্ধ্যা ভুঞ্জি॥
গোবর্দ্ধন নামে শিষ্য অভয়া তার মাতা।
হাসিতে হাসিতে কহে আপনার কথা॥
আমি অতি দরিদ্র মোর জীবনে ধিক্।
ঘরে ভাত নাহি মোর মায় মাগে ভিক॥

দৈবের প্রতাপে সে মাগিলে ভিক্ষা পায়।
আমি খাইলে যাহা থাকে মায় তাহা খায়॥
আমার বিলম্ব দেখি মায়ের দুঃখ লাগে।
বিকালে রান্ধিয়া ভাত থুয়ে থাকে পাকে॥
যত্ন করি রাখে ভাত পাকে দিয়া জল।
পরদিন খাই ভাত অত্যন্ত শীতল॥
খাইয়া ক্ষুধার কালে বড় প্রীতি পাই।
ঘরে গিয়া সেই অন্ন নিত্য নিত্য খাই॥
গোবর্দ্ধন বলে অবধান কর মহাশয়।
কল্য না খাইলাম ভাত বৈকাল সময়॥
শীত ভীত হইলাম মুই বস্ত্র নাহি গায়।
আপনে মৃত্যু আমি কম্পিত বড় তায়॥
কল্য না খাইয়াছি ভাত এই সব কথা।
আমারে দেখিয়া দুঃখিত বড় মাতা॥
বাসি ভাত ব্যঞ্জন আছিল হেন রীতে।
স্নান ভোজন করি চলহ পড়িতে॥
মায়ের বচন আমি না করি খণ্ডন।
স্নান করিয়া আমি করিলাম ভোজন॥
বাসি ভাত ব্যঞ্জন জিহ্বায় রস বাসে।
মূলায় সরিসা অম্বল ভাল স্বাদ আসে॥
উত্তম তণ্ডুলের অন্ন গন্ধেতে অধিক।
অমৃতের তুল্য রস পাইলাম খানিক॥
এই সব কথা শিষ্য কহিল ত্বরিতে।
ছয় ভাইর সাধ গেল বাসি অন্ন খাইতে॥
সোমাই পণ্ডিতের ঠাঁই বলে ছয় ভাই।
মায়ের নিকটে আমরা যাইবারে চাই॥
এতেক শুনিয়া তবে সোমাই ব্রাহ্মণ।
হরষিতে বিদায় করে সাধুর নন্দন॥
বিদায় হইয়া চলে ভাই ছয় জন।
মায়ের নিকটে গিয়া উত্তরে তখন॥
তৃতীয় প্রহর বেলা সূর্য্য লাগে পাছে।
একবারে ছয় ভাই গেল মার কাছে॥
পুত্র সবে দেখি মায়ের কৌতুক বিস্তর।
মায়েরে হাসিয়া বলে ছয় সহোদর॥
প্রভাতে অষ্টমী তিথি কাল পাঠ নাই।
কল্য প্রভাতে যেন পান্তা ভাত পাই॥
পুত্রগণের বাক্যে রাণীর কৌতুক বিস্তর।
পান্তা ভাত চাহে খেতে ছয় সহোদর॥
খল খল হাসে রাণী আনন্দিত হইয়া।
একে একে ছয় বধূ আনে ডাক দিয়া॥
সোনেকা বলে শুনহ বধূগণ।
পুত্র সবে করিবে কল্য বাসি ভোজন॥
সোনেকার কথা শুনি বধূ ছয় জন।
রন্ধনের শয্যা করি দিল ততক্ষণ॥
স্নান করিল গিয়া বণিক সুন্দরী।
রন্ধন করিতে যায় অতি তাড়াতাড়ি॥
রাজ্যের ঠাকুর চান্দ দ্রব্যে দুঃখ নাই।
নানাবিধ দ্রব্য আনি থুইল ঠাঁই ঠাঁই॥
পাতল সুন্দরের কাষ্ঠ শুকনা তেঁতুলী।
পিতলের হাঁড়ি দিয়া হেটে অগ্নি জ্বালি॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ করে মাগে বর দান।
মুই যেন রন্ধন করি অমৃত সমান॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি চাপাইল রন্ধন॥
ডান দিকে ভাত চড়ায় বামেতে ব্যঞ্জন॥
অনেক দিন পরে রান্ধে মনের হরিষ।
ঝোল ব্যঞ্জন রান্ধিল নিরামিষ॥
প্রথমে পূজিল অগ্নি দিয়া ঘৃত ধূপ।
নারিকেল কোরা দিয়া রান্ধে মুসুরীর সূপ
পাটায় ছেঁচিয়া নেয় পোলতার পাতা।
বেগুন দিয়া রান্ধে ধনিয়া পোলতা॥
জ্বরপিত্ত আদি নাশ করার কারণ।
কাঁচা কলা দিয়া রান্ধে সুগন্ধ পাঁচন॥
জমানী পড়িয়া ঘৃতে করিল ঘন পাক।
সাজ ঘৃত দিয়া রান্ধে গিমা তিতা শাক॥

কোমল বাথুয়া শাক করিয়া কেচা কেচা।
লাড়িয়া চাড়িয়া রান্ধে দিয়া আদা ছেঁচা ॥
নারিকেল দিয়া রান্ধে কুমারের শাক।
ঝাঁজ কটু তৈল রান্ধে কুমারের চাক ॥
বেতাগ বেগুন কাটি থুইল বাটী বাটী।
ঝিঙ্গা পোলাকড়ি ভাজে আর কাঁঠাল আঁঠি ॥
রান্ধিছে রান্ধনী না দেয় গা মোড়া।
ঝাঁজ কটু তৈল দিয়া রান্ধে বেগুন পোড়া ॥
বাটী বাটী ভরিয়া ব্যঞ্জন থুইল ঠাঁই ঠাঁই।
কলার থোর রান্ধিতে বাটিয়া দিল রাই ॥
অত্যন্ত ধবল যেন সাজ দুগ্ধের দৈ।
সরিষা বাটা দিয়া রান্ধে পানীকচুর বৈ ॥
রন্ধন করিতে লাগে বড় পরিপাটী।
মরিচের ঝাল দিয়া রান্ধে বটবটী ॥
মুগের ঝোল রান্ধে আর মাস কলাইর বড়ি।
দুগ্ধ লাউ রান্ধে আর নারিকেল কুমারি ॥
সুক্তা পাতা দিয়া রান্ধে কলাইর ডাইল।
পাকা কলা লেবু রসে রান্ধিল অম্বল ॥
রান্ধি নিরামিষ ব্যঞ্জন হৈল হরষিত।
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধে হৈয়া সচকিত ॥
মৎস্য মাংস কাটিয়া থুইল ভাগ ভাগ।
রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে কলতার আগ ॥
মাগুর মৎস্য দিয়া রান্ধে গিমা গাছ গাছ।
ঝাঁজ কটু তৈলে রান্ধে খরসুল মাছ ॥
ভিতরে মরিচ গুঁড়া বাহিরে জড়ায় সুতা।
তৈল পাক করি রান্ধে চিঙ্গড়ীর মাথা ॥
ভাজিল রোহিত আর চিতলের কোল।
কৈ মৎস্য দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল ॥
ডুম ডুম করিয়া ছেঁচিয়া দিল চৈ।
ছাল খসাইয়া রান্ধে বাইন মৎস্যের খৈ ॥
রন্ধনের কাজ থাকুক ভোজনের কথা।
বারমাসি বেগুনেতে শোল মৎস্যের মাথা ॥

দুই তিন আনাজ করিয়া ভাগ ভাগ।
থোর দিয়া ইচার মুণ্ড মূলা দিয়া শাক ॥
জিরামরিচ রান্ধনী বাটিয়া করে মিল।
মসল্লা বাটিতে হাতে তুলে নিল শিল ॥
মাংসেতে দিবার জন্য ভাজে নারিকেল।
ছাল খসাইয়া রান্ধে বুড়া খাসির তেল ॥
ছাগ মাংস কলার মূলে অতি অনুপম।
ডুম ডুম করি রান্ধে গাড়রের চাম ॥
একে একে যত ব্যঞ্জন রান্ধিল সকল।
শৌল মৎস্য দিয়া রান্ধে আমের অম্বল ॥
মিষ্টান্ন অনেক রান্ধে নানাবিধ রস।
দুই তিন প্রকারের পিষ্টক পায়স ॥
দুগ্ধে পিঠা ভাল মত রান্ধে ততক্ষণ।
রন্ধন করিয়া হইল হরষিত মন ॥
বেলা অবসান হইল উদিত শশধর।
ঢাকা দিয়া অন্ন ব্যঞ্জন এড়িল সত্বর ॥
ভোজন করিতে আসিল চান্দ সদাগর।
আপনে বসিল মধ্যে রাজা চন্দ্রধর ॥
সম্মুখে সুবর্ণ থাল বসিল দিব্য পাটে।
সোনেকা বসিল গিয়া চান্দের নিকটে ॥
সারি দিয়া বসিল ছয় সহোদর।
যেন তারাগণে বেড়িল শশধর ॥
ছয় পুত্র লইয়া চান্দ করয়ে ভোজন।
একে একে খাইল অন্ন যতেক ব্যঞ্জন ॥
পরিপূর্ণ ভোজন করিয়া সর্ব্বজন।
পিতলের ডাবরে করিল আচমন ॥
রজত-পাদুকায় চান্দ দিলেন চরণ।
বিনোদ-মন্দিরে গিয়া করিলেন শয়ন ॥
হাস পরিহাস করে সবে হরষিতে।
যতনে ভাত ব্যঞ্জন থুইল হাঁড়িতে ॥
আপন বাসরে গেল ভাই ছয় জন।
যার যেই নিজ স্থানে করিল গমন ॥

নিদ্রা যায় ভাই সব হ'য়ে আনন্দিত।
তোলপাড় করে হেথা মনসার চিত্ত॥
সাত দণ্ড অন্ধকার রজনী যে ঘোর।
মনে মনে চিন্তে পদ্মা এই বেলা মোর॥
নগরের পূজা ভাণ্ডে মোরে গালি দেয়।
লক্ষ লক্ষ নাগ মোর মারি করিল ক্ষয়॥
তার ডরে মোর নাগ উত্তরে না যায়।
অপমান করে নিত্য কত সহে গায়॥
তোমা সবা বিদ্যমানে মোর নাগ মারে।
তোমাদের বিষজ্বাল কে সহিতে পারে॥
তোমা সবা হেন পুত্র সর্ব্ব গুণশালী।
শরীরে না সহে আর মনুষ্যের গালি॥
হাতে ধরি বলি পুত্র না করিও আন।
বধিয়া চান্দর পুত্র ঘুচাও অপমান॥
চান্দর ছয় পুত্র বাড়ে মহাদেবের বরে।
হেন বুদ্ধি কর যেন এককালে মরে॥
চান্দর পুত্রগণে হইয়াছে অভিলাষী।
কল্য খাইতে অন্ন থুইয়াছে বাসি॥
নিদ্রায় পড়িয়া সব কেহ নহে জাগে।
মায়ারূপে চান্দর ঘরে যাও অষ্টনাগে॥
সাত পাঁচ করি দুঃখ না ভাবিও চিতে।
ভাতের মধ্যে বিষ দিয়া আসিও ত্বরিতে॥
পান্তা ভাত খাইতে সব পুত্রের অভিলাষ।
না জানিয়া খাইলে ভাত প্রাণ হবে নাশ॥
এতেক বলিয়া পদ্মা মনে কুতূহল।
পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া বলে চল চল॥
উঠ উঠ বলি দেবী হাত ধরি টানে।
লাফ দিয়া আকাশে উঠিল নাগগণে॥
বায়ুবেগে চলে নাগ ঘন বহে শ্বাস।
কামরূপে প্রবেশিল চান্দর আবাস॥
ঘুরে ঘরে ভ্রমে নাগ ভয় চমকিত।
বড় ঘরের মাঝেতে গেল আচম্বিত॥
চারিভিতে চাহে নাগ বাহে হাঁড়ি গুড়ি।
রন্ধন ঘরেতে দেখে পূর্ণ ভাত হাঁড়ি॥
সন্ধান পাইয়া নাগ করিলেক তাড়া।
নিঃশব্দে ঘুচাইল হাঁড়ির মুখের সরা॥
আড় আঁখি হাসে নাগ মনেতে হরিষ।
দশন উপাড়ি ঢালে কালকূট বিষ॥
সাধিতে মায়ের কার্য্য আকাশ পায় হাতে।
লাড়িয়া চাড়িয়া বিষ মিশাইল ভাতে॥
কাণাকাণি করিয়া চিন্তিত মহানাগে।
সত্বর গমনে গেল মনসার আগে॥
পদ্মার নিকটে গিয়া কহে সব কথা।
শুনিয়া কৌতুক বড় হাসেন নাগমাতা॥
রজনী প্রভাত হইল অরুণ উদয়।
শয্যা ত্যজিয়া বাহির হইল সাধুর তনয়॥
করিলেক প্রাতঃক্রিয়া আর শিবের ধ্যান।
সভা করি বসিলেক ভাই ছয় জন॥
হেন মনে নানা বেশে আছে ছয় ভাই।
ছয় পুত্রবধূ গেল শাশুড়ীর ঠাঁই॥
এককালে ছয় বধূ কহে স্বপন কথা।
কান্দিতে কান্দিতে কহে মনে পাইয়া ব্যথা॥
বধূগণে বলে মাতা শুনহ বচন।
রাত্রিশেষে মোরা আজি দেখিলাম স্বপন॥
কালবর্ণ পুরুষ এক হাতে দীর্ঘ কুড়ি।
ভামার শলা হেন চুল দেখি গোঁফ দাড়ি॥
পরিধানে বস্ত্র নাই বিপরীত অঙ্গ।
বিপরীত বেশ তার হাতে লোহার শাঙ্গ॥
সর্ব্বগায় লোমাবলী অতি স্থূলকায়।
ছয় ভাইরে বান্ধিয়া দক্ষিণে লইয়া যায়॥
তাহা সবার প্রহার দেখিয়া কান্দি আমি।
মাথার সিন্দুর খসিয়া পড়ে ভূমি॥
খসিয়া পড়িল হাতের সুবর্ণের চুড়ি।
দুই বাউ শঙ্খ মোর ভাঙ্গিয়া হৈল গুঁড়ি॥

বিধবা ব্রাহ্মণী এক বিকৃত নখ দন্তে।
ধরিয়া বাহির মোরে করে ঘর হইতে॥
আচম্বিতে হেন স্বপন দেখিলাম বিকট।
মনে বড় ভয় বাসি বড়ই শঙ্কট॥
এক নহে দুই নহে বধূ ছয়জনে।
এককালে হেন স্বপন কহিল বেহানে॥
স্বপ্ন শুনি সোনেকার স্থির নহে মন।
বধূগণের তরে তবে কহিল বচন॥
সোনেকা বলে বধূসব স্থির কর মন।
তোমা সবার শত্রু দিয়া ফলিবে স্বপন॥
দেখিলে আপন দিয়া ফলে স্বপ্ন পরে।
অন্য ঠাঁই না কহিও চল যাই ঘরে॥
সোনেকা বলে বধূসব ঝাটে ঘরে যাও।
সকালে রান্ধিয়া গিয়া মৎস্য ভাত খাও॥
স্নান করি মহাদেবে পূজ ছয় যালে।
বধূ সব ঘরে গেল সোনেকার বোলে॥
স্বপ্ন শুনি সোনেকার মনেতে বিষাদ।
বুঝিতে না পারি বিধি কি করে প্রমাদ॥
নাগের বিবাদী পুত্র কত হবে ভাল।
ঘরের বাহির না করিব চিরকাল॥
ভাবিতে চিন্তিতে সোনাইর স্থির নহে মন
দশ দণ্ড বেলা হইল প্রখর তপন॥
পান্তা ভাত রাখিয়াছে চিত্তে সুখ নাই।
আথেব্যথে খাইবারে যায় ছয় ভাই॥
এতেক দেখিয়া সোনাই চিন্তে মনে মন।
সুবর্ণের থালে ভাত দিল তখন॥
ভাত দেখিয়া ছয় ভাই হরষিত মন।
পরম কৌতুকে ভাত করিল ভোজন॥
নিদাঘের পান্তা ভাত বড় প্রিয় বাসি।
গণ্ডূষ করিয়া সবে করে পঞ্চগ্রাসি॥
পদ্মার মায়াতে যেন মধুর লাগে স্বাদ।
স্বাদ পাইয়া ভাত খায় না জানে প্রমাদ॥

ভাতের দোষ কিছু নাই ভাবিলেক চিত্তে।
স্বাদ পেয়ে তাহা সবে খায় আথেব্যথে॥
নানা রস ভুঞ্জিতে যে ভোজনের আশ।
পেট ভরি ছয় ভাই খাইল নির্য্যাশ॥
কালকূট বিষের ঝাল কে সহিতে পারে।
থাকুক মানুষ তাহা দেবে খেলে মরে॥
যে বিষে ঢলিলেন দেব মহেশ্বর।
সেই বিষ খেয়ে মরে ছয় সহোদর॥
আয়ু শেষ হইলেক ধরিলেক যমে।
ভাতের সঙ্গে খাইল বিষ সঞ্চারিল লোমে॥
মহাকালকূট বিষ বায়ু আগে ধায়।
রক্তে মিশিয়া বিষ ছাইল সর্ব্ব গায়॥
ওষ্ঠ তালু ছাইলেক সকল শরীর।
টলমল করে আঁখি প্রাণ নহে স্থির॥
তূলারাশি মধ্যে যেন পড়ে অগ্নিকণা।
সর্ব্বাঙ্গ ছাইল বিষে পড়ে ছয় জনা॥
কেহ বলে আমার বড় জ্বলে গাও।
কেহ বলে নিদ্রা আসে মুখে নাহি রাও॥
কেহ বলে কি খাইলাম কিছু ভাল নইল।
কেহ বলে বিষ-ভাতে পদ্মা প্রাণ লইল॥
কেহ বলে নিদ্রা আসে মুখে নাহি বাণী।
ক্ষেপিল কালকূট বিষ হারাইলাম পরাণী॥
মুখ বাহি পড়ে লাল নাহি সরে রাও।
শরীর হইল কাল নাহি বহে বাও॥
কালনিদ্রা আসে যেন আঁখির জল ঝরে।
বিষে আচ্ছাদিল প্রাণ ধড়ফড় করে॥
শরীরে সামর্থ্য নাহি আপন পাসরে॥
আথালি পাথালি সবে স্থানে স্থানে পড়ে॥
গোপাল মাধব কামরূপ বিদ্যাধর।
মহিধর আদি করি ছয় সহোদর॥
কাল বিষে ঢলি পড়ে ছয় সহোদর।
নাগরথে চড়ি দেখে দেবী বিষহর॥

ছয় পুত্র পড়ে সোনা দূর হইতে দেখে।
পুত্র পুত্র বলি সোনা উচ্চৈঃস্বরে ডাকে ॥
কলা গাছ ভাঙ্গি যেন পড়ে ঠাঁই ঠাঁই।
পুত্র পুত্র বলি সোনা কান্দে পরিত্রাহি ॥
ছয় পুত্র মৈল সোনার মনে বড় দুঃখ।
পুত্র কোলে করি কান্দে হাতে হানে বুক ॥
হিয়া হানি চুল ছিঁড়ি লোটে ভূমিতল ॥
হা হা পুত্র বলি রাণী হইল বিকল ॥
পুত্র শোকে কান্দে সোনা অতি দীর্ঘ রায়।
বিজয় গুপ্ত স্তুতি করে মনসার পায় ॥
দারুণ শোকে কান্দে সোনা দুঃখ লাগে বৈরী।
এই কালে বল ভাই করুণ লাচারী ॥

(ভাটিয়াল রাগ)

ভূমিতলে গড়ি দিয়া, দুই হাত প্রসারিয়া,
সোনেকাসুন্দরী বিলাপ যে করে।
ছিঁড়িল গলার হার, আর যত অলঙ্কার,
ধরিয়া রাখিতে কেহ নারে ॥
কান্দিছে সোনেকা রাণী, শিরে করাঘাত হানি,
ফেলাইল অঙ্গের ভূষণ।
কারে বিধি হেন করে, একদিনে ছয় পুত্র মরে,
নিশ্চয় যে ত্যজিব জীবন ॥
পাইলাম ছয় পুত, না রহিল এক সুত,
সেবা করি মনসার পায়।
স্বামী যে দোষ করিল, তেন ছয় পুত্র ম'ল,
দারুণ বিষেতে সব যায় ॥
যেন পূর্ণ শশধর, ছয় পুত্র গুণাকর,
তার লাগি প্রাণে লাগে তাপ।
কিবা বিষ খাইয়া মরি, কাটারিতে ভর করি,
নহে আমি জলে দিব ঝাঁপ ॥
করি ধ্যান মহাজপ, কত করি স্তব জপ,
কত দুঃখে পাইলাম নিধি।
না করি ডাকাতি চুরি, সেবিয়া সে বিষহরি,
কোন দোষে করিল হেন বিধি ॥
এক নয় দুই নয়, রাঁড়ি হইল বধূ ছয়,
রূপে বেশে পরমাসুন্দরী।
বিধাতা হইল বৈরী, কেমনে পরাণ ধরি,
ছয় বধূ ঘরে রবে রাড়ী ॥
অতি পাপী সদাগর, পদ্মা সহ আত্মান্তর,
এত হইল তাঁহার লাগিয়া।
ঘরেতে আগুন দিয়া, যাইব সব পুড়িয়া,
যোগী হৈয়া খাইব মাগিয়া ॥
রাজ্যের যে অধিকারী, তার প্রাণপ্রিয়নারী
ধনে জনে কিছু নহে উনা।
বিধাতা টানিয়া লয়, হারাইলাম পুত্র ছয়,
সংসারের ফুরাল বাসনা ॥
আমি ত গরল খাব, অগ্নি মাঝে প্রবেশিব,
জীবনেতে নাহি মোর সাধ।
মরিল যে পুত্র ছয়, না জানি আর কিবা হয়,
দেবতা মনুষ্য হইল বাদ ॥
হারাইলাম ছয় পুত্র, কান্দি অন্ধ হইল নেত্র,
শোকে সোনা কান্দে উচ্চরায়।
যত সব বন্ধু লোকে, বেড়িয়া কান্দিছে শোকে,
বৈদ্য বিজয় গুপ্ত গীত গায় ॥

চম্পক নগরে রাজা নাম চন্দ্রধর।
পদ্মার বিবাদে সে হারাইল সকল ॥
পুত্রহীন লোকের নাহিক পরলোক।
প্রভাত সময়ে কেহ না দেখিবে মুখ ॥
চান্দের বংশে না রহিবে বীজের বেগুন।
চান্দর পিণ্ডদান করিবে কোন জন ॥
এতকালে এত সুখ ঘুচাইল গোসাঞি।
পরকালে জলাঞ্জলি দিবে হেন জন নাই ॥
কহে বিজয়গুপ্ত সোনাই না কর বিষাদ।
আরো কত কত আছে নাগের বিবাদ ॥
ছয় বধূ কান্দে হ'য়ে ধূলায় ধূসর।
রাজ্য বেড়িয়া উঠে ক্রন্দনের স্বর ॥

বার্ত্তা পেয়ে সাধু আইল স্থির নহে চিত।
পুত্র পুত্র বলি সাধু পড়িল ভূমিত॥
বাহিরে থাকিয়া বার্ত্তা পাইল নৃপবরে।
প্রাণের দুর্লভ পুত্র নিল কোন্ চোরে॥
পুত্র পুত্র বলি চান্দ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
আথেব্যথে ধাইয়া গিয়া পুত্র কোলে করে
উলটী পালটী চাহে কান্দে সাধুর নন্দন।
ছয় পুত্র পড়িয়াছে নাহিক চেতন॥
চান্দ বলে মালাকার কর অবধান।
কলার ভেরুয়া শীঘ্র করহ নির্ম্মাণ॥
ছয় পুত্র ভাসাইয়া দিব গঙ্গারীত।
এতেক বলিয়া চান্দ কান্দে বিপরীত॥
চান্দর বচন মালী না করিল আন।
কলার ভেরুয়া খান করিল নির্ম্মাণ॥
নেতের চান্দোয়া দিল নেতের মশারি।
গঙ্গারীত ভাসাইয়া দিল শীঘ্র করি॥
তবে মনসা দেবী ভাবে মনে মন।
ভুড়ের নিকটে দেবী আসিলা তখন॥
এসব দেখিয়া পদ্মা ভাবে মনে মন।
মন্ত্র বলে জীয়াইল কুমার ছয়জন॥
এতেক দেখিয়া পদ্মার কৌতুক বিস্তর।
গঙ্গার পুরী লইয়া চলিল ছয় কুমার॥
যত্ন করিয়া রাখিবা তোমার ঠাঁই।
যখনে চাহিব আমি তখন যেন পাই॥
প্রণাম করিয়া চলে দেবী বিষহরী।
বিনয় করিয়া চলে আপনার পুরী॥
বিজয় গুপ্ত রচে পুঁথি মনসার বর।
ছয় কুমার বধ পালা এইখানে সোসর॥

ঝালুর বাড়ীর পূজা।

চান্দরে দেখিয়া সোনা না চাহে তার ভিত।
পুত্রশোকে কান্দে সোনা পড়িয়া ভূমিত॥
আহা রে দারুণ প্রভু করিলা প্রমাদ।
কোন্ কাজে দেবের সনে বাড়াও বিবাদ॥
আপন দোষেতে বিবাদ হইল দ্বিগুণ।
মশার দোষেতে দিলা মশারিতে আগুণ॥
এতেক সোনেকা যদি কহিল নিঠুর।
বাহিরে রহিল সাধু না যায় অন্তঃপুর॥
পুত্রশোকে কান্দে সোনা হইয়া কাতর।
হা পুত্র হা পুত্র বলি ধূলায় ধূসর॥
উপবাসে অনাহারে সোনেকা আছয়।
ছয় বধূ অহোরাত্র কান্দিয়া কাটায়॥
ইষ্ট মিত্র বন্ধু বান্ধব কান্দে সর্ব্বজন।
বাড়ী সমেত হাহাকার শুনি সর্ব্বক্ষণ॥
বুদ্ধি বল ওগো নেতা রজকের ঝী।
মর্ত্ত্যলোকে না হইল পূজা মোর হৈল কি॥
নেতা বলে শুন বাক্য মনসা কুমারী।
মর্ত্ত্যলোকে পূজা লইতে যুক্তি দিতে পারি॥
চম্পক নগরে যাও কামরূপা হইয়া।
ঝালু মালু দুই ভাইরে স্বপন দেখাও গিয়া।
এতেক শুনিয়া পদ্মা না করিল আন।
চম্পক নগরে পদ্মা করিল পয়াণ॥
বিধাতা সহায় হইলে হয় শুভদিন।
দুঃখ ঘোচে ঝালুয়ার হেন দেখি চিন॥
প্রবেশ ঝালুর ঘরে করিল তখন।
শিয়রে বসিয়া দেবী দেখায় স্বপন॥
গা তোল আরে ঝালু কত নিদ্রা যাও।
শিয়রে মনসা তোমার চক্ষু মেলি চাও॥
মনে ভয় না বাসিও দেখিয়া নাগজাতি।
মহাদেবের কন্যা আমি নাম পদ্মাবতী॥

গা তোল ঝালুয়া বে উঠ শীঘ্রগতি।
তোরে বর দিতে আইল দেবী পদ্মাবতী ॥
জালিয়া হইয়া তোরা নাহি বাহ জাল।
তেকারণে এত দুঃখ পাও চিরকাল ॥
জাল বাহিতে যাও কালীদয় সাগর।
সর্ব্ব দুঃখ ঘুচিবে আমি দিলাম বর ॥
স্বপ্ন দেখিয়া দুই ভাই হরষিত মন।
মায়ের ঠাঁই গিয়া কহে স্বপ্ন বিবরণ ॥
মাথায় হাত দিয়া সাধু কান্দে দীর্ঘরায়।
ছয় বধু কান্দে ধরি স্বামীর পায় ॥
বার্ত্তা পাইয়া সোমাই আসিল উভালড়ে।
বিকল হইয়া কান্দে চক্ষে জল পড়ে ॥
ইষ্ট মিত্র বন্ধুবর্গ কান্দে সর্ব্বজনা।
শত শত দাস কান্দে শোকে কান্দে ধনা।
কান্দিতে কান্দিতে লোক হইলেক ভোলা।
গগনে হইল তখন দুই প্রহর বেলা ॥
চান্দর দর্প ছিল কেবল মহাজ্ঞান।
কপটে মনসা দেবী হরিল সেই ধন ॥
যেবা কিছু জানে তাহা কহিল কর্ণমূলে।
মনুষ্য না পাইয়া যেন ছটা মারে ভুলে ॥
চান্দ বাণিয়া কান্দে দুঃখ লাগে বৈরী।
সংবাদ পড়িল গাইন বলরে লাচারী ॥

(ভাটিয়াল রাগ)

মোরে শোক দিল লঘুজাতি কাণী।
চান্দ কান্দে চক্ষুর পড়ে পানী ॥
মুই অভাগীয়া ছার দোষে।
নটী বেশে আসিলেক পাশে ॥
তখনে জানিতাম যদি তুই কাণী।
মাথা ভাঙ্গিতাম তত্ত্ব জানি ॥
পুত্র মোর মার বিষ দিয়া।
কাণী দেশে দেশে বেড়াও পলাইয়া ॥
যে দিন পাইব নির্ব্বন্ধের ভাগে।
যেন হরিণে লড়াইয়া ধরে বাঘে ॥
তোরে দেবকন্যা বলে কোন্ ছারে।
কাঁকুলী তোর ভাঙ্গিতাম একেবারে ॥
ধামনা ভাতারী তোর হিতাহিত নাই।
আমি তোর দেবকুলে ভাঙ্গিব বড়াই ॥
বলে দ্বিজ কমল নয়ন।
তোমার মুখের দোষে এ সব লক্ষণ ॥
এতেক বলিয়া দুঃখিত সদাগর।
সোনেকার তরে চান্দ বলিল উত্তর ॥
কোন্ ছার দেব হয় লঘুজাতি কাণী ॥
ঘরে লুকাইয়া তারে দেও ফুলপানী ॥
তাহারে পূজিয়া কিবা পাইয়াছ বর।
বংশ মাত্র না রহিল পৃথিবী ভিতর ॥
সে ছার কাণীরে দেব বল কোন্ মুখে।
ছোট বড় লোকজনে পূজে তারে সুখে ॥
আর যদি শুনি আমি পূজহ কাণীরে।
তবে না থুইব প্রাণ তোমার শরীরে।
সোনেকা বলিল তুমি আপনা না বুঝ।
মনুষ্য হইয়া তুমি দেবের সঙ্গে যুঝ ॥
তুমি হেন স্বামী যাহার সে বাঁচে কেনে।
গৃহবাসে কাজ নাই চলিলাম কাননে ॥
কাননে চলিল তবে সোনেকা সুন্দরী।
ইহা দেখি ভয় পাইল চান্দ অধিকারী ॥
সোমাই পণ্ডিত বলে কার্য্যে দেও তাড়া
শতেক কান্দনে ফিরি না আসিবে মড়া ॥
ক্রন্দন সম্বর সাধু কেন কর শোক।
মন দিয়া কুমার সবের চিন্ত পরলোক ॥
প্রাচীন লোকের মুখে হেন কথা শুনি।
মরিলে নাগের ঘায় না পোড়ে আগুনি ॥

স্রোতে ভাসাইয়া দেও যথা তথা যায়।
দৈবগতি গাড়ুরীয়া যদি লাগ পায়॥
এতেক শুনিয়া চান্দ ভাবে মনে মন।
সংবাদ দিয়া মালাকার আনিল তখন॥
চান্দর বোলে মালী আইল আথেব্যথে।
প্রণাম করিয়া মালী দাঁড়াইল সাক্ষাতে॥
বড়ি বলে আরে পুত্র শুভদিন হইল।
এতদিনে আমাদের দুঃখ ঘুচিল॥
এই মতে তিন জন রহিল জাগিয়া।
জাল সমেত নৌকা ঘাটে আসিল ভাসিয়া।

ঝালু বলে মালু ভাই, জাল বাহিবারে যাই,
চল যাই কালীদয় সাগর।
কালীদয়ে গভীর জল, নৌকা করে টলমল,
জালে মৎস্য না বাজিবে আজু॥
জননীর বচন সার, আসিলাম জাল বাহিবার,
কেন আসিলাম কালীদয় সাগর।
মালু বলে ঝালু দাদা, আসিতে না পড়িল বাধা,
জাল লইযা ভাবে দুই ভাই॥
এক খেও উঠা উঠি, না বাজিল মৎস্য একগুটি,
কেন আইলাম জাল বহিবার॥
আর খেও উঠা উঠ, বাজিল সুবর্ণ ঘট,
বিস্মিত হইল দুইজন।
পদ্মাবতী পরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে
ঘট পাইয়া ভাবে দুইজন॥

জলেতে পাইয়া ঘট ঝালু চিন্তিত।
কোন দেবের ঘট জালে পাই আচম্বিত
দুই ভায়ে ঘট পেয়ে আনন্দিত হয়।
খুদ কুড়া খোবে বলি জলে না ফেলায়
ঝালুমালু দুই ভাই কথা শুন মোর।
এই ঘট লৈয়া তুমি চলহ সত্বর॥
তেলা করিয়া মোরে ফেলাইয়া দিলে।
এখানে মারিব রক্ত উঠাইয়া গলে॥

এতেক শুনিয়া তাহার মনে আইল ভয়।
বুড়া মায়ের তরে গিয়া সব কথা কয়॥
লড় দিয়া বুড়ী তখন আসিল ধাইয়া।
সপটে প্রণাম করে ঘট দেখিয়া॥
বুড়ী বলে আরে পুত্র শুভদিন হইল।
এতদিনে তোমা সবার দুঃখ ঘুচিল॥
এত দিন পরে দুঃখ ঘুচিল তোমার।
সামগ্রী পাইবা কোথা এ ঘট পূজিবার॥
ধূপ দীপ ফুল চন্দন যতনেতে আন।
মেষ মহিষ ছাগ আন দিতে বলিদান॥
খৈ দৈ আন যাহা দেবের লোভন।
আতপ তণ্ডুল আন দেখিতে শোভন॥
পূজার মণ্ডপ কর পরম সুন্দর।
এই ঘট স্থাপ নিয়া তাহার ভিতর॥
মায়ের বাক্যেতে ঝালু আনন্দিত হইয়া।
যথোচিত পূজার দ্রব্য আনিলেক গিয়া॥

পূজা লও গো পূজা লও। (ধুয়া)

লক্ষ টাকা লইল ঝালু সঙ্গতি করিয়া।
বাজার করিতে চলে হরষিত হইয়া॥
কুমার দোকানে কিনে ঘট আর সরা।
মালীর দোকানে কিনে নব দণ্ড ঝাড়া॥
বাণিয়ার দোকানে কিনে গন্ধ আগর।
বাছিয়া বাছিয়া কিনে তেলেঙ্গা ছাগল॥
মেষ মহিষ কিনে কত লেখা যোখা নাই
বাজার করিয়া চলে ঘরে দুই ভাই॥
সুবর্ণের ঘট স্থাপে পীড়ির উপর।
বাছিয়া বাছিয়া আনে অনেক দ্বিজবর॥
সুবর্ণের ঘটে দিল সিন্দূরের রেখা।
নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া মনসা দিল দেখা॥
ভক্তিপুরঃসর দিল পাতিয়া রচনা।
ধূপ দীপ নৈবেদ্য দিল বিবিধ বাজনা॥

দুগ্ধের দিল পুখরী ক্ষীরের চারি পাড়।
অষ্টনাগ লইয়া পদ্মা করে পাটয়ার ॥
একেবারে লক্ষ ছাগল লইল উৎসগিয়া।
কাটিয়া কাটিয়া দিল রচনা পাতিয়া ॥
রক্তবর্ণ জবা দিয়া দিল পুষ্পাঞ্জলি।
মেষ মহিষ ছাগ আনিয়া দিল বলি ॥
ঘণ্টা ঘাঘর বাজে কাঁস করতাল।
গায়ের মাংস কাটিয়া ভরিয়া দিল থাল ॥
মণ্ডপে থাকিয়া দেবী বলে ডাক দিয়া।
বড় তুষ্ট হইলাম ঝালু তোমার পূজা পাইয়া ॥
পদ্মা বলে ঝালুরে মাগিয়া লও বর।
চান্দর ধনে তোমার ধনে করিব সোসর ॥
ঝালু বলে মা আমি আর নাহি চাই।
জনমে জনমে যেন ঐ পদ পাই ॥
ঝালুরে বর দিলা জয় বিষহরী।
ইহলোকে সুখভোগ পরলোকে তরি ॥
সর্ব্বরাজ্যে এই কথা প্রচার হইল।
জলেতে বাহিতে জাল দিবা ঘট্ট পাইল ॥
সেই ঘট পূজি ঝালুর দুঃখ যে ঘুচিল।
ধূপ ফুল দিয়া সবে ঘটে পূজা দিল ॥
যেই জনে পুষ্প দিল মনসার পায়।
তাহারে দিলেন বর বিষহরী মায় ॥
শুনিলেক চান্দ তবে মনসার প্রতাপ।
ছয় পুত্র মরে চান্দ বড় পাইল তাপ ॥
মনে দুঃখে ভাবে চান্দ পাগল চরিত।
ঝালুর বাড়ীতে চান্দ গেল আচম্বিত ॥
দিব্য ঘট তথা দেখে চান্দ সদাগর।
মনের কোপেতে ঢোকে ঘরের ভিতর ॥
হেতালবাড়ি কান্ধে চান্দ ফিরে ততক্ষণ।
ভয়ে চমকিত হৈল মনসার মন ॥
অন্তরীক্ষ হয়ে ঘট রহিল ততক্ষণে।
মনসারে গালি পাড়ে যত লয় মনে ॥
মনসারে গালি পাড়ে চান্দ অধিকারী।
বুদ্ধি বল মোরে তুমি রজককুমারী ॥
ছয় পুত্র মরিল বেটার তবু বুক ভারি।
মোর নাম শুনি গেল ঝালুয়ার বাড়ী ॥
আর এক কথা আমি কব তার ঠাঁই।
সেই সব কথা বলতে বড় দুঃখ পাই ॥
চান্দর বণিতা সেই সোনেকাসুন্দরী।
রাত্রি দিন ভাবে সেই দেবী বিষহরী ॥
মশার দোষে দিলাম মশারীতে আগুণ।
সোনেকার দুঃখে প্রাণ জ্বলিছে দ্বিগুণ ॥
আজি তারে বর দিব ঝালুয়ার ঘরে।
পুত্র বর দিব আজি সোনেকার তরে ॥
এ কথা শুনিয়া হাসে রজককুমারী।
চিরকাল চান্দ বেণে হয় তব বৈরী ॥
মাসীরূপ হয়ে তারে দাও দরশন।
ঝালুর মণ্ডপে যেতে বলিও বচন ॥
নেতার বচন পদ্মা না করিল আন।
চম্পক নগরে গেল সোনার বিদ্যমান ॥
হাতে লাঠি করি যায় অতি বৃদ্ধা হইয়া।
ধরিল সোনার গলা হরষিত হইয়া ॥
মুই তোর মাসী হই তুই সে বোন্‌ঝী।
দেখা নাই শুনা নাই মোরে চিন্‌বি কি ॥
পরম্পরায় তোমার কথা কাণেতে শুনিলাম।
শুনিয়া দুঃখের কথা দেখা দিতে আইলাম ॥
ছয় পুত্র শোকে তুমি ব্যাকুল হইয়া।
ঘরে বসি আছ তুমি চান্দ না দেখিয়া ॥
কোপে যদি বাণিজ্যেতে যায় সদাগর।
তবে আর দেখা না হবে এ বার বৎসর ॥
মোর এক বোল সোনাই যতনেতে ধর।
বাড়ীর ভিতরে ডাকি আন সদাগর ॥
প্রিয় বচনেতে তুমি তোষ তার মন।
কিবা দোষ তার হইল দৈবের কারণ ॥

যত কিছু কহে বুড়ি সোনাইর মনে লয়।
ভাল যুক্তি মোরে দিয়াছেন মাসিমায়॥
বুড়ি বলে পথে আস্‌তে শুনিলাম কথা।
ঘট পাইয়াছে নাকি ঝালুয়ার মাতা॥
সেই ঘট গিয়া তুমি পূজহ সত্বর।
সেইখানে মনসা তোমারে দিবে বর॥
মাসীর বচনে সোনার আনন্দিত চিত।
ডাক দিয়া আনিলেক সোমাই পণ্ডিত॥
যোড় হস্তে সোনেকা বন্দিল চরণ।
আশীর্ব্বাদ করিলেক সোমাই ব্রাহ্মণ॥
দৈবদোষে মরে পুত্র প্রভুর কিবা দোষ।
অন্তঃপুরে নাহি আসে মোরে করি রোষ॥
আজি মোর প্রাণ পোড়ে প্রভু না দেখিয়া
আমার সংবাদ দ্বিজ প্রভুরে কহ গিয়া॥
এতেক শুনিয়া সোমাই হরষিত হইল।
চান্দর নিকটে বুড়া সত্বরে চলিল॥
সাধুর নিকটে কহে সোনার বচন।
শুনিয়া হরিষ হইল সাধুর নন্দন॥
সাধু বলে কহি শুন সোমাই পণ্ডিত।
আজ নিশাকালে আমি যাইব পুরীত॥
এ নব বচন বুড়া সোনারে কহিল।
শুনিয়া সোনেকা রাণী হরষিত হইল॥
বাটিয়া কুড় পিঠলি যে সোনেকা তখন।
স্নান হেতু সমুদ্রেতে চলিল তখন॥
স্নান করিবারে যায় সোনেকা সুন্দরী।
নানাবিধ পূজার সজ্জা নিল সঙ্গে করি॥
স্নান করি সোনারাণী তখন ভাবিলা।
ঝালুয়ার বাড়ী তবে সোনেকা চলিলা॥
নানা উপহারে পূজা করিলা তখন।
কাকুতি করিয়া পড়ে মনসার চরণ॥

এ ছার পেটের জন্ম পরের বোঝা
মাথায় করি বই। (ধুয়া)

ঘটে অধিষ্ঠান হইল বিষহরি মায়।
সোনারে বিদিত হইল জগৎগৌরী আই।
পদ্মারে দেখিয়া সোনা হইল আনন্দিত।
প্রণাম করিয়া সোনা পড়িল ভূমিত॥
ছয়পুত্র শোকে সোনেকার পোড়ে মন।
পদ্মা বলে সোনা আর না কর ক্রন্দন॥
বর মাগো সোনেকা যে লয় তোমার মন
শোক না করিও সোনাই শুনহ বচন॥
বিষাদ না কর তুমি না হও কাতর।
মনের অভীষ্ট লও আমি দিব বর॥
সোনেকা বলে মোর মারিলা ছয় পুত।
হেন বর দেও মোর জন্মে এক সুত॥
সোনার বচনে দেবীর কৌতুক অন্তর॥
দিব্য পুত্র হবে তব আমি দিব বর॥
সোনেকা মাগে বর হইয়া হরষিত।
এই কালে বল ভাই লাচারীর গীত॥

সপটে যুড়িয়া কর, মাগে সোনা পুত্রবর,
মোরে পুত্রবর দেও বিষহরী। (ধুয়া)।
দিলাম দিলাম পুত্রবর, নাম থুইও লক্ষীন্দর,
হইলে মাত্র আনিব হরিয়া।
শুন ওহে বিষহরি আই, এ বরে মোর কার্য্য নাই,
দেও মোরে এ বর ছাড়িয়া॥
দিলাম দিলাম পুত্রবর, নাম থুইও লক্ষীন্দর,
কর্ণবেধে আনিব হরিয়া।
শুন ওহে বিষহরী আই, এ বরে মোর কার্য্য নাই,
দেও মোরে এ বড় ছাড়িয়া॥
দিলাম দিলাম পুত্রবর, নাম থুইও লক্ষীন্দর,
অন্নপ্রাশনে আনিব হরিয়া।

শুন ওহে বিষহরী আই, এ বরে মোর সাধ নাই,
দেও মোরে এ বর ছাড়িয়া ॥
দিলাম দিলাম পুত্রবর, নাম থুইও লক্ষ্মীন্দর,
বিয়ার রাত্রে আনিব হরিয়া।
নেতা বলে সোনা শুন, বিলম্বে নাহিক গুণ,
হৈলে পুত্র না করাও বিয়া ॥
এতেক ভাবিয়া রাণী, আপন হৃদয়ে গণি,
লইল আঁচল পাতিয়া।
পদ্মাবতী পরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
লইল বর মস্তকে বান্ধিয়া ॥

বর লও ওগো সোনাই লো। (ধুয়া)

বর দিয়া পদ্মাবতীর কৌতুক অন্তর।
দিব্য পুত্র হবে তোমার পরম সুন্দর ॥
পরম সুন্দর হবে গুণের সাগর।
তাহা হৈতে হবে মোর বাদের উদ্ধার ॥
আর এক কথা কহি শুন মোর বাণী।
বিয়ার রাত্রিতে তারে দংশিবে নাগিনী ॥
সোনা বলে মোর এই বরে নাহি সাধ।
পুত্র বর দিয়া শেষে করিবা প্রমাদ ॥
এই বলিয়া পদ্মাবতী হৈল অন্তর্দ্ধান।
হরিষ বিষাদে সোনা করিল প্রয়াণ ॥
বাড়ীতে গিয়া সোনেকা চড়াইল রন্ধন।
বন্ধু বান্ধব লইয়া করিল ভোজন ॥
নিরামিষ আমিষ রান্ধে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
স্নান করিল তবে সাধুর নন্দন ॥
স্নান করি করে সাধু দেবতা অর্চ্চন।
হরিষ হইয়া সাধু করিল ভোজন ॥
হস্ত পাখালিল সাধু ভৃঙ্গারের জলে।
মুখ শুদ্ধ করে সাধু কর্পূর তাম্বুলে ॥
অল্প কিছু সোনেকা যে করিল ভোজন।
বিচিত্র শয্যায় দোহে করিল শয়ন ॥

বিধির নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডান না যায়।
সেই দিন ঋতুমতী হইল সোনেকায় ॥
সোনেকার রূপ বেশ শোভা করে অতি।
মদন রাজারে যেন দেখা দিল রতি ॥
মদনে মোহিত হইয়া চান্দ সদাগর।
হাতে ধরি তুলি নিল খাটের উপর ॥
প্রিয়া তোরে দেখিয়া প্রাণ নহে স্থির।
কামবাণে দহিতেছে, আমার শরীর ॥
চান্দ সোনা কথা কহে কৌতুক হইল বৈরী
সংবাদ পড়িল গাইন বলরে লাচারী ॥

আজুকার আলিঙ্গন, হবে পুত্র সুলক্ষণ,
তোর দেখি নূতন যৌবন।
সোনা বলে সদাগর, বৃদ্ধ বয়স মোর,
লজ্জা নাই ও চন্দ্রবদনে
আচম্বিতে সদাগর, কুচের উপরে কর
ধরিয়া বসাইল বামপাশ।
বিস্তর রতির শ্রমে, সর্ব্বাঙ্গ তিতিল ঘামে
ততক্ষণে খসিল মহারস।
পদ্মাবতী পরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
চান্দ সোনা খাটের উপর ॥

খাটের উপর নিদ্রা যায় দুই জন।
নেতার নিকট পদ্মাবতী কহেন তখন ॥
বুদ্ধি দাও নেতা মোরে কি হবে উপায়
সোনেকার পুত্র আমি পাইব কোথায়।
সোনেকার তরে আমি দিছি পুত্রবর।
কোথায় পাইব আমি চান্দর কোঙার ॥
বর পাইয়া সোনা হইয়াছে হরিষ মন।
কামভাবে রহিয়াছে চান্দর সদন ॥

নেতা বলে পদ্মাবতী শুন মোর কথা।
অবিলম্বে চলি যাও শিব আছেন যেথা॥
অনিরুদ্ধ ঊষা গিয়া আন দুই জন।
এইরূপে পদ্মাবতী ভাবে মনে মন॥
বিজয় গুপ্ত রচে পুঁথি মনসার বর।
ঝালু বাড়ীর পূজা পালা এইখানে সোসর

অনিরুদ্ধ ঊষা হরণ।

শুন শুন আরে লোক হয়ে এক মন।
সরস প্রসঙ্গ গীত যত বিবরণ॥
সেই সব কথা শুন কর্ণপুট ভরি।
যেই রূপ অনিরুদ্ধ হরিল বিষহরী॥
একদিন অনিরুদ্ধ ঊষা দুই জন।
পর্ব্বত শিখরে দোঁহে করিছে ভ্রমণ॥
ছয় পুত্র শোকে সোনা করিছে ক্রন্দন।
তাহা দেখি ঊষা রাণী বিষাদিত মন॥
ঊষা বলে প্রভু শুনহ বচন।
কিরূপে সোনেকার হবে শোক নিবারণ॥
অনিরুদ্ধ বলে প্রিয়া কহি তোমার ঠাঁই।
পুত্র দুঃখ সম দুঃখ ত্রিভুবনে নাই॥
এক নহে দুই নহে পুত্র ছয় জন।
মনসার বাদে তাদের হয়েছে মরণ॥
এই দুঃখ সোনেকার তবে যায় দূরে।
আমার জন্ম হয় যদি সোনেকার উদরে॥
তোমার জন্ম হয় যদি সাহে বাণিয়ার ঘরে
দুই জনের বিবাহের ঘটনা যদি করে॥
দুই জনের হয় যদি বিবাহের ঘটন।
তবে সোনেকার দুঃখ হয় নিবারণ॥
এইরূপে কথাবার্ত্তা কহিলা নিশাভাগে।
এই কথা শুনিল পদ্মার অষ্ট নাগে॥

অনিরুদ্ধ চলি গেল আপনার স্থানে।
নৃত্য করিতে গেলা শিব বিদ্যমানে॥
নৃত্য করে অনিরুদ্ধ আনন্দিত মন।
নৃত্য দেখিতে আসে যত দেবগণ॥
কুবের বরুণ আসিল দেব পুরন্দর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি আসিল সত্বর॥
নৃত্য দেখিতে আসিল যত দেবগণ।
একদৃষ্টে নৃত্য চাহেন দেব ত্রিলোচন॥
যত কথা শুনিল পদ্মার অষ্টনাগে।
সকল কহিল আসি মনসার আগে॥
শুনিয়া বিষহরি আনন্দিত মন।
নেতা বলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে এখন॥
এইক্ষণে চলি যাও শিবের গোচর।
এই সব কথা কহ তাঁহার গোচর॥
নেতার বচন শুনি দেবী বিষহরী।
নাগ-আভরণ দেবী পরে তাড়াতাড়ি॥
পরিধান পট্টবস্ত্র কোমরে তক্ষক।
মহাপদ্মের হার পরে কেয়ুর কুরুবক॥
নাগ-আভরণ পরে নাগের জটাজুট।
নাগের কর্ণফুল পরে নাগের মুকুট॥
পদ্মনাগের হার পরে শঙ্খনাগের শাঁখা।
আড়াইরাজের কাঁচলি পরে সহজে তিন বেঁকা॥
কটীতে কিঙ্কিনী ভাল শোভিয়াছে ধোড়া।
পায়ে নূপুর পরে বিঘতিয়া বোড়া॥
সর্ব্বাঙ্গ বেড়িল পদ্মার আভরণ সাপে।
ত্রিভুবন মোহ যায় পদ্মার প্রতাপে॥
নেতার কথা শুনিয়া দেবীর হরষিত মন।
নাগরথে চড়ি গেল শিবের ভবন॥
অনিরুদ্ধ গীত গাহে নাচে রাণী ঊষা।
এই কালে সভা মধ্যে আসিল মনসা॥
পদ্মার বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া অতিশয়।
যতেক দেবগণে বড় পাইল ভয়॥

অনেক দিনে আসিল পদ্মা বাপের নিকট।
কোন্ দেব দিয়া যেন পড়য়ে সঙ্কট ॥
মনে মনে দেবগণে করয়ে মন্ত্রণা।
কোন দেব দিয়া যেন পড়য়ে যন্ত্রণা ॥
এইরূপে দেবগণে ভাবে মনে মন।
উষার কপালে দৃষ্টি পড়িল তখন॥
মনসার বিষম দৃষ্টি কেবা হয় স্থির।
বিষ জ্বালে কাঁপে উষার সকল শরীর ॥
নৃত্য এড়িয়া উষা রহিল তখন।
দেখিয়া কুপিত হইল দেব ত্রিলোচন ॥
কেহ বা বুড়ার পুত্র কেহ বা ঝীয়ারী।
সামান্য দরিদ্র আমি কিবা দিতে পারি ॥
আমার আগেতে নৃত্য করিতে বাস ঘৃণা।
বিনা আজ্ঞায় কেন এড়িলা (১) নৃত্য দুইজনা
আমারে ভাবিস তোরা অজ্ঞান পাগল।
মোর শাপে জন্ম গিয়া লও মহাতল ॥
ভুঞ্জিয়া পরম সুখ বিবিধ বিধানে।
তবে সে আসিও দোহে আমার সদনে ॥
মনুষ্য-যোনি জন্ম লও তোমরা দুইজন।
ভুঞ্জিয়া সংসারে সুখ বিবিধ বিধান ॥
বাপকুল শ্বশুরকুল করিয়া উদ্ধার।
আমার নিকট তুমি আসিও আর বার ॥
এতেক কহিয়া শিব চিত্ত করিল শান্ত।
পদ্মারে দেখিয়া তবে পৌছিল বৃত্তান্ত ॥
মহাদেব বলে পদ্মা না করিও লাজ।
আমার নিকটে তোমার আছে কোন কাজ ॥
সত্য করি মনের কথা কহগো সত্বর।
মনের মানস বর দিব মহেশ্বর ॥
বাপের বচনে দেবীর প্রসন্ন হৃদয়।
যোড়হস্ত করিয়া পদ্মা করিলা বিনয় ॥

পদ্মা বলে বাপ তুমি সংসারের সার।
ঝীর অপমান বাপ রাখ একবার ॥
তোমা হেন বাপ মোর দেবের পূজিত।
বণিক বেটা বলে মোর অতি অনুচিত ॥
তোমার সেবক হেন করে অহঙ্কার।
কন্যা হতে সেবক বড় এ কোন বিচার ॥
মনুষ্যজাতি বাণিয়া নগরিয়া ছার।
তাহা হতে হইল মোর কুলের খাঁকার ॥
লঘুজাতি কাণী কহে অশেষ লাঞ্ছনা।
চম্পক নগরে মোর পূজা করে মানা ॥
যত গালি চান্দ মোরে দেয় দণ্ডে দণ্ডে।
তোমার দিক চাহিয়া তার মুণ্ড রাখি কণ্ঠে।
বাম পায়ে ভাঙ্গে ঘট না করে শঙ্কা।
হেতালের বাড়ি দিয়া কাঁক করিল বেঁকা ॥
বিষ খেয়ে মরি কিবা সমুদ্রে দিব ঝাঁপ।
চান্দর নাম শুনি মোর ডরে লাগে তাপ ॥
তাহার ঘরণী সোনা অতি বুদ্ধিমতী।
শিশুকাল হইতে মোরে পূজে দিবা রাতি ॥
নাগে নষ্ট করিল তাহার পুত্র ছয় জন।
পুত্রশোকে গালি মোরে দেয় সর্ব্বক্ষণ ॥
ঝালুয়ার মণ্ডপে তারে দিছি পুত্র বর।
কোন বুদ্ধি করি বল দেব মহেশ্বর ॥
মোর বরে তাহার গর্ভে জন্মিবে কুমার।
তাহা হইতে হবে মোর বাদের উদ্ধার ॥
তোমার চরণে বাপ মোর নিবেদন।
সোনেকার গর্ভে জন্ম হইবে কোন জন ॥
মোর যাত্রাফলে কার্য্য দৈবযোগে ঘটে।
দূরের সাধন আসি মিলিল নিকটে ॥
অনিরুদ্ধ উষা দুই দেব চরিত্র হতে।
আজ্ঞা কর দুইজন নেই পৃথিবীতে ॥
অনিরুদ্ধের জন্ম হবে সোনেকার উদরে।
উষা জন্ম লওয়াইব সাহে বাণিয়ার ঘরে ॥

(১) এড়িলা—ত্যাগ করিলা।

পরম সুন্দর হইবে প্রথম যৌবন।
দুইজনের করাইব বিবাহের ঘটন॥
আপনার নিজ কার্য্য করিয়া সাধন।
আর বার আনি দিব তোমার সদন॥
পদ্মার বচনে শিব ভাবে মনে মন।
কহিতে লাগিলা অনিরুদ্ধ উষার কথন॥
অনিরুদ্ধ উষা আমি দিব তোমার হাতে।
আমার গোচরে পালন করিও ভাল মতে॥
অনিরুদ্ধ উষা মোর প্রাণের দোসর।
মর্ত্ত্যলোকে দুঃখ তারে দিও না বিস্তর॥
মোর বোল না শুনিয়া যদি দাও তাপ।
তুমি নহে কন্যা আমার আমি নহে বাপ॥
মহাদেব পদ্মাবতী যত কহে কথা।
তাহা শুনিয়া উষার মনে লাগে ব্যথা॥
কবি কহে বিজয় গুপ্তে সঙ্কেত প্রবন্ধ।
পয়ার এড়িয়া বল লাচারীর ছন্দ॥

পূর্ব্ব জনমের ফলে, মনসা হরিল ছলে,
মোরা অভাগিনী অভাজন।
ভূমে লোটাইয়া গাও (১) ধরিয়া শিবের পাও,
তুমি শিব সংসার কারণ॥
পোড়া কপালের ফলে, হারালাম এক কালে,
মোরে শাপ দিলা অকারণ।
তব কন্যা পদ্মাবতী, কপট করিল অতি,
কামরূপে ভুলাইল মন॥
ঐ যে নাগের পরে, ওই খাইয়াছে মোরে,
ওর লাগি যাব ক্ষিতিতল।
গাছিল যে বিষদৃষ্টে, (২) তাল ভঙ্গ পাও টুটে,
এনা দোষে মোরে দিলা ফল॥
দুই অভাগিনী নারী, দুর্ল্লভ অমরাপুরী,
ছাড়িয়া যাইতে দুঃখ লাগে।

যোনিতে কঠোর বাস, শুনে মোর লাগে ত্রাস,
কত পাপ করিলাম যুগে যুগে॥
অনিরুদ্ধ মোর পতি, বাসুদেবের নাতি,
কামদেব আমার শ্বশুর।
পালিয়া গৌরব তার, না রাখিলা একবার,
তুমি শিব নিদয় নিঠুর॥
মহাদেব বলে উষা, তোমার দৈবের দশা,
এ হেন করিল দৈবগতি।
এত কাল মোর আগে, নৃত্য কর অনুরাগে,
তাহে কেন এল পদ্মাবতী॥
আর না ভাবিও মনে, সপিলাম পদ্মার স্থানে,
পদ্মা তোমা করিবেন উদ্ধার।
মর্ত্তে ভুঞ্জিয়া রাজ, (১) সাধিয়া পদ্মার কাজ,
নিকটে আসিও আরবার॥
শিবের সদয় ভাবে, প্রশংসিল সর্ব্বদেবে,
উষারাণী হইল নিঃশঙ্ক।
পদ্মাবতীর শ্রীচরণে, সানন্দে বিজয় ভণে,
শুনিয়া কৌতুক সভাসদ॥

মাগো করুণাময়ী মাগো। (ধুয়া)

উষারে বেড়িয়া কান্দে যত দেবগণ।
অধোমুখী হইয়া কান্দে দেব নারায়ণ॥
জয়া বিজয়া কান্দে আপনে ভবানী।
আরের কি কাজ কান্দেন গঙ্গাঠাকুরাণী।
কার্ত্তিক গণেশ কান্দে ভবানী-নন্দন।
চারিদিকে হুড়াহুড়ি কান্দে দেবগণ॥
রম্ভা উর্ব্বশী কান্দে আরো চিত্ররেখা।
না জানি কত দিনে আর হয় দেখা॥
উষার ক্রন্দন যদি হইল অবসান।
অনিরুদ্ধ কান্দে শিবের বিদ্যমান॥
অনিরুদ্ধ বলে শিব ঠাকুরালী ভাল।
গোড়া কাটিয়া গাছ উপরে জল ঢাল॥

(১) গাও—শরীর, দেহ।
(২) এনা—এইরূপ।

(১) রাজ—রাজ্য।

কামদেব তনয় অনিরুদ্ধ ছাওয়াল চরিত।
শিবের চরণ ধরি কান্দ বিপরীত॥
বৈদ্য বিজয় গুপ্তের সরস চরিত।
চণ্ডিকার প্রসাদে রচিল মনসার গীত॥
লাজ ভয় এড়িয়া উষা উচ্চৈঃস্বরে কান্দে।
এই কালে বল ভাই লাচারীর ছন্দে॥
তুমি জগন্নাথ সংসারের সার।
বিনা অপরাধে শাপ হইল উষার॥
শিশু হইতে থাকি তোমার পাশে।
কামদেব তনয় প্রভু তোমার দাসে॥
তোমাতে ভক্তি না হইল মুই ছার পাপী।
নিজ অনুগত গোসাঞি কোন দোষে শাপি॥
আমার পিতামহ কুলের কানু।
নারায়ণের সহ তোমার অভেদ তনু॥
নাতি জ্ঞানে তাহারে তুমি না কর করুণ।
আমি সে জানিলাম শিব নিদারুণ॥
তোমার সেবক গোসাঞি বাণ অসুর।
উষার জনক তিনি আমার শ্বশুর॥
যাহার কারণে তিনি যোঝে নিরাকার।
তিলেক গৌরব তুমি না রাখিলা তার॥
তোমার সুতা হয় দেবী বিষহরী।
লোকে তারে ত্রিভুবনে বলে দারুণ বৈরী॥
আমা দোহা নিতে এতেক উৎকট। (১)
এই সে কারণে হইল এতেক শঙ্কট॥
একে করে চুরি আরে ফল পায়।
তোমার সেবকের এমতি যুয়ায়॥ (২)
কামদেব সুতের শুনি সকরুণ বাণী।
মুখ চাহিয়া হাসেন শূলপাণি॥
না ভাবিও মনোদুঃখ হেন দৈব আছে।
দিন কয়েক বাদে আসিও মোর কাছে॥

(১) উৎকট—তীব্র ইচ্ছা।
(২) যুয়ায়—উপযুক্ত।

মহাদেবের বচন শুনিয়া বৃদ্ধ।
উষা বলে আর না কান্দিও অনিরুদ্ধ॥
যাইব নরলোক এই কত ভয়।
মনসার চরণে ভণে বৈদ্য বিজয়॥
উষা বলে পদ্মা তুমি শিবের কুমারী।
তোমার বিষম মায়া বুঝিতে না পারি॥
লোকমুখে শুনি তোমার চরিত্র বিকট।
এ সত্য কর তোমার বাপের নিকট॥
মহাদেব হেন প্রভু সংসারের পতি।
তাহারে ছাড়িয়া যাইব তোমার সংহতি॥
যতেক আপদ স্থল পড়ে ত সঙ্কট।
স্মরণে আসিবা মাগো আমার নিকট॥
কোপ যদি না কর তবে বলি নিষ্ঠ।
দুই বর দিবা মোরে মনের অভীষ্ট।
তবে সে তোমার সঙ্গে যাইব দুইজন।
অকপটে দিবা বর যে চাহি যখন॥
উষার বচন দেবী না করিল আন।
সত্য সত্য বলিল বাপের বিদ্যমান॥
একে একে দেবগণ সাক্ষী করে উষা।
সত্য সত্য তিনবার বলিল মনসা॥
হরিষে নাগরথে চলিল মনসা।
প্রণাম করিয়া চলে অনিরুদ্ধ উষা॥
উষা অনিরুদ্ধ যায় জানিয়া নিশ্চয়।
সকল দেবতাগণে মনে পাইল ভয়॥
টলমল করে সবের নয়নের পানী।
আর দেবের কাজ থাকুক দুঃখিত শূলপানি
বাপের চরণে পদ্মা করে নমস্কার।
দুর্গা দুর্গা মহাদেব বলে বার বার॥
অনিরুদ্ধ উষারে ধরিয়া দুই হাতে।
হরিসে মনসা দেবী চড়ে নাগরথে॥
রত্নময় সিংহাসনে বসিলা বিষহরি।
ডাক দিয়া আনিল নেতা রজক কুমারী॥

যত উপজিল কথা কহিল তখন।
অনিরুদ্ধ উষা আনিয়াছি দুইজন॥
আপনে সদয় হইয়া দিয়াছেন শিব।
এইক্ষণে লও গিয়া অনিরুদ্ধের জীব॥
কাহার শকতি বুঝে পদ্মার পরিপাটী।
সংবাদ দিয়া আনিল নাগ উনকোটী॥
পদ্মার সংবাদে নাগ আসিল আথেব্যথে।
মনসার সাক্ষাতে দাঁড়াইল যোড়হাতে॥
পদ্মা বলে নাগ সব শুনরে বচন।
অগ্নিকুণ্ড সাজাইয়া দেও এইক্ষণ॥
উদ্ধারিব নিজ কার্য্য জাব সংহারিয়া।
উষার তরে অগ্নিকুণ্ড দেও সাজাইয়া॥
বড় বড় নাগ সবের বড় বড় মুণ্ড।
পদ্মার আদেশে তারা সাজায় অগ্নিকুণ্ড॥
অগ্নিকুণ্ড সাজাইল যেখানে যে শোভে।
আড়ে তের গজ কুণ্ড কুড়ি গজ উভে॥
শাল পিয়াল কাষ্ঠ আগর চন্দন।
মাথায় বোঝা করিয়া আনে যত নাগগণ
শুকনা কাষ্ঠ যত আনে ডালে মূলে॥
অগ্নি সাজাইয়া তবে তৈল ঘৃত ঢালে॥
নির্গমে জলে অগ্নি ধূম শিখা নাই।
নিকটে দাঁড়াইল গিয়া বিষহরি আই॥
পাতলা সরিষা প্রমাণ সুতার কাপড়।
ঘৃত তৈল মিশাইয়া করিল জাবর॥
অগ্নি মধ্যে ফেলাইল আথালি পাথালি।
কলস ভরিয়া ঘৃত নাগ সবে ঢালি॥
অনন্ত বাসুকি আর তক্ষক কর্কট।
সারি দিয়া দাঁড়াইল কুণ্ডের নিকট॥
তপ্ত কাঞ্চন যেন শরীর দেখি শুদ্ধ।
অগ্নির নিকটে গেলা উষা অনিরুদ্ধ॥
বাণের কুমারী উষা বড়ই সাহস।
অগ্নিকুণ্ডে ঢালে ঘৃত কলসে কলস॥

অনেক আভরণ দিল রক্ত বসন।
এক মন চিত্তে পূজে দেব হুতাশন॥
ইষ্টদেবতা পূজিয়া লয় হরির নাম।
প্রদক্ষিণ করিয়া করে কুণ্ডের প্রণাম॥
অনেক প্রণতি উষা করে বারে বার।
নরসিংহ কাটারী লইল অতি চোক ধার॥
উষার শরীর যেন ননীর পুতলী।
হেন শরীর কাটিয়া অগ্নিরে দিল ডালি॥
দুই স্তন কাটিয়া হিয়ার ঘুচাইল লাজ।
প্রদক্ষিণ করিয়া দিল অগ্নিকুণ্ডের মাঝ॥
গায়ের মাংস কাটিয়া করিল খণ্ড খণ্ড।
রক্ত মাংস দিয়া পূজা করে অগ্নিকুণ্ড॥
দুই প্রহরে পথ দিয়া দেখায় অগ্নিশিখা।
আপন মূর্ত্তি ধরি অগ্নি উষারে দিল দেখা॥
অগ্নি বলে উষা শুন গো বচন।
তোমারে বর দিব আমি তাহে দেও মন॥
শুনিয়া অগ্নির বাক্য উষা হরষিত।
প্রণাম করিয়া উষা পড়িল ভূমিত॥
উষা বলে অগ্নি তুমি দেবের প্রধান।
আমার যত পাপ পুণ্য তোমার বিগুমান॥
সংসারের সার তুমি জগত গোঁসাঞি।
লুকাইয়া পাপ করিলে তোমার অবিদিত নাই
মোর যত পাপ পুণ্য কহি তোমার ঠাঁই।
মহাদেবের শাপে আমি নরলোকে যাই॥
স্বরূপে গোসাই তুমি মোরে দিবা বর।
তোমার প্রসাদে যেন হই জাতিস্মর॥
উষার বচনে অগ্নি দুঃখিত অন্তর।
এবমস্তু বলিয়া উষারে দিল বর॥
অগ্নি বলে উষা করিলে বড় কর্ম্ম।
মনুষ্যজাতি হইয়া স্মরিলা পূর্ব্ব ধর্ম্ম॥
মোর বরে হবে তোমার সুন্দর আকৃতি।
সংসারের স্ত্রী হইতে হবা তুমি সতী॥

সুবর্ণ রজত লৌহ তামা পিতল।
তোমার অগ্নি জ্বালে হইবে কোমল॥
সঙ্গীতজ্ঞানে গৌরব করিবে সর্ব্বজন।
মরিলে মরা জিয়াইব হারাইলে পাবা ধন
অনিরুদ্ধ তোমার হইবে অবশ্য।
নরলোকে ইহার না কহিও রহস্য॥
সাত পাঁচ দুঃখ কিছু না ভাবিও মনে।
দুই কুল উদ্ধারিয়া আসিবা এত দিনে॥
অন্তর্দ্ধান অগ্নিদেব হইল তখন॥
স্বরূপে অগ্নিতে প্রবেশ করিলা দুইজন॥
চন্দন কাষ্ঠের অগ্নি জ্বলিছে প্রচুর।
একদৃষ্টে চাহে সবে মন্দাকিনী কূল॥
যখনে অগ্নিতে প্রবেশ করিলা দুই জন॥
চিত্রগুপ্ত করে যমপুরে লিখন॥
আয়ুশেষ পরমায়ু দিনে দিনে ঢাকি।
পাতে পাতে লিখে ওয়াশীল বাকী॥
টুটিল কাল তাহার আয়ু হইল শেষ।
কোন্ দূত পাঠাইবা করহ আদেশ॥
চিত্রগুপ্তের মুখে যম শুনিয়া বচন।
দোহারে আনিতে পাঠায় দূত তিন জন॥
ত্রিদশ ত্রিশিরা আর শূকর বদন।
লোহার দড়ি পরিধান রক্তলোচন॥
লোহর দড়ি লইয়া চলে লোহার মুষল।
বায়ুগতি যায় দূত শূন্যে করি ভর॥
তাড়াতাড়ি যায় দূত জাহ্নবীর তটে।
বেড়িয়া রহিল গিয়া কুণ্ডের নিকটে॥
লোহার মুদ্গর মারে কুণ্ড চাপিয়া।
অনিরুদ্ধ উষার প্রাণ লইল কাড়িয়া॥
অনিরুদ্ধ উষার প্রাণ দূতে লইয়া যায়।
পাগল আঁখি করিয়া তাহারে বিষহরী চায়।
কোথা হইতে আসিয়াছ তুই বেটা কে।
প্রাণে যদি না মরিবি পরিচয় দে॥

পাপিজন নিতে তোর যমের অধিকার।
পুণ্য জনে নিতে যম কোথাকার ছার॥
দ্বারকার লোক নিতে না পার এক গোটা।
হরিশ্চন্দ্র রাজা হইতে মোরে দেখ টুটা॥
কোন কর্ম্ম করিতে যম হইল উপযোগ।
সর্ব্বক্ষণ পাপ ভুঞ্জে শরীর বাড়ে রোগ॥
দূত বলে পদ্মাবতী বৃথা হও কুপিত।
আমার যমের অধিকার সংসার বিদিত॥
কীট পতঙ্গ যত আছে এ সংসারে।
কোন্ জন না যায় মোর যমের দ্বারে॥
চৌদ্দ সহস্র কুম্ভীপাকে কৃষ্ণ বর্জ্জিত।
কোনজন না যায় আমার যমের বিদিত॥
স্থল জল হুতাশন ভাস্কর আদি যত।
লম্বোদর লম্ব দেখিতে অদ্ভুত॥
হেন যমের পদ্মা যে হয় তাপি।
যমের দোষ নাই সেই সব পাপী॥
ত্রিদশ ভুবনে মোর যম মহাশয়।
তাঁহার প্রসাদে মোর কাহারে নাই ভয়॥
যাহার নুণ খাই তাহার কর্ম্ম করি।
অকারণে পাগল আঁখি কেন কর বিষহরী॥
যমের প্রসাদে নাহি কাহার কুপ্পর।
অকারণে লজ্জা পাইবা জয় বিষহর॥
দূতের মুখে পদ্মাবতী পাইয়া অনুত্তর।
পাগগণের তরে দেবী বলে ধর ধর॥
ধর ধর বলিয়া দেবী জ্বলিয়া গেল কোপ।
হরিণ দেখিয়া যেন বাঘে মারে ছোপ॥
পদ্মার আদেশে নাগে মারিলেক ছোপ।
শুকনা কাষ্ঠেতে যেন কুড়ালের কোপ॥
বিস্তর দুর্গতি কৈলা কেহ নাহি কাছে।
ঝড়ে উড়াইল যেন দুই তাল গাছে॥
বিষের আজরে লোটায় ভূমিতলে।
অনিরুদ্ধ উষা জীব (পদ্মা) বাঁধিলা আঁচলে॥

পদ্মাবতী বলে নাগ শুনরে বচন।
তুই দুতে ফল দেও যেন লয় মন ॥
চারি নাগ লইয়া ধামু চলিলা আপনি।
বায়ুগতি চলে যেন হেন অনুমানি ॥
দেখিতে না দেখি যেন বায় উড়ে রেখা।
ধামুর সঙ্গে যমদূতের পথে হৈল দেখা ॥
ধামু নাগের সহিত দূতের পথে হইল দ্বন্দ্ব
এই কালে বল ভাই লাচারীর ছন্দ ॥

আরে দূত কহ তোমার ধর্ম্মরাজের আগে (ধুয়া)।

ন চল আরে দূত, জড়িয়া বাণের সুতা,
উহার মায় মনসার দাসী।
য জন পদ্মার দায়, তারে নারে যমরায়,
আর যেবা জন মরে কাশী ॥
অনুচর তুই ছার, পদ্মারে না বলে আর,
সকল সংসারে যারে পূজে।
য জন গঙ্গায় মরে, যম নিতে নাহি পারে,
সে জন বৈকুণ্ঠে সুখ ভুঞ্জে ॥
তার প্রভু ধর্ম্মরাজ, সেই কিবা বোঝে কাজ,
কেবা তারে হেন বুদ্ধি দেও।
বিচারিয়া চাহ পাছে, কোন্ কালে হেন আছে,
পদ্মার সেবক জনে নেও ॥
হুঙ্কারে ধাম রোষে, কোপে যত দূত হাসে,
ঘন মোচড়ায় দাড়ি।
কাপ মুখে যম দূতে, লোহার মুদ্গর হাতে,
ধামুরে মারিতে মারে বাড়ি ॥
পঞ্চনাগ একভিত, রুষিল দূতের চিত,
সংগ্রাম বাধিল অদ্ভুত।
বিজয় গুপ্ত কবি কয়, রসিকের মনে লয়,
নাগ মুখে দাঁড়ান যমদূত ॥

বিষের জ্বালায় দূত করে ছট্‌ফট্।
অনেক শক্তিতে গেলা যমের নিকট ॥
সর্ব্বাঙ্গে নাগের ঘা রক্ত পড়ে বাহিয়া।
কান্দে যমের দূত যমের দিকে চাহিয়া ॥
দূত বলে ধর্ম্মরাজ শুনহে বচন।
যত অপমান পাইলাম কি কব কথন ॥
রবির পুত্র হইয়া তোমার কথায় নাহি দড়।
এ ছার বিষয় কার্য্য এখনই ছাড় ॥
যাহার ঠাঁই কার্য্য নাই তাহার ঠাঁই পাক।
আমরা মরি ঠেকা কিসে তুমি সুখে থাক ॥
কান্দিছে যমের দূত যমেরে চাহিয়া।
লোহার মুদ্গর লোহার দড়ি যমের আগে থুইয়া
চিত্রগুপ্ত কিবা লিখে কিবা বুঝে ভাও।
ভালমন্দ না বুঝিয়া সদাই বলে যাও ॥
লিখন পড়ন না জানে মুখে মাত্র পাঁজি।
স্বরূপ কহিয়াছে দূতের লাঘব আজি ॥
যেখানে আমল নাই তথা পাঠাও পাছে।
পদ্মার দূতেতে কিলায় তোমরা হাস কিসে ॥
আর দূত বলে আমি কৈন জী।
প্রাণ লইল পদ্মার দূতের পানী আন পী ॥
দূত বলে ধর্ম্মরাজ শুনহ বচন।
যত অপমান পাইলাম কি কব কথন ॥
অষ্টনাগ পিষিল যেন বিপক্ষের কাটা।
হরিশ্চন্দ্র রাজা হইতে সেই দিল খোটা ॥
যত অপমান কাণী করেছে বিশেষ।
আজ্ঞা কর দূত মরুক গলায় কলসে ॥
তোমার আদেশে গেলাম অনিরুদ্ধ উষা আনিবারে
নাগ পিষিয়া মোরে মনসায় মারে ॥
যথায় যথায় তোমার বিষয় তথায় হইল ঠেক।
পদ্মার নাগে মারে মোরে দেখ পরতেক ॥

শুনিয়া দূতের কথা ধর্ম্মের নন্দন।
জ্বলিয়া উঠিল যেত জ্বলন্ত হুতাশন॥
যম বলে হারে দূত শুন মোর বাণী।
মোর দূত মারিয়াছে কাণী বড় প্রাণী॥
নর বেটা চান্দ তারে জিনিতে না পারে।
আজি সে কাণী কি আমার দূত মারে॥
আমার সঙ্গে বাদ্ করে এত বড় পদ।
আজি রণে আসিলে হইবে স্ত্রী বধ॥
এত বড় দর্প কাণীর কিছু নারে বোঝে।
শৃগাল হইয়া সে সিংহের সঙ্গে যোঝে॥
সিংহের সনে যুঝিতে আসে হইয়া শৃগাল।
আজি রণে করিব তার বংশের পাখাল॥
সাজ সাজ আরে দূত কর তাড়াতাড়ি।
ঝাটে করি মার গিয়া জয় বিষহরী॥
শুনিয়া যমের বাক্য যত সৈন্যগণ।
রণমুখে ধাইয়া চলে হরষিত মন॥
বিজয় গুপ্ত বলে গাইন কৌতুক হইল বৈরী
এই কালে বল ভাই সরস লাচারী॥

গান্ধার রাগ

সাজ সাজ বলে দূতে, লোহার মুদ্গর হাতে,
ঝাটে সাজ উয়া আনিবার।
যমে হাহাকার করে, পাঁচশত দূতে লড়ে,
জয় জয় করে অনিবার॥
সাজিয়া যমরায়, যুদ্ধ করিতে যায়,
সাজ সাজ বলে দূতগণে।
বীর দর্পে লড়ালড়ি, সবে করে হুড়াহুড়ি,
সাজিয়া চলিলা সর্ব্বজনে॥
জয় ধর্ম্ম জয় মঙ্গলা, যমরাজার দুই শালা,
আগুয়ান চলে দুই জন।
ধর্ম্ম ধর্ম্মাক্ষ দূত, আর চলে বায ভূত,
চলে সবে হরষিত মন॥
কালা চোরা নিশা খোঁড়া নির্জ্জিত দন্তমুড়া,
বিষমুখা বিকট দশন।
জয় মঙ্গলা কালা, যমরাজার দুই শালা,
ভাটির রাজ্যে যাহার আসন॥
এক দূত নামে লোদ, হাতে পায়ে চারি গোদ,
যাহার ভাই শূকর বদন।
এক দূত নীলাই, এই আছে এই নাই,
তারা যেন সঞ্চরে গগণ॥
এক দূত ব্রজ কাল, যাহার কান্ধে লোহার শাল,
মূলাদাঁতী খিচরীর ভূত।
দেখিয়া তার সাজন, চলে যত দূতগণ,
সমরে চলিলা রবির সুত॥
ত্রিপদ ত্রিশিরা লড়ে, যমের হুঙ্কার পড়ে,
সাজ সাজ বলে দূতগণে।
দেখিয়া কটকের সাজন, কৌতুক ধর্ম্মরাজন,
চলে যম যুদ্ধের কারণে॥
সাজিল যে ধর্ম্মরায়, যুদ্ধ করিবারে ধায়,
রণভূমি করিল পয়ান।
ধুম ধুমী বাদ্য বাজে, যুদ্ধ করিবারে সাজে,
যত দূত ধরিল যোগান॥
নারদ কহে বিবরণ শুনে যত দেবগণ,
দেখিতে আসিল পুরন্দর।
সকল দেবতা সাজে, রণজয়ী বাদ্য বাজে,
যম হইল বৈতরণী পার॥
যে সকল হইল পার, নাহি কাহার নিস্তার,
আপনি হারিবা যম রায়।
যদি নিজে ভাল চাহ, পদ্মার শরণ লহ,
বৈদ্য বিজয় গুপ্তে গীত গায়॥

—:—

যমরাজার সহিত মনসার যুদ্ধ

পদ্মাবতী আই সবারে দেও বর।
বৈতরণী পার যম হইল সত্বর॥
একে একে পার হইল বৈতরণী জল।
আপনি রহিল যম অক্ষয় বটের তল॥

সকল সৈন্য পার হইল বৈতরণী জলে।
চতুর্দ্দশ যম বসিলা জয় বৃক্ষতলে॥
ডাকিয়া আনে যম যত দূতগণে।
কোটিমুখ শিলামুখ চলে দুইজনে॥
চতুর্দ্দশ যম তবে যুক্তি করিয়া।
প্রধান পঞ্চ দূত আনে ডাক দিয়া॥
ভীম ভীমাক্ষ আর ধূম্রলোচন।
দীর্ঘমুখ আর সূচীমুখ এই পঞ্চ জন॥
ঝাটে চলে পঞ্চ দূত পদ্মা আছে যথা।
যত উপদেশ কহে হিতশাস্ত্রের কথা॥
এই কথা তোমার ঠাঁই কহিও আগুসারে
যাহার হুকুমে সে মোর দূত মারে॥
অনিরুদ্ধ উষা বলে তাহার দাস দাসী।
আমার হাতে পড়িলে কিসের ফাসাফুসী (১)
রণভূমিতে আসিয়া মিলুক এখন।
তাহার আমার যুদ্ধ দেখুক সর্ব্বজন॥
এতেক যমের মুখে শুনিয়া বচন।
আকাশ পথে পঞ্চ ভূত করিল গমন॥
আকাশে চড়িয়া ভূত বায়ু করি ভর।
অবিলম্বে চলি গেল পদ্মার গোচর॥
নেতার সাথে পদ্মাবতী বড় হরষিত।
হেন কালে পঞ্চ দূত গেল আচম্বিত॥
দূত সবে বলে দেবী শুনহ বচন।
তোমারে কুপিছে যম রবির নন্দন॥
তোমার সহিত যম করিবেক রণ।
সে কারণে তোমা সব পাঠাইছে শমন॥
আমা সবার কথা দেবী শুন গো বচন।
অনিরুদ্ধ উষার জীব দেও এইক্ষণ॥
নহে আসি যুদ্ধ কর যদি লয় মন।
আজুকার যুদ্ধে হইবে তোমার নিধন॥

আমার যমের সনে বাদ করে হেন জন নাই
আজুকার যুদ্ধে তোমার ভাঙ্গিবে বড়াই॥
দূত মুখে পদ্মাবতী শুনিয়া বচন।
জ্বলিয়া উঠিল যেন জ্বলন্ত হুতাশন॥
কোপে রাঙ্গা আঁখি পদ্মা চাহে চারিধারে।
মোর আগে বেটা এত অহঙ্কার করে॥
স্ত্রী জাতি দেখিয়া মোরে নাহি ভাবে সম।
আজি রণে পশিলে হইব যমের যম॥
এতেক শুনিয়া দূত চলিল সত্বর।
কহিল সকল কথা যমের গোচর॥
শুনিয়া দূতের কথা যমের পরিপাটী।
সংবাদ দিয়া আনে পদ্মা নাগ উনকোটী॥
বিজয় গুপ্ত বলে গাইন কৌতুক হইল বৈরী।
এই কালে বল ভাই সরসংল্লাচারী॥

—:*:—

দূত রে যম যেন থাকে সাবধানে। (ধুয়া)

শুন শুন আরে দূত শুনরে বচন।
কি করিতে পারে মোরে ধর্ম্মের নন্দন॥
এত বড় দর্প বেটার বলিয়া পাঠায় সে।
সত নরের যম তার যম কে॥
এই কথা কহিও দূত তোর ধর্ম্মরাজের আগে।
সুখে থাকিতে তারে বিধি বাদে লাগে॥
আমারে নারী লোক দেখে পুরুষ সেই জন।
আজুকার রণে তাহার হারাইবে জীবন॥
কহিও কহিও দূত কহিও মোর নামে।
সাজিয়া আসুক তাহার চতুর্দ্দশ যমে॥
তাহার চতুর্দ্দশ যম মোর নাগ উনকোটী।
বিষ-জ্বালে পুড়িয়া মারিব না রাখিব একগুটী॥
এই কথা দূত তুমি কহিও ধর্ম্মের ঠাঁই।
সকল জিনিবে মোর পাত্র নেতাই॥

১। ফাসা ফুসী—চুপি চুপি পরামর্শ।

কহিও কহিও আরে দূত গোঁয়ারি (১)।
অনিরুদ্ধ উষার জীব না দিবে বিষহরী॥
দ্বিজয় গুপ্ত বলে মাগো বিলম্ব না কর।
মনসুখে যুদ্ধ কর যমের নাহি ডর॥
সেই মনসা দেবী সবারে দেও বর।
পদ্মাবতী ঠাঁই দূত পাইল উত্তর॥
দূত বলে পদ্মাবতী বল অনুচিত।
আমার যমের অধিকার সংসার বিদিত॥
কীট পতঙ্গ আদি যত বসে (২) সংসারে।
কোন্ জন নাহি যাবে আমার যমের দ্বারে॥
না বুঝিয়া পদ্মা তুমি বল কি কারণ।
আজি রণে হইবে তোমার বংশের নিধন॥
দূতের মুখে মনসা পাইয়া অনুত্তর।
নাগ সবার তরে দেবী বলে ধর ধর॥
মনসার বাক্যে দূত শূন্যে করি ভর।
অবিলম্বে চলি গেল যমের গোচর॥
দূত বলে ধর্ম্মরাজ কি করিব তোমার ঠাঁই।
মনসা থাকিতে তোমার কিসের বড়াই॥
এই কথা কহিতে পদ্মা কহিল তোমার ঠাঁই
তোমারে জিনিবে তাহার দাসী নেতাই॥
যত অপমান করিল কি কব তোমার পায়ে।
আজ্ঞা করুক দূত মরুক গলায় কলসে॥
দূতের মুখে যমরাজ শুনিয়া বচন।
সাজ সাজ বলিয়া দূতে বলে ঘন ঘন॥
সকলে মিলিয়া তোমরা চল শীঘ্রগতি।
আজি রণে নিপাতিব কাণী পদ্মাবতী॥
যম রাজার আদেশ পাইয়া দূতগণ।
রণমুখে ধাইয়া সবে চলে ততক্ষণ॥
লক্ষ লক্ষ দূত দিল ধনুক টঙ্কার।
শুনিয়া মনসার লাগে চমৎকার॥

১। গোঁয়ারি—গোঁয়ার।
২। বসে—বাস করে।

দূত খেদাইয়া পদ্মা বিষাদিত মন।
নেতা নেতা বলিয়া পদ্মা ডাকে ঘন ঘন॥
বুদ্ধি বল নেতা মোরে রজককুমারী।
কিরূপে জিনিব আমি যম অধিকারী॥
আমার সঙ্গে যম আসিল করিবারে রণ।
কি বুদ্ধি করিব নেতা বল এইক্ষণ॥
নেতা বলে পদ্মাবতী শুন গো বচন।
আমি বিদ্যমানে চিন্তা কর কি কারণ॥
এক যুক্তি বলি দেবী তাহে দেও মন।
সংবাদ উনকোটী নাগ আন এইক্ষণ॥
তাহার চতুর্দ্দশ যম মোর নাগ উনকোটী।
বিষজ্বালে পুড়িয়া মারিব না রাখিব একগোটী
নেতার বচনে পদ্মার আনন্দিত মন।
নাগ নাগ বলিয়া দেবী করিল স্মরণ॥
আসিল উনকোটী নাগ দেবীর দরশন।
দেবী বলে নাগ তোমরা শুন রে বচন॥
কিরূপে জিনিব যম রবির নন্দন।
নাগগণে বলে মাতা চিন্তা নাহি মন॥
আমরা জিনিব যম রবির নন্দন।
নাগের কথায় পদ্মাবতী আনন্দিত মন॥
নাগ আভরণ পরি চলিল তখন।
কামরাজ নাগ পরে সিঁথিতে সিন্দুর॥
কর্ণ ফুলিয়া নাগে দেবী পরে কর্ণফুল॥
পায় পাশুলি শোভিয়াছে ধোড়া।
পায়ের মল খাড়ু বিঘতিয়া বোড়া॥
তেসারিয়া সাপে দেবীর হৃদয়ের কাঁচুলি।
পিঙ্গলিয়া নাগে পরে গলার হাঁসলি॥
মণিনাগ দিয়া দেবীর মাথায় মণি জ্বলে।
নাগ আভরণ দেবী সাজিল শরীরে॥
নাগরথে চড়িয়া দেবীর আনন্দিত মন।
নেতার সংহতি (১) করি চলিল তখন॥

(১) সংহতি—সঙ্গে।

সমুদ্রের কূলে করিলা রণভূমির স্থান।
কোটী কোটী নাগে গিয়া ধরিল যোগান॥
বৈদ্য বিজয় গুপ্ত মনসার দাস।
যাহার কবিতায় হইল গীতের প্রকাশ॥
তোমার চরণে মাগো রহুক ভকতি।
বলিব লাচারির গীত পয়ারের গতি॥

ছোট বড় নাগ সাজে, চলিল পদ্মার কাজে,
রণসাজে সাজায় ব্রাহ্মণী।
প্রথমে অনন্ত চলে, শিরে হাজার মণি জ্বলে,
গর্জ্জনেতে কাঁপে মেদিনী॥
জয় জয় দিয়া হাঁক, চলিল তক্ষক নাগ,
বিষ-জ্বালে দহে রবি শশী।
যত বৃক্ষ আশপাশ, সকল হইল নাশ,
আকাশে উঠিল ভস্মরাশি॥
জয় জয় বাদ্য বাজে, উনকোটী নাগ সাজে,
মনসা সাজিল নাগরথে
বিজয় গুপ্ত সুরচিত, রচিল পাঁচালী গীত,
মনসার চরণ ধরি মাথে॥
পদ্মা মহাপদ্ম চলে, গর্জ্জনে ধরণী টলে
যাহার বিষ মোহ দেবরাজে।
কুলি কর্কট নাগ, চলিল সবার আগ
আপনি চলিলা নাগরাজে
ফণী নাগ চলে ধাইয়া, বিষের ভাণ্ডার লইয়া
যাহার ঘায় নাহিক নিস্তার।
নাগগণ সঙ্গে করি, বিচিত্র রথে চড়ি,
নেতা হইলা আবাসের বাহির॥
আর নাগ মহাকাল মুখ যাহার পাতল
পদ্মারে প্রণাম করি বলে।
যদি আজ্ঞা কর তুমি, যমেরে গিলিব আমি,
কোন্ কার্য্যে আর নাগ চলে॥
এইরূপ নাগ সবে, প্রণাম করিলে তবে,
রণস্থলে মিলিল তখন।
গুপ্তের প্রবন্ধ, রচিল লাচারীর ছন্দ,
দেখিয়া হরিষ সর্ব্বজন

মা মঙ্গলা একবার চাওনা ফিরি গো। (ধুয়া)
রণস্থলে পদ্মাবতী আসিয়া তখন।
নেতা নেতা বলি দেবী ডাকে ঘনে ঘন॥
পদ্মার আদেশে নেতা আসিল তখন।
পদ্মাবতী বলে নেতা শুন গো বচন॥
যত নাগ আসিয়াছে যুদ্ধ করিবারে।
বিষের ভাণ্ডার দেও তাহা সবার তরে॥
বিষের ইনাম (১) তবে করিলা ম-সা।
কেহ পাইল তোলা পল কেহ পাইল মাষা॥
লেজ ধরিয়া পাক দিলেন নেতাই।
কণ্ঠগত বিষ কাহার প্রাণে সই॥
বিষ-পানে মত্ত হইল নাগ মহাবলী।
সমুদ্রের জল যেন লইল কল কলি॥
রণমুখে মনসা রহিলা আগুনে।
শুনিয়া কুপিতা যম রবির নন্দনে॥
নাগের আস্ফালন দেখি মেদিনী যায় চির।
রথে চড়ি পদ্মাবতী হইল বাহির॥
মহিষপৃষ্ঠে আরোহণ হাতে কালদণ্ড।
মনসার সাক্ষাতে যম দাঁড়াইল প্রচণ্ড॥
যম দেখি পদ্মাবতী কুপিত হইয়া মনে।
ডাক দিয়া বিষহরি বলিলা তখনে॥
আমার সঙ্গে যুঝিতে আসিল না বুঝি কারণ
আজু করিব তোমার বংশের নিধন॥
আমার বচন শুন রবির নন্দন।
ফিরিয়া আপন ঘরে কর হে গমন॥
নহে আসি যুদ্ধ কর বিলম্বে কার্য্য নাই।
এইক্ষণে মারিয়া তোমার ভাঙ্গিব বড়াই॥
যম বলে কাণী তোর মুখে লাজ নাই।
কপট করিয়া কথা কহ মোর ঠাঁই॥
কাণী লঘুজাতি তুই কে বা তোরে লিখি।
সাহস থাকে তোমার আমার সংগ্রাম দেখি।

ইনাম—পুরস্কার

ধনুর্ব্বাণ হাতে করি কর আসি রণ।
এইক্ষণে মনসা তোর লইব জীবন ॥
নর বেটা চান্দরে জিনিতে না পার।
এখন কাণী তুমি আমার দূত মার ॥
কাণী লঘুজাতি তুই হিতাহিত জ্ঞান নাই
ধামনা ভাতার কর আর কিবা চাই ॥
যমের কথায় মনস্তার কুপিত অন্তর।
ধনুর্ব্বাণ লইয়া গেল যমের গোচর ॥
তাহা দেখি যমরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া মন।
শেলপাট হাতে করি লইল তখন ॥
ত্রিভুবন ভ্রমাইয়া শেলপাট লোফে।
ডাক দিয়া মনসারে বলে মহাকোপে ॥
যম বলে কাণী সাহস দেখি থাক।
এই এড়ি শেলপাট আপনারে রাখ ॥
এই বলিয়া শেলপাট যম এড়ে দর্পে।
শেলের গন্ধে পালায় সব বড় বড় সর্পে ॥
শেল দেখিয়া ভয় পাইল পদ্মাবতী।
নেতা নেতা বলি ডাকে শীঘ্রগতি ॥
সহজে মনসা দেবী বড়ই কর্কশ।
হুঙ্কার দিয়া যমের শেল করিল ভস্ম ॥
শেলপাট ব্যর্থ দেখি কুপিত হইল মন।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ যম লইল তখন ॥
জীবন্যাস করিয়া বাণ এড়ে শীঘ্রগতি।
পবনবাণে নিবারিল দেবী পদ্মাবতী ॥
শিলীমুখ বাণ দেবী করিল সন্ধান।
ইন্দ্র বাণে যমরাজ করে দুইখান ॥
ঐশিক বাণ যম এড়িলা ধনুকে।
বজ্রাঘাত শব্দে পড়ে মনসার বুকে ॥
বাণ খেয়ে মোহ গেলা পদ্মাবতী।
গরুড় বাণ যমরাজ এড়ে শীঘ্রগতি ॥
গরুড় দেখিয়া যত সর্প পলায়।
রহ রহ বলিয়া ডাকে দেবী মনসায় ॥

অর্দ্ধচন্দ্র বাণ এড়ে দেবী পদ্মাবতী।
সেই বাণে কাটিলেন যমের সারথি ॥
নেতা বলে পদ্মাবতী হও স্থির কায়া।
এড়হ অনন্ত বাণ চূর হইবে মায়া ॥
নেতার বচনে দেবীর আনন্দিত মন।
যত মাহেন্দ্র অস্ত্র এড়িল তখন ॥
যত যত ব্রহ্মঅস্ত্র মনসার শিক্ষা।
যম রাজার উপর করিল পরীক্ষা ॥
বাণ ঘায়ে ব্যথা পাইয়া ধর্ম্মরায়ে।
কাল মুদ্গর তুলিয়া লইল বাহে ॥
মুদ্গর লইয়া যম থর থর কাঁপে।
ডাক দিয়া মনসারে বলে মহাকোপে ॥
যম বলে কাণী সাহস বুঝি থাক।
এড়িলাম মুদ্গর আপনারে রাখ ॥
এই বলিয়া যমরায় এড়িল তখন।
মুদ্গর দেখিয়া পদ্মা ভয় পাইল মন ॥
নেতা নেতা বলে ডাকে ঘনে ঘন।
নেতা আসি হেন কালে দিল দরশন ॥
মুদ্গর দেখিয়া পদ্মা ভয় পাইল ব্রাহ্মণী।
নেতা বলে দেবী তুমি দুষ্ট-সংহারিণী ॥
যাবৎ নহে যমরায় করে উপহাস।
অনন্ত ঘিরিয়া তুলি এড় নাগপাশ ॥
নেতার বচনে মনসা পাইল সন্ধি।
এড়িলেক নাগপাশ যম হইল বন্দী।
হাসিয়া মনসা দেবী চলিল তখন।
সত্বরে চলিয়া গেল যমের সদন ॥
হরিবে মনসা দেবী ধরে তাহার হাতে।
গলায় কাপড় দিয়া তুলিলেক রথে ॥
বিজয় গুপ্ত বলে ভাই কৌতুক হইল বৈরী
সংবাদ পড়িল গাইন বলরে লাচারী ॥

যম রে কেন আইলা যুদ্ধ করিবারে। (ধুয়া)
বাপের স্ত্রী সতাই, গেলাম তাঁহার ঠাঁই,
বাদ করিলাম তাঁহার সনে।
অনেক কাকুতি তায়, কার্ত্তিকের ধরিয়া পায়,
তবে গৌরী জিয়াইলাম আমি॥
আমার বিষের তেজে, নীলকণ্ঠ দেবরাজে,
আপনে হইল অচেতন।
কিসেরে না কর রাও, মাথায় তুলিয়া চাও,
যুদ্ধ হারিলা রবির নন্দন॥
এত তিন ভুবন মাঝে, মোরে জিনে কেবা আছে,
ইহা তুমি না শুনিও কানে।
আমার বিষের ঘায়, ইন্দ্রাদি দেব স্থির নয়,
তাতে কিরূপে জিনিবা সকলে॥
পদ্মার অভক্ত যে, অবিলম্বে তার ক্ষে
ভক্তজনে সর্ব্বত্র কল্যাণ।
বিজয় গুপ্ত কহে সার, মোর গতি নাহি আর,
সভাসদে কহে সম্মান

সেই পদ্মাবতী সবারে দেও বর।
বন্ধন সহিত যম রহিল সত্বর॥
তিন দিন বন্দী যম পদ্মার দ্বারে।
নারদ কহিল গিয়া ব্রহ্মার গোচরে॥
ব্রহ্মা বলে ত্রিভুবন শূন্য হেন বাসি।
আপনে লইয়া যাও তথা সপ্তঋষি॥
ব্রহ্মার বচনে চলে নারদ মুনিবর।
সপ্ত ঋষি লইয়া মুনি চলিল সত্বর॥
দেখিয়া কৌতুক পদ্মা ঋষি সপ্ত জন।
গৌরব করিয়া দিল বসিতে আসন॥
মনসা বলেন ভাই কেন আগমন।
নারদ বলেন দিদি শুন গো বচন॥
ব্রহ্মা পাঠাইয়াছেন মোরে তোমার গোচর
সত্বরে ছাড়িয়া দেও রবির কোঙর॥

নারদের বচনে দেবী হাসেন ঘন ঘন
কান্দিয়া নারদের ঠাঁই কহেন শমন॥
সূর্য্যাব্রত করে যেবা করে রবিবার
সূর্য্য রথে চড়ি যায় সূর্য্যের দ্বার
একাদশী উপবাস করে নিরাহারে।
আনন্দে চলিয়া যায় বৈকুণ্ঠের দ্বারে॥
গঙ্গাজলে যেবা জনে ছাড়য়ে পরাণী।
ব্রহ্মলোক পায় সেই কি কহিব আমি
যে জন রামের নাম লয় নিরন্তর
সর্ব্বপাপ মোচন হইয়া স্বর্গে যায় নর
যে অবশিষ্ট লোক যায় মোর দ্বার।
তাহাতে হইল এখন পদ্মার অধিকার
এই সব বিচারিয়া না পাইল সন্ধি।
নাগপাশে মনসা করিল দেখ বন্দি॥
নারদ বলেন যম না কান্দিও আর।
অনিরুদ্ধ ঊষা পদ্মা পাইল শিবের দ্বার॥
নারদ বলিল দেবী শুন গো বচন।
বিদায় দেও যাউক যম আপন ভবন॥
নারদের বচনে পদ্মা করিলা আদেশ।
যম ছাড়িয়া নাগ সব গেল নিজ দেশ॥
পদ্মা বলে যম কেন করিলা বিবাদ।
মিছা মিছা পাইলা দুঃখ ক্ষম অপরাধ॥
যম বিদায় দিল জয় বিষহরি।
আনন্দে চলিয়া গেল আপনার পুরী॥
নারদ চলিয়া গেল ব্রহ্মার গোচরে।
যাহার যে নিজালয়ে চলিল সত্বরে॥
বিজয় গুপ্ত রচে পুঁথি মনসার বর।
যম যুদ্ধ পালা গাইলাম এখানে সোসর॥

যাত্রা পাটন।

আনন্দ ময় নগর ভরিয়া জয় জয়। (ধুযা)

প্রণমি মনসা দেবী নমি বিষহরি।
জীবনে মরণে যেন তব পদ স্মরি॥
ছয় পুত্র মরিল চান্দর দুঃখ অতিশয়।
হেথায় চান্দ আছে আপনার আলয়॥
কুলপুরোহিত আছেন সোমাই পণ্ডিত।
চান্দর সম্মুখে দ্বিজ আসিল আচম্বিত॥
পুরোহিত দেখিয়া চান্দর হরষিত মন।
চান্দ বলে শুন দ্বিজ আমার বচন॥
আমার বাপ জীব সাধু ধনের ঈশ্বর।
হীরামণি মাণিক্য আনিল ভরিল চৌদ্দ ঘর॥
বাপ মোর ছিল এই শুনহ ব্রাহ্মণ।
আমার জন্ম হইল কাপুরুষের লক্ষণ॥
ধনে মহাধনী হইলে সর্ব্বলোক বশ।
বাহুতে অর্জ্জিয়া ধন খাইতে বড় রস॥
মনে মনে ভাবি আমি বেড়াই আড়ে আড়ে।
সোনারে দেখিয়া মোর অধিক দুঃখ বাড়ে॥
হেথা না রহিব আমি যাইব দক্ষিণে।
সর্ব্ব দুঃখ পাশরিব থাকিয়া পাটনে॥
দ্বিজ বলে বুঝাইলে না বুঝ বড়ই অশক্য।
প্রথমে মনসা তোমার বড়ই বিপক্ষ॥
দেশের ভিতরে তুমি পাও লাটি ঘাটি। (১)
বিদেশে যাইবে তাহে ন্যায় নহে আটি॥
চান্দ বলে শুন বিপ্র আমার বচন।
না বুঝিয়া পৈচাল পাড় কিসের কারণ॥
কর্ম্মফলে শঙ্কর পূজিতে করি ঘৃণা।
সে কারণে পুত্র মোর পুত্র ছয় জনা।
তুমি বল পদ্মাবতী বর দিতে পারে।
তার কেন কাণা চক্ষুর ঔষধ না করে॥
হেথা না রহিব যাব দক্ষিণ পাটন।
সোনেকার সঙ্গে মোর করাও মিলন॥
চান্দর বচন শুনি লড়ে দ্বিজবর।
অবিলম্বে চলি গেল সোনেকার ঘর॥
বন্ধু গুরু ব্রাহ্মণে না কর কুমতি।
স্বামী বিনে স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি॥
এতেক জানিয়া কেন চান্দরে কর রোষ।
কর্ম্মফলে পুত্র মরে চান্দর কিবা দোষ॥
সোনেকা বলেন বিপ্র শুনহ বচন।
সাধুর দোষেতে হারাই পুত্র ছয় জন॥
দ্বিজ বলে এই সব না ভাবিও মন।
রন্ধন করহ চান্দ করিবে ভোজন॥
সোনেকারে বুঝাইয়া গেল দ্বিজবর।
রন্ধন করিতে গেলা সোনকা সুন্দর॥
নিরামিষ্য হবিষ্য রান্ধিয়া ব্যঞ্জন।
স্নান করিল গিয়া সাধুর নন্দন॥
মনের হরিষে চান্দ পূজিল শঙ্কর।
ভোজন করিতে চান্দর কৌতুক অন্তর॥
সুবর্ণের থালে সোনেকা অন্ন লইয়া।
চান্দর সম্মুখে অন্ন দিল বাড়িয়া॥
ভোজন করিল তবে সাধুর নন্দন।
সুবর্ণের খাটে দোহে করিল শয়ন॥
হের লো সোনেকা তুমি ধর গুয়া পান
কর্ম্মফলে পুত্র মৈল ত্যজ অভিমান॥
তোমাকে দেখিয়া মোর প্রাণ নহে স্থির।
আলিঙ্গন দেও কামে দগ্ধ এ শরীর॥
বংশনাশ হইয়াছে নাহি একজন।
আজি রতিদানে হবে পুত্রের লক্ষণ॥
আচম্বিতে সোনেকার ধরিলেন হাতে।
ধরিয়া সোনার হাত বসায় বামভিতে॥

১। লাঠি ঘাটি—লাঞ্ছনা।

ঘন ঘন চুম্বন দেন মুখের উপর।
ঋতু রক্ষা করে তবে চান্দ সদাগর॥
শৃঙ্গার রসেতে দুই নিদ্রায় অচেতন।
মনে মনে পদ্মাবতী চিন্তেন তখন॥
খাটে শুইয়া নিদ্রা যায় দুই জন।
নেতার বাক্যে পদ্মাবতী আসিল তখন॥
পদ্মাবতী বলে জিব তুমি নারায়ণ।
ব্রহ্মরূপে হও তুমি পরম কারণ॥
অনিরুদ্ধরূপে ছিলা কামদেবের ঘর।
সোনেকার উদরে গিয়া জন্ম লক্ষ্মীন্দর॥
সোনেকার উদরে গিয়া জন্মিয়া কর মোর কাজ।
পূজা যেন হয় মোর পৃথিবীর মাঝ॥
শিয়রে বসিয়া পদ্মা জপে শিব শিব।
অঞ্চল হইতে খসাইল অনিরুদ্ধের জীব॥
এতেক বলিয়া দেবী হস্তের মুষ্টি এড়ে।
বায়ুরূপে প্রবেশিল সোনেকার উদরে॥
ভক্তজনে বর দিতে পদ্মা ভাল জানে।
সোনেকার পুত্র দিতে দেবগণ আনে॥
ধন্য ধন্য চান্দ তোমার ধন্য উৎপত্তি।
যাহার ঘরে জন্মিলেক গোবিন্দের নাতি॥
কোথায় দেখেছ হেন অদ্ভুত কর্ম্ম।
মনুষ্যের উদরে হয় দেবতার জন্ম॥
এতেক বলিয়া দেবী মন কুতূহলে।
সহর্ষেতে পদ্মাবতী নিজ ঘরে চলে॥
রজনী প্রভাতে কাক ডাকে ঘনে ঘন।
শয্যা ত্যাগি বাহিরে গেলা সাধুর নন্দন॥
প্রাতঃক্রিয়া করে সাধু শিবের ধ্যান।
চান্দ বলে শুন ধনা আমার বচন॥
আমার আদেশে চল তুমি এইক্ষণ।
বর্দ্ধকী (১) আনিতে তুমি করহ গমন॥
চলিল ধনা তবে চান্দর আদেশে।
সত্বরে চলিয়া গেল বর্দ্ধকীর দেশে॥
যত বর্দ্ধকী বান্ধে হাতে গলায়।
ততক্ষণে মেলে গিয়া সদাগর যথায়॥
বর্দ্ধকী দেখিয়া বলে সাধুর নন্দন।
ইঙ্গিত করিল এখন খসা রে বন্ধন॥
প্রণাম করিয়া বলে যতেক সূতার।
প্রসাদ দিয়া তাহা সবার করে পুরস্কার॥
চান্দ বলে ভাই সব শুন হে বচন।
ডিঙ্গা নাও করিতে তোমরা করহ গমন॥
গহন সমুদ্র তরিব প্রসার বিস্তর।
নৌকা ভাও (১) করিয়া আনহ সত্বর॥
প্রণাম করিয়া তারা চলিল ত্বরিত।
সূতার বিদায় দিয়া চান্দ চলিল পুরীত॥
স্নান পূজা করিল তবে সাধুর নন্দন।
বিনোদ মন্দিরে গিয়া করিল শয়ন॥
কহিল সকল কথা নাহি লেখা জোখা।
চান্দ বলে শুন বাক্য সুন্দরী সোনেকা॥
ঘরে বসিয়া খাইতে ফুরাইল ধন।
কল্য যাইব আমি দক্ষিণ পাটন॥
পুত্র নাই মিত্র নাই সবে দুইজন।
বৃদ্ধকালে আমারে পুষিবে কোন্ জন॥
সোনাই বলে প্রাণনাথ রাজ্যের ঠাকুর।
কোন্ কাজে ডিঙ্গা লইয়া যাবে বহুদূর॥
সংসারের মধ্যে সার আছি দুই জন।
কোন দুঃখে যাবা তুমি দক্ষিণ পাটন॥
চরণে পড়িয়া সোনা উচ্চৈঃস্বরে কান্দে।
এই কালে বল ভাই লাচারীর ছন্দে॥

১। বর্দ্ধকী—সূত্রধর।

১। ভাও করিয়া—ঠিক করিয়া।

প্রাণনাথ নারীর বচনে কর হিত।
এবার পাটনে গেলে বড় অনুচিত ॥ (ধুয়া)

যথা তথা যাও সহায় করি শিব।
এবার পাটনে গেলে হারাইবে জীব ॥
আজি নিশি দেখিলাম স্বপন বিকট।
যাত্রাকালে তোমার ভাঙ্গিল পূর্ণঘট ॥
বেলা দুই প্রহরে শৃগালের কোলাহল।
এবার পাটনে গেলে মজিবে সকল ॥
অষ্টমে রাহু তোমার নবম ঘরে জীব (১)।
এবার পাটনে গেলে না রাখিবে শিব ॥
সম্মুখে যোগিনী মাগে হাতে লয়ে থাল।
এবার পাটনে গেলে ঘটিবে জঞ্জাল ॥
উত্তরেতে জেঠি (২) বোলে ডাইনে যায় সর্প
এবার পাটনে গেলে চূর্ণ হবে দর্প ॥
পদ্মা তোমার পাছে বৈরী আছে সর্ব্বক্ষণ।
এবার বাণিজ্যে না হবে শুভের লক্ষণ ॥
তোমারে কুপিত বিধি সর্ব্বক্ষণ আছে।
এবার হারাবে প্রাণ সমুদ্রের মাঝে ॥
যে করুক সে করুক বিধি প্রাণ সংশয়।
অবশ্য পাটনে যাব কহিনু নিশ্চয় ॥
ভণে কবি চন্দ্রপতি বিষহরীর বর।
বাধা না মানিয়া চলে চান্দ সদাগর ॥
লিখিয়া দিবা মোরে পত্র একখানি।
লোকে যেন নাহি বলে দ্বিচারিণী ॥
তুমি আমি জানি নাহি জানে অন্য জন।
লোক মুখে হবে মোর অযশ ঘোষণ ॥
আপনার অন্ন খায় লোকে চর্চ্চা করে।
লোকের চর্চ্চায় সতী গেলা পাতাল পুরে ॥

১। জীব—বৃহস্পতি।
২। জেঠি—টিকটিকি

পত্র লিখিও নানা হেতু।
মাঘ মাসের পাটন আশ্বিন মাসের ঋতু ॥
আপনার হস্তে চান্দ পত্র লিখিয়া।
সোনেকার হাতে পত্র দিল তুলিয়া ॥
তোমার ভাগ্যে যদি প্রসন্ন হন বিধাতা।
এই গর্ভে পুত্র হবে না হবে অন্যথা ॥
আমার বচন প্রিয়া রাখিও হৃদয়।
লক্ষ্মীন্দর নাম থুইও যদি পুত্র হয় ॥
কন্যা হইলে নাম থুইও প্রিয় শশিকলা।
এতেক বলিয়া পত্র সোনার হাতে দিলা ॥
এতেক বলিয়া সোনা চড়াইল রন্ধন।
স্নান করিল গিয়া সাধুর নন্দন ॥
ভক্তি করি পূজে হরগৌরীর চরণ।
অনেক রসে সাধু তবে করিল ভোজন ॥
কর্পূর তাম্বুলে করে মুখশোধন।
নিকটে মিলিল সাধুর শুভ লগন ॥
দুর্গা শিব চান্দ বলে ঘনে ঘন।
যাত্রা করিতে বসে সাধুর নন্দন ॥
(শুভক্ষণে যাত্রা করে সাধু সদাগর)।
শিবদুর্গা বলিয়া গেল বাহির দখলে।
বাহির হইতে গিয়া সাধু বসিল দেয়ালে ॥
(সংবাদ দিয়া আনিল যত পাত্রগণে)।
সোমাই পণ্ডিত আসিল কুলের ব্রাহ্মণ।
শান্তিধর চতুরঙ্গ আসিল সর্ব্বজন ॥
চান্দ বলে শুন সোমাই আমার বচন।
দেশ ছাড়ি যাব আমি দক্ষিণ পাটন ॥
দেশের যত ভার দিলাম তোমার তরে।
সর্ব্বলোকে পালন করিও আমার অগোচরে ॥
মহানন্দের তরে পড়িল হাহাকার।
সত্বরে চল তুমি নৌকা সাজাবার ॥
হাতে সাজি লইয়া ধাইল তখন।
চৌদ্দ ডিঙ্গায় ভরিলেক বহুমূল্য ধন ॥

হরষিতে সদাগর তুলিলেক গাও।
শিবদুর্গা বলি চান্দ বাড়াইল পাও ॥
চান্দ বলে ধনা তুই মোর বাক্য ধর।
নানাদ্রব্য তোল নিয়া ডিঙ্গার উপর ॥
লোকে কলরব করে জয় হুলাহুলী।
জয় জয় করি দ্রব্য ডিঙ্গায় নিয়া তুলি
হরষিতে চলিল চান্দ বড় আনন্দিত।
এই কালে বল ভাই লাচারীর গীত ॥

আচম্বিতে দৈবের লিখন।
চৌদিকে বাজনা বাজে, হুলাহুলি সর্ব্ব রাজ্যে,
সাধু যায় দক্ষিণ পাটন ॥ (ধুয়া)।
আগে তোলে ধন খণ্ড, স্বর্ণ তোলে ভাণ্ড ভাণ্ড
সাধু নহে ধনেতে কাতর।
হীরামন মাণিক্য ভরা, ডিঙ্গায় তুলিল সারা,
আর তোলে বিচিত্র পাথর ॥
ছোলঙ্গ জামির ফল, মিষ্ট তোলে নারিকেল,
গুয়ার পাকড়ী ছড়া ছড়া।
সূতার কাপড় গড়া, তোলে জৈন (১) ঘড়া ঘড়া,
আর তোলে চটের ধোপড়া ॥
মাষ মসুরি ছোলা, আদা হরিদ্রা মূলা,
নানাদ্রব্য তোলে নিয়া নায়।
জিনিষ তুলিল নায়, সানন্দে বিজয় গায়,
সাধুরে জানাতে ধনা যায় ॥

রোঙ্গাই পণ্ডিত আর পুত্র সুলোচন।
শুভক্ষণে চলিলেক সাধুর নন্দন ॥
পাটনে চলিল সাধু কৌতুক হইল বৈরী
এই কালে বল ভাই সরস লাচারী ॥

যাত্রা করি সাধু নড়ে, ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে,
হাতে ধান্য দুর্ব্বা গঙ্গাজল।
ঘৃত মধু দধি খণ্ড, ভরিয়া সুবর্ণ ভাণ্ড,
সম্মুখে থুইল নানা ফুল ॥
আশ্বাসিয়া জনে জনে, প্রধান যত পাত্রগণে,
নানা অস্ত্র করিয়া ভূষণ।
যত দিন না আসি আমি, সাবধানে থাক তুমি,
পুরীতে না আসে অন্য জন ॥
তোল নিয়া বাটা বাটী, বসিবার রাঙ্গা পাটী
জল খেতে সুবর্ণের ঝারি।
সঙ্গে যে যাইতে চায়, তারে নিয়া তোলে নায়,
হুকুম করিল অধিকারী ॥
ধনু বৎস কৃষ্ণসার, নানাপুষ্প আগে আর,
যাত্রা করি চলে সদাগর।
বিজয় গুপ্ত কবি ভণে, শুনহ রসিক জনে,
দোলায় চড়িল চন্দ্রধর ॥

ডিঙ্গা বাহ রে কাণ্ডারী ওরে ভাই
আজুরে খিচিয়া ডিঙ্গা বাহনা রে। (ধুয়া)

হেতালবাড়ি কান্ধে করি চলে সদাগর।
হরষিতে চড়ে সাধু দোলার উপর ॥
সত্বর হইয়া সাধু ডিঙ্গায় চড়িল।
একে একে চৌদ্দ ডিঙ্গা বাওয়াইয়া দিল ॥
প্রথমে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
যেই নায় চলিল লক্ষের সদাগর ॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে বিজু সিজু।
গাঙ্গের দুই কূল ভাঙ্গিয়া বেঁকা করে উজু ॥ (২)
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে গুয়ারেখী।
যার উপরে চড়িয়া রাবণের লঙ্কা দেখি ॥

১। জৈন—জোয়ান।

১। বাওয়াইল—রওনা করিল।
২।

তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা ভাণ্ডার পাটুয়া।
সেই নায় উঠাইয়া লইল তালিমের নাটুয়া (১)॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে শঙ্খচূড়।
সমুদ্রের দুই কূল ভাঙ্গে পাতালে ঠেকে মুড় (২)॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা অজয় শেলপাট।
যাহার উপর মিলিয়াছে শ্রীকলার হাট। (৩)
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে উদয়তারা।
অর্দ্ধেক নায় ঝড় বৃষ্টি অর্দ্ধেক নায় খরা॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে টিয়াঠুটী।
সেই নায় ভরে সাধু পাট আর ভুটী॥
তার পাছে বাওয়াইল নৌকা নামে ধবল।
ঝাঁকে ঝাঁকে খায় সে শতেক ছাগল॥
তার পাছে বাওয়াইল নামে কেদার।
বিনা ধূপ দীপে কূলে নহে আগুসার॥
তার পাছে বাওয়াইল নৌকা নামে পক্ষিরাজ।
যে নায়ের উপরে আছে অনেক বৃক্ষরাজ॥
তার পাছে বাওয়াইল নৌকা নামে ভীমাক্ষ।
সেই নায় ভরিয়া লইল শঙ্খ চৌদ্দ লক্ষ॥
তার পাছে বাওয়াইল নৌকা নামে শঙ্খতালি।
চন্দন কাষ্ঠে তার গুরা আর ডালি॥
তার পাছে বাওয়াইল নৌকা আজেলাকাজেলা।
ঝাঁকে ঝাঁকে রহিয়া খাই শতেক ছাগলা॥
একে একে চৌদ্দ ডিঙ্গা চালাইল সত্বর।
ডিঙ্গা চালান করে সাধু গঙ্গাসাগর॥
গঙ্গার পূর্ব্বকূলে আছে শিবের আগার।
তথায় চাপাইল ডিঙ্গা চান্দ সদাগর॥
শিবের চরণে সাধু করিল প্রণাম।
সাতখান সুবর্ণ ব্রাহ্মণে দিল দান॥

১। নাটুয়া—নর্ত্তক।
২। মুড়—মস্তক।
৩। শ্রীকলা—নানারূপ কলা সৌন্দর্য্যের

সেই দিন সেইখানে রহিল লস্কর।
গঙ্গাস্নান করিয়া চলিল সদাগর॥
এইরূপে আছয়ে যদি চান্দ অধিকারী।
নিরন্তর আঁটে যুক্তি নেতা বিষহরি॥
নেতার সঙ্গেতে যুক্তি ভাবেন বিশেষ।
কোন্ বুদ্ধি করি নেতা কহ উপদেশ॥
নেতা বলে পদ্মাবতী মোর বোল ধর।
সমুদ্রের মধ্যে এখন নদী দিবে চর॥
শ্রীপতি নামেতে আছে ধনপতি সুত।
তাহার মন্দিরে পদ্মা হইল উপনীত॥
রাত্রি দুই প্রহর শ্রীপতি নিদ্রায় অচেতন।
শিয়রে বসিয়া পদ্মা দেখায় স্বপন॥
গাঙ্গের কূলেতে সদাগর দেখিবা।
তথায় দিয়া আমার মণ্ডপ তুলিবা॥
স্থির নহে মতি সাধুর দেখিয়া স্বপন॥
মণ্ডপ তোলাইতে তখন করিলা গমন॥
বিশ্বকর্ম্মা আনাইয়া নির্ম্মাইল ঘর।
মনসার পূজা হইল নদীর ভিতর॥
খই দই কদলী থুইল ঠাঁই ঠাঁই।
মৃগ মহিষ বলিদান লেখা জোখা নাই॥
যেই বর যেই চাহে পায় ততক্ষণ।
প্রত্যক্ষ দেবতা হেন জানে সর্ব্বজন॥
নৃত্যগীত বাদ্য হইল পুরীর ভিতর।
সমুদ্রের কূলে থাকি শুনে সদাগর॥
চান্দ বলে ধনারে আমার বোল ধর।
হেথা না রহিয়া এখন চলহ সত্বর॥
গহন সমুদ্রে যাইয়া পাই সদাগর।
সমুদ্রের ঢেউ লাগে দেখি লাগে ডর॥
চান্দ বলে ভাই সব না কর বিষাদ।
সাহস করিয়া আজি তরিব প্রমাদ॥
এতেক বলিয়া ভাসে সমুদ্রের ভিতর।
মালিমে (১) ডাকিয়া বলে শুন সদাগর॥

১। মালিমে—প্রধান নাবিক।

জোকের থানা এই সমুদ্র মাঝার।
চাপিয়া রাখিল নৌকা নহে আগুসার॥
এতেক শুনিয়া সাধুর হরষিত নহে মন।
মালিমে ডাকি বলে আজ্ঞ চিন্তা অকারণ॥
ঔষধ ফেলাইয়া দেখ কোনরূপ হয়।
ক্ষার চূর্ণ মিশাইয়া ফেলাও ত্বরায়॥
মালিমের বাক্য সাধুর মনে লয়।
ক্ষার চূর্ণ মিশাইয়া সমুদ্রে ফেলায়॥
ক্ষার চূর্ণের গন্ধ পাইয়া পালাইল ডরে।
সমুদ্র বাহিয়া যায় চান্দ সদাগরে॥
এক বাঁক হইতে সাধু আর বাঁক যায়।
মালিমা ডাকিয়া বলে শুন মহাশয়॥
শঙ্খ সমুদ্রে আছে বুঝিলাম সন্ধান।
চাপিয়া ধরিল নৌকা নহে আগুয়ান॥
এতেক শুনিয়া চান্দর স্থির নহে মন।
মালিমে বলেন ঠাকুর চিন্ত কি কারণ॥
চান্দর নফর ধনা জানে নানা সন্ধি।
লোহার চাই (১) পাতিয়া শঙ্খ করে বন্দী
তরের উপরে সাধু থুইল পুতিয়া।
যাবার কালে নিব শঙ্খ নৌকা ভরিয়া॥
এইরূপে চলে যায় হরষিত মন।
মধ্য গাঙ্গে এক পুরী দেখিল তখন॥
দূরে থাকি দেখে তাহা চান্দ সদাগর।
কার পুরী দেখি এই সমুদ্র ভিতর॥
কেহ বলে ডাকাইতে ভাত রান্ধি খায়।
কেহ বলে রাজা বুঝি জলকর লয়॥
কাহার হইতে পাব পুরীর বার্ত্তা সার।
জলমধ্যে পুরীখান ঐ দেখি কার॥
(ধন্দ হেন সদাগর ভাবিল হৃদয়।)
হেনকালে কৈবর্ত্ত দেখে সমুদ্র মাঝার।
নিকটে আনিয়া তারে বলে সদাগর॥

চান্দ বলে বিবরণ কহ মোরে সার।
জল মধ্যে পুরীখান ঐ দেখি কার॥
স্বরূপে কহিলে দিব খাসা ইনাম।
মিথ্যা কহিলে তোর কাটিব দুই কাণ॥
সেলাম করে কৈবর্ত্ত কৌতুক হইল বৈরী
এই কালে বল ভাই সরস লাচারী॥

চান্দরে দেখিয়া ভয়, যোড়হস্তে কৈবর্ত্ত কয়,
অবধান কর মহাশয়।
যে মোরে পুছিলা সার, জলমধ্যে পুরী কার,
তার নাম লইতে বাসি ভয়॥
ডিঙ্গা লইয়া সাধু যত, আসে যায় এই পথ,
এখানে রহিয়া পদ্মা পূজে॥
নাও যায় ভরিয়া ধনে, পদ্মাবতী পরশনে,
ঘরে গিয়া নানা সুখ ভুঞ্জে॥
কহিলাম যে কিছু জানি, দেবের দেব শূলপাণি
তাঁহার তনয়া মনসা।
তোমারে কহিলাম শুন, চৌদ্দ ডিঙ্গা ভরি ধন
ধূপ দীপ দিয়া পূজহ মনসা।
পদ্মার অভক্ত যে, অবিলম্বে তার ক্ষে,
ততক্ষণ তার সর্ব্বস্ব যায়।
আপনে দিয়াছ আশা, ইনাম আমারে দিবা খাসা
ঘরে যাই পাইলে বিদায়॥
কহিতে কৈবর্ত্ত হাসে বিষ হেন চান্দ বাসে,
ধীবর বান্ধিয়া তোল নায়।
আমারে ভাণ্ডিয়া কাণা, ভাল পাইয়াছে ঠাই খানি,
বর্ব্বর ভাঁড়াইয়া পূজা খায়॥
পদ্মাবতী দরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
ঘট ভাঙ্গিতে চান্দ যায়।
যত লোক নাহি বুঝে, মহাদেব নহে পূজে,
তেকারণে এত দুঃখ পায়॥

১। চাই—মাছ ধরিবার খাঁচা বিশেষ।

এতেক শুনিয়া সাধুর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপে।
হাতে হাত কচালে দশনে ওষ্ঠে চাপে॥
মহাকোপে কাঁপে তনু সাধুর নন্দন।
ঘট ভাঙ্গিতে সাধু চলে ততক্ষণ॥
দারুণ হৃদয় চান্দ বড়ই নিষ্ঠুর।
হেতালের বাড়ি দিয়া ঘট করে চুর॥
কাহার শক্তি বুঝিবে চান্দর পরিপাটী।
কোদালে কাটিয়া ফেলায় ঘর ভিটির মাটি
যতেক পূজার সজ্জা ফেলিলেক জলে।
ঘর ভিটির মাটি কাটি ফেলায় কোদালে॥
ঘর ভাঙ্গিয়া চান্দ বান্ধে আটি আটি।
প্রবাসে রান্ধিয়া খাব করিব পরিপাটী॥
পুরীর অবস্থা (১) করে চান্দ সদাগর।
হাসেন পদ্মাবতী নাগরথের উপর॥
তথা হইতে ডিঙ্গা খোলে সাধুর নন্দন।
ক্রোধ উপশমি সাধুর হইল ততক্ষণ॥
চান্দ বলে আরে ধনা কহিব বিশেষ।
এই ভাই হইতে পাইলাম পুরীর উদ্দেশ॥
গুটিকত কিল দেও পথের উদ্দেশ।
তবে ত কহিবে বেটা সকল বিশেষ॥
একে ত ধনা বেটা আরো আজ্ঞা পায়।
চুলে ধরি ধনা বেটা কৈবর্ত্ত কিলায়॥
কাখের তলে মাথা রাখি ঘন মারে কিল।
পাথর সমান যেন ঝড়ে পড়ে শিল॥
মরি মরি বলি বেটা পায় ধরি সাধে।
তোমারে উত্তর দিয়া মরি অপরাধে॥
এত দেখি গেল রোঙ্গাই চান্দর গোচর।
যাত্রাকালে গণ্ডগোল শুন সদাগর॥
কাঙ্গালে ছাড়িয়া দেও যাউক যথা তথা।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসিয়া কর এতেক অবস্থা॥

ডুব দিয়া পলাইল জলের ভিতর।
ডিঙ্গা বাওয়াইয়া গেল চান্দ সদাগর॥
হেথায় এই বার্ত্তা শ্রীপতি পাইল তখন।
মাথায় হাত দিয়া তবে করয়ে ক্রন্দন॥
কৈবর্ত্তের ঠাঁই বার্ত্তা সে পাইল সার।
অনুমানে বুঝি এই চান্দ বেটা ছার॥
এক বাঁক হইতে ডিঙ্গা চলে দিয়া জয়।
কুম্ভীর সমুদ্রে গিয়া বাহিয়া কুলায়॥
কুম্ভাবে ঠেকাইয়া রাখে ডিঙ্গা চৌদ্দখান।
দেখিয়া যে সদাগর ভাবে মনে মন॥
আগু হইয়া রোঙ্গাই ব্রাহ্মণ কথা কয়।
এই যে কুম্ভীর নদী শুন মহাশয়॥
তীর গোলা মারিলেক কুম্ভীর উপর।
তীর গোলা খাইয়া কুম্ভীর হইল তল॥
হেথা হইতে চলি যায় চান্দ সদাগর।
মলিনে ডাকিয়া বলে শুন সদাগর॥
কোন সহরে যাবা কহ ত নিশ্চয়।
সর্ব্ব রাজ্যের কথা বলি শুন মহাশয়॥
উত্তর দিকের কথা শুন সদাগর।
সে দেশের রাজা আছে নামে মুক্তীশ্বর॥
বুঝিতে না পারি কিছু সেই দেশের মর্ম্ম।
সেই দেশের লোকে খায় মরিচের অন্ন॥
পূর্ব্ব দেশের রাজা নাম বিদ্যাসঙ্গ।
সে দেশের লোক সাধু যত বড় অঙ্গ॥
পরস্পর যত লোক একরূপে থাকি।
ব্রাহ্মণ জাতি বসে যত সকলেই চর্ম্মকাটি।
জ্যেষ্ঠ ভাইর বধূ করে কনিষ্ঠে বদলা।
ভগ্নী লইয়া ঘর করে ভাইরে বলে শালা॥
সকল জাতির নারী বেড়ায় দীর্ঘ ছান্দে।
বিচিত্র বসন দিয়া দুই স্তন বান্ধে॥
সব জাতি একাচারী নাহিক আচার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই কুৎসিত আকার॥

১। অবস্থা—দুরবস্থা।

পশ্চিমে দেশের কথা শুন সদাগর।
সেই দেশের লোক বড়ই বর্ব্বর॥
সেই দেশের লোকে চলে গলায় দিয়া পাটা।
হিন্দু ব্রাহ্মণের চিহ্ন নাই সকলের কর্ণ কাটা॥
ষোল বৎসরের হইল যুবতীর বিয়া।
পুরোহিতের বাড়ী থাকে দক্ষিণার লাগিয়া॥
বিবাহ করিয়া দেয় ভগ্নিপতির ঘরে।
অপত্যাদি হয় যদি তাহার উদরে॥
দেশেতে আনিয়া শেষে সমভাগ করে।
সেই ভাগ সহ তার স্ত্রীকে নেয় ঘরে॥
ভট্টাচার্য্য হাল চাষে গলায় পৈতা দিয়া।
স্ত্রীলোকেতে ঘুটা বাছে বিবস্ত্র হইয়া॥
দক্ষিণ পাটনের কথা শুন সদাগর।
অবোধ নগরে সেই পরম সুন্দর॥
সেই দেশের রাজার কথা শুন সদাগর।
রাজার নাম তথা বিক্রমকেশর॥
সে দেশের লোক অতি বড় ধনী।
ভেলায় করিয়া রাখে মাণিক্য দোহারী॥
অমাবস্যার পর তিথি আসে পৌর্ণমাসী।
ঢেউতে নিয়া শঙ্খ মুক্তা তোলে রাশি রাশি॥
হাট কুড়াইয়া খায় হাটরিয়া কাঙ্গাল।
পাটিতে করিয়া শুকায় মুকুতা প্রবাল॥
এতেক শুনিয়া সাধুর আনন্দিত মন।
নিশ্চয় কহিল যাব দক্ষিণ পাটন॥
এবার কৃপা মোরে করে চণ্ডী আই।
আজুকার দিন গেলে দিন কূল পাই॥
চৌদ্দ ডিঙ্গায় ভরিলেক বহুমূল্য ধন।
এতেক শুনিয়া তবে হরষিত সর্ব্বজন॥
এইরূপে সদাগর চলিলা সত্বর।
মালিমে ডাকিয়া বলে শুন সদাগর॥
দশ কূল পাবা হেন অনুমানি।
এবার তরাইলা বুঝি শঙ্কর ভবানী॥

বিজয় গুপ্ত বলে গাইন কৌতুক হইল বৈরী
এই কালে বল ভাই সবস লাচারী॥

চৌকিদারে বার্ত্তা পায়, পর দলে (১) রাজ্য লয়,
কোতোয়াল কেমনে রহিছ ঘর।
এতকাল চৌকি রাখি, এমন সাধু নাহি দেখি,
প্রতি নায়ে চৌসারি ঘর॥
রক্ত শাটের শরে, (২) চামরে ঢাকিছে গলে,
দুই দিকে কামান সিপাই।
শ্বেত চামরে বাও করে, ময়ূরে আড়ানী ধরে,
পর দল আসিল এই ঠাঁই॥
সকল কোতোয়াল মিলি, রাজার ঠাঁই গেল চলি,
মাথা নোয়াইয়া কহে কথা।
পদ্মাবতী দরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
পর দল আসিয়াছে হেথা॥

রাজা বলে কোতোয়াল মোর কার্য্যে যাও।
শীঘ্রগতি গিয়া তথা তত্ত্ব লৈয়া আও॥
লক্ষের পুটুলি ফেলে জলের ভিতর।
রাজার আজ্ঞায় কোতোয়াল চলিল সত্বর।
অবিলম্বে গেল যথা চান্দ সদাগর॥
ডিঙ্গা রাখ বলে কোতোয়ালগণে।
ঝোড়ে না লাগাও ডিঙ্গা বিনা পরিমাণে॥
পর দল হও তুমি নহে মহাজন।
এত বড় ডিঙ্গা নাহি আনে কোন জন॥
কোতোয়াল পাইক রহিল থরে থরে।
মধ্যকরে থাকি চান্দ পরিচয় করে॥
আপন কুশল যদি চাও দেও পরিচয়।
যে সব আড়ম্বর দেখি কভু সাধু নয়॥

১। পরদলে—শত্রু পক্ষে। ২। শরে—পান।

আছুক অন্যের কাজ বলে কোতোয়ালে।
জনে জনে কাটিয়া তুলিয়া দিব শালে ॥
ডাক দিয়া বলে তবে রোঙ্গাই ব্রাহ্মণ।
তোমার দেশেতে আইল সাধু মহাজন ॥
চম্পক নগরের রাজা চান্দ সদাগর।
বাণিজ্য করিতে আইল কহিলা সত্বর ॥
যদি তোমরা হও লক্ষের সদাগর।
লক্ষের পুটলি ফেল জলের ভিতর ॥
এতেক নিষ্ঠুর বাক্য বল কি লাগিয়া।
না রব তোমার রাজ্যে দেশে যাব ধাইয়া।
চান্দর যতেক সৈন্য সকলি ইতর।
হুড়াহুড়ি করে গেল ঝোড়ের ভিতর ॥
ভাই ভাই বলে সাধু বলিল উত্তর।
বৃদ্ধ কোতোয়াল গেল চান্দর গোচর ॥
সোণার বাটাতে চান্দ খায় গুয়া পান।
দুই বিড়া পাণ দিল তার বিদ্যমান ॥
দুই বিড়া পাণ দিল চারি ঘা গুয়া।
হস্তে করিয়া বলে কি করিব ইয়া ॥
চান্দ বলে হের দেখ সাক্ষাতে খাই।
চূণ গুয়া পাণ একত্রে খাইলে বড় স্বাদ প
এতেক শুনিয়া কোতোয়াল আনন্দ হৃদয়
দধিজ্ঞানে চূণ বেটা কতগুলি খায় ॥
চূণ খাইয়া তার জিহ্বার গেল ছাল।
থুথু করি ফেলে ঘটিছে জঞ্জাল ॥
ধনার দিক চাহিয়া হাসেন সদাগর।
বুঝিলাম ঐ দেশের লোক বড়ই বর্ব্বর ॥
ঠাকুর চতুর যার সেবক বিচক্ষণ।
সম্মুখে বসিয়া পাণ যোগায় ততক্ষণ ॥
পাণ খাইয়া কোতোয়াল আনন্দিত মন।
রাঙ্গা জিহ্বা করিয়া চাহে ঘন ঘন ॥
চান্দ বলে কোতোয়াল শুনহ বচন।
দর্পণ আনিয়া দেখ মুখের পত্তন ॥
বিদায় হইয়া কোতোয়াল চলিল তখন।
ত্বরিত গমনে গেল রাজার সদন ॥
রাজ-ব্যবহারে কোতোয়াল নোয়ায় মাথা।
দেখিল শুনিল যত কহিল সব কথা ॥
চারিবার গিয়াছিলাম ডিঙ্গার বার্ত্তা পাইয়া।
অনেক আসিয়াছে লোক চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া
এতেক শুনিয়া রাজা স্থির করে মন।
কোতোয়ালের মুখ সবে করে নিরীক্ষণ ॥
চারিভিতে সব লোক কাণাকাণি করে।
আজু কেন কোতোয়ালের মুখে রক্ত পড়ে ॥
কোতোয়াল বলে রাজা বলি নিবেদন।
কিছু বস্তু খাইতে দিল সাধুর নন্দন ॥
বড়ই আশ্চর্য্যের বস্তু খাইতে অনুমান।
পথে আসিতে তার হারাইলাম নাম ॥
আনিল যতন করি যত গুয়া পাণ।
সত্বরে ফেলাইয়া দিল রাজার বিদ্যমান ॥
এই মতে হেথায় রহিল সদাগর।
যাত্রা পাটন পালা এইখানে সোসর ॥

—:—

ডিঙ্গা বুড়ান পালা
বস্তু বদল।

কোতোয়াল মুখে রাজা শুনিয়া বচন।
সংবাদ দিয়া আনিলেক পাত্র যত জন ॥
কোতোয়াল বলে শুন নৃপবর।
ভিন্ন দেশী আসিয়াছে এক সদাগর ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা সঙ্গে দুর্গার অধিষ্ঠান।
মহা ধনবন্ত সাধু রাজার সমান ॥
শুনিয়া সাধুর কথা হরিষ অন্তর।
ভক্ষ্যদ্রব্য রাজা কিছু পাঠাইল সত্বর ॥
দ্রব্য লইয়া কোতোয়াল পাঠাইল ততক্ষণ।
দ্বারীর আগে কহে নেও রাজার সদন ॥

কোতোয়ালের কথা কহে রাজার গোচর।
কোতোয়াল আনিতে সাধু বলিল সত্বর॥
সেলাম করিয়া কোতোয়াল লইল পায়ের ধূলি
কোতোয়াল দেখিয়া চান্দ আইস আইস বলি॥
উপাধিক দ্রব্য সব থুইল সারি দিয়া।
মনে মনে হাসে চান্দ এ সব দেখিয়া॥
কোতোয়ালের চরিত্র দেখিয়া আচাভুয়া (১)
দুই বিড়া পাণ দিল চারি ঘা গুয়া॥
গুয়া হাতে কোতোয়াল এক দৃষ্টে চায়।
কি নাম দ্রব্য ইহা কোন রীতে খায়॥
কোতোয়ালের কথায় ধনা হাসে ঘন ঘন।
পান চূণ একত্র করিয়া খাওয়ায় তখন॥
জনম সফল হইল হরষিত মন।
আপন জিহ্বা মেলিয়া বেটা চাহে ঘন ঘন॥
কোতোয়াল বলে লক্ষের সদাগর।
তোমার কারণে রাজা কহিল বিস্তর॥
রাজ আজ্ঞা হইল সাধু করহ গমন।
বিলম্ব না কর তুমি চল এইক্ষণ॥
চান্দ বলে কোতোয়াল শুন দিয়া মন।
কল্য প্রভাতে যাব রাজার সদন॥
রোঙ্গাই পণ্ডিত আনি পাঁজি দেখাইল।
খাসা ইনাম আনি কোতোয়ালকে দিল॥
বেলা অবশেষ হৈল রবি গেল ঘর।
ভোজন করিয়া সাধু করিল শয়ন॥
নিদ্রা হইতে উঠে সাধুর নন্দন।
শয্যা ত্যাগি বাহিরে গেলা ততক্ষণ॥
রাজার হুকুম পাইয়া চলে পাইক শতে শতে।
বারবেলা এড়িয়া চলিল ত্বরিতে॥
ভাল ভাল দ্রব্য নিল সঙ্গে করিয়া।
রাজার নিকটে যায় হরষিত হইয়া॥

তুলা লগ্নে যাত্রা করে চান্দ সদাগর।
দুর্গা দুর্গা বলি চান্দ চাহে নাকের স্বর॥
রাজা ভেটিতে যায় কৌতুক হৈল বৈরী।
সংবাদ পড়িল গাইন বলরে লাচারী॥

রাজারে ভেটিতে যায়, পট্টবস্ত্র দিয়া গায়,
এক থাইতে সহস্রেক পান।
রোঙ্গাই পণ্ডিত চলে, তেরা নফর চলে,
যাহার হাতে মিষ্ট নারিকেল॥
শুকনা পাটের পাত, আর যত দ্রব্যজাত,
কোটি কোটি লড়ে সরদার।
যোগিনী করিয়া পাছে, দাঁড়াইল রাজার কাছে,
রাজা ঘনাইয়া নোয়ায় মাথা॥
খাট পাট সিংহাসন, তাহে তোমার আরোহণ,
তোমারে দেখি পুণ্য শরীর।
কোথাকার সদাগর, কি নাম কোথায় ঘর,
স্বরূপ কহিবা মোরে সার॥
চম্পক নগর ঘর, নাম আমার চন্দ্রধর,
বাপ আমার ধনের কুবের।
আমার দেশের কথা, কি কব তোমায় হেথা,
দ্রব্য মেলে অনেক প্রকার॥
পদ্মাবতী দরশনে, মানন্দে বিজয় ভণে,
রাজারে ভেটিল সদাগর॥

বাঁশী হইল কাল যাইতে যমুনার জলে। (ধুয়া)

স্বভাব বিচক্ষণ সাধু পরের বুঝে মন।
রাজার সঙ্গেতে করে মিত্রতা সম্ভাষণ॥
চান্দ আর রাজা দোহে কথা বার্ত্তায় ছিল।
দুই জনে বসি তারা সকলি কহিল॥
কিবা বস্তু আনিয়াছ আমার সহরে।
সকল আনিয়া দেহ আমার গোচরে॥
এতেক শুনিয়া চান্দ ধনারে নেহালে।
কহিলেন রাজা যত সকলি শুনিলে॥

১। আচাভুয়া—অত্যাদ্ভুত শব্দ জাত বিস্ময়কর।

ইঙ্গিতে সদাগর কহিল ধনারে।
সস্তা দ্রব্য আনি দেহ রাজার গোচরে॥
কাঁচা আদা আনি দিল ভরি বাটা বাটা।
শুকনা খেজুর দিল মূলা আটা আটা॥
ভক্ষ্যদ্রব্য থুইল যত সারি সারি দিয়া।
মনেতে আনন্দ বড় এ সব দেখিয়া॥
গুবাক নারিকেল আর নাগরঙ্গ।
শুকনা খেজুর আর দিলেক ছোলঙ্গ॥
দেখিয়া কৌতুক রাজা মনে মনে পাঁচে।
এমন অপূর্ব্ব ফল ধরে কোন্ গাছে॥
নারিকেল দেখি রাজা তখনে জিজ্ঞাসে।
এমন অপূর্ব্ব ফল আছে কোন্ দেশে॥
গোটা কয়েক গাছ আছে মোর অধিকারে
গোটা কয়েক আনিয়াছি তোমা ভেটিবারে
নারিকেল খাইতে রাজার বড় আশ।
কাটারি আনিয়া ধনা খসাইল শাঁস॥
তোলা ছয় চিনি তবে জলে মিশাইয়া।
রাজার হাতেতে ধনা দিলেক আনিয়া॥
পাত্র সবে আসিয়া রাজার হাত ধরি।
না খাইও নারিকেল পরীক্ষা না করি॥
বিজয় গুপ্ত বলে মোরে রাখ বিষহরি।
সংবাদ পড়িল গাইন বলরে লাচারী॥

রাজা রে না খাইও নারিকেল (ধুয়া)।

বিষম বাঙ্গালী লোকে, প্রকারে মারিতে তোকে,
তার লাগি আনিছে বিষফল।
সাধু বড় কহে সাঁচ, ডাঙ্গর দীঘল গাছ,
মাথায় ছড়ায় ধরে ফল॥
বুঝিনু কপট যত, বায়ু যেতে নাহি পথ,
তাতে জল গেলেক কেমনে।
শাকবর্ণ বাহির কালা ছুলিলে যে বার হয় ধলা,
লালবর্ণ হয় পরক্ষণে॥
আসিয়াছে বড় ঠাটে, বুঝিবারে নাহি আঁটে
তেকারণে করিছে মন্ত্রণা।
কৌশল করিয়া বেটা, ঘটাবে বিষম লেঠা
না জানি কি বেটায় মন্ত্রণা॥
শুন শুন মহাশয়, বিষফল যমে লয়
সব কথা শুনি বিপরীত।
পদ্মাবতী দরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে
নারিকেল থুইল ভূমিত॥

রাজা বলে শুন ভাই আমার বচন।
উষা দ্বারীরে আন আমার সদন॥
রাজার কথায় এক জন গেল ধাইয়া।
বাড়ীর ভিতরে দূত দিল পাঠাইয়া॥
সত্বরে চলিল উষা রাজার গোচর।
রাজ-ব্যবহারে সেলাম করে তিনবার॥
রাজা বলে দ্বারী ভাই শুনরে বচন।
এই ফল তুমি খাবা আমার সদন॥
ভিন্ন দেশী সদাগর নাহি বুঝি কার্য্য।
আমারে মারিয়া বুঝি লইবেক রাজ্য॥
আমার বচন তুমি না করিও আন।
এই ফল খাইলে দিব খাসা ইনাম॥
ইনামের নামে বেটা কাতর হইয়া আসে।
আমি মরিলে রাজা ইনাম দিবা শেষে॥
প্রাণ ভয়ে আগু নহে কোপে নরপতি।
এড়াইতে নারি ফল লইল হাত পাতি॥
রাজার আগে কান্দে উষা দুঃখ লাগে বৈরী
এই কালে বল ভাই সরস লাচারী॥

কান্দে উষা দ্বারী (ধুয়া)

শিশু হইতে সেবা করি, না করিলাম ডাকাতি চুরি,
কোন দোষে মার বিষ দিয়া।
পেতি প্রাইতে বিষ, দৈবে করে বিষরিষ,
এড়াইল দিনের প্রভাবে॥
কোথা হইতে সাধু আইল, মোর বধের ভাগী হইল,
কি করিব থাব কোন রীতে।
এই দ্বারে হইলাম বুড়া, যত সাধু আনিল ভরা,
বিষফল কেহ ত না আনে॥
সেয়ান সাধু কার্য্য, রাজা মারি লবে রাজ্য,
আমার নির্ব্বন্ধ এত দিনে।
কিবা দোষ দিব তোর, শক্রতে হিংসিল মোর,
প্রাণ লইতে আনিল বিষফল।
শিশু হইতে সেবা করি, তেকারণে প্রাণে মরি,
তোমার স্থানে নিবেদি সকল॥
শুনিয়া দ্বারীর কথা, রাজার মনে লাগে ব্যথা,
আপন মনে ধন্দ হেন বাসে।
পদ্মাবতী পরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
ধানর দিক চাহি চান্দ হাসে॥

—:*:—

জল খেয়ে নারিকেল দূরেতে ফেলায়।
ছলে মোহ দেখাইলা বিষহরি মায়॥
ধর ধর করি সবে চান্দরে ধরিয়া।
সভার সাক্ষাতে তারে কিলায় পাড়িয়া॥

উষার মা ভাই কান্দে, কোতোয়াল চান্দরে বান্ধে,
ভিন্ন দেশে সাধুর অপমান।
ধনা বলে একি হইল, নারিকেল খেয়ে উষা মৈল,
আমা সবা হইল নিদান॥
হায় হায় কি হইল, কেন বা উষা মরিল,
এ যে মোর বিষম সঙ্কট।
ধনা বেটা সন্ধি জানে, পাইক ডাকে হাতেসানে,
যাও তোমরা রাজার নিকট॥
উষারে চাহিয়া সারা, আগুন জ্বালিয়া ত্বরা,
দিল উষার মাগেতে জ্বালিয়া।
উষার মাগে অগ্নি দেয়, অঙ্গে বিষ হইল ক্ষয়,
তখনে লড় দিলেক উঠিয়া।
ধনা বলে হায় হায়, মরা মানুষ লড়ে ধায়,
এদেশের এমন বিচার।
পদ্মাবতী দরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
সভায় হইল সদাগর॥

যদি সে রাজা মোর লইবা জীবন।
গোটা কতক কথা আমি করি নিবেদন॥
কান্দিয়া উষা দ্বারী কহে রাজার ঠাঁই।
সাতটী পরিজন আমার পালিবা গোসাঞি॥
তোমারে কহিলাম ঠাকুর মনে দুঃখ রহিল।
কাহার মুখ চাহিবে পুত্র খোদায় দুঃখ দিল॥
কাঁলাবলী নামে প্রিয়া সেবায় আগল।
অন্তকালে দেখা নহিল মোর কর্ম্মফল॥
দৈবে মরিব মুই হেন করিলাম সার।
আমা হেন সেবক রাজা নাহি পাবা আর॥
হাতে নারিকেল উষা চারি দিকে চায়।
নারিকেল খেয়ে পাছে তার প্রাণ যায়॥

পাত্র মিত্র বলে উষা সত্য কথা কহ।
হাতসানে চক্ষু বুঝি নিমেষ কেন রহ॥
এমত ফলের গুণ কহিব কাহাতে।
খানিক লাগিলা স্বর্গ না পেলাম হাতে॥
কহিতে কহিতে উষা আর আঁখি হাসে
খানি ছোলা লুকাইয়া থুইল পাশে॥
অমৃত সমান বস্তু মাইগ পুত্রে খাবে।
স্বাদ পাইয়া রাজা কাহারে না দিবে॥
দ্বারী বলে অবধান কর মহাশয়।
ইহার গুণের কথা কহন না যায়॥

যেই ধন চাহে সাধু অবশ্য দিও তুমি।
সাধুর নিকট গিয়া যুক্তি করি আমি॥
বিলম্ব না কর রাজা চলহ ত্বরিত।
সংক্ষেপে কহিলাম আমি ফলের বিহিত॥
যত কহে উষা দ্বারী রাজার মনে লয়।
ফলের কথা শুনিয়া রাজা আনন্দ হৃদয়॥
বৈদ্য বিজয় গুপ্ত মনসাকিঙ্কর।
আর নারিকেল রাজা আনিল সত্বর॥
নারিকেল ছুলিয়া থুইল আথেব্যথে।
শাক করিয়া নিয়া দিল নৃপতির হাতে॥
নারিকেল হাতে করি একদৃষ্টে চায়।
মনের হরিষে জল কত ফুটি খায়॥
ইষ্ট মিত্র যত জন আনিল সকল।
সবার মুখেতে দিল নারিকেলের জল॥
জলপানে নরপতি পড়িয়া গেল ভুলে।
মিতা মিতা বলিয়া রাজা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
রাজা বলে অবধান কর মহাশয়।
এমন ভাগ্যবন্ত আর কোন দেশে নয়॥
নারিকেল খাইয়া রাজা হইল আনন্দিত।
আজু হইতে হইলা তুমি আমার মিত॥
জল পানে তুষ্ট রাজা করে হুড়াহুড়ি।
এই কালে বল ভাই সরস লাচারী॥

মিতারে স্বরূপে কহিবা মোরে সার। (ধুয়া)

তোমার দেশেতে যাব, এক লক্ষ টাকা লব,
পেট ভরি খাব নারিকেল।
আমার পাপিষ্ঠ রাজ, (১) তাহাতে পড়ুক বাজ,
এদেশে নাহিক হেন ফল॥
শুনিয়া রাজার কথা, পুরোহিত ওঝা তথা,
বলে রাজা আমি যাব সঙ্গে।
শুনিয়া দ্বিজের বাণী, কোতোয়াল বলে পুনি,
রাজা সঙ্গে আমি যাব রঙ্গে॥

১। রাজ—রাজ্য।

ধন্য করে শিব পূজা, ধন্য দেশের তুমি রাজা,
যে দেশে উপজে নারিকেল।
আমার পাপিষ্ঠ রাজ, তাহাতে পড়ুক বাজ,
না পাই না খাই নারিকেল॥
ভাঙ্গিয়া না কহিলা যে, আমি যাব তোমার রাজ্যে,
পেট ভরি খাব নারিকেল।
সাধু বাণিজ্যে আইল, বড় ভাগ্যে মিতা পাইল,
বিধি মোরে মিলাইল সকল॥
বলে পুরোহিত ওঝা, একেলা কি যাবা রাজা,
তুমি যাইতে সাথে যাব আমি।
শুনিয়া ব্রাহ্মণের বাণী, পাত্র মিত্র কাণাকাণি,
দাস হইয়া সঙ্গে যাব আমি॥
রাজার অভিলাষে, খলখলি চান্দ হাসে,
ভিন্ন দেশে যাবা রাজা হইয়া।
যত নারিকেলের নাও, বৎসরে খাইলে না ফুরাও,
ধন দিয়া লহ বদলিয়া॥
রাজা বলে শুন মিতা, কহিছ উচিত কথা,
আমি নহে ধনেতে কাতর।

নপুংসক লোক রাজা আনে ডাক দিয়া।
বাড়ীর ভিতর মূলা দিল পাঠাইয়া॥
মূলার যত গুণ কহিতে নাহি অন্ত।
ইহার বদলে দিবা গজ হস্তীর দন্ত॥
হস্তীর দন্ত দেখিয়া চান্দ হাসে মনে মন।
বিজুসিজু ডিঙ্গায় ভরিল ততক্ষণ॥
দুই মিত্র একত্র হইয়া করিল মন্ত্রণা।
রাজা দিল কোতোয়াল চান্দ দিল ধনা॥
দোঁহে দোহার বস্তু আনে ভাগে ভাগে।
দুই জনের ভাল মন্দ দুইজনের লাগে॥
বিক্রমকেশর রাজা ধনে নহে উনা।
হরিদ্রা বদলে চান্দ লইলেক সোনা॥
সোনা লইয়া চান্দ আনন্দ অপার।
সম্মুখে আছিল ধনা দিল আঁখির ঠার॥

চন্দন কাষ্ঠের নৌকা দেখিতে সুন্দর।
সেই নায় সোণা ভরে চান্দ সদাগর॥
নৌকা হইতে ধনা আসিল কৌতুকে।
কলাই লইয়া যায় রাজার সম্মুখে॥
চান্দ বলে অবধান কর মহাশয়।
কলাই হেন দ্রব্য লোকে বড় ভাগ্যে পায়॥
রান্ধিয়া বাড়িয়া খাইতে অধিক বাড়ে আশ
অধিক তৃপ্তি হয় খাইতে নিরামিষ॥
আদা কাসন্দ দিয়া করিয়া খিচরী।
মুখে তুলি চিবাইলে শুনি মড়মড়ি॥
কলাই দেখিয়া রাজার আনন্দ বিশাল।
ইহার বদলে দিল মুক্তা প্রবাল॥
প্রবাল দেখিয়া চান্দর আনন্দ বিশাল।
শঙ্খচূড় নৌকায় ভরে মুকুতা প্রবাল॥
বিধাতা প্রসন্ন হইলে দৈবে মেলে ধন।
চট দেখিয়া রাজা ভাবে মনে মন॥
রাজা বলে মিতা কও স্বরূপ বচন।
গাছের বাকল কেন আমার সদন॥
দুই খানি চট মেলি দিল তার পায়।
পরম সন্তুষ্ট রাজার সর্ব্ব অঙ্গ ছায়॥
চট দেখিয়া রাজার কৌতুক হইল বৈরী।
এই কালে বল ভাই সরস লাচারী॥

মিতা রে তুমি ত পণ্ডিত মহাজন।
চিন্তিত হইয়া বল তুমি, দুর্ল্লভ পাটের ভুনি,
ইহার বদলে কোন ধন॥
আমার দেশের জাতি, জন কত আছে তাঁতি,
বুনাইতে অনেক দিবস লাগে।
কেবল ধীরের কাম, বস্ত্র বড় অনুপম,
প্রাণশক্তি টানিলে না ছিঁড়ে॥
তোমার দেশের কাছে, আর যত দ্রব আছে,
চর দিয়া করহ বিচার।
পাঠাও তুমি চট চাহি, সর্ব্বরাজ্যে ঠাঁই ঠাঁই,
কোন দেশে চট নাহি আর॥
রাজার যোগ্য বসন, না পরে সামান্য জন,
অনেক শকতি ইহা কিনি।
যতনে রাখিয়া ঘরে, সর্ব্বকাল লোক পরে,
বড়ই দুর্ল্লভ চটের ভুনি॥
চান্দর ললিত ভাষে, খলখলি রাজা হাসে,
আপন হাতে চট মেলি চায়।
একখান কাছিয়া পিন্ধে, আর খান মাথায় বান্ধে,
আর খান দিল সর্ব্ব গায়॥
চট পরিয়া রাজা, ডাক দিয়া আনে প্রজা,
আবাসে পাঠাইল কতখান।
রাণীরে বলিও বাণী, পরুক পাটের ভুনি,
যেন দেখি জুড়ায় পরাণ॥
তোমারে কহিলাম সার, এমন বসন নাহি আর,
ইহার বদলে কোন ধন।
রাজা বলে মহাশয়, এ বোল কভু মিথ্যা নয়,
তোমার তরে কহিল সকল॥
উচিত কহি মিতা, নেও পাটের বস্তা,
বাছিয়া লও ইহার বদল।
পদ্মাবতী পরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
যাহাদের সদয় নারায়ণ॥

চান্দর ইঙ্গিতে ধনা আনন্দিত মন।
পট্টবস্ত্র লইয়া যায় হরষিত মন॥
রাজা বলে শুন মিতা আমার বচন।
আর যে বস্ত্র আছে তোল ত এখন॥

তুমি যদি নেও বল, নারিকেল তবে তোল,
ইহার বদলে দিবা শঙ্খ।
বুঝিয়া রাজার আশ, খলখলি রাজার হাস,
হেন কি তোমার মনে আইসে॥

বড় অপচয় পাই, তোমারে বঞ্চিতে নাই,
স্বরূপে কহিলাম সকল।
নারিকেল এক কুড়ি, শঙ্খ দিয়া চৌদ্দ কুড়ি,
তোমার আমার সমান বদল॥

রাজার পাইক চান্দর পাইক হইল মিলন।
নৌকা হইতে দ্রব্য সব আনিল তখন॥
ঠাঁই ঠাঁই নারিকেল থুইলেক নিয়া।
হরষিত হইল রাজা নারিকেল দেখিয়া॥
পাত্রের তরে বলে রাজা শঙ্খ গিয়া আন।
যত নারিকেল আছে বুঝিয়া সমান॥
পর্ব্বত সমান আনে শঙ্খ রাশি রাশি।
ধবল পর্ব্বত যেন দেখিতে ভয় বাসি॥
তপের প্রভাবে চান্দ কার্য্যে বড় দক্ষ।
ইহার বিশ গুণ লইল শঙ্খ চৌদ্দ লক্ষ॥
শঙ্খ ভরিয়া ধন্নার মনে বড় সুখ।
আরবারে ধাইয়া গেল চান্দর সম্মুখ॥
বিধাতা প্রসন্ন হইলে দৈবে মিলে ধন।
পাকরি গুয়া দেখি রাজা হাসে মনে মন॥
চান্দ বলে শুন রাজা আমার উত্তর।
পৃথিবীতে বস্তু নহে ইহার সোসর॥
চূণ পান গুয়া দিয়া যে খায় এক।
দেখিতে সুন্দর মুখ হয় পবিত্র॥
হাত পাতি রাজা বলে আন দেখি চাই।
কহ দেখি মহাসাধু কেমনে ইহা খাই॥
বিধাতা প্রসন্ন হইলে দৈবে মিলে ধন।
পাণ গুয়া চূণ ধনা দিলেক তখন॥
পাকরিয়া গুয়ার (১) পরম শীতল।
দশনে চাপিল মাত্র মুখে গেল জল॥
চূণ পান গুয়া খাইলে মুখে রাঙ্গা লাগে।
কত পুণ্য মিতা রে করিলা যুগে যুগে॥

রাজা বলে শুন মিতা আমার বচন।
দর্পন আনিয়া দেখ মুখের পত্তন॥
গুয়া খাইয়া নরপতি পড়িয়া গেল ভুলে।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে নাচে ক্ষণে করতালে॥
চান্দর আশা রাজা বুঝিয়া খানিক।
পাকরির বদলে রাজা দিলেক মাণিক॥
মাণিক্য দেখিয়া চান্দর আনন্দিত মন।
মধুকর নৌকায় ভরা দিল ততক্ষণ॥
চান্দর চলন নৌকা দুর্গা অধিকার।
সেই নৌকায় ভরিল গিয়া মাণিক্য ভাণ্ডার
ঠাকুর বিচক্ষণ যাহার সেবক চতুর।
যতেক নৌকার দ্রব্য তুলিল প্রচুর॥
মাণিক্যের ভরা দেখি মনে বড় সুখ।
আরবার ধনা গেল চান্দর সম্মুখ॥
মূলা দেখিয়া রাজা হরষিত মন।
বিনয় করিয়া রাজা জিজ্ঞাসে তখন॥
চান্দ বলে মহারাজ কর অবধান।
পৃথিবীতে বস্তু নাই ইহার সমান॥
অতি ধবল দেখি কার্পাসের তূলা।
মৃত্তিকার হেটে জন্ম ইহার নাম মূলা॥
রাজা বই ইহা আর অন্যে নাহি খায়।
মূলা হেন দ্রব্য লোকে অতি ভাগ্যে পায়॥
যেন মতে খাই মূলা তেন মত বুঝ কাজ।
গৃহিণীর প্রিয়া বড় মূলার আনাজ॥
রান্ধিয়া ব্যঞ্জন খাইতে বড়ই হরিষ।
অধিক তৃপ্তি হই খাইতে নিরামিষ॥
চান্দ বলে শুন ধনা আমার বচন।
আর যত বস্তু আছে আনহ এখন॥
এতেক শুনিয়া না করিল আন।
ডিঙ্গা ঘাটে পাইক লইয়া ধরিল যোগান॥
মুস্তরী বদলে লইল রক্ত হিঙ্গুল।
বাউস বদলে দ্রাক্ষা লইল বহুমূল॥

১। পাকরিয়া গুয়া—পাকা শুকনা সুপারি

ছাগল বদলে হরিণ লইল বড় দেখি ভাল
নারকোষ বদলে লইল পিত্তলের থাল ॥
এই সব দ্রব্য লইয়া কৌতুক হইল বৈরী
সংবাদ পড়িল ভাই বলিতে লাচারী ॥

বস্তু বদল করে তারা!
তবু বলে সাধুর ধন দেড়া।
নারিকেল বদলে শঙ্খজোড় লইল রে,
তবু বলে সাধুর ধন দেড়া।
নারকোষ বদলে পিতলা থাল হইল রে,
তবু বলে সাধুর ধন দেড়া।
কুকুর বদলে ঘোড়া হইল রে,
তবু বলে সাধুর ধন দেড়া।
কবুতর বদলে ময়ূর হইল রে,
তবু বলে সাধুর ধন দেড়া।
কাক বদলে কাকাতুয়া হইল রে,
তবু বলে সাধুর ধন দেড়া।
টিয়া বদলে শুক পাখী হইল রে,
তবু বলে সাধুর ধন দেড়া।
ঢবিদ্রা বদলে মুক্তা হইল রে,
তবু বলে সাধুর ধন দেড়া।
মুগ বদলে মুক্তা হইল রে,
তবু বলে সাধুর ধন দেড়া।

মিতারে তুমি এ কি করিলে আমারে। (ধুয়া)

দিবসের বিকি কিনি হরিয়ে করিয়া।
চক্ষুর নিমিষে লুটে ডাকাতি করিয়া॥
রতন মাণিক্য সব দেখিতে উজ্জ্বল।
ছালা ভরিয়া সাধু নিলেক সকল॥
যত দ্রব্য ছিল মোর রাজ-ভাণ্ডার ভিতর।
একে একে তুলিলেক ডিঙ্গার উপর॥
একে একে চৌদ্দ ডিঙ্গা সকল ভরিল।
মনে মনে সদাগর আনন্দে ভাসিল॥
চান্দ বলে আরে ধনা উপদেশ শুন।
যত দ্রব্য আছে ডিঙ্গার বাহিরেতে আন॥
মাল লয়ে যায় ধনা রাজারে বাজারে।
দ্রব্যের সহিত তারে কোতোয়াল ধরে॥
ধনারে লইয়া গেল রাজার গোচরে।
রাজা বলে হেন দ্রব্য নাহিক সহরে॥
রাজার হইল ক্রোধ ধনার হইল হাস।
রাজা যদি গরু হয় অবশ্য চাহি ঘাস॥
এক মুষ্ট কায়নের চাউল হাতে করি।
রাজারে দিলেক ধনা বহু যত্ন করি॥
পাঁচ সের দুগ্ধ ধনা আনিল কিনিয়া।
ক্ষীর রান্ধি খায় সে বিরলে বসিয়া॥
ক্ষীর খেয়ে হয় রাজার হরিষ অপার।
সদাগর আসিলেক রাজার গোচর॥
সাধু বলে এই বার বিকিতে নাহি ভাস্ত। (১)
দেশে গেলে লোকে মোরে মুখে দিবে ভস্ম॥
এই দ্রব্য মাত্র আমি করিনু বদল।
দেশে গেলে স্ত্রী আমারে বলিবে পাগল॥
এক কাঠা কায়ন যে মাপিয়া থুল।
কুড়ি কাঠা মুক্তা তার বদলে লইল॥
প্রবাল হইল আরো সমতুল্য তার।
মনে মনে সদাগর হরিষ অপার॥
মনে মনে ধনা তবে করিল বিচার।
দেখেছি রাজার ভাণ্ডে দ্রব্য নাহি আর॥
অন্দরেতে মহারাণী শুনিল শ্রবণে।
ডাক দিয়া ধাইকে আনিল এখনে॥
বিজয় গুপ্ত বলে গাইন কৌতুক হইল বৈরী।
সংবাদ পড়িল গাইন বলরে লাচারী॥

১। ভাস্ত—সুবিধা।

ধাই লো মিতার সঙ্গে কও গিয়া কথা। (ধুয়া)
যত ধন মিতা চায়, তুলি দিব তার নায়,
কি বুদ্ধিতে যাইতে পারি তথা যাই।
হেন মনে লয় ধাই, পক্ষী হয়ে তথা যাই,
চটের বসন আছে যথা॥
মিতার ঘরে যত চেড়ী, তারা পরে পাটের শাড়ী,
বিদ্যাধরী হেন লয় মনে।
হেন ছার দেশ ছাড়ি, তথা যাইতে ইচ্ছা করি,
একাসনে বসি সাধু সনে॥
ধাই বলে কি বল মা, হেন কথা বলিও না,
কেন যাবে সদাগর পাশ।
রত্নময় আভরণ, পরিতেছ সর্ব্বক্ষণ,
তাতে তব নাহি মিটে আশ॥
এ কথা হইলে ফাঁস, সাধু পাবে সর্ব্বনাশ,
বিক্রমকেশর পাছে শুনে,
পদ্মাবতী দরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
শুনিয়া কৌতুকে সর্ব্বজনে॥

—:০:—

একে একে চৌদ্দ ডিঙ্গা ভরিল সত্বর।
রোঙ্গাই পণ্ডিত বলে সাধুর গোচর॥
দিনে দিনে বাড়ে বায়ু দক্ষিণ পবন।
দেশেতে যাইতে সাধু করহ মনন॥
এ দেশের মধ্যে যদি থাকে দুষ্ট জন।
প্রকাশ করিলে যাবে তোমার জীবন॥
ডাব নারিকেল পাচ শিমুলের তুলা।
রৌদ্রে শুকাইবে যত দিছ পাকা মূলা॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা ভরিয়াছে হরষিত মন।
বিদায় লইতে চান্দ করিল গমন॥
করযোড়ে কহে সাধু আপন কাহিনী।
দেশের তরে যাই মিতা দেহ হে মেলানী॥
মেলানী দেহ হে তবে দেশে চলে যাই।
আবার আসিব মিতা কহিলাম তোমার ঠাঁই
আবার আসিতে কালে আনিব মাঁদার ফুল
বুড়া কালে দিলে হয় তরুণ গাভুর॥
ডোয়া আনিব রাজা মাণিক্যের তুল।
এক রাজার ধন আছে এক ডোয়ার মুল॥
পকা চালিতা আছে আবার মাখাল ফল।
থাকুক খাবার কাজ দেখে মুখের পড়ে লাল।
পাকা গাব দেখি রাজা হরিষ অন্তর।
ভক্তি করি আভরণ দিলেক সত্বর॥

—:০:—

বিজয় গুপ্তের সুবচন, রাজার যত পরিজন,
চান্দর ঠাঁই মাগিল মেলানী॥

———

কোলাকুলি করি কহে বিক্রমকেশব।
করিয়াছ উপকার তুমি সদাগর॥
কি দিব তোমাকে আমি কি আছে আমার।
এক লক্ষ টাকা দিল সাধুকে ব্যবহার॥
রোঙ্গাই পণ্ডিত আর নফর যোগা ধনা।
ব্যবহার দিল তারে এক মন সোনা॥
স্বভাবে বণিক জাতে বড়ই সেয়ান।
রাজারে ব্যবহার দিল চট চারিখান॥
একখানি চট ধনা গুঠান করিয়া।
রাজার সাক্ষাতে দিল হস্ত বাড়াইয়া॥
যোড়হাতে ধনা কহে রাজার গোচর।
ধন্য ধন্য বলে রাজা কৌতুক অন্তর॥
সোনার টোপর রাখি খাটের উপরে।
সকল শরীরে রাজা চটের বস্ত্র পরে॥
সাধুর বচনে রাজা ধনার কাছে কয়।
এই সব বস্ত্রে কেন গাত্র চুলকায়॥
ক্রোধ করি কহে ধনা আগুন অন্তর।
নিত্য পরি মোরা দেশের কাপড়॥
বান্ধিয়া রাখিছি মোরা পরম যতনে।
উৎসব আনন্দ হইলে পরি সেই দিনে॥

ভণে কবি বিজয় গুপ্ত মনসার বর।
চটবস্ত্র পরে রাজা বিক্রমকেশর॥

আর বার আনিব মিতা মান্দারের ফুল। (ধুয়া)

মান্দারের ফুল আর চটের কাপড়।
পরিলে বুড়ায় হয় তরুণ নাগর॥
আরবার আনিব মিতা চালিতার ফল।
তাহারে খাইলে মিতা গায় হয় বল॥
আরবার আনিব মিতা পাকা কলা তাল।
তাহারে খাইতে মিতা বড়ই রসাল॥
আরবার আসিলে মিতা আনিব তেঁতুল।
ধনা বলে তারে খাইলে হয় জনম সফল॥
চান্দ বলে ধনা তুই ঘরের নফর হও।
এই সব মর্ম্ম কথা মিতার ঠাঁই কও॥
তাহার সমান ফল মর্ত্ত্যলোকে নাই।
দেবতার ভাগ লাগি সৃজিলা গোসাঞি॥
বিজয় গুপ্ত কবি ভণে মনসার বর।
বিদায় হইয়া যায় চান্দ সদাগর॥
মেলানী করিয়া তখন চান্দ সদাগর॥
ডিঙ্গা ঘাটে গিয়া সাধু মিলিল সত্বর॥
মনে মনে চিন্তে সাধু ভবানীর পাও।
গঙ্গা পূজা করিয়া সাধু শীঘ্র বাহে নাও॥
স্নান করি সাধু করে দেবার্চ্চন।
নানা দেবের পূজা করে সাধুর নন্দন॥
ধূপ দীপ দিয়া পূজে চান্দ আনন্দিত মন।
শিবদুর্গা পূজে আর দেব নারায়ণ॥
কুবের বরুণ পূজে দেবতা পবন।
ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মা পূজে দেব হুতাশন॥
সকল দেব পূজা করে চান্দ মহাবলী।
গঙ্গারে পূজে ধবল ছাগল দিয়া বলি॥

সর্ব্ব দেব পূজে চান্দ আনন্দিত মতি।
ঘৃণায় না পূজিল দেবী পদ্মাবতী॥
পূজা সাঙ্গ করিয়া চান্দ হইল কোপিত।
কোথা হইতে এক বুড়া আসিল আচম্বিত॥
অতি বৃদ্ধা হয়ে আসে লড়ি করি ভর।
মাথায় আঙ্গুল চুল করে ফর ফর॥
কোথা গেলা আরে ধনা মোর বোল ধর।
ঠেঙ্গা মারি বুড়ীরে পুরীর বাহির কর॥
চান্দর কোপ দেখি পদ্মার ভয় অতিশয়।
যোড় হাতে কহে দেবী করিয়া বিনয়॥
পদ্মা বলে কোপ এড় সাধুর তনয়।
অবধান কর আমি হই পরিচয়॥
কোপ পরিহর সাধু আমি নাগ জাতি।
মহাদেবের কন্যা আমি নাম পদ্মাবতী॥
যাত্রাকালে দেব পূজ ফুলে আর ধূপেতে।
তেকারণে আসিলাম তোমার পূজা খাইতে।
মোর তরে কোপ এড় সাধুর কুমার।
মোর তরে ফুল জল দেও একবার॥
মোর পূজা করি চান্দ সুখে চলি যাও।
কাণ্ডারে বসিয়া আমি তরাইব নাও॥
ধনগর্ব্বে না পূজ কর অহঙ্কার।
এবার হারাবা প্রাণ সমুদ্র মাঝার॥
চান্দ বলে কাণী তোর লাজ নাই চিতে।
কোন্ মুখে আইলি তুই মোর পূজা খাইতে
যেই হাতে পূজি আমি শঙ্কর ভবানী।
সেই হাতে পূজা খাইতে চাহ তুই কাণী॥
যেই হাতে পূজি আমি দেবী দশভূজা।
কোন্ মুখে চাও তুমি সেই হাতের পূজা॥
মরণ জীয়ান যদি তুই করিতে পার।
তবে কেন কাণা চক্ষুর ঔষধ না ধর॥
দূরে যাও লঘুজাতি না বলিস আর।
এত দেব মধ্যে করিস্ ধামনা ভাতার॥

তর্জ্জে গর্জ্জে চান্দ হেতাল লইয়া লাফে।
কলার বাকল হেন পদ্মার প্রাণ কাঁপে॥
দন্তে দন্তে দর্শনে করে কড়মড়।
প্রাণ লইয়া মনসা উঠিয়া দিল লড়॥
ত্রাসে যায় পদ্মাবতী আলুথালু চুলি।
পাছে পাছে ধায় চান্দ ধর ধর বলি॥
ত্রাসে যায় পদ্মাবতী আপন ভবন।
নেতাঁর সঙ্গে কহে গিয়া আপন কথন॥
নৌকায় উঠিল চান্দ মনের কৌতুকে।
শিবদুর্গা বলিয়া নৌকায় গিয়া উঠে॥
দেশের নামে সর্ব্বলোকে ধায় আগুসারে।
হাসিতে হাসিতে গেল কালীদয় সাগরে॥
হেথায় মনসা দেবী চিন্তিয়া বিকল।
অবিলম্বে যায় তুরিয়া সমুদ্রের জল॥
বুদ্ধি বল ভগ্নী নেতা কি হবে উপায়।
কি বুদ্ধি করিব চান্দ দেশে চলি যায়॥
বারে বারে যত বলে মনে দুঃখ পাই।
হেন মনে লয় চান্দর চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবাই॥
ধন জন নিব চান্দর প্রাণে না মারিব।
তবে মনে সুখী হই দুঃখ পাসরিব॥
নেতা বলে শুন কথা জয় বিষহরী।
তোমার প্রাণে চান্দরে কি করিতে পারি॥
বাপ মহেশ্বর চান্দর মাতা মহামায়া।
পুত্রভাবে তাঁহারা চান্দরে করে দয়া॥
আমার বচন তুমি শুন দিয়া মন।
গঙ্গার নিকটে তুমি যাও এইক্ষণ॥
অশেষ বিশেষ তাঁরে কহিও কথন।
গঙ্গা যদি করেন তোমার দুঃখ বিমোচন॥
তোমার প্রতি দয়া থাকে যদি আজ্ঞা পাও।
তবে সে ডুবাইতে পার চান্দর চৌদ্দ নাও॥
এতেক শুনিয়া দেবী ভাবে মনে মন।
নাগরথ সাজাইয়া আনিল তখন॥

চান্দর চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবান।

নাগরথে চড়িয়া চলিল বিষহরি।
তাড়াতাড়ি ধাইয়া গেল গঙ্গাদেবীর পুরী॥
প্রণাম করিয়া বলে তুমি আমার মাতা।
মন দিয়া শুন কহি মোর দুঃখের কথা॥
জাতি হীন চান্দ বেটা নগরের ছার।
তাহাতে হইল মোর কুলের খাঁকার॥
লুকাইয়া পূজে সোনা ভাবিয়া সঙ্কট।
বার্ত্তা পাইয়া বাম পায় ভাঙ্গে মোর ঘট॥
ঝীর অপমান তুমি দেখিবা কেমনে।
সকল নিবেদিলাম মাতা তোমার চরণে॥
মোর মনে লয় মাতা যদি তুমি আজ্ঞা দেও
মনোসুখে বুড়াই চান্দর চৌদ্দ নাও॥
আজি যদি না রাখ মা আমার সম্মান।
অনলে পুড়িয়া আমি ত্যজিব পরাণ॥
গঙ্গা বলে শুন মাতা আমার বচন।
আমার প্রাণে লইতে নারি চান্দর ধনজন॥
কাণ্ডারে বসিয়া দুর্গা সর্ব্বক্ষণ থাকে।
কেমনে বুড়াব নৌকা বল কোন পাকে॥
তুমি যেমন ঝী চান্দ তেমন বেটা।
কেমনে বুড়াবা তার ডিঙ্গা চৌদ্দ গোটা॥
গঙ্গার ঠাই পদ্মা পাইয়া এতেক উত্তর।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে যেন মাথার উপর॥
অতি কোপে কাঁপে পদ্মা পোড়ে সর্ব্ব গা।
মনোদুঃখে বলে পদ্মা কি বলিলা মা॥
মা হইয়া বল তুমি মুই বলুব কি।
ঊর্দ্ধ আঙ্গুলে কভু বাহির না হয় ঘি॥
কাল বিকাল দন্তে উগারিয়া বিষ।
তোর জলে মোর বিষে করিব এক মিশ॥
ভাটিতে যায় বিষ উজানেতে ধায়।
ভয় পাইয়া তোর জল মনুষ্যে না খায়॥

প্রিয়পুত্র কোলে করি থাক দেবী আই।
আমারে বিদায় দেও নিজ ঘরে যাই ॥
এতেক কহিয়া দেবী চলিল সত্বর।
পদ্মার চরিত্রে গঙ্গা বড় প্যাইল ডর ॥
ভয় পাইয়া তখন যে করেন বিনয়।
অকপটে কথা গঙ্গা পদ্মার স্থানে কয় ॥
গঙ্গা বলে শুন পদ্মা আমার বচন ॥
কোপ পরিহরি মাতা শুনহ বচন ॥
খেদ পরিহরি মাতা চলিয়া যাও ঘরে।
ধন জন যত চান্দর নেওত সত্বরে ॥
আমার বচন মাতা না করিও আন।
নাগরথে চড়ি যাও মহাদেবের স্থান ॥
একাসনে আছেন শঙ্কর ভবানী।
তাহার ঠাঁই কহ গিয়া আপন কাহিনী ॥
যাত্রাফলে যদি দুইর আজ্ঞা পাও।
তবে সে ডুবাইতে পার চান্দর চৌদ্দ নাও
মনের কথা যদি পায় ত প্রকাশ।
মাগিয়া লও বায়ু উনপঞ্চাশ ॥
দ্বাদশ মেঘ লইও প্রধান প্রধান।
সত্বরে চলিয়া যাও না করিও আন ॥
গঙ্গার নিকটে দেবী পাইয়া উপদেশ।
নাগরথে চড়ি গেল আঁখির নিমেষ ॥
বাসিয়াছেন একাসনে দেব হরগৌরী।
হেনকালে গেল তথা দেব বিষহরি ॥
প্রণাম করিল পদ্মা দোহার চরণে।
পদ্মারে জিজ্ঞাসে শিব আসিলা কি কারণে ॥
এতেক শুনিয়া পদ্মার হইল আশ।
তখনে মনের কথা করিল প্রকাশ ॥
পদ্মা বলে বাপ কর অবধান।
শরীরে না সহে আর চান্দর অপমান ॥
দেবতা নহে চান্দ ধরে মলমূত্র।
মনুষ্য হইয়া বলে মহাদেবের পুত্র ॥
রাত্রি দিন গালি পাড়ে মোরে দণ্ডে দণ্ডে।
হেতালের বাড়ি বেটা মারিতে চাহে মুণ্ডে ॥
না জানিয়া চান্দ মোরে দেয় নানা খোটা।
আমি তোমার কিছু নহে চান্দ তোমার বেটা ॥
আজ্ঞা কর মোরে ত্রিদশ অধিকারী।
চান্দর নৌকা ডুবাইলে সকল পাসরি ॥
এতেক শুনিল যদি দেব মহেশ্বর।
হাতে হাতে কচালে শিব দন্ত কড়মড় ॥
স্বতন্ত্রে থাক পদ্মা আপনে কর কাজ।
আপনা আপনি কর কম্ম নাহি বাস লাজ ॥
কোথাকার চান্দ ছার কোথাকার মনসা।
দুইজনের বিসম্বাদে নাহি দিশা মিশা ॥
এতেক শুনিয়া কহিলেন শূলধর।
তুমি মর নহে মরুক চান্দ সদাগর ॥
তোমাদের যন্ত্রণা আর সহিতে না পারি।
মনে ইচ্ছা হয় মোর হই দেশান্তরি ॥
শুনিয়া শিবের কথা পদ্মা কান্দি কয়।
যত কিছু দোষ চান্দর মোর দোষ নয় ॥
বিবস্ত্র করিল মোরে সভার ভিতর।
এবে বলে আমি কবি ধামনা ভাতার ॥
চান্দ করে অপমান সহিতে না পারি।
ডুবাইব চান্দর নৌকা দেহ আজ্ঞা করি ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবাইব সমুদ্র ভিতর।
আমারে কর আজ্ঞা দেব মহেশ্বর ॥
দূরে ঘোচ পদ্মা তুই হেথা হইতে যা।
চান্দ খাউক তোর মাথা তুই গিয়ে তারে খা ॥
যার গায় বল থাকে সে তারে মারহ।
মনোসুখে গিয়া দোহে কোন্দল করহ ॥
কোপ মনে মহাদেব ভৎসিলেন বিস্তর।
সেই বাক্য ভর করি দেবী চলিলা সত্বর ॥
পদ্মার চরিত্র দেবী মনে মনে পাঁচে।
ডাক দিয়া আনে পদ্মা আপনার কাছে ॥

কোপমনে মহাদেব বলেছেন তোমারে।
সেই বাক্যে যাও তুমি চান্দ মারিবারে॥
ভক্তবৎসলা দেবী ত্রিভুবনে পূজে।
পদ্মারে এড়িয়া দেবী শিবের তরে গর্জ্জে॥
দেবী বলে শিব তোমার পাগল চরিত।
ভালরে পূজিতে তোমার হয় বিপরীত॥
লেংটা উন্মত্ত তোমার ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ।
তোমারে পূজিলে হয় অশুভ লক্ষণ॥
প্রথমে পূজি তোমারে লঙ্কার রাবণ।
সবংশে মারিল তারে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
আর সেবা করিল তোমায় লবণ অসুর।
শত্রুঘ্ন মারি তারে পাঠায় যমপুর॥
আর সেবা করে তোমা মহাসুর বাণ।
শ্রীকৃষ্ণ কাটিল তাহার হাত হাজার খান॥
চান্দ সেবা করিল তোমায় একমন চিত্তে।
কোন্ মুর্খে সমর্পিলা মনসার হাতে॥
একেত পদ্মাবতী আরে আজ্ঞা পায়।
প্রাণ লবে সদাগরের হেন মনে লয়॥
চান্দ হেন সেবকেরে ফেলাইয়া সঙ্কটে।
আর কোন্ জনে তোমা পূজিবে নিকটে।
পদ্মারে লইয়া তুমি থাক এই পুরী।
আজু হইতে যাই আমি বাপ মায়ের বাড়ী॥
মহাদেবের তরে দেবী গর্জ্জিয়া বিস্তর।
সিংহপৃষ্ঠে চড়ি দেবী চলিল সত্বর॥
রহ রহ বলি শিব ডাকিল তখন।
আমার তরে কোপ তুমি কর অকারণ॥
পুত্রের অপরাধে গালি দিলাম বিস্তর।
চান্দরে মারিতে পারে শক্তি আছে কার॥
আমার বচন তুমি শুন মন দিয়া॥
মনোসুখে চৌদ্দ ডিঙ্গা যাউক বাহিয়া॥
শিবদুর্গা দুই জনে এই কথা কয়।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে পদ্মার মাথায়॥

এতেক শুনিয়া পদ্মা হইল চিন্তিত।
বাপের চরণে ধরি পড়িল ভূমিত॥

জয় ভবানী গো মা মুই তোমার চরণ
করিলাম সার। (ধুয়া)

এবার যদি মোর না ঘুচাও অপমান।
প্রাণ ত্যজিব মুই তোমার বিদ্যমান॥
তুমি বাপ তুমি মা তুমি সে গোসাঞি।
তুমি বিনে বাপ মোর আর লক্ষ্য নাই॥
মা নাই ভাই নাই কেবল তুমি বাপ।
তোমার আগে এখন সমুদ্রে দিব ঝাঁপ॥
তুমি জান চণ্ডী মোর কেমন ব্যথিত।
স্বর্গ হইতে বাপ মোরে নামাইলা ভূমিত॥
আজু যদি না রাখ আমার সম্মান।
অনলে প্রবেশ করি ত্যজিব পরাণ॥
শিবের চরণে ধরি কান্দে দীর্ঘরায়।
পদ্মার ক্রন্দনে শিব বড় দুঃখ পায়॥
হস্তে ধরি বলেন শিব না কান্দ মনসা।
আয়নে পুরাব তোমার মনের আশা॥
ধুলা ঝাড়ি কোলে লইল তখন।
আপন বসন দিয়া মোছেন বদন॥
কোপ পরিহর পদ্মা ঝাটে চলে যাও।
মনোসুখে ডুবাও গিয়া চান্দর চৌদ্দ নাও॥
ধন জন আদি যত থাকে যত নায়।
জল মধ্যে তার যেন প্রাণ রক্ষা পায়॥
পুত্রের অধিক মোর চান্দ বণিক।
জল মধ্যে দুঃখ যেন পায় খানিক॥
মোর কথা এড়ি যদি চান্দরে দেও তাপ।
তুমি আমার ঝি নহে আমি নহে বাপ॥
মা যাহার ঘরে নাই বাপে করে দয়া।
বুঝিয়া শিবের মন গেল মহামায়া॥
মহাদেবের বচন পদ্মা না করে প্রকাশ।
মাগিয়া লইল বায়ু উনপঞ্চাশ॥

দ্বাদশ মেঘ লইয়া প্রধান প্রধান।
মেলানি করিয়া গেল আপনার স্থান ॥
নেতা নেতা বলি পদ্মা ডাকে উচ্চরায়।
তখনি উঠিয়া নেতা বায়ুগতি ধায় ॥
পদ্মাবতী বলে নেতা আর চিন্তা কিসে।
হাতে গুয়া লইয়া তুমি বেড়াও দেশে দেশে
নদনদী আছে যত পৃথিবী মাঝার।
সবের তরে জানাও গিয়া আমার সমাচার ॥
যে যে ব্যথিত হয়ে আসে মোর কাজে।
কল্য যেন মিলে গিয়া কালীদহের মাঝে ॥
নেতার বচনে পদ্মা গেলা গঙ্গার গোচর।
পদ্মারে দেখিয়া গঙ্গা চিন্তিত অন্তর ॥
আসন উপরে বসি দেবী পদ্মাবতী।
গঙ্গার স্থানে কহিলেন আপন দুর্গতি ॥
যত গালি পাড়ে চান্দ সহিতে না পারি।
নিরবধি বলে মোরে ধামনা ভাতারি ॥
পিতৃ আজ্ঞা জান মাগো হয়েছে আমারে।
আপনিও আজ্ঞা কর ডিঙ্গা ডুবাইবারে ॥
গঙ্গা বলে শুন বাছা কহি গো তোমায়।
আমার এমন কার্য্য উচিত না হয় ॥
এই পূজিয়াছে মোরে ছাগ মহিষ দিয়া।
হরিব চান্দর ডিঙ্গা কেমন করিয়া ॥
এতেক শুনিয়া পদ্মা কুপিত অন্তর।
পূজা খেয়ে হইয়াছে চান্দর কুপ্পর ॥
বহিছে উজান ভাটি পচা দ্রব্য ধোয় ॥
মনুষ্যে তোমার জল যেন নাহি ছোঁয়।
এতেক শুনিয়া গঙ্গা হইল কাতর।
রহ রহ বলিয়া ধরেন দুই কর ॥
শাপ বিমোচন পদ্মা করহ সত্বরে।
ডুবাব চান্দর ডিঙ্গা কহিনু তোমারে ॥
পদ্মা বলে মোর কথা লড়িবার নহে।
না খাইবে জল তব মাত্র কালীদহে ॥

চৌদ্দ ডিঙ্গা না ডুবিবে এই কালীদয়।
আনহ সংবাদ দিয়া নদী সমুদয় ॥
এক কথা শুন কহি দেবী বিষহরী।
চান্দ মলে পাছে সোনা হইবেক রাড়ী ॥
এতেক শুনিয়া পদ্মা হরষিত মন।
গঙ্গারে প্রণাম করি করিলা গমন ॥
পদ্মার বচনে নেতা আনন্দ বিশেষ।
হাতে গুয়া লইয়া পদ্মা যায় দেশে দেশ ॥
অনায়াসে ভ্রমে নেতা বড় আচাভুয়া।
সর্ব্ব নদনদীর তরে দিল পান গুয়া ॥
নেতা বলে নদনদী শুনহ বচন।
চান্দ পদ্মার বিসম্বাদ জান সর্ব্বজন ॥
সে সকল দুঃখ দেখি দেব মহেশ্বর।
চান্দর ডিঙ্গা ডুবাইবে সমুদ্র মাঝার ॥
যাহার যাহার ব্যথা পদ্মাবতীর কাজে।
কল্য গিয়া মিলিবা সবে কালীদয়ের মাঝে ॥
নদনদী জানাইয়া নেতা গেল ঘর।
ত্বরিত গমনে গেল পদ্মার গোচর ॥
প্রভাত সময়ে কাক ডাকে ঘন ঘন

নাগরথে চড়ি পদ্মা চলিল সত্বর।
ত্বরিত গমনে গেলা নৌকার গোচর ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া চান্দ যায় সেই পথে।
পথ আগুলাইয়া পদ্মা রহিল নাগরথে ॥
নিকটে রহিয়া মায় খলখলি হাসে।
হেনকালে দেখে যত নদনদী আসে ॥
চান্দর দিকে নদনদী চাহে ঘন ঘন।
মহাবেগে চলে বায়ু পঞ্চাশ যোজন ॥
মলয়া শীতল বায়ু ঘন ঘন বয়।
এক ভিতে থাকে মেঘ আর ভিতে যায় ॥
চারিভিতে মেঘগণ ছাইল আকাশে।
এক চাপ হইয়া যত নদনদী আইসে ॥

চান্দর দিকে নদনদী করিলেক ধাড়ী।
এই কালে বল ভাই সরস লাচারী॥

বড় বিবাদী বিষহরী। (ধুয়া)

কেবল চান্দর কাজে, মনসা সমুদ্র মাঝে,
সংবাদ আনিল নদনদী।
মন্দাকিনী চলে আগে, পর্ব্বত লড়ে যাহার বেগে,
আপনে চলিলা ভাগীরথী॥
সরস্বতী চলে ধীর, ধবল যাহার নীর,
পাতাল হইতে চলিল ভোগবতী।
আপনে যমুনা চলে, হিল্লোল উঠিল জলে,
কল্লোল উঠিল বিপরীত॥
থয়ী গঙ্গা ইচ্ছামতী, আর লড়ে পদ্মাবতী,
বড় নদী চলিল ত্বরিত।
বৃদ্ধ ভৈরব চলে, দুই কূল ভাঙ্গিয়া জলে,
পূর্ব্বদিকে যাহার বিক্রম॥
আপনে ভৈরব লড়ে, শতমুখী যাহার আগে,
সত্বরে চলিলা কালীদহ।
কুচগঙ্গা মহাবলী, আর লড়ে কর্ণফুলি,
আপনে চলিল ভগবতী।
সব গঙ্গা চলে আগে, শত শত নদী সঙ্গে,
আপনি চলিল মহাদধি॥
বায়ুর সাহায্য লইয়া, নদ নদী আসে ধাইয়া,
শব্দ হয় অতি ঘোরতর
পদ্মাবতী দরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
ভয়েতে কান্দিছে সদাগর॥

একেবারে মেঘ বায়ু করিল গমন।
বায়ুকোণ হইতে মেঘ যায় পূর্ব্বকোণ॥
আচম্বিতে বরিষয়ে মূষলের ধারা।
চৌদ্দ ডিঙ্গা পরিপূর্ণ হইলেক ভরা॥
দেখি সদাগর ভয়ে হয় চমকিত।
একদৃষ্টে চাহে চান্দ কাণ্ডারীর গীত॥
বিজয় গুপ্ত বলে গাইন হও সাবহিত।
এই কালে বল ভাই লাচারীর গীত॥

তুলাই রে দড় করি ধরিও কাণ্ডার। (ধুয়া)

কাণ্ডার ধরিও দড়, তরঙ্গ হইল বড়,
পাতা গালে নাহি ছোঁয় পানি॥
যেন কুমারের চাক, চৌদ্দ ডিঙ্গা লইল পাক,
ঝলকে ঝলকে ওঠে পানি॥
ভাঙ্গিল নৌকার গলই, ছিঁড়িল পাটের সরহ,
বিবাদে লাগিল মোরে কাণী।
ভয়েতে কাঁপিছে তনু, রাখিবারে না পারিনু,
মজিলেক ডিঙ্গা চোদ্দখানি॥

সাধু বলে জল মধ্যে হের দেখ ধনা।
পর্ব্বত সমান ঢেউ মাথায় ধরে ফণা॥
মনে ভয় পেয়ে সাধু বলে হরি হরি।
আর না দেখিলাম মোর প্রাণপ্রিয়া নারী
বিজয় গুপ্ত বলে চান্দ কিবা কান্দ আর।
সাগরে ডুবিবে ডিঙ্গা নাহিক নিস্তার॥
পদ্মাবতী বলে চান্দ শুনহ বচন।
সম্বাদ জিজ্ঞাসা আমি করিব এখন॥
কয়া বলেন তবে পদ্মাবতী আই।
ত্বরিতে বলিলা দেবী চান্দ বাণিয়ার ঠাঁই॥
পদ্মা বলে বাপ তুমি হও সর্ব্বক্ষণ।
কি কারণে গালি মোরে পাড় সর্ব্বক্ষণ॥
অহঙ্কার ত্যজি যদি এখনে দেও ফুল।
কাণ্ডারে বসিয়া নিয়া দিব দেশ কুল॥
ধনগর্ব্বে নহে পূজ কর অহঙ্কার।
এবার হারাবা প্রাণ সমুদ্র মাঝার॥
চান্দ বলে কাণী তোর মুখে লাজ নাই।
কপট করিয়া কথা কহ মোর ঠাঁই॥
আমারে ভাণ্ডিতে তোর এতেক উপায়।
তোর মুখে ডুবাইবি আমার চৌদ্দ নাও
পদ্মারে বলিয়া চান্দ চাহে চারিপাশে।
হেনকালে দেখে যত নদনদী আইসে॥

পবনের গতি মেঘ ভ্রমে চারিভিত।
দেখিয়া ডিঙ্গার লোক হইল কম্পিত॥
দুলাই নামে কাণ্ডারী চরণ নৌকায় থাকে।
দুর্ল্লভ দুর্ল্লভ বলি তাবে সর্ব্বলোকে ডাকে॥
কপালেতে ঘা দিয়া ডিঙ্গার দিকে চায়।
মেঘের গতি বুঝিয়া কান্দে দীর্ঘরায়॥
কাণ্ডারী বলে সাধু ভাল না হইল কাজ।
প্রমাদ পড়িল আজি সমুদ্রের মাঝ॥
বায়ুকোণে ডাকে মেঘ যেন দেখি নীল।
ঝড় বরিষণ হইল আর পড়ে শিল॥
মেঘের দারুণ চীৎকারে কাঁপে সর্ব্ব গা।
বড় ভাগ্যে আজ রক্ষা করিবে দুর্গা মা॥
চান্দ বলে ভাই সব না করিও ভয়।
যে থাকে নির্ব্বন্ধ কিছু খণ্ডন না যায়॥
চান্দর বচনে কেহ ভাল নহে বাসে।
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে মনের তরাসে॥
কি করিবে নারায়ণ কি করিবে শিব।
জল মধ্যে আজু সবে হারাইব জীব॥
মাথায় হাত দিয়া কাণ্ডারী সব কান্দে।
এই কালে বল ভাই লাচারীর ছন্দে॥

সাধুরে এবার জীবনে রক্ষা নাই। (ধুয়া)
গগণ ঢাকিল মেঘে, পবন চলিল বেগে,
দেখিতে নারিলাম বাপ ভাই॥
স্বপন দেখিলাম রাতি, এক কন্যা নাগজাতি,
সর্পে বেষ্টিত সর্ব্ব গাও।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া চলে, ধরিয়া তোমার চুলে,
সমুদ্রে ডুবাইল চৌদ্দ নাও॥
মিছা সে গৌরব কর, মেঘের গতিক বড়,
নিশ্চয় মরিব জল মধ্যে।
রিষে মুষল ধার, ডিঙ্গা হইল ভার,
আজু প্রাণ রহে পুণ্যফলে

সমুদ্রে কাতর মন, চিন্ত হরি নারায়ণ,
প্রভু মোরে সঙ্কটে রক্ষা কর॥
পদ্মাবতী দরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
যাহারে সদয় দুর্গা মা।

যাবৎ সদয় মোরে দেব মহেশ্বর।
কি করিতে পারে মোরে কাহারে মোর ডর॥
এতেক বলিয়া চান্দ জল মধ্যে ভাসে।
হেন কালে যত মেঘ বায়ুগতি আইসে॥
কাণ্ডারীর বাক্যে সাধু চমকিত মন।
শিব দুর্গা ভাবে সাধু আর নারায়ণ॥
চান্দ বলে ভাই সব না করিও ভয়।
এবার তরাবে মোরে দেবী দুর্গা মায়॥
মহাদেব বলি চান্দ জল মধ্যে ভাসে।
হেন কালে দেখে যত বায়ু মেঘ আসে॥
শিলা বৃষ্টি বরিষণ পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
দেখিয়া তরাসে যত ডিঙ্গার লোক কাঁপে॥
কেহ বলে বাপ বাপ কেহ বলে আই।
কেহ বলে না দেখিলাম সহোদর ভাই॥
নাকে মুখে কাহার সামাইল পানি।
কেহ বলে না দেখিলাম ঘরের রমণী॥
পুত্র পুত্র বলি কেহ কান্দে দীর্ঘরায়।
কেহ কেহ কান্দে কার ধরিয়া গলায়॥
নৌকার লোক কান্দে দুঃখ লাগে বৈরী।
এই কালে বল ভাই করুণ লাচারী॥

কান্দে সাধু বলে হরি হরি। (ধুয়া)
দারুণ পদ্মার পাকে, মজিলাম সমুদ্র মাঝে,
না দেখিলাম চম্পকনগরী॥
দক্ষিণ পাটনে গেলাম, বহুমূল্য ধন পাইলাম,
এত দুঃখ করিলাম কোন্ কাজে।
যত নিষেধিল প্রিয়া, তাহাতে না পাতিল হিয়া,
নিশ্চয় মজিব জল মাঝে॥

ধনা বলে চান্দ শুন, কিসের ক্রন্দন কর,
এখন কহিতে কোপ বাড়ে
সেই কালে ইহা জানি, মনসারে বল কাণী,
তেকারণে এত দৈব পড়ে ॥
ধনার নিঠুর বোলে, মহাসাধু কোপে জ্বলে,
তুই মোর সংবাদ পাইলি ধনা।
বারেক রাখেন চণ্ডী আই, এবার দেশেরে যাই,
তোমার ভাঙ্গিব সম্ভাবনা ॥
ধনার বাক্য করি হেলা, বরিষে মুষল ধারা,
ডিঙ্গার উপর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
হাহাকার সর্ব্বজনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
দেখিয়া বিস্মিত সর্ব্বজনা ॥
কাণ্ডার ধরি জড়, তরঙ্গ হইল বড়,
পাড়োয়ানে না ছোঁয় পানি।
ছিড়িল পাটের শুট, ভাঙ্গিল ডিঙ্গার গলুই,
নৌবহ হইল খান খান ॥
প্রমাণ পাথরের শিল, খসিল ডিঙ্গার খিল,
ঝলকে ঝলকে উঠিল পানি ॥
ব্রাহ্মণে বেদ পড়ে, পৈতা উড়াইল ঝড়ে,
গুণ ছিড়িয়া হইল খান খান।
পদ্মাবতী দরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে
হরি হরি করয়ে স্মরণ ॥
নৌকায় থাকিয়া দেখে চান্দ সদাগর।
চৌদ্দ ডিঙ্গায় জল হইল কাঁকাব সোসব ॥
চান্দ বলে হরি হরি কি করিল দেবতা।
নিকটে বান্ধব নাহি কে কহিবে কথা ॥
কাহাকে কহিব কথা কেবা বাপ ভাই।
দন্তে ঘাস করি বলে রাখ দেবী মাই ॥
যত পূজিলেন গঙ্গা এক মন চিত।
মোর কর্ম্মফলে সব হইল বিপরীত ॥
আজর ছিঁড়িয়া ডিঙ্গা পাক যায় সোতে।
এবার রাখ গঙ্গাদেবী তৃণ ধরি দাঁতে ॥
চান্দ বলে জল মধ্যে হের দেখ ধনা।
পর্ব্বত প্রমাণ সর্প মাথায় ধরে ফণা ॥

দিনমণি জ্বলে যেন রবির কিরণ
নিশ্চয় ডুবিবে নৌকা অবশ্য মরণ ॥
ধনা বলে মহাসাধু না করিও ভয়।
শিবের চরণ ভাব এড়াইব সংশয় ॥
বৈদ্য বিজয় গুপ্তের সরস রচিত।
চণ্ডির প্রসাদে রচিল মনসার গীত ॥
পদ্মা বলে নদ নদী কিবা চাও আর
ডুবাও চান্দর ডিঙ্গা সমুদ্র মাঝার
অন্তরীক্ষে দেবগণ রথে চড়ি দেখে
সমুদ্রে চান্দর ডিঙ্গা ডুবে একে একে
প্রথমে ডুবিল ডিঙ্গা তাজেলা কাজেলা
বাঁকে বাঁকে থাকি খায় শতেক ছাগলা।
তার পাশে ডুবে ডিঙ্গা নামে শঙ্খতালি
চন্দন কাষ্ঠেতে যার গুড়া আর ডালি ॥
তার পাছে ডুবে নৌকা নামে ভীমাক্ষ।
যে নায় ভরিল চান্দ শঙ্খ চৌদ্দলক্ষ ॥
তার পাশে ডুবে নৌকা নামে পক্ষীরাজ।
যে নৌকার উপরে আছে অনেক বৃক্ষ গাছ ॥
কাণ্ডারী কুতুব মালিম কেদার।
দিনে ধূপ জ্বলে নৌকা নহে আগুসার ॥
তার পাছে ডুবে নৌকা নামে হেতাল।
বাইন বেণুর জল ভাঙ্গি পরশে পাতাল ॥
কাণ্ডারী হোসেন তার মালিম তকাই।
যত সহর বেড়াইছে লেখা যোখা নাই ॥
তার পাছে ডুবে নৌকা নামে ধবল।
ধূপ দীপ দিয়া পূজে দেবতা সকল ॥
তার পাছে ডুবে নৌকা নামে টিয়াঠুটী।
যে নৌকায় ছিল চান্দর চট আর ভুটী ॥
তার পাছে ডুবে নৌকা নামে অজয় শেলপাট
যাহার উপর মিলিয়া থাকে শ্রীফলার হাট ॥
চন্দন কাষ্ঠের নৌকা করে ঝিকি মিকি।
গলুইর উপর হাট বাজার করে বিকি কিনি ॥

তার পাছে ডুবে নৌকা নাম তার শঙ্খা।
যে নায় চড়িয়া দেখে রাবণের লঙ্কা॥
তার পাছে ডুবে নৌকা ভাড়ার পাটুয়া।
যে নায় লইয়াছে চান্দ তালিম লাটুয়া॥
তার পাছে ডুবে নৌকা নাম গুয়ারেখি।
দুই প্রহরের পথ থাকিতে রাবণের লঙ্কা দেখি
তার পাছে ডুবে নৌকা নামে বিজুসিজু।
গাঙ্গের দুই কূল ভাঙ্গিয়া বেঁকা করে উঁচু॥
একে একে তের ডিঙ্গা ডুবিল সকল।
সবে মাত্র বাকি আছে নামে মধুকর॥
তের ডিঙ্গা ডুবে চান্দর চমকিত মন।
হেন্তাল বাড়ী দিয়া কাণ্ডার ধরিল তখন॥
পদ্মা বলে নদ নদী আর কিবা চাও।
সমুদ্রে ডুবাও এখন মধুকর নাও॥
হাসিয়া পবন দেব বলিছে বচন।
আমার বচন মাতা শুন দিয়া মন॥
চান্দর বাপ জীবসাধু ধনে মহাধনী
সর্ব্বগুণ ধরে সাধু গুণে মহাগুণী॥
মনের সন্তাপে সাধু ভাবিল বিস্তর।
গহন কাননে সাধু চলিল সত্বর॥
বৃদ্ধ হইল তাহার পাকিল মাথার চুলি।
তাহার পুত্র না হইল আটকুড়া বলি।
মনের ঘৃণায় সাধুর বাড়িল সাহস।
উত্তর অরণ্যে গিয়া করিল প্রবেশ॥
পাতাল ভেদী শিবলিঙ্গ পাথরের কায়।
সেই শিবলিঙ্গ পুজে উর্দ্ধ দুই পায়॥
গুরু উপদেশে সাধু পাইয়া মহা মন্ত্র।
আহার পানি ত্যজিয়া জপে মূলমন্ত্র॥
সাধুর সেবায় শিব বড় তুষ্ট হইলা।
তুষ্ট হইয়া পঞ্চানন দরশন দিলা॥
শিব বলে শুন সাধু আমার উত্তর।
মনোস্থখে যেই চাহ সেই দিব বর॥

জীব সাধু বলে যদি দিবা বর।
তোমার বরে হউক পুত্র পরম সুন্দর॥
মহাধনে ধনী হউক বিক্রম বিশাল।
তোমাতে ভক্তি যেন থাকে সর্ব্বকাল॥
মোর পুত্র থাকিবেক যে নৌকার উপর।
কোন পাকে নহে ডুবে সমুদ্র ভিতর॥
সহজে দয়াল বড় দেব ত্রিলোচন।
এবমস্তু বলি বর দিল ততক্ষণ॥
বর পাইয়া মহাসাধু গেল নিজ ঘর।
মহাদেবের বরে জন্মে চান্দ সদাগর॥
চান্দ থাকিতে নৌকা না হইবে তল।
এতেক শুনিয়া পদ্মাবতী ভাবিয়া বিকল॥
পদ্মাবতী না পারেন ডিঙ্গা ডুবাবার।
আপনে চণ্ডিকা দেবী ধরিছে কাণ্ডার॥
ডাক দিয়া বলে পদ্মা চণ্ডির গোচর।
রাখিতে চান্দর ডিঙ্গা আছ একেশ্বর॥
যদ্যপি আমারে ডিঙ্গা না দেও ছাড়িয়া।
কার্ত্তিক গণেশ মারব বিষেতে পুড়িয়া॥
এতেক শুনিয়া বাণী মনে হইল ডর।
ডিঙ্গা এড়ি রথে দেবী করিলেন ভর॥
নানাবিধ মায়া জানে দেবী বিষহরী।
না পারে ডুবাইতে ডিঙ্গা মধুকর॥
নেতা বলে পদ্মাবতী মোর বোল ধর।
অবিলম্বে যাও তুমি যমের গোচর॥
নেতার বচনে পদ্মা গেল যমপুরে।
পঞ্চ দূত আনিলেন ডিঙ্গা ডুবাইবারে॥
পাঁচ দূতে না পারিল ডিঙ্গা ডুবাইতে।
পদ্মাবতী যুক্তি করে নেতার সহিত॥
নেতা বলে পদ্মাবতী না করিও আন।
পবন পুত্র আন গিয়া বীর হনুমান॥
হনুমান পারিবেন ডিঙ্গা ডুবাইতে।
রথে চড়ি গেল পদ্মা হনুর সাক্ষাতে॥

পদ্মা বলে হনুমান মোর বোল ধর।
তুমি ডুবাইয়া দেও ডিঙ্গা মধুকর ॥
হনুমান লয়ে পদ্মা আসিল সত্বরে।
হনুমান উঠে গিয়া ডিঙ্গার উপরে ॥
চান্দ বলে হনুরে তুই পবনের ছাও।
এই মুখে ডুবাইবা মধুকর নাও ॥
ক্রোধ করি হনুমান ডিঙ্গায় দিল ভর।
তথাচ না ডুবিল ডিঙ্গা মধুকর ॥
পূর্ব্বেতে চান্দর বাপ লয়েছিল বর।
যে ডিঙ্গায় থাকিবেক চান্দ সদাগর ॥
সেই ডিঙ্গা না ডুবিবে সমুদ্র ভিতর।
তেকারণে নাহি ডুবে ডিঙ্গা মধুকর ॥
এতেক শুনিয়া তবে পবন নন্দন।
জলের ভিতরে চান্দ ফেলিল তখন ॥
ক্রোধ করি হনুমান ডালিতে দিল ভর।
তিন প্রহরেতে ডুবে ডিঙ্গা মধুকর ॥
হেতালবাড়ি ভর করি চান্দা বাণিয়া ভাষে।
নাগরথে পদ্মাবতী ঘন ঘন হাসে ॥
পদ্মার সংবাদ সব মৎস্যগণে জানে।
চান্দর গোঁপ দাড়ি ধরিয়া প্রাণ শক্তি টানে ॥
বাপ মা ডাক ছাড়ে মুখে উঠে পানি।
প্রাণ শক্তি ডাকে প্রাণ রাখ শূলপাণি ॥
হরি হরি বলে চান্দ সমুদ্রের মাঝে।
এবার সাগরে প্রাণ গেল মিছা কাজে ॥
গগন পরশে ঢেউ কালীদয় সাগর।
এবার রাখ প্রভু দেব মহেশ্বর ॥
শিশু হইতে শিবদুর্গা সদাই ভাবনা।
মরণ কালে দুর্গা আমার ছাড়িলা বাসনা ॥
শিশু হইতে তুয়া পদ করিলাম সার।
অধম বালক ডাকে করহ উদ্ধার ॥
পুরাণে শুনেছি তুমি পতিতপাবনী।
দন্তে ঘাস লয়ে ডাকি রাখগো ভবানী ॥

জল মধ্যে তল গেল যতেক কাণ্ডারী।
ধন জন সব গেল আছে হেতালবাড়ী ॥
আর না পূজিব আমি দেব মহেশ্বর।
আর না যাব আমি চম্পক নগর ॥
পুত্র নাহি বন্ধু নাহি সবে দুই জন।
মরণকালে সোনার সঙ্গে নহিল দরশন ॥
কাহারে ডাকিবে সোনা কোন ভিতে রবে
পুত্রশোক মনে উঠিলে কার মুখ চাবে ॥
পদ্মার বিবাদে আমি হারাইলাম সকল।
এত দেবের মধ্যে কাণী করে বল ॥
মহাকোপে কহে চান্দ মনের সন্তাপে।
যে ছিল নির্ব্বন্ধ খণ্ডাবে কার বাপে ॥
লক্ষ ছাগল দিয়া পূজি ভগবতী গঙ্গা।
বিপরীত কালে ডুবাইল চৌদ্দ ডিঙ্গা ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি আর যত দেবা।
অকারণে করে সবে চণ্ডিকার সেবা ॥
ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকর দেবতা পবন।
দেবতা গন্ধর্ব্বে পূজা করে অকারণ ॥
এই সব দেব নিন্দা করে শুনিয়া শূলপাণি
সকল দেবতাগণে করে দৈববাণী ॥
পদ্মাবতী পূজা কর চান্দ সদাগর।
দন্তে দন্তে চাপিয়া সাধু করে কড়মড় ॥
কোন জনে আমারে কহিল হেন কথা।
নিকটে পাইলে তার ভাঙ্গিতাম মাথা ॥
একথা কহিতে চান্দ মুখে নাহি আইসে।
ঢেউর আগে যায় প্রাণ ঝড় বাতাসে ॥
নেতা বলে পদ্মাবতী কি ভাব এখন।
এইক্ষণে যাও তুমি গঙ্গার সদন ॥
চান্দর যত ধন জন রাখ গঙ্গার স্থান।
যখনে বেহুলা চায় দিবা ততক্ষণ ॥
এতেক শুনিয়া পদ্মা না করিল আন।
আঁখির নিমিষে গেল গঙ্গার বিদ্যমান ॥

গঙ্গার নিকটে গিয়া কহে পদ্মাবতী ।
প্রণাম করিয়া বলে শুন ভাগীরথি ॥
চান্দর যত ধন থুইলাম তোমার স্থানে ।
ভাল মতে মা তুমি রাখিও যতনে ॥
আর কিবা বলিব মাগো তোমার চরণে
যখনে বেহুলা চাহে দিবা গো তখনে ॥
তুমি পরে মা মোর নাহিক সহায় ।
জানিয়া বিধান কর যেবা মনে লয় ॥
এতেক শুনিয়া গঙ্গা পদ্মার বচন ।
ডাক দিয়া আনে তখন জলকন্যাগণ ॥
গঙ্গা বলে শুন সবে আমার বচন ।
চান্দর সকল কটক ভাসে সমুদ্র গহন ॥
সাবধান হইয়া রাখিবা সঙ্গোপনে ।
যখনে চাহিবে পদ্মা দিবা তখনে ॥
এতেক শুনিয়া তাহারা চলিল সত্বরে ।
আঁখির নিমিষে গেল সমুদ্র মাঝারে ॥
যতেক কটক আনে গঙ্গার পুরীত ।
আখির নিমিষে পদ্মা জিয়াইল ত্বরিত ॥
যেখানে আছে চান্দর ছয় বেটা ।
সেইখানে রাখিব ডিঙ্গা চৌদ্দ গোটা ॥
ধনজন যত ইতি রাখিল যতনে ।
মেলানী করিয়া পদ্মা গেল নিজস্থানে ॥
চিৎ হইয়া ভাসে চান্দ নাহিক সম্বিৎ ।
দেখিয়া মনসা দেবী হইল হরষিত ॥
মরা জ্ঞানে ছোঁ মারে চিল আর কাকে ।
ব্যথা পাইয়া সদাগর মা বাপ ডাকে ॥
বারেক প্রাণ রাখ দেব শূলপাণি ।
কৃপা কর মা মোরে দেবী ভবানী ॥
তুমি বিনে গো মোরে কে করিবে নিস্তার
এ ভব সঙ্কটে মা তুমি কর পার ॥
নাগরথে পদ্মাবতী চাহেন কৌতুকে ।
চিৎ হইয়া ভাসে চান্দ সমুদ্রের বাঁকে ।

নেতা বলে শুন কহি জয় বিষহরি ।
চান্দ পাছে মরিলে সোনেকা হবে রাঁড়ী ॥
একগাছি কলাগাছ আনিল কাটিয়া ।
আখর লিখিয়া গাছ দিল ভাসাইয়া ॥
আমারে পূজহ যদি চান্দ সদাগর ।
চৌদ্দ ডিঙ্গা বাড়াইয়া দিব তব ঘর ॥
মোর পূজা না করিয়া কর অহঙ্কার ।
এখন হারাবা প্রাণ সমুদ্র মাঝার ॥
আপনে পণ্ডিত চান্দ স্থির করে মতি ।
হাসিতে হাসিতে পড়ে মনসার পাঁতি ॥
আখর ভরিয়া চান্দ প্রস্রাব করিয়া ।
পুনর্ব্বার পড়ে চাঁদ জলে ঝাঁপ দিয়া ॥
পত্র পড়িয়া চান্দর চক্ষুর পড়ে পানি ।
এবে পাছ নাহি ছাড়ে লঘুজাতি কাণী ॥
যায় যাউক ছার প্রাণ কি লাগি বা রয় ।
লঘুর ভর্ৎসনা আর শরীরে না সয় ॥
লুকি দিয়া চাহে চান্দ কেহ নহে আছে ।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে সেই কলা গাছে ॥
নাগরথে পদ্মাবতী আইসে শীঘ্রগতি ।
কখন না ছাড়ে চান্দ আপন প্রকৃতি ॥
নেতা বলে পদ্মাবতী চান্দর প্রাণ যাবে ।
চান্দ মরিলে তোমার পূজা নাহি হবে ॥
ধন জন গেল কেবল আছে একেশ্বর ।
প্রাণে পাছে মরি থাকে চান্দ সদাগর ॥
পদ্মার মহিমা কিছু বুঝন না যায় ।
মধ্য গঙ্গা হইতে চান্দ কূলের কাছে যায় ॥
গায় বস্ত্র নাহি চান্দ লুকি দিয়া যায় ॥
সোনার কলসী পদ্মা গাঙ্গেতে ভাসায় ॥
কলসী পাইয়া চান্দর গায় বল বাড়ে ।
কলসী ভর করি চলিলেক পারে ॥
ভূমি আকর্ষিয়া চান্দ যখন বসিল ।
দুই চক্ষু মুছিয়া ধান্ধা ভাঙ্গিল ॥

জর্জ্জর হয়েছে বড় উপবাস জলপানে।
পরিধেয় বসন নাই বসিছে-বিবসনে॥
নেতার সঙ্গে যুকতি করিয়া পদ্মাবতী।
কপটে হইলা দেবী ব্রাহ্মণের যতী॥
যতী বলে আরে চান্দ এড়াইয়া সঙ্কট।
আমার সাক্ষাতে কেন বসেছ লেঙ্গট॥
ব্রাহ্মণ সতী আমি তোমার ধর্ম্মের মাতা।
সতীর কথা শুনিয়া চান্দর মনে লাগে ব্যথা॥
অধোমুখ হইয়া দেখে শরীর বিবসন।
দুই হাতে অধোদেশ ধরিল তখন॥
একহাত বস্ত্র দিলা দেবী বিষহরি।
ধড়া করিয়া চান্দ ততক্ষণ পরি॥
বস্ত্র পরিয়া দুঃখ ভাবে মনে মনে।
প্রণাম করিয়া পড়েন্যতীর চরণে॥
যতীর তরে কহে চান্দ দুঃখ লাগে বৈরী।
এই কালে বল ভাই করুণ লাচারী॥

পথের উদ্দেশ কহিবা হে মোরে। (ধুয়া)

উপদেশ বল মোকে, শরীর বিদরে শোকে,
যাইব মুই চম্পক নগরী।
তুমি আকর্ষিয়া গাও, ধরিয়া যতীর পাও,
তুমি যতী মোর ধর্ম্মমাতা।
আসিলাম লাখের আশ, ধরিলাম ভিখারীর বেশ,
মোর দুঃখের বিস্তর কথন॥
ধরিয়া যতীর পায়, কান্দে চান্দ দীর্ঘরায়,
শুন মোর দুঃখের কাহিনী।
দক্ষিণ পাটনে গেলাম, বহুমূল্য ধন পাইলাম,
লইয়া গেল লঘুজাতি কাণী।
শুনিয়া চান্দর ভাষ, মনে মনে পদ্মার হাস,
কাণী নাম হয় কোন জনা।
চান্দ বলে পোছ কি, মনসা শিবের ঝী,
তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু কাণা॥

যতী বলে সাধু শুন, এ হেন পুরুষের গুণ,
মুখে আইসে কেবা কাহারে সহি।
বুঝিলাম কার্য্যের ভাও, মুখদোষে পীড়া পাও,
ইহাতে মনসার দোষ নাহি॥
সহজে উদারমতি, আমি ব্রাহ্মণের যতী,
পথের উদ্দেশ আমি নহে জানি।
কিবা চাহ তুমি হেথা, চম্পক নগর কোথা,
লোকমুখে কভু নহে শুনি॥
হের দেখ কতদুর, কনক মাণিক্যপুর,
এখানে মাগিলে পাবা ভাত।
পদ্মাবতী পরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
যাহারে সদয় নারায়ণ॥

লক্ষ্মীন্দরের জন্ম।

প্রণমি তোমারে পদ্মা মোরে কর দয়া।
হউক মধুর গীত দেহ পদ ছায়া॥
হেথায় মহাসাধু রহিলা এইমতে।
সোনেকার কথা শুন একমন চিত্তে॥
রাত্রি দিন ভাবে রাণী সাধুর মঙ্গল।
নানারূপে সোনেকা ভাবিয়া বিকল॥
সোনেকায় দেখিতে আসিল যত নারীগণ।
সোনেকার উদরে দেখি গর্ভের লক্ষণ॥
সোমাই পণ্ডিত বলে সোনেকা গো মাও।
পঞ্চমাস হইলে তোমার পঞ্চামৃত খাও॥
সোনাইর ছয় পুত্র নিল যমরায়।
কি করিবে আর মোরে গর্ভের তনয়॥
বৃদ্ধকালে পুত্র মোরে কি করিবে কাজ।
এখন পঞ্চামৃত খাব মুখে বাসি লাজ॥
ছয়মাস গিয়া হেন সপ্তম উষা সনে।
বিদিত হইল যত গর্ভের লক্ষণে॥
অতি ক্ষীণ হইল তনু পেটে নাহি ভোক।
খাইতে না পারি অল্পক্ষণে আইসে ওক॥

তিতৈল জামীর আর বদরী ছোলঙ্গ।
সর্ব্বক্ষণ তাম্বুল মুখে নাহি রঙ্গ॥
রাত্রিদিন ভাবে রাণী সাধুর মঙ্গল।
নানারূপ সোনেকা ভাবিয়া বিকল॥
অন্ন জল না খায় শুইয়া থাকে রাত্রি দিন।
শরীর অচল হইল তনু হইল ক্ষীণ॥
আর কিছু না খায় ঝিকর খাইতে মন।
লতাপাতা শাক খাইতে করিল যতন॥
অবশেষে ধাই আসি করিল জিজ্ঞাসা।
কি বস্তু খাইতে তোমার গিয়াছে আশা॥
সোনা বলে ওগো ধাই কি কহিব কথা।
আনিয়া গাছিক শাক দেও লতাপাতা॥

শাক তুলিতে পড়িয়া গেল সাড়া।
নাচে ধাই দিয়া বাহু লাড়া॥ (ধুয়া)
হাতেতে করিয়া হাঁড়ী, পরণে পাটের শাড়ী,
শাক তুলিতে বুড়ী যায়।
তুলিল লাউর আগা, আর তোলে কুমারের ডোগা,
পুঁই শাক তুলিল ত্বরায়॥
সোনা কচু পানী কচু, তোলে শাক তেলাকচু,
ঝিঙ্গা পেয়ে আনন্দিত হয়।
আর শাক তোলে যত, তাহা বা কহিব কত,
শাক তোলে আর গীত গায়॥

—:—

সাধের শাক খাইবে বেণানী।
ঢেকরা বাথুয়া আর থানকুনী॥
ঝিঙ্গা গৈনারী ঘিলা লতা।
তেলাকচুয়া খাসিয়া পোলতা॥
রাজ্যের ঠাকুর চান্দ সোনা তার ঘরণী।
সাধের শাক খাইতে আনে যতেক বাণিয়াণী॥
স্নান করিয়া রাণী চড়াইল রন্ধন।
যাছিল সামগ্রী যত আনিল তখন॥

রাজ্যের ঠাকুর চান্দ ধনে অন্ত নাই।
রন্ধন সামগ্রী যত থুইল ঠাঁই ঠাঁই॥
আগে পূজিল অগ্নি জবা পুষ্প দিয়া।
লইল সামগ্রী যত ভাগ ভাগ করিয়া॥
তেঁতুল চলার অগ্নি জ্বলে ধপ ধপ।
নারিকেল কোরা দিয়া রান্ধে মুগের সুপ॥
ধীরে ধীরে জ্বলে অগ্নি এক মত জ্বাল।
কড়ীর বেগেতে রান্ধে কলাইর ডাল॥
ঝিঙ্গা পোলাকারী রান্ধে কাটালের আঠি।
নারিকেল কোরা দিয়া রান্ধে বটবটি॥
আনিয়া বাথুয়া শাক করিল লেচাফেচা।
লাড়িয়া চাড়িয়া রান্ধে দিয়া আদাছেঁচা॥
যমানী পুড়িয়া ঘৃতের তৈলে পাক।
কটু তৈলে আজি তোলে গিমা শাক॥
নানাপ্রকারে রান্ধে অনেক সুরস।
অনেক প্রকারে রান্ধে পিষ্টক পায়স॥
নিরামিষ রান্ধিয়া থুইল এক ভিত।
মৎস্যের ব্যঞ্জনে সোনেকা দিল চিত॥
মৎস্য মাংস কাটিয়া করিল ভাগ ভাগ।
রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে কোলাটের আগ॥
খান খান করিয়া কাটিয়া লইল চই।
সাজ কটু তৈলে রান্ধে বহিল মৎস্যের খই॥
চেঙ্গ মৎস্য দিয়া রান্ধে মিঠা আমের বৌল।
কলার মূল দিয়া রান্ধে পিপলিয়া শৌল॥
কৈ মৎস্য দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল।
জিরামরিচে রান্ধে চিথলের কোল॥
উপল মৎস্য আনিয়া তাহার কাঁটা করে দূর।
গোলমরিচে রান্ধে উপলের পূর॥
আনিয়া ইলিশ মৎস্য করিল ফালা ফালা।
তাহা দিয়া রান্ধে ব্যঞ্জন দক্ষিণসাগর কলা॥
শৌল মৎস্য কাটিয়া করিল খান খান।
তাহা দিয়া রান্ধে ব্যঞ্জন আলু আর মান॥

মাগুর মৎস্য আনিয়া কাটিয়া ফেলে ঝুড়ী
তাহা দিয়া রান্ধে ব্যঞ্জন আদামাগুরী ॥
শাইল তণ্ডুল অন্ন রান্ধিল বিশেষ।
দুই তিন প্রকারে রান্ধে পিষ্টক পায়েস ॥
রন্ধন করিয়া রাণীর আনন্দিত মন।
বন্ধু বান্ধব লইয়া করিল ভোজন ॥
নয়মাস গিয়া হইল দশমাস।
প্রসব হইতে সোনাই হইল উল্লাস ॥
বেদনা জন্মিল তার শরীর দুর্ব্বল।
বেদনা ধরিল রাণীর উদর ভিতর ॥
বেদনায় কাতর রাণী দুঃখ লাগে বৈরী।
এই কালে বল ভাই করুণ লাচারী ॥

কান্দে সোনা করিয়া কাকুতি। (ধুয়া)

বর দিলা বিষহরী, দশ মাস গর্ভ ধরি,
আজ সোনার প্রসব সময়।
উদরে দারুণ ব্যথা, তুলিতে না পারি মাথা,
এবার পদ্মা রাখহে আমায় ॥
পাও করে থর থর, দেশে নাহি সদাগর,
না জানি কি হবে আমার।
কাঁকুলি বেদনা করে, উদর চিঁড়িয়া পড়ে,
পদ্মাবতী দিলা কিবা বর ॥
দেখিয়া সোনার মুখ, পদ্মার মনেতে দুঃখ,
কামরূপে নামে ক্ষিতিতলে।
সোনেকার ঘরে ঢুকি, চাহিলা অমৃত আঁখি,
তখনে সোনেকার গর্ভ চলে ॥
অচেতন হইল তায়, তুলিতে না পারে কায়,
উদরে বেদনা গুরুতর।
বেদনা হইল বড়, দাইকে কহিল দড়,
প্রাণ মোর করে থর থর ॥
কান্দে সোনা উচ্চৈঃস্বরে, কোথা গেলে সদাগর,
ভয়ে অঙ্গ কাঁপে থর থর।
পদ্মাবতী দরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
ভূমিতে পড়িল লক্ষীন্দর ॥

ধরলো ধরলো মোরে ধরলো বেড়িয়া।
বৃদ্ধকালে হইল ছাওয়াল আনন্দ লাগিয়া ॥
ধর গো ছয় পুত্রবধূ ধরগো বেড়িয়া।
বৃদ্ধকালে ছেলে হয় মারে পুড়িয়া ॥
এ খাটাল হইতে সোনা ও খাটালে যায়।
মধ্য খাটালে সোনা গড়াগড়ি যায় ॥
রাম লক্ষ্মণ দুই শূল সোনার কাঁকালে চড়িল
হস্তজোড়ে লক্ষীন্দর ভূমিতলে পড়িল ॥
মাটিতে পড়িয়া বালক ওঁয়া ওঁয়া বলে।
হেন কালে ধাই মা তুলে নিল কোলে ॥
পুত্র পুত্র বলি সবে করে হুড়াহুড়ি।
আনন্দিত হইল যত বণিকের নারী ॥
চৌদিকে বাজনা বাজে সুখী সর্ব্বজন।
পুত্রমুখ দেখি সোনার আনন্দিত মন ॥
নেতার কাণ্ডার মাঝে চৌদিকে বাজায়।
দুই হাতে ধরিয়া সোনা পুত্র কোলে লয় ॥

রূপে কামদেব নিন্দে, ভূমিতে পড়িয়া কান্দে,
আলো করিল দশ দিক।
সোনার কাটারি আনি, নাড়ীচ্ছেদ করে পুনি,
ধরিয়া তুলিল ধাই মায ॥
পাখালিয়া গঙ্গাজলে, পাঠুর (১) মাথায় তেল ঢালে,
আনন্দিত সর্ব্বজনে।
নেতের কাণ্ডার মাঝে, চৌদিকে বাজনা বাজে,
পুত্র কোলে লইল সোনেকায় ॥
পদ্মাবতী দরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
হইল লখাই মনসার দাস।

১। পাঠুর—সদ্যোজাত পুত্রের।

এক দুই তিন চারি পঞ্চ দিন গণন।
ছয় দিন ষষ্ঠি পূজা নিশি জাগরণ॥
সপ্তমে উঠানী করে শাস্ত্র ব্যবহার।
দিনে দিনে বাড়ে লখাই পদ্মাবতীর বর॥
ছয় মাস যখনেতে হইল কুমার।
অন্নাসন জন্য দ্বিজ আনিল বিস্তর॥
সংবাদ দিয়া আনিলেক সোমাই ব্রাহ্মণ।
শুভক্ষণে করিলেক অন্ন আরম্ভন॥
সোনেকার সনে যুক্তি করিল তখন।
থুইল লক্ষ্মীন্দর নাম ওঝা বিচক্ষণ॥
পুত্র মুখ দেখিয়া সোনাই মনে মনে হাসি
গগনে উদয় যেন শরতের শশী॥
দিনে দিনে বাড়ে কুমার দেবতার বর।
এক দুই তিন হইল চতুর্থ বৎসর॥
চান্দর ব্যথিত (১) বড় সোমাই ব্রাহ্মণ।
শাস্ত্র পড়ান তারে হইয়া একমন॥
দিনে দিনে বাড়ে লখাই মনসার বর।
সাত বৎসরের হইল কুমার লক্ষ্মীন্দর॥
শুভদিন পাইয়া করাইল কর্ণভেদ।
রাজনীতি শিখাইল জানাইল বেদ॥
শুভদিনে লক্ষ্মীন্দরের বিদ্যা আরম্ভিল।
নানা বিদ্যায় লক্ষ্মীন্দর বৃহস্পতি তুল্য হইল॥
সচরিত্র বুদ্ধিমান মধুমাখা বাণী।
সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বিদ্বান্ হইল তখনি॥
রাজার তনয় লখাই সিংহাসনে বসে।
সূক্ষ্ম বিচার করে সে মধুর আবেশে॥
এই মতে রহিল হেথা বাল-লক্ষীন্দর।
হেথায় দেশেতে চলে চান্দ সদাগর॥

১। ব্যথিত—ব্যথার ব্যথী।

চান্দর দুরবস্থা।

কভু নাহি জানে চান্দ মাগিবার ভাও।
ঘরে ঘরে বেড়াইয়া বলে বাপ মাও॥
কলার বাকল পায় অনেক যতনে।
তাই দেখি সদাগর হরষিত মনে॥
উদর ভরিয়া আজি করিব ভোজন।
এতদিনে প্রসন্ন হইল দেব ত্রিলোচন॥
এতেক ভাবিয়া নামে জলের ভিতরে।
স্নান করি সদাগর পূজিল শঙ্করে॥
নেতা বলে পদ্মাবতী চান্দর জাতি যায়।
কলার বাকল হরি আনহ হেথায়॥
নেতার বচনে পদ্মা না করিল আন।
গাভীরূপে কলার বাকল হরিল তখন॥
গাভী দেখিয়া চান্দ বলে হায় হায়।
লঘুজাতি কাণী আমার বাকল খেয়ে যায়॥
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে চান্দ অধিকারী।
চান্দর ক্রন্দনে ভাই বলিব লাচারী॥

চান্দর করুণার সীমা নাই।
বাকল খাইল চোরা গাই॥ (ধুয়া)

বাকল হরিয়া নিলি মোর প্রাণের আগে।
তোরে যেন হরিয়া নেয় লড়াইয়া (১) ধরে বাঘে॥
হাতে থাকিত যদি হেতালের কুড়া।
বাড়ি মারিয়া তোর পাঞ্জর করতাম গুড়া॥
যদি পাইতাম চোরা গাভীর লাগ।
সে হৈতে চোরা গাভী মুই হইতাম বাঘ॥
ভণে কবি চন্দ্রপতি মনসার বর।
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে চান্দ সদাগর॥

১। লড়াইয়া—দৌড়াইয়া।

বিষাদ ভাবিয়া চলে নগর ভিতর।
কেহ বলে কেবা তুমি কি নাম তোমার।
কেহ বলে এই বেটা হয় দুষ্ট চোর।
কেহ বলে এই বেটা সহজ বর্ব্বর॥
উলটী পালটী বেড়ায় নগর মাঝার।
নগর প্রধান হয় সাধু চন্দ্রধর॥
হীরাবতী নামে রাণী আছে তার ঘর।
অতি ধার্ম্মিকা রাণী পরমা সুন্দর॥
চান্দর কাকুতি আর দেখিয়া ভ্রূকুটি।
দাসী দিয়া পাঠাইলা চাউল এক মুষ্টি॥
মনের হরিষে চান্দ স্মরে জগন্নাথ।
বন হইতে ছিঁড়িয়া আনিল কচুর পাত।
চান্দ বলে গোসাঞি মোর হইল সদয়।
এই চাউল খেয়ে এখন বল করি গায়॥
যদি মোরে সদয় হইলে মহেশ্বর।
ধীরে ধীরে যাব আমি চম্পক নগর॥
মনের হরিষে সাধু স্নানেতে চলিলা।
কূলেতে রাখিয়া চাউল জলে ঝাঁপ দিলা।
পদ্মাবতী বলে নেতা শুনহ বচন।
দাঁড়কাকরূপে চাউল করহ হরণ॥
পদ্মার বচনে নেতা হাত করে যোড়া।
কাকরূপ ধরিয়া আকাশে করে উড়া॥
স্নান করিতেছে সাধু মনের হরিষে।
চাউল লইয়া কাক উড়িল আকাশে॥
চান্দ বলে হরি হরি কি কর বিধাতা।
আজিকার উপবাসে প্রাণ রবে কোথা॥
রহ রহ বলি চান্দ কাকের তরে বলে।
বিষাদ ভাবিয়া চান্দ পড়ে ভূমি তলে॥
ঝাড়িয়া গায়ের ধূলা উঠিল সত্বর।
লড়ে লড়ে যায় চান্দ নগর ভিতর॥
ধীরে ধীরে যায় চান্দ হেতাল করি ভর।
উপবাসে দুর্ব্বল হইয়াছে সদাগর॥

নয়নে না দেখে চান্দ চক্ষে পড়ে ধান্দা।
হাটিতে না পারে চান্দ পায়ে পড়ে বান্ধা
সারি দিয়া পসারিতে বেচিতেছে মাছ।
ধীরে ধীরে গেল চান্দ তা সবার কাছ॥
চান্দ বলে বাপ ভাই হেরে দিও চিত।
এক গোটা মৎস্য দেও কাঙ্গালীর ভিত॥
ভ্রূকুটি দেখিয়া দুঃখ লাগিল অন্তরে।
এক গোটা মৎস্য ধরি দিলেক চান্দরে॥
সফরি খলিসা চেঙ্গ গরই উৎপল।
মৎস্য দেখিয়া চান্দর গায়ে হইল বল॥
বন হইতে কচুপাতা তুলিয়া আনিল।
বান্ধিয়া নির্য্যাস মৎস্য তথা হইতে গেল॥
কে বুঝিতে পারে পদ্মার পরিপাটী।
নেতা নেতা বলি পদ্মা হাসে খটখটি॥
মহাদেবের পুত্র চান্দ নহে ছোট জন।
অশুচি হইয়া মৎস্য খাইবে এখন॥
এই মৎস্য খাইলে চান্দর যাবে জাতি॥
মৎস্য হরিয়া তুমি আন শীঘ্রগতি॥
পদ্মার বচনে নেতা হস্ত করে যোড়া
চিলরূপ ধরিয়া আকাশে করে উড়া॥
মৎস্য থুইয়া চান্দ নামিলেক জলে।
হেন সময় মৎস্য সকল লইয়া গেল চিলে
ধর ধর বলি চান্দ উঠিলেক ভড়ে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মাথার উপরে॥
দূর দেশে গেল চিল না দেখে নয়নে।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে ধারা দুনয়নে॥
চান্দ বলে হরি হরি কি কর গোসাঞি।
এত দুঃখ দিলা মোরে তবু ক্ষমা নাই॥
ধীরে ধীরে চলে চান্দ হেতাল করি ভর।
উপবাসে দুর্ব্বল বড় চান্দ সদাগর॥
নয়নে না দেখে চান্দ চক্ষে দেখে ধান্দা।
হাঁটিতে না পারে চান্দ পায়ে বাসে বান্ধা।

পথেতে বসিল চান্দ বিষাদ ভাবিয়া।
হেনকালে কাঠুরিয়া যায় সারি দিয়া॥
চান্দবলে ভাই সব শুন দিয়া মন।
কোন কার্য্যে তোমা সব করিছ গমন॥
চান্দর শুনিয়া কথা সবার দুঃখ লাগে।
অকপটে কহে কথা সদাগর আগে॥
কহিব তোমার ঠাঁই স্বরূপ বচন।
কাষ্ঠ ভাঙ্গিবারে মোরা করেছি গমন॥
চান্দ বলে ভাই সব না ভাণ্ডিও মোরে।
সঙ্গে করি নেও মোরে কাষ্ঠ ভাঙ্গিবারে॥
তোমরা দুঃখী জন দুঃখীর বুঝ কাত
কাষ্ঠবোঝা ভাঙ্গিলে মিলিবেক ভাত॥
শুনিয়া চান্দর কথা হাত দিলা নাকে।
আইস আইস বলিয়া তাহারে সবে ডাকে
এতেক শুনিয়া চান্দ বল পায় গায়।
মনের হরিষে কাষ্ঠ ভাঙ্গিবারে যায়॥
কেহ কাটে দাও দিয়া কেহ হাতে ভাঙ্গে।
হাস পরিহাসে কর্ম্ম করে নানা রঙ্গে॥
কাষ্ঠ ভাঙ্গে সাধু চান্দ আপনার মনে।
অশুভ ভাবনা হইল পদ্মাবতীর মনে॥
পদ্মা বলে নাগগণ মোর বোল ধর।
চান্দর সম্মুখে বাসা ভীমরুলের কর॥
পদ্মার বচনে নাগ চলিল তখনে।
মনের হরিষে বাসা বাঁধিল যতনে॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
ভীমরুলের বাসা দেখি কাঁঠাল হেন জ্ঞান॥
তবে চান্দ সদাগর ভাবে মনে মন।
এত দিনে গোসাঞি মোরে হইল প্রসন্ন॥
মনে ভাবে চান্দ কাঠুরিয়া পাছে জানে॥
আগে যাউক কাঠুরিয়া শেষে যাব আপনে।
ভাগ ভাগ করি কাষ্ঠ লইল বান্ধিয়া।
চান্দরে ডাকিছে সবে আইস বলিয়া॥
না আসিল চান্দ সবে চলিল ডাকিয়া।
চলে গেল কাঠুরিয়া কাষ্ঠ বোঝা লইয়া॥
আড়ে আড়ে চাহে চান্দ গেল কতদূরে।
মনের হরিষে তবে চলিল সত্বরে॥
হাতেতে হেতাল বাড়ি মনের কৌতুকে।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে কাঁঠালের বুকে॥
বাড়িতে পাইয়া ব্যথা ভীমরুল রোখে।
চান্দকে বেড়িয়া খায় নাকে মুখে ঠোঁটে॥
মরিনু বলিয়া চান্দ ভূমে পড়ি যায়।
হেতালবাড়ি ফেলাইয়া কান্দে দীর্ঘরায়॥
নাগপুরে পদ্মাবতী হাসে কুতূহলে।
আকাশে ভীমরুল পোকা তখনেতে চলে॥
তখনে বণিক চান্দ পাইল সম্বিৎ।
কাষ্ঠবোঝা লইয়া সে চলিল ত্বরিত॥
হেতালবাড়ি ভর করি চান্দ ধীরে ধীরে যায়।
কাষ্ঠ লবা কাষ্ঠ লবা বলি ডাকে উচ্চরায়॥
কাষ্ঠবোঝা লয়ে চান্দ বেড়ায় নগরে।
কুমারের বউয়ারী ডাকিল তাহারে॥
সহজে উদার বড় কুমারের বউয়ারী।
কাষ্ঠবোঝা লইল দিয়া চারি পণ কড়ি।
চান্দ বলে প্রসন্ন হইল ত্রিলোচন।
এক বোঝা কাষ্ঠে পাই কড়ি চারি পণ॥
দুই উরুর মধ্যে কড়ি থুইয়া।
ভাগ করিল চান্দ হরিষ হইয়া॥
এক পণ কড়ি দিয়া ক্ষৌর শুদ্ধি হব।
আর এক পণ কড়ি দিয়া চিড়া কলা খাব॥
আর এক পণ কড়ি দিয়া নটী বাড়ী যাব।
আর এক পণ কড়ি নিয়া সোনেকারে দিব॥
দুঃখিত হইয়া চান্দ ধীরে ধীরে যায়।
চলিতে নাপিত বেশে আসিল নেতায়॥
নাপিত দেখিয়া চান্দ বলিলেক তারে॥
দাড়ি হইয়াছে ভাই কামাইয়া দেও মোরে॥

নেতা চান্দকে তখন কামাতে লাগিল।
পায়ে ঠেকে নাপিতের জল পড়ে গেল।
নাপিত বলে কিছুকাল রহ এই খান।
জল আনি বলে নাপিত করিল প্রস্থান
এক দিকের দাড়ি নাই আর এক দিকের মোচ।
চান্দকে বানাল যেন কালি চুন্নীর ছোচ॥
নাপিত না এল দেখে অনেকক্ষণ যায়।
নাপিত নাপিত বলে ডাকিয়া বেড়ায়॥
নাপিত বলিয়ে চান্দ ধরে যারে তারে।
সকলে চান্দকে অপমান করে॥
মনকলা খায় চান্দ মনের হরিষে।
নাগরথে পদ্মাবতী চাহেন বিশেষে॥
কুমারের বাড়ী দেবী ততক্ষণে যায়।
কাষ্ঠবোঝা সর্পময় হইল সমুদয়॥
দেখিয়া কুমারের নারী মনে পেল ভয়।
মনে মনে ভাবে নারী হেন কেন হয়॥
এতেক দেখিয়া মনে দুঃখ লাগে তারে।
স্ত্রীর কথা শুনিয়া কুমারের দুঃখ বাড়ে॥
স্ত্রী বলে প্রাণনাথ কি বলিব বচন।
এক বেটা সর্প বেচি লইল চারি পণ॥
এতেক শুনিয়া কুমারের ক্রোধ হইল মনে।
লড় দিয়া ধাইয়া চলিল ততক্ষণে॥
লড় দিয়া চলে বেটা ধাইয়া তখন।
কতদূর গেলে বেটা ভাবে মনে মন॥
রাজপথ দিয়া চান্দ ধীরে ধীরে যায়।
রহ রহ বলিয়া কুমারিয়া পাছে ধায়॥
চারি পণ কড়ি লয়ে যাও আপন মনে।
মারিল কুমার তারে যত লয় মনে॥
চোপাড় চাপড় মারে আরো মারে কিল।
পাথর সমান যেন ঝড়ে পড়ে শিল॥
ঘাড়েতে ধরিয়া মারে আরো পাকলাড়া।
চান্দ বলে দয়া করি এড় গো বাপুরা॥
চরণ প্রহার করে যত মনে লয়।
ধূলায় ধূসর চান্দ ডাকে বাপ মায়॥
দাড়ি ধরিয়া তারে মারে ঘাড়কাতা।
লড় দিয়া আসিলেক কুমারের মাতা
চান্দর হেন্তাল বাড়ি দুর্জ্জয় প্রতাপ
তাহা দেখি পলায় যত অজগর সাপ॥
বুড়ী বলে কিবা মার নাহি কর ভাল।
এমন প্রহারে পাছে মরিবে কাঙ্গাল॥
বুড়ী বলে আরে পুত্র শুন মোর কথা।
এড়িয়া দাও কাঙ্গাল বেটা যাউক যথা তথা
মায়ের কথায় কুমার চান্দর চুল এড়ে।
আথেব্যথে উঠিয়া সে গায়ের ধূলা ঝাড়ে॥
হেন্তালবাড়ি ভর করি চলিলা সত্বর।
মায়ের সঙ্গে কুমার চলিয়া গেল ঘর॥
কুমারের প্রহারেতে চক্ষে লাগে বালি।
জাঙ্গাল দিয়া যায় চান্দ পদ্মারে পাড়ে গালি
সময় পাইয়া বাদ করিলি আমার সঙ্গে।
গতর ভাঙ্গিলি আমার কুমারের সঙ্গে॥
মার খেয়ে চান্দ বেগে ছটফট করে।
কিল চাপড় মারে তারে যে যত পারে॥
ক্ষুধায় কাতর চান্দ পলাইয়া যায়।
সম্মুখে কলাই ক্ষেত দেখিবারে পায়॥
উদ্দেশ্যে দুর্গাকে চান্দ করি নিবেদন।
ক্ষেতে বসে কলাই শুটি করিছে ভক্ষণ॥
ক্ষেতে আসিয়া চাষা ধরিলেক তারে।
ক্রোধ করিয়া তারে লাথি চাপড় মারে॥
গৃহস্থকে বলে চান্দ মের না রে ভাই।
তোমার বাপের পুণ্যে কলাই শাক খাই॥
মেরে ধরে চাষা তারে দিলেক ছাড়িয়া।
ক্ষুধায় আকুল চান্দ চলিল ছুটিয়া॥
উপবাসে প্রহারে চান্দর শরীর জর্জ্জর।
ধীরে ধীরে চলে চান্দ হেন্তাল করি ভর॥

গজদন্ত নামে মণ্ডল নগর মাঝার।
ধনে অন্ত নাহি তার সম্পত্তি বিস্তর ॥
এক শত হাল তার খামারেতে আছে।
শতে শতে পাইক খাটিছে তাহার পাছে
ধীরে ধীরে গেল চান্দ তা সবার স্থানে।
ভক্তিভাবে কহে সাধু বিনয় বচনে ॥
অন্ন দিয়া দুঃখী জনে করহ পালন।
পুণ্যবন্ত ধর্ম্মশীল তুমি মহাজন ॥
মণ্ডল বলে ভাই আর কত কষ্ট।
কার্য্য করিলে ভাত আছে সর্ব্ব ঠাঁই।
এখন করহ কর্ম্ম শীঘ্র চালাও হাত।
কর্ম্ম আগে কর ভাই শেষে খাবা ভাত ॥
এতেক বলিয়া বেটা মনে মনে পাঁচি।
চান্দরে আনিয়া দিল একখানি কাঁচি ॥
ধান্য নিড়াইতে চান্দ মনে বাসে ভাল।
হেন কালে পদ্মাবতী পাতিল জঞ্জাল ॥
কে বা রাখে বিধাতা করিলে মন্দ।
নয়নে না দেখে চান্দ সব ধানে ধানে ধন্দ
ধান্য না চিনে চান্দ সবে পায় দূর্ব্বা।
ধান্য কাটিয়া চান্দ করে থবা থবা ॥
কামরূপে মনসা করিল হুড়াহুড়ি
ঘাস থুইয়া চান্দ ধান্যের কাটে গুঁড়ি ॥
বিকাল বেলায় মণ্ডল আসিল চাহিতে।
একে একে যায় মণ্ডল সকলের ক্ষেতে ॥
চাহিতে চাহিতে মণ্ডল বেড়ায় কৌতুকে।
সর্ব্ব শেষে গিয়া চান্দর ক্ষেতে ঢোকে ॥
দেখিয়া চান্দর কার্য্য উড়িল পরাণ।
ধানের শোকেতে সে হারাইল জ্ঞান ॥
এ কি এ কি মণ্ডল বলে সবক্ষণ।
ধানের শোকে মণ্ডলের অধিক পোড়ে মন
মার মার করিয়া মণ্ডল করে হাহাকার।
সকল কৃষাণে মিলি করিছে প্রহার ॥

চরণে প্রহার করে কেহ মারে ঠেলা।
কেহ বলে হেন কর্ম্ম কেন করলি শালা ॥
কাখের তলে থুইয়া মাথা উভা মারে কিল।
পাথর সমান যেন ঝড়ে পড়ে শিল ॥
প্রহারের ঘায়ে চান্দ হইল কাতর।
আথেবাথে গেল মণ্ডল আপনার ঘর ॥
নিঃশ্বাস না বহে দেখি সকলে এড়িয়া।
মরিল ভাবিয়া বেটা গেল পলাইয়া ॥
আড় আঁখি চাহে চান্দ মণ্ডল গেল ঘরে।
হেন্তাল বাড়ি ভর করি ধীরে ধীরে সরে।
মার খাইয়া চান্দ আড়ে আড়ে চায়।
আমারে মারিয়া শালার বেটা যায় ॥
ধীরে ধীরে যায় চান্দ হেন্তালবাড়ি হাতে।
একজন দেখে চান্দ ধান্য নিড়াইতে ॥
কোন পথে যাব ভাই চম্পক নগর।
কৃপা করি কহ ভাই আমার গোচর ॥
প্রথমে যাইও ভাই উদাসীন পাড়া।
তাহার পরে যাইও গ্রাম কাইম পাড়া ॥
এইরূপে হাটিতে হাটিতে যাইবা কতেক দূর।
অবশেষে পাবা গিয়া চম্পক নগর ॥
এই কথা শুনিয়া হরিষ সদাগর।
সেই পথে যায় সাধু গায় করি বল ॥
প্রথমে চলিয়া গেল উদাসীন পাড়া।
তার পাছে গেল গ্রাম কাইম পাড়া ॥
ভট্টাচার্য্য বসিয়াছে পুকুরের পাড়।
তথায় চলিয়া গেল চান্দ সদাগর ॥
কোন রাজ্যে ঘর তোমার জিজ্ঞাসে দ্বিজবর।
আপন পরিচয় দেয় চান্দ সদাগর ॥
চম্পক নগরে বাস নাম চন্দ্রধর।
চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া গেলাম দক্ষিণ সহর ॥
জল মধ্যে বিড়ম্বিল (১) লঘুজাতি কাণী।
অন্ন ভিক্ষা চাহি আমি শুন দ্বিজমণি ॥

১। বিড়ম্বিল—লাঞ্ছনা করিল।

এতেক শুনিয়া দ্বিজ করিল উত্তর।
মোর দাসী আছে বিবাহ করিয়া থাক মোর ঘর ॥
এতেক বলিয়া দ্বিজ চান্দরে যায় লইয়া।
আপন পুরীর মধ্যে গেলেন চলিয়া ॥
দ্বিজ বলে হের আইস ছাচিয়া।
তোর ভগ্নী এর ঠাঁই দেও নিয়া বিয়া ॥
সেই মাগা হরিষ হইল বড় ভালা।
দুইটা স্তন যেন দুই খান ছালা ॥
ঝাঁটা কাঁটা মাথা আঙ্গুল দুই চারি চুল।
চান্দর সম্মুখে দাঁড়ায় যেন আচাভুয়া ভূত ॥
হস্ত পাতিল তখন চান্দ সদাগর।
কতখানি তৈল আনি দিল দ্বিজবর ॥
স্নান করিবারে চলে চান্দ সদাগর।
বনের আগে গিয়া সাধু উঠিয়া দিল লড় ॥
লড় দিয়া যায় সাধু ফিরি ফিরি চায়।
মনে মনে ভাবে চান্দ পাছে মাগী আয় ॥
বিশেষিয়া ভাবে তবে চান্দ অধিকারী।
কিক্ষণে গিয়াছিলাম কমলার বাড়ী ॥
এই রূপেতে যায় চান্দ অধিকারী।
সম্মুখে দেখে এক বিচিত্র বাড়ী ॥
সেই দেশের রাজার নাম চন্দ্রধর।
অন্যায় ন্যায় বুঝে পরম সুন্দর ॥
আচম্বিতে চান্দ সেই পথে যায়।
মিতা মিতা বলি তারে ডাকে উচ্চরায় ॥
ফিরিয়া চায় চান্দ চিনিতে না পারে।
লড়াইয়া আসিয়া তাহার গলা ধরে ॥
মিতার তরে কহে চান্দ দুঃখ লাগে বৈরী।
এই কালে বল ভাই সরস লাচারী ॥

মিতা রে কত কব দুঃখের কথা। (ধুয়া)

দক্ষিণ পাটন দূর, কনক নগর পুর,
তথা রত্ন রঙ্গে গড়াগড়ি।
হীরামন মাণিক্য ধন, হেলা করে সর্ব্বজন,
চট হরিদ্রার বড় করি ॥
তথায় নানা ধন পাইয়া, দেশে চলিলাম ধাইয়া,
ত্বরিতে আসিলাম কালীদয়।
হেন কালে বিধি লাগে, আকাশ ঢাকিল মেঘে,
বিবাদে লাগিল মনসায় ॥
ঝাপে ঝাপে বহে বাও, আজ রে না রহে নাও,
ধন জন হারাইলাম সকলে।
কাণা করিয়া বল, ধন জন গেল তল,
প্রাণ রক্ষা পাইল পুণ্যফলে ॥
মণ্ডল কহিছে মিতা, না কহিও দুঃখের কথা,
এত দুঃখ সহন না যায়।
আজি নিশি অবশেষে, যাইও আপন দেশে,
সানন্দে বিজয় গুপ্ত গায় ॥

কি কথা তোমারে আর বলিবারে মিতা।
অন্ন দিয়া প্রাণ রাখ শেষে শুনবা কথা ॥
এতেক শুনিয়া মণ্ডল চলিল সত্বর।
কহিল সকল কথা গৃহিণীগোচর ॥
গৃহিণীরে ডাকিয়া কহিল সব কথা।
রন্ধন করহ শীঘ্র খাবে চান্দ মিতা ॥
এতেক শুনিয়া যায় করিতে রন্ধন।
স্নান করি করে সাধু দেবতা অর্চ্চন ॥
দেবার্চ্চনা করি সাধুর আনন্দিত মন।
বাড়ীর ভিতরে যায় করিতে ভোজন ॥
সুবর্ণের থালে রাণী অন্ন লইয়া।
চান্দর সম্মুখে দিল হাত বাড়াইয়া ॥
পদ্মাবতী বলে নেতা ঝাট তথা যাও।
মায়ারূপ ধরি গিয়া সকল অন্ন খাও ॥

মায়া করি বসিলেন সদাগর পাশে।
চান্দ বলে খাব আমি মনের হরিষে॥
অন্ন পাইয়া পঞ্চগ্রাস করে সদাগর।
মায়ারূপে সেই অন্ন হরে বিষহর॥
বিজয় গুপ্ত বলে গাইন কৌতুক হইল বৈরী।
সংবাদ পড়িল গাইন বলরে লাচারী॥

ননদী! আজু বড় পাইলাম অপযশ।
মিতা নহে এল কোথাকার রাক্ষস॥
বেটা হেন করি গ্রাস গোটা ধরে,
নাকের বাঁশী চর চর করে,
ননদী! তোর ভাইরে ডাক হাতশানে।
একটা কথা কব তার কানে॥
বলিলেক সদাগর বালা.
যাবৎ না ভাত হয় দেও চিড়া কলা।
মিতার এমন নারা হয়ে,
মোরে ফলার করাইল চিড়া কলা দিয়ে

ভাত যোগাইতে যদি হইল ফাপর।
খালি হাতে বসিয়া রহিল সদাগর॥
ভায়ের বধু দাদার বধূ তোরা হেথা আয়।
ভাত না পাইয়া বেটা তোদের পাছে ধায়
ভাত না পাইয়া রহিল ক্রোধ মনে।
সমুদয় হাড়ি শূন্য করিল তখনে॥
চান্দ বল কিসে কর কাণাকাণি।
ভাত না থাকে এখন আন অম্বল পানি।
ভাইর বধূ দাদার বধূ তোরা হেথা আয়।
বেড়া ভাঙ্গিয়া তবে রান্ধনী পলায়॥
ভোজন করিতে নারে মরে ক্ষুদানলে।
আচমন করিবারে সদাগর চলে॥

শুধা হাতে কতক্ষণ রহে সদাগর।
ভোজন করিয়া সাধু উঠিল সত্বর॥
ভৃঙ্গারের জলে করে মুখ প্রক্ষালন।
কপূর তাম্বুলে করে মুখের শোধন॥
দুই মিতা একত্রেতে বসিল তখন।
চন্দ্রধর বলে মিতা শুনহ বচন॥
সোনেকারে না দেখিয়া পোড়ে মোর মন।
চম্পক নগরে আমি যাইব এখন॥
মণ্ডল বলিছে মিতা কেন যাও দেশে।
দিন কয়েক থাক মিতা মনের হরিষে॥
এই মতে রহে সাধু মনের হরিষে।
বিকালে ভোজন করে হরিষ বিশেষে॥
শয়ন করিতে সাধু করিল গমন॥
বিচিত্র পালঙ্কে সাধু করিল শয়ন॥
নাগরথে পদ্মাবতী চিন্তিয়া বিকল।
এখানে চান্দরে আমি দিব কিছু ফল॥
নাগ পাঠাইয়া নিশাভাবে প্রহার করে।
প্রাণশক্তি মিতা মিতা ডাকে সদাগরে॥
এতেক শুনিয়া চান্দর কাকুতি বচন।
মিতা মিতা বলি ঘরে ঢুকিল তখন॥
মণ্ডল দেখিয়া নাগ আকাশে করে উড়া।
পদ্মার সাক্ষাতে যায় পবনের চূড়া॥
চান্দ বলে শুন মিতা আমার বচন।
দুই বেটা চোরে মোরে করিল নিধন॥
এ সব বলিতে হইল রজনী প্রভাত।
মধুর বচনে কহে মিতার সাক্ষাৎ॥
বিনয়ে কহিছে কথা মিতার সাক্ষাতে।
দোলা আনি দেহ মিতা যাইব দেশেতে॥
চারিজনে দোলা বহে চলে সদাগর।
বহুমূল্য ধন মণ্ডল দিলেক বিস্তর॥
লোক জন বহু দিল সদাগর সনে।
পথেতে আসিয়া সাধু ভাবে মনে মনে॥

এই সব লোক জন পাঠাইয়া দেশে।
একেশ্বর সোনেকার জানিব বিশেষে ॥
নেতার সঙ্গে যুক্তি করে জয় বিষহরী।
চান্দর দুঃখ না দেখিল সোনেকা সুন্দরী
নেতা বলে পদ্মাবতী মোর বোল ধর।
কপট রথ লইয়া যাউক চান্দর গোচর ॥
এতেক শুনিয়া পদ্মার হরিষ অন্তর।
নাগরথ পাঠাইল চান্দর গোচর ॥
ধনারে দেখিয়া জিজ্ঞাসে সদাগর।
কিরূপে আসিলা তুমি চম্পক নগর ॥
ধনারে কৃপা করিল গৌরী শঙ্কর।
মধুকর পাইয়া আসিলাম নিজ ঘর ॥
কল্য পাইয়া বার্ত্তা তোমার কুশল।
আপনার দোলায় চড় মন কুতূহল ॥
মিতার দোলা গেল যদি আপনার ঘরে।
কেশে ধরি নামাইল ভূমির উপরে ॥
চোপাড়ি চাপড় মারে যত মনে লয়।
চান্দরে লাঘব দিয়া নাগ পদ্মাপুরী যায় ॥
ধীরে ধীরে যায় চান্দ হেতাল করি ভর।
উত্তরিল গিয়া পুষ্পবনের ভিতর ॥
লুকাইয়া রহিল সাধু রাত্র হইল তথা।
সোনারে স্বপন দেখান বিষহরি মাতা ॥
উঠ উঠ উঠ সোনা শুনহ বচন।
সমুদ্রের মধ্যে চান্দ হারাইল ধন জন ॥
নাগিয়া থাইল সাধু পাইয়া সঙ্কট।
হেথায় আসিল তোমার পুরীর নিকট ॥
স্বপন দেখিয়া রাণী চিন্তে নারায়ণ।
প্রাতঃকালে আনাইল সোমাই ব্রাহ্মণ ॥
বুঝিল সকল কথা ওঝা বিচক্ষণ।
পরেতে ফলিবে ইহা জানিও কারণ ॥
কহিনু নিশ্চয় আমি জানিও সকল।
আসিবে তোমার প্রভু সর্ব্বত্র মঙ্গল ॥

শয্যাভাগে কিবা যেন আছিল জঞ্জাল।
মনভ্রমে স্বপন দেখিল হেন কাল ॥
ঝাটে তুমি স্নান করি এড় স্বপ্ন কথা।
স্নান করিয়া পূজ আপন দেবতা ॥
সোনেকা বলিছে ধাই চল শীঘ্র করি।
পুষ্প তুলি আনিয়া পূজিব বিষহরি ॥
সোনেকার বচনে চলিল সত্বর।
হাতে সাজি করি গেল পুষ্পবনের ভিতর
দূরে মানুষ দেখি চান্দ চিন্তান্বিত।
নিঃশব্দে পড়িয়া সেই রহিল ভূমিত ॥
চান্দরে দেখিয়া ধাই হুকি দিয়া চায়।
কে তুমি পুষ্পবনে ডাকে দীর্ঘরায় ॥
সহজে চতুর বড় বণিকের দাসী।
হাতের সাজি ফেলাইয়া ঘন ঘন হাসি ॥
বিধি বিপরীত হইল বুদ্ধি না রহে ধড়ে।
দাসীরে দেখিয়া চান্দ লড় দিল ডরে ॥
মনে মনে চিন্তে দাসী আপন হৃদয়ে।
চোর না হইলে কেন লড় দিবে ভয়ে ॥
লড়ে লড়ে ধায় দাসী যেন বনের বাঘ।
লড় দুই তিনে পাইল সদাগরের লাগ ॥
কোপে রাঙ্গা আঁখি দাসীর যেন অগ্নি জ্বলে
চুলে ধরি চান্দরে ফেলায় ভূমিতলে ॥
ভাল মন্দ আগে পাছে না করে বিচার।
মনসুখে করে আগে চরণ প্রহার ॥
চান্দ বলে শত দুঃখ পাইলাম দৈবহেতু।
সোনেকার প্রাণনাথ আমি চন্দ্রকেতু ॥
ধনশোকে নিরাহারে তনু হইল ক্ষীণ।
আমি চান্দ সদাগর কভু নহে ভিন ॥
চান্দর বচনে ধাই হইল চমকিত।
চুলে ধরি একদৃষ্টে চাহে মুখের ভিত ॥
পূর্ব্বদিকে চাহিতে পশ্চিমে দৃষ্টি বহে।
দাসী বলে এই বেটা কভু সাধু নহে ॥

চেঙ্গাইতেরে ফল দিতে আমি ভাল জানি।
এই ছাড় মুখে বল সোনেকার স্বামী ॥
আমি চোর নাহি হই কর গো বিচার।
দাসীর হাতে অপমান জীবনে ধিক্কার ॥
সমুদ্রে হারাইয়া ডিঙ্গা মনে বাসি লাজ।
তেকারণে লুকাইয়া আছি বনের মাঝ ॥
শিবের সেবক চান্দ সর্ব্বজনে জানে।
তাহার এমন গতি জানে কোন জনে ॥
দাসী বলে চোর তোর বুদ্ধি হইল নাশ।
মরিতে আসিলি তুই চান্দর আবাস ॥
তুই দুষ্ট পাপিষ্ঠ অধম ছার জাতি।
হেন ছার কথা কহিতে মুখে খাবা লাথি ॥
এত বাজোর করিতে নারিলি চুরি।
কোন সাহসে আইলা সোনেকার পুরী ॥
কাঙ্গালিয়া বেটা তুই আজি কোন্ ফলে।
লক্ষ্মীন্দর দেখিলে তোমারে দিবে শালে ॥
দাসীর প্রহারে চান্দ হইল জর্জ্জর।
প্রাণ রাখ রাখ বলে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
লাজে হেট মাথা চান্দ দাসী পাড়ে গালি।
অন্তরে থাকিয়া পদ্মা হাসে খলখলি ॥
তুই গাছি কলার ছোট করিয়া যোড়া।
তুই হাতে দড়ি দিয়া বান্ধে পিঠমোড়া ॥
ছোটার বন্ধনে তার আঁখির জল পড়ে।
পুষ্পবনে চোর থুইয়া ধাই গেল ঘরে।

ও রাম রঘুনন্দন রে। (ধুয়া)

দাসী বলে ঠাকুরাণী এদিকে দেও মন
চোর পাইলাম আমি লচাইর পুষ্পবন
অবোধ পাগল এক বড়ই বর্ব্বর।
সেই বলে মোর নাম চান্দ সদাগর ॥
আমারে দেখিয়া চোর লড় দিল ভয়ে।
ধরিয়া মারিলাম তারে যত মনে লয় ॥
তাহা দেখিয়া মোর প্রাণ কাঁপে ভয়।
আচম্বিতে সদাগর ঠাকুরের নাম লয় ॥
সোনা বলে ধাই তুমি নাহি বল আর।
ঝাটে করি আন চোর আমার গোচর ॥
দাসীর বচনে সোনার জল পড়ে চক্ষে।
এখনি দেখিনু স্বপ্ন দৈব হেন ঠেকে ॥
সোনার বচনে ধাই দিল উভা লড়।
বচন সহিত নিল সোনাইর গোচর ॥
না চিনিয়া সোনেকা বলিল ছুরি আন।
হাতে ধরি চোর শালার কাট দুই কাণ ॥
মনে মনে চান্দ বাণিয়া করিল বিচার।
আপনার দেশে আইলাম কাণ হারাইবার ॥
পরিচয় হয় তখন চান্দ অধিকারী।
এই কালে বল ভাই সবস লাচারী ॥

চান্দর পরিচয়।

চান্দরে দেখিয়া সোনার চক্ষের জল পড়ে।
আহা প্রাণনাথ বলি পদতলে পড়ে ॥
হেন মতে নারীগণ আছে গণ্ডগোলে।
কান্দিতে কান্দিতে চান্দ সোনেকারে বলে ॥
উদার চরিত্র প্রিয়ে ভাল তব রীতি।
কয়েক দিবসে পাসরিলা আপনার পতি ॥
পাটনে গেলাম নাহি শুনি তব বাণী।
ধন জন হরে নিল লঘুজাতি কাণী ॥
ধন জন হারাইয়া পড়িয়াছি লাজে।
তে কারণে পলাইয়াছিলাম বনমাঝে ॥
আমার অদৃষ্টে যেই হইল বজ্রাঘাত।
তে কারণে নাহি চিন নিজ প্রাণনাথ ॥

তোমার উরুর পরে বামাঙ্গের নিকট।
বাম ধারে আছে তব কালা এক জট॥
তুমি প্রিয়া বড়ই সুশীল।
নাভি হেটে আছে তোমার এক গোটা তিল
কহিল যতেক কথা সকল নিশ্চয়।
চান্দর বোলে সোনেকার খণ্ডিল বিস্ময়॥
তোমাকে মারিল দাসী মোর দুঃখ লাগে।
এই কথা প্রকাশ নাথ হবে চারিদিকে॥
নিশ্চয় জানিনু প্রভু তুমি প্রাণপতি।
তোমার চরণ ভিন্ন আর নাহি গতি॥
পাটনে যাইতে কি পথে হইল কি মত।
কেথায় রহিল তোমার পাইক চৌদ্দ শত॥
রোঙ্গাই পণ্ডিত গেল আর গেল ধনা।
কেবা বাঁচিয়া আইল মৈল কোন জনা॥
সংক্ষেপে কহিব প্রিয়া কার্য্যের কুশল।
প্রাণমাত্র রহিয়াছে হারায়ে সকল॥
হারাইল যত ধন প্রাণে লাগে ব্যথা।
এত ধন দিয়া মোরে বঞ্চিল বিধাতা॥
ধনশোকে ইষ্ট মিত্রে বড় পাইল শোক।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে দেখে সর্ব্বলোক॥
সোনা বলে প্রাণনাথ না কান্দিও আর।
ধুলা ঝাড়িয়া তবে উঠে সদাগর॥
চান্দ বলে প্রাণপ্রিয়া না পাড়িও জঞ্জাল।
আজ নিঃশব্দে থাকিলে বাসি বড় ভাল॥
যাহার বন্ধু বান্ধব মরিয়াছে নায়।
বার্ত্তা পাইয়া তাহারা কান্দিবে দীর্ঘরায়॥
সোনা বলে প্রাণনাথ না কান্দিও আর।
বাঁচিয়া থাকিলে ধন পাবে আর বার॥
ছয় পুত্র মৈল তোমার না কৈলা ক্রন্দন।
নাও ধন হারাইয়া কান্দ কি কারণ॥
বিজয় গুপ্ত বলে শুনহ সোনার বচন।
পদ্মার প্রসাদে হৈল পাঁচালী রচন॥

রাণীর বচনে চান্দর স্থির নহে চিত।
বাম পাশে সোনেকা দাঁড়ায় এক ভিত॥
দাসী বলে ঠাকুরাণী মনে ভয় বাসি।
শিশুকাল হইতে আমি তব ঘরে দাসী॥
শুনিয়া দাসীর কথা চান্দ মনে হাসে।
ভয় না কর ধাই রহ এক পাশে॥
চান্দ যে আসিল দেশে কেহ নহে জানে।
বাহিরে এ সব কথা না কহ কোন জনে॥
প্রভুর কল্যাণ চিন্তা কর মনে মনে।
সকলে আসিয়া এবে মিলিবে এখানে॥
শুনিয়া সোনেকার হইল কৌতুক॥
স্নানের সজ্জা লইয়া গেল চান্দর সম্মুখ॥
স্নান করিয়া সাধু করে দেবার্চ্চন।
অনেক রসে ভোজন করে সাধুর নন্দন॥
মুখশুদ্ধি করে তবে সাধুর নন্দন।
চন্দ্ররেখা ঘরে গিয়া করিল শয়ন॥
সোনেকার মুখ দেখি চান্দর লাগে ব্যথা।
একে একে কহে চান্দ পাটনের কথা॥
স্বামী দেখি সোনেকার মন কুতূহল।
দেশের বৃত্তান্ত যত কহিল সকল॥
শয্যাসুখে দুইজনে শুয়ে নিদ্রা যায়।
বিজয় গুপ্ত স্তুতি করে মনসার পায়॥
দশ দণ্ড রাত্র যবে গগণ উপর।
মায়ের আবাসে আসে বাল লক্ষ্মীন্দর॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ আছে বিধাতার সৃষ্টি।
লক্ষ্মীন্দরের প্রতি পড়ে সদাগরের দৃষ্টি॥
মিছা মিছি দোষী আমি লঘুজাতি কাণী
সোনেকার পাপেতে পুড়িয়া মরি আমি॥
সোনেকার পাপে দুঃখ পাইনু বিস্তর।
স্বরূপ পুরুষ দেখি পুরীর ভিতর॥
চান্দ বলে প্রিয়া তুমি শুনহ বচন।
ভিন্ন পুরুষ কেন তোমার সদন॥

সোনেকা বলেন প্রভু শুনহ বচন।
এই পুত্র লক্ষ্মীন্দর তোমার নন্দন॥
যেইকালে যাও প্রভু করিতে সফর।
পঞ্চমাস গর্ভ ছিল আমার উদর॥
সুবুদ্ধি মাসী ভাল যুক্তি দিল মোরে।
লিখন লিখিয়া দিলা সবার ভিতরে॥
সেই গর্ভে পুত্র মোর দেখহ বিদিত।
পত্র আনিয়া সোনাই দিলেন ত্বরিত।

লক্ষ্মীন্দরের পরিচয়।

যখন গেলা তুমি দক্ষিণ সহর।
পঞ্চমাসের গর্ভ ছিল আমার উদর॥
গর্ভ-লক্ষণ পত্র দিলেক আনিয়া।
পত্র দেখিয়া কেন বিস্ময় কর হিয়া॥
সুস্থির হইয়া বস বাটার তাম্বুল খাও॥
শুভক্ষণ করিয়া পুত্রের মুখ চাও॥
সোনার বচনে সাধু হরষিত মন।
লক্ষ্মীন্দরকে ধরি সাধু দিল আলিঙ্গন॥
গেল গেল ধন জন তোমার বালাই লইয়া
বয়স অধিক হইল না করাইছি বিয়া॥
এতেক শুনিয়া সাধুর আনন্দিত মন।
হেন কালে হয়ে গেল প্রভাত লক্ষণ॥
প্রভাত সময় কাক ডাকে ঘনে ঘন।
শয্যা ত্যাগি উঠে সাধুর নন্দন॥
প্রাতঃক্রিয়া করি সাধু বাহিরে গমন।
সাধু বলে শুন কথা যত বন্ধুজন॥
বিবাহ করাব আমি সুন্দর লখাই।
দিব্য কন্যা মিলাইলা দেও কোন ঠাঁই॥
এ কথা বলিয়া চান্দ দৈবজ্ঞ ডাকিল।
লক্ষ্মীন্দরের কুষ্ঠীখানা খুলে দেখাইল॥

রবি শুদ্ধ আছে বলি দৈবজ্ঞ কহিল।
ইহা শুনি সোনেকা কান্দিতে লাগিল॥
তুমি নহে জান প্রভু যতেক সংশয়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি না দেখি উপায়॥
পদ্মাবতী দিল বর ঝালুয়ার মণ্ডপে।
লখাই দংশিবে নাগ বিয়ার রাত্রিতে॥
চান্দ বলে লগ্নাচার্য্য লগ্ন স্থির কর।
বিবাহ করাব আমার কুমার লক্ষ্মীন্দর॥
পাত্রীর জন্য কোথা যাব গণনা করে বল।
তাহা শুনি দৈবজ্ঞ কহিতে লাগিল॥
দৈবজ্ঞ। পশ্চিম দেশে কন্যা আছে
কালীতারা নাম।
চান্দ। সেই কন্যা দিয়া মোর নাহি কোন কাম॥
দৈ। উত্তর দেশে আছে কন্যা শিবদুর্গা নাম।
চা। সেই কন্যা দিয়া মোর নাহি কোন কাম॥
দৈ দক্ষিণ দেশে আছে কন্যা ভবানী তার নাম।
চা। সেই কন্যায় আমার না হইবে কোন কাম॥
দৈ। পূর্ব্বদেশে কন্যা আছে করুণাময়ী নাম।
চা। সেই কন্যা দিয়া মম নাহি কোন কাম॥
চান্দ বলে ঠাকুর মহাশয় শুন দিয়া মন।
বিদ্যানামে কন্যার মম নাহি প্রয়োজন॥
দৈ। ঈশানকোণে কন্যা আছে বেহুলা তার নাম।
রূপবতী গুণবতী অতি অনুপম॥
উজানী নগরে আছে সা সদাগর তার নাম।
সা সদাগরের কন্যা সে বেহুলা তার নাম॥
বেহুলা বাঁচাতে পারে ছ-মাসের মড়া।
রূপে বিদ্যাধরী তিনি মুনি মনোহরা॥

লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ।

খরতর-বিষহর-কঙ্কণ-হস্তে।
ফণিফণ-মণিগণ-ভূষিতমস্তে॥
বহুজন-জননি জয়ধ্বনি-হস্তে।
জয় জয় বিষহরি দেবী নমস্তে॥

শিবের নন্দিনী, বিঘ্ন বিনাশিনী,
আমার আপদ্ হর।
চল বিষহরী, নাগ সঙ্গে করি,
আসিয়া আসনে উর॥
তব গুণ-কথা, সুর-মান গাথা,
গাইতে বাসনা মনে।
শুন গো মনসে, মনের হরষে,
রাখিও তব চরণে॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, না বুঝে তোমার মন,
দেবগণে নাহি পায় ধ্যানে।
তোমার মহিমা যত, তাহা বা কহিব কত,
তুমি দয়াময়ী মুক্তিদানে॥
তোমার চরণে গতি, রহুক আমার মতি,
ছায়া দেহ অভয় চরণে।
তুমি দেবী মহামায়া, দেহ মোরে পদছায়া,
মুক্ত কর এ ভব-বন্ধনে॥

হেনকালে আসিল তথা সোমাই পণ্ডিত।
কহিতে লাগিল তবে চান্দর বিদিত॥
সায়-নামে সদাগর উজানিতে ঘর।
তাহার ঘরে কন্যা আছে পরম সুন্দর॥
অনেক পুরুষে করে শিবলিঙ্গ পূজা।
অতি শুদ্ধভাবে পূজে দেবী দশভুজা॥
হয় হয় বলিয়া উঠিল বন্ধুগণ।
সকলে কহে সে হয় ত সুজন॥
সবাকার যুক্তি শুনি চান্দ কহে কথা।
আপনে যাইব আমি নাহিক অন্যথা॥
দুই প্রহরের কালে পেয়ে শুভক্ষণ।
যাত্রা করি চলিল সাধুর নন্দন॥
পুনর্ব্বসু নক্ষত্র তিথি একাদশী।
লিখিয়া লইল লখাইর নক্ষত্র রাশি॥
যোগ করণ তিথি ভাল বুধবার।
যাত্রা করি চলিলেক সাধুর কুমার॥
পাত্র মিত্র পুরোহিত করিয়া সংহতি।
কন্যা দেখিতে যায় সাধু নরপতি॥
সশস্ত্র হাজার পাইক চলিল সত্বর।
হস্তিপৃষ্ঠে চড়ি যায় চান্দ সদাগর॥
মুক্তাসর নামে আছে সাহের পুকরী।
তার পূর্ব্ব পাড়ে রহে চান্দ অধিকারী॥
এই মতে রহিলেক চান্দ সদাগর।
বেহুলা শয়নে আছে আপন বাসর॥
পদ্মা বলে নেতা ভগ্নী শোন দিয়া মন।
চান্দর জন্য যেতে হইল বেহুলা সদন॥
নিশা রাত্রে বেহুলা যে করেছে শয়ন।
সেই স্থানে পদ্মা যেয়ে দেখান স্বপন॥
উঠ উঠ বেহুলা গো কত নিদ্রা যাও।
শিয়রে মনসা দেবী চক্ষু মেলি চাও॥
মনে না ভাবিও ভয় দেখে নাগজাতি।
শম্ভুনাথের কন্যা আমি নামে পদ্মাবতী॥
হরষিতে নিদ্রা যায় বেহুলাসুন্দরী।
শিয়রে বসিয়া স্বপ্ন কহেন বিষহরী॥
পদ্মাবতী বলে বেহুলা শুনহ বচন।
মুক্তাসরে স্নানে তুমি যাও এইক্ষণ॥
স্বপনভাবে কহিলাম আমি দেবী পদ্মাবতী।
চান্দর পুত্র লক্ষ্মীন্দর তোমার হবে পতি॥
আমার বচন তুমি না করিও আন।
এইক্ষণে যাও তুমি মুক্তাসরে স্নান॥

আমার বচন যদি না শুন অন্তরে।
বিবাহ না হবে তবে এ বার বৎসরে॥
সাহের ঘরে জন্মিয়াছ হয়ে জাতিস্মরা।
জন্মে জন্মে হও তুমি অনিরুদ্ধের দারা॥
জাগিতে জাগিতে বেহুলা দেখিল স্বপন।
নীলরথে পদ্মাবতী উঠিল গগন॥
চৈতন্য পাইয়া বেহুলা যুড়িল ক্রন্দন।
কি কি বলিয়া আসিল সখীগণ॥
এইখানে আসিলেন দেবী বিষহরী।
মোর তরে যুক্তি দিয়া গেলা নিজ পুরী॥
তোমার বিষম মায়া বুঝিতে না পারি।
আমি না পাইলাম দেখা অভাগিনী নারী॥
আমারে ভাণ্ডিয়া তব কোন্ প্রয়োজন।
বিষাদ ভাবিয়া বেহুলা যুড়িল ক্রন্দন॥
বেহুলার ক্রন্দনেতে স্থির নহে মন।
কি কি করিয়া আসিলেক যত সখীগণ॥
কে তোমারে বলিয়াছে নিষ্ঠুর বচন।
ভাঙ্গিয়া না কহ দেখি মনের বেদন॥
অত্যন্ত দুঃখেতে বেহুলা কান্দে উচ্চ রোলে।
ধাইয়া সুমিত্রা আসিলেক সেই স্থলে॥
সুমিত্রা বলে বেহুলা কান্দ কি কারণ।
সবার দুর্লভ তুমি মোর প্রাণধন॥
কি লাগিয়া কান্দ তুমি না বুঝি আপনা।
প্রাণের দোসর তুমি আঁচলের সোণা॥
বেহুলা বলে শুন মাতা আমার বচন।
এখানে আজি আমি দেখিছি স্বপন॥
মুক্তাসরে স্নানে যাব সঙ্গে সখীগণ।
ইহার কারণ আমি করিছি ক্রন্দন॥
তোলা জলে স্নান করিতে গায় পড়েছে মলা।
সখীগণ সঙ্গে করি জলে করিব খেলা॥
কার্য্যের গৌরবে যদি তোমার আজ্ঞা পাই।
এক শত দাসী লয়ে মুক্তাসরে যাই॥

বেহুলার কথা শুনি সুমিত্রা কম্পিত।
কোল হইতে বেহুলারে ফেলিল ভূমিত॥
পরপুরুষ চাহিতে তোমার এই ছলা।
শুনিয়া লজ্জিত বেহুলা কিছু না বলিলা॥
এই সব কথা যদি কহিল বিস্তর।
কোপমনে গেল নিজ পুরীর ভিতর॥
বার্ত্তা পেয়ে আসিলেক সাহে সদাগর।
বেহুলার ক্রন্দনেতে হইল ফাঁপর॥
বেহুলা বেহুলা বলি ডাকে উচ্চরায়।
কোন্ হেতু কান্না মাগো না বুঝি নিশ্চয়॥
আদরেতে বেহুলাকে সাহে লয় কোলে।
মুছিলে চক্ষের জল নেতার আঁচলে॥
বেহুলা বলেন পিতা শুন দিয়া মন।
এই খানে আজি আমি দেখেছি স্বপন॥
মুক্তাসরে স্নানে যাব সঙ্গে সখীগণ।
তাহার কারণে আমি করিছি ক্রন্দন॥
সাহে বলে বেহুলা গো শুনহ বচন।
মুক্তাসরে স্নানে তুমি যাও এইক্ষণ॥
রাজার কুমারী তুমি নহে ছোট জনা।
সরোবরে স্নান করিবে তাহা নহে মানা॥
এইক্ষণে যাও তুমি বিলম্ব নাহি আর।
বাপের বচনে বেহুলা হরিষ অন্তর॥
সাহে বলে মুক্তাসরে জঞ্জাল বিস্তর।
স্নান সমর্পিয়া ঝাটে আসিও সত্বর॥
নানা বেশ করি পরে রত্ন অলঙ্কার।
সখীগণ লয়ে চলে মুক্তসার॥
মুক্তাসরে স্নানে যায় কৌতুক হইল বৈরী।
সংবাদ পড়িল ভাই বলরে লাচারী॥

নাচে নবীন পীরিতের প্রেম খাড়াইয়া।
কামিনী মোহিত করিয়া। (ধুয়া)

স্নানে চলিল বেহুলা সাহের কুমারী।
আগে পাছে সখীগণ যায় সারি সারি ॥
বাপে সাজাইয়া দিল সাহে বাণিয়ার দোলা।
মুখখানি পূর্ণিমার চাঁদ দন্তগুলি ছোলা ॥
আগে নাহি যায় বেহুলা পাছে না যায় লাজে
রহিয়া রহিয়া মঙ্গল গায় সখীগণ মাঝে ॥
চাঁচর মাথায় কেশ চন্দন ললাটে।
পূর্ণিমার চাঁদ যেন রাহুর নিকটে ॥
দশন মুকুতাপাঁতি অধরে তাম্বুল।
নাসিকা নির্ম্মাণ যেন দেখি তিলফুল ॥
নিতম্ব যুগল যেন নয়নে কাজল।
কমল উপরে যেন ভ্রমর যুগল ॥
অর্দ্ধোত্থিত স্তনদ্বয় শোভে হৃদিপরি।
সরোবর মধ্যে যেন কমলের কড়ি ॥
গজেন্দ্রগমনে বেহুলা ধীরে ধীরে যায়।
মনসার চরণে বৈদ্য বিজয় গুপ্তে গায় ॥
নানা পুষ্প তোলে বেহুলা গন্ধে মনোহর।
শ্রীফল পত্র তুলিয়া পূজিল শঙ্কর ॥
স্নান করিতে বেহুলার আনন্দিত মন।
চঞ্চল নয়নে বেহুলা চাহে ঘনে ঘন ॥
সরোবর পাড়ে আছে সাধুর নন্দন।
বেহুলায়ে দেখি সবে আনন্দিত মন ॥
কেহ স্মরে হরি হরি কেহ নারায়ণ।
হেন নারী যারে মিলে সেই ভাগ্যবান্ ॥
নেতার সনে যুক্তি করি দেবী পদ্মাবতী।
তখনে ধরিল রূপ ব্রাহ্মণের যতী ॥
বেহুলা আইসে দেবী দেখিয়া তখনে।
ঘাটেতে নামিয়া দেবী রহে নিজ মনে ॥
বেহুলা ঘাটেতে আসি যতীর তরে বলে।
ঘাট ছাড়ি দেও মোরে স্নান করি জলে ॥
চতুর্দ্দিকে আছে ঘাট মুক্তাসরোবরে।
অন্য ঘাটে যাও তুমি স্নান করিবারে ॥

কল্য করিয়াছি আমি তিথি একাদশী।
চলিতে শকতি নাই আছি উপবাসী ॥
এত রঙ্গে কথা কেন, কেন এত ঠাট।
স্নান কর গিয়া তুমি পশ্চিমের ঘাট ॥
টাট মাজ বাটী মাজ ব্রাহ্মণের যতী।
ঘাট ছাড়ি দেও মোরে পূজি পদ্মাবতী ॥
একে ত নাগরী বেহুলা তাহে আছে বল।
লাফ দিয়া পড়িলেক সরোবরের জল ॥
চরণ গোথালি গেল ব্রাহ্মণীর গায়।
শাপ দিয়া ব্রাহ্মণী বলিল উচ্চরায় ॥
শুদ্ধ ভাবে হই যদি ব্রাহ্মণের যতী।
বিবাহের রাত্রিতে খাইও নিজ পতি ॥

মিছা শাপ দিলা গো যতী (ধুয়া)।

নহে যায় পা গোথালি, শাপ দিয়া দেও গালি,
তোমার শাপেতে বল মোর হবে কি?
দেখিয়াছি যত যতী, রাত্রে করে উপপতি,
আমার সহায় আছে মহাদেবের ঝী ॥
পরিচয় দেও যতী, তৈলাক্ত শরীর অতি,
মৎস্য খেয়ে কর যতাপনা।
বাপ মোর অধিকারী, ফেরেতে ফেলাইতে পারি,
সংবাদ দিয়া আনি সর্ব্বজনা ॥
ভাই মোর ছয় জন, ধরে দেবে আলিঙ্গন,
বেড়াও পুরুষ অন্বেষণে।
মোরে গালি দিলা যতী, খাই মোর নিজ পতি,
জলে নাম দেখি দুইজনে ॥
সখীগণ লইয়া স্নান করে বেহুলাসুন্দরী।
যতীর তরে বলে বেহুলা অহঙ্কার করি ॥
বেহুলা বলে যতী তোরে কি কহিব আর।
স্বামী তুলি গালি পাড় নহে ব্যবহার ॥
আমার তরে গালি দিলা খাইতে নিজ পতি।
জলে আমি কি পাই দেখহ সংপ্রতি ॥

এতেক বলিয়া দোঁহে ডুব দিল জলে।
কত দূরে গিয়া দোঁহে উঠিল সত্বরে॥
শঙ্খ সিন্দুর পাঁয় বেহুলা সুন্দরী।
স্বভীর সামগ্রী পায় দেবী বিষহরী॥
ভিজা বস্ত্র এড়িয়া নির্ম্মল বস্ত্র পরি।
দূরে থাকিয়া দেখে চান্দ অধিকারী॥

সেই সে মরম জানে
যার সনে নবীন পীরিতি। (ধুয়া)

যত পুরনারী আছে বেহুলার সঙ্গে।
পুরমধ্যে চলে সবে নানাবিধ রঙ্গে॥
সাহের বাড়ীর পুবে উত্তর নগর।
তথায় পদ্মার পুরী পরম সুন্দর॥
সেই পুরী গেলা তবে বেহুলাসুন্দরী।
ভক্তিভাবে স্তব করে দেবী বিষহরী॥
মোরে বর দেও মাগো দেবী পদ্মাবতী।
চান্দর পুত্র লক্ষ্মীন্দর হউক মোর পতি॥
চান্দ বলে শুন বাছা সুন্দর লখাই।
মরা শৌল লইয়া তুমি যাও বেহুলার ঠাঁই।
এতেক শুনিয়া লখাই না করিল আন।
মরা শৌল লইয়া গেল বেহুলার বিদ্যমান॥
লখাই বলে শুন বেহুলা আমার বচন।
আচম্বিল শৌল গোটা মরিল কি কারণ॥
সাহের কুমারী বেহুলা নানা মায়া জানে।
কালিকার মন্ত্রে শৌল জীয়াইল তখনে॥
এতেক দেখিয়া লখাই ভাবে মনে মনে।
দেবের কুমারী বেহুলা বুঝি অনুমানে॥
শুভক্ষণে লখাই বেহুলার হইল দরশন।
কামবাণে মনসা হরিল দোঁহার মন॥
কামবাণে বিকল বেহুলা ধীরে হাটি যায়।
উলঙ্গ মাথার কেশ ধূলায় লোটায়॥

হাটিয়া যায় বেহুলা ফিরি ফিরি চায়।
সাপিনী দংশিলে যেন বিষে তনু ছায়॥
সখীগণ বলে বেহুলা স্থির কর হিয়া।
লক্ষ্মীন্দরের ঠাঁই তোমারে দিব বিয়া॥
আমরা এই কথা কব গিয়া মায়ের ঠাঁই।
রাজঘাটে দেখিয়া আইলাম বেহুলার জামাই
সাহের বাড়ীতে গেল চান্দ অধিকারী।
কটক সহিত চলে বড় শব্দ করি॥
বাহিরে মহলে রহে চান্দ সদাগর।
দ্বারী জানাইল গিয়া সাহের গোচর॥
চান্দর কথা শুনি সাহে সদাগর।
আথেব্যথে বাহিরে সাধু আসিল সত্বর॥
বাহির মহলে বসিয়া দুইজন।
রাজযোগ্য ব্যবহার করিল তখন॥
দুই জনের পাত্রমিত্র বসিল বিস্তর।
রাজনীতি যত কথা কহিল চন্দ্রধর॥
রাজ্যের যত কথা কহিলা দুইজন।
তবে ঘটকে কহে বিবাহের কথন॥
সাহের তরে কহে যথা যত মন্ত্রীগণ।
যে কার্য্যে আসিয়াছি সাধু তাহে দেও মন॥
চান্দর বাপ জীব সাধু বণিক প্রধান।
তাহার বাপ নীল সাধু জানে সর্ব্বজন॥
কাশ্যপ গোত্র চান্দ তিন প্রবর।
অনেক পুরুষে রাজা চম্পক নগর।
মণি রত্নে পূর্ণিত ভাণ্ডারের ঘর।
ধনে জনে কুলে শীলে দুইতে সোসর॥
কনিষ্ঠ পুত্র চান্দর নাম লক্ষ্মীন্দর।
নানা গুণ ধরে লখাই পড়িয়াছে বিস্তর॥
চান্দ বাণিয়ার নিবেদনে সবে দেও মন।
লখাইর সঙ্গে কর গিয়া শুভ প্রয়োজন॥
সাহ বলে কন্যা হইয়াছে বিয়া দিতে চাই।
যোগ্যবর পাইলে কন্যা দিব তার ঠাঁই॥

সবে বলে যোগাবর বাল-লক্ষ্মীন্দর।
এই বরে কন্যা দেও সাহ সদাগর॥
সাহ বলে শুনিয়াছি নাগের আছে ডর।
এতেক শুনিয়া কুপিত হয় সদাগর॥
ক্রোধে চলিল চান্দ আপনার ঘর।
সুমিত্রা শুনিয়া কহে শুন সদাগর॥
কেন ফিরাও তুমি প্রথম সদাগর।
ইহা শুনি হরি সাধু চলিল সত্বর॥
তাঐ তাঐ বলি তুমি কেন কর রোষ।
আমা না বলিয়া যাও তোমার শাশুড়ীর দোষ
চান্দ বলে সাক্ষী হইও তোমরা সকলে।
হরি সাধুর ভগ্নি লখাইরে দান করে॥
আর বার তথায় বসিল দুইজন।
হরিষ হইয়া কহে বিবাহের কথন॥
চান্দ বলে গণক আন লগন করি আগে।
যোটকশুদ্ধি থাকিলে কর্ম্মেতে যেবা থাকে॥
মুকাই মুকাই বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
আন গিয়া পাঁজি পুথি সবার ভিতরে॥
গণকের ঠাঁই চান্দ বলিল বচন।
নিকটে নিকটে লগ্ন কর সুশোভন॥
পাঁজি বিচারিয়া মুকাই নহে দেখে ভাল।
বিবাহের রাত্রে দেখে নাগের জঞ্জাল॥
পাঁজি দেখিয়া মুকাই মনেতে চিন্তিত।
শীঘ্র লগ্ন না পাইয়া মনে হইল ভীত॥
লগ্ন নাহি বলি যদি সদাগর স্থানে।
অবোধ সদাগর বধিবেক প্রাণে॥
চান্দর সাক্ষাতে মুকাই কহে হেট করি মাথা।
আমি না কহিতে পারি কুষ্ঠীর লেখা মিথ্যা॥
ছয় মাসের মধ্যে নাই বিবাহের লগন।
এতেক শুনিয়া চান্দ কুপিলা তখন॥
বিমর্ষ হইল চান্দ শুনি মুকাইর কথা।
রথ আরোহণে পদ্মা শুনিলেক তাহা॥

নেতার সঙ্গে যুক্তি করি দেবী বিষহরী
মোরে বুদ্ধি বল নেতা রজক কুমারী॥
নেতা বলে পদ্মাবতী মোর বল ধর।
নারদ পাঠাইয়া দেও চান্দর গোচর॥
নেতার বচনে পদ্মা স্থির করে মন।
স্মরণ করামাত্র আইল তপোধন॥
পদ্মা বলে শুন মুনি আমার বচন।
লখাই বেহুলার বিবাহ না হইল লগণের কারণ
আমার বচনে তুমি চলহ সত্বর।
বিবাহের দিন কর গিয়া চান্দর গোচর॥
পদ্মার বচনে বলিল মুনিবর।
এই কালে বল ভাই লাচারী সুন্দর॥

চলিলা নারদ মুনি, পদ্মার বচন শুনি,
সত্বরে উজানি নগরে।
পাঙ্গা ছাতি দিলে মাথে, পুরাতন পাজি হাতে
বচনে নরের প্রাণ হরে॥
গণকের বেশ যত, স্বরূপে ধরিল তত
ত্রিদণ্ডী ধারিল নবগুণ।
গণকের বেশে চলে, শুন শুন বাকিয়া বলে
উত্তরিল সাহের ভবন॥
উচ্চৈঃস্বরে পড়ে পাঁজি, দ্বাদশী তিথি আজি
নক্ষত্র হয় ত অশ্বিনী।
ছয় দণ্ড আয়ুষ্মান্ যোগ, তাহার পর সৌভাগ্য যোগ,
দ্বাদশ দণ্ডের পর ত্রয়োদশী জানি॥
গণকে যত কয়, চান্দ শুনিতে পায়,
পাঁজি শুনি হইল হরষিত॥
বিজয় গুপ্ত বলে সার, হরষ হইল সদাগর
গণক আসিল বিদিত॥

চান্দ বলে অন্য গণক আনহ সত্বর।
মুকাই না পারিবেক লগ্ন করিবার॥
হেন কালে দ্বারী আসি চান্দর আগে কয়
আর গণক দ্বারে আসিয়াছে শুন মহাশয়
চান্দ বলে গণক কহি তোমারি ঠাঁই।
বিবাহ করাব আমি সুন্দর লখাই॥
ত্বরিতে করাব বিয়া লখাই কুমার।
ঘোটক শুদ্ধি বিয়ার লগ্ন কর দেখি তার॥
চান্দর কথা শুনি গণকের হইল আশ।
বিধি পাষাণ্ড হইলে বুদ্ধি হয় নাশ॥
গণক বলে যদি লগন করিতে চাই।
বরকন্যার রাশি কহ মোর ঠাঁই॥
পৌরাণিক নফর আছে চান্দর বিদ্যমান।
লখাইর রাশি কহে গণকের স্থান॥
মেষরাশি হয় বর নক্ষত্র অশ্বিনী।
নারী হস্তা আর রোহিণী যে জানি॥
মাসের সাতাইশ দিনে এক লগ্ন আছে।
শনি সোম উদয় হইয়াছে তার পাছে॥
তার পাছে দেখ তুমি ওহে সদাগর।
এ মাসেতে দিন আমি নাহি দেখি আর।
বৈশাখ মাসের যদি গেল দিন তিন।
তবে সে পাইবা সাধু ভাল মত দিন॥
সভা করি বসি স্থির করে এই লগ্ন।
ইহা উপেক্ষিলে আর নাহি দেখি লগ্ন॥
আবার গণিলেক গণক অঙ্গুরী পাইয়া।
ততক্ষণে যায় গণক বিদায় হইয়া॥
সম্মান পাইয়া গণক বড় তুষ্ট হইল।
বিদায় মাগিয়া গণক তখনই চলিল॥
গণক বিদায় দিয়া কৌতুক হইল মন।
মুকাইরে মনে পড়িল তখন॥
মুকাইরে আনিয়া তবে বলিল তখন।
এখনই কাটিয়া তোরে করিব খান খান।
দুই আঁখি রাঙ্গা হৈল কাঁপে ওষ্ঠাধর।
অতি কোপে সদাগর বলে মার মার॥
ধর ধর বলিয়া চান্দ পাড়ে ফাল।
চোপড় মারিয়া গণকের ফুলায় গাল॥
পাথর প্রমাণ যেন ঘন পড়ে শিল।
হাঁটুর নিচে মাথা নিয়া ঘন মারে কীল॥
গণকেরে বলে চলে চান্দ দুঃখ লাগে বৈরী।
এই কালে বল ভাই সবস লাচারী॥

মুকাইরে দেশে গেলে তোমার মরণ। (ধুয়া)
প্রথমে পাতিল এক খড়ি, মনসা কাটিল গুয়াবাড়ী,
দ্বিতীয়ে গণনার পরিপাটি, মহাজ্ঞান হরিয়া নিল নটী॥
তৃতীয়ে গণক দণ্ড কবি, কৈমন ওঝা শঙ্কর গারুড়ি,
ভাল খড়ি পাত বারে বারে, ইহার ফল পাইবা তুমি
আমি গেলে ঘরে॥

নারদ বলে এখন কি করিব বুদ্ধি।
ধরিয়া গণক কাটে না পাইয়া বুদ্ধি॥
উহারে বধিলে পাপ তোমায় বর্ত্তিবে তাহা।
কেমনে করিব রক্ষা বলনা উহা॥
তোমার ঠাঁই চান্দ আমি এই চাহি ধন।
মুকুন্দ ভায়ার তুমি রাখহে জীবন॥
বৈদ্য বিজয় গুপ্ত বলে মনসার দাস।
বিয়ার মঙ্গল কথা নারদ সম্ভাষ॥
মা তুমি বিনে আর কি আছে রে গীত॥ (ধুয়া)
বাহিরে বসিল গিয়া সাধুর নন্দন।
বিদায় মাগয় এখন সাধু মহাজন॥
সাহে বলে তোমার সঙ্গে গুপ্ত প্রয়োজন।
মোর ঘরে আজি তুমি করিবা ভোজন॥
সাহের কথা শুনিয়া বলিল সদাগর।
দক্ষিণ পাটনে গেলাম কারতে ব্যাপার॥

ব্যাধির কারণে খাই লোহার কলাইর ভাত
এতেক বলিয়া কলাই দিলেক সাক্ষাৎ ॥
আঁচলে বান্ধিয়া কলাই লইল সত্বর।
সত্বরে মিলিল গিয়া সুমিত্রার গোচর ॥
ভোজন করিবে বেহাই চান্দ মহাজন।
লৌহ কলাইর ভাত রান্ধিবে কোন জন ॥
এতেক শুনিয়া রাণী ভাবে মনে মনে।
লোহার কলাইর ভাত রান্ধিব কেমনে ॥
লোহার কলাই দেখিয়া হইল কম্পিত।
বধুগণ ডাক দিয়া আনিল ত্বরিত ॥
বধুগণের ঠাঁই কহে শুনহ বচন।
লোহার কলাই রান্ধিতে পারিবে কোন জন
শিশুকালে হইয়াছে বিয়া তুমি তার সাক্ষী।
লোহার কলাই রান্ধিতে কভু নহে দেখি ॥
বধুগণের বচন শুনিয়া পাইলা লাজ।
আপনি করিব রন্ধন এবা কোন্ কাজ ॥
এতেক বলিয়া রাণী করিলেক স্নান।
স্নান করিয়া তবে চড়াইল রন্ধন ॥
রন্ধন করিছে সুমিত্রা হেটে বুকে জ্বাল।
গর গর করে কলাই না লয় উত্তাল ॥
চন্দন কাষ্ঠ দিয়া বাড়াইল জ্বাল।
তথাপি দারুণ কলাই না লয় উত্তাল ॥
আগর চন্দন পুড়িয়া বাড়াইল জ্বাল।
তবু ত দারুণ কলাই না লয় উত্তাল ॥
লোহার কলাই সিদ্ধ নহে বিরস বদন।
রন্ধন এড়ি সুমিত্রা করয় ক্রন্দন ॥
কান্দে সুমিত্রা রাণী চড়াইয়া রন্ধন।
না ফুটিল লোহার কলাই বিফল জীবন ॥
হাটু ভাঙ্গিয়া বাড়াইলাম জ্বাল।
এমন দারুণ কলাই না ধরে উত্তাল ॥
স্ত্রীবধ দিব অভাগিনী গলায় দিব ফাঁসী।
বণিক সমাজে আমি রাখিব অখ্যাতি ॥

সাহে বলে কিবা কন্যা হইল মোর ঘরে।
ডোলায় ভরিয়া কন্যা ডুবাব সাগরে ॥
বিজয় গুপ্ত বলে সুমিত্রা না কর ক্রন্দন।
বেহুলা করিবে লোহার কলাই রন্ধন ॥

মালসী রাগ।

আপন মন্দিরে আছে বেহুলাসুন্দরী।
শিয়রে বসিয়া স্বপ্ন দেখান বিষহরি ॥
গা তোল বেহুলা শীঘ্র কত নিদ্রা যাও।
শিয়রে মনসা দেবী চক্ষু মেলি চাও ॥
ভোজন করিবে তেথা চান্দ সদাগর।
লোহার কলাই গিয়া রান্ধহ সত্বর ॥
আনিবা কুমার বাড়ী হইতে কাঁচা শরা।
কাঁচা হাড়ি আনহ জলেতে করি ভরা ॥
আড়াইটী ইক্ষুপত্র দিয়া জ্বাল।
ফুটিবে লোহার কলাই ঘুচিবে জঞ্জাল ॥
লোহার কলাই হবে তুলা অবতার।
এতেক বলিয়া পদ্মা হইল অন্তর ॥
সুমিত্রা বলেন রতি যাও ঝাট করি।
ডাক দিয়া আন বেহুলা সুন্দরী ॥
ত্বরিত গমনে রতি যায় ঝাটে ঝাটে।
আথ বেথে ধাইয়া গেল বেহুলার নিকটে ॥
রতি বলে বেহুলা গো অবধান কর।
সুমিত্রা ডাকিছেন তোরে চলহ সত্বর ॥
সুমিত্রা বলেন বেহুলা কি বলিব আর।
চম্পক নগরে রাজা চান্দ সদাগর ॥
তার পুত্র লখীন্দর হৈল তোমার বর।
তোমার শ্বশুরে ভোজন করিবেক ঘর ॥
প্রথমে লোহার কলৈ খায় সদাগর।
লোহার কলৈ রাঁধিতে মুই হইলাম ভোর ॥
কত যে পুড়িলাম কাষ্ঠ রান্ধিতে কলাই।
তবু সে হল না সিদ্ধ কি হবে উপাই ॥

পদ্মার বাক্য স্মরি বেহুলা আনন্দ অন্তর।
কহিতে লাগিল কথা মায়ের গোচর॥
কাহার বোলে আগো মা চড়াইলা রন্ধন।
পুড়িয়া ফেলিলা বাপের আগর চন্দন॥
শ্বশুরে আনিল কলাই পরীক্ষার তরে।
লোহার কলাই খাইতে দেখেছ কোন নরে।
মলমূত্র ধরে যে মনুষ্যের কায়।
কোন্ নরে সিদ্ধ করি লোহার কলাই খায়
বিজয় গুপ্ত বলে বেহুলা বিলম্ব না কর।
আপনি আসিয়া সত্বর কলাই সিদ্ধ কর॥
স্নান করিয়া বেহুলা চড়াইল রন্ধন।
ধূপ দীপ দিয়া অগ্নি করিল পূজন॥
বেহুলা রন্ধন করে পদ্মাবতীর বর।
ফুটিয়া হইল অন্ন কলাইর সোসর॥
ভোজন করিতে বসে চান্দ সদাগর।
দেখিয়া বিস্মিত হইল সাধুর অন্তর॥
আঁচলে বাঁধিয়া কিছু লইল সত্বর।
আচমন করিয়া উঠে চান্দ সদাগর॥
চান্দ বলে আর বিলম্বে কার্য্য নাই।
কল্য করাব বিয়া সুন্দর লখাই॥
সাধুকে বিদায় দিল সাহে সদাগর।
রাজযোগ্য ব্যবহার দিলেক বিস্তর॥
সোমাইকে দিল সাহে সোণার নবগুণ।
পাইকেরে তার খান্নু দিল জনে জন॥
দুই বেহাই কোলাকুলি করি কুতূহলে।
মেলানি করিয়া সাধু নিজ ঘরে চলে॥
দোলায় চড়িয়া সাধু চলিল ত্বরিত।
চম্পক নগরে গিয়া মিলিল আচম্বিত॥
পুরীর ভিতর চান্দ করিল গমন।
সোমাই প্রভৃতি গেলা সোনাইর সদন॥
চান্দরে দেখিয়া সোনাই এড়িল আসন।
কহিল সকল কিছু যত বিবরণ॥

চান্দ বলে সোনেকা শুনহ বচন।
কল্য করাব বিয়া লখাই নন্দন॥
সোনেকারে কহে কথা কৌতুক হইল বৈরী।
সংবাদ পড়িল ভাই বলরে লাচারী॥

সোনা লো নিকটে ঘনাইয়া শুন। (ধুয়া)
আমি কহিব কত বেহুলা বধুর গুণ॥

উজানীনগরে বাস, সাহ নামে সদাগর,
তার কন্যা বেহুলা সুন্দরী।
রূপে বিদ্যাধরী কিবা, যতীরে বলিল যেবা,
শুনিলাম সকল সাক্ষাতে।
মরা বাঁচাইতে পারে, ডিঙ্গা ডুবিলে সাগরে,
অনায়াসে পারে সে তুলিতে॥
শুনিয়া বধূর গুণ, সোনা আনন্দিত মন,
আনন্দে জিজ্ঞাসে ঘনে ঘন॥
জয় দেয় উচ্চরায়, আনন্দে মঙ্গল গায়,
ভক্ত বিজয় গুপ্তের বচন॥

চান্দ বলে আগো সুন্দরী সোনাই।
কল্য করাব বিয়া সুন্দর লখাই॥
সর্ব্বগুণ জানে বেহুলা জানে মহা জ্ঞান।
মরা মৎস্য জীয়াইল দেখিলাম বিদ্যমান॥
দেবগণ যেই কর্ম্ম করিতে না পারে।
বধূ শিশু হইয়া সেই কর্ম্ম করে॥
লক্ষ্মীন্দরের বিয়া আনন্দিত হিয়া।
বণিক-সমাজে আনে গুয়া পান দিয়া॥
যোড় হস্তে জ্ঞাতিগণে বলিল বচন।
বিবাহ করাব আমি লখাই নন্দন॥
চম্পক নগরের লোক সবে আনন্দিত।
উচ্চৈঃস্বরে গান বাদ্য অতি সুললিত॥

দেবগণে পূজা করে যথা শাস্ত্র নীত।
আর যত কার্য্য করে মঙ্গল বিহিত ॥
রাজ্যের ঠাকুর চান্দ ধনে অন্ত নাই।
নানাবিধ বিয়ার সজ্জা করে ঠাঁই ঠাঁই ॥
হেন কালে বেলা হইল অবশেষ।
জয় জয় দিয়া করে লখাইর অধিবাস ॥
পুত্র কোলে করি চান্দ বসিলা আসনে
উচ্চৈঃস্বরে বেদধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মণে ॥
ঘট পাতে ব্রাহ্মণে জয় জয় দিয়া।
প্রথমে অধিবাস করে তৈল গন্ধ দিয়া।
চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণে করে কোলাহল।
তবে ছোয়ায় নিয়া ঘট মঙ্গল ॥
ব্রাহ্মণগণে বাক্য পড়ে মন কুতূহলে।
পূর্ণঘট ছোয়াইল লখাইর কপালে ॥
অধিবাস করাইল তবে বড় হরষিত।
আপনার গৃহেতে গেল কুল-পুরোহিত
রজনী প্রভাত হইল অরুণ উদয়।
সানন্দ হইল বড় সাধুর হৃদয় ॥
ফুল্লশ্রী গ্রামে বিজয় গুপ্তের নিবাস।
পয়ার প্রবন্ধে বলি লখাইর অধিবাস
প্রভাতে হইল যদি সুর্য্যের উদয়।
সবাকারে সদাগর বলিছে বিনয় ॥
চারিদিকে বাদ্য বাজে শুনি সুললিত।
এইকালে বল ভাই লাচারীর গীত ॥

স্নান করি গঙ্গাজলে, বিচিত্র মণ্ডপ তলে,
বৃদ্ধি করয়ে সদাগর।
উচ্চারিয়া বলে হরি, স্বস্তি বচন পড়ি,
ধান্য দূর্ব্বা লয়ে হস্তোপর ॥
আনিয়া বটের পাত, সিন্দুর গুলিল তাত,
ষোড়শ মাতৃকা পূজা করে।
গোমাই লিপিয়া ছিটা, ধান্যদূর্ব্বা সিন্দুরের ফোটা,
প্রথমে পূজিল বসুন্ধরা ॥
লাছিয়া খোলের থালি, আতপ তণ্ডুল ঢালি,
পাত্রে পাত্রে রাখিল সকল।
সারি দিয়া গুয়া পান, কদলী কলা মর্ত্তমান,
প্রতি সজ্জায় মিষ্ট নারিকেল ॥
অষ্টপাত্রে অষ্টধুতি, দক্ষিণা দিল যথাবিধি,
বুঝিয় বুঝিয়া পাত্রে করে দান।
চান্দ করে নান্দীমুখ, পিতৃলোকের বাড়ে সুখ
বৃদ্ধি করে চাঁদমতিমান্ ॥
রজত কাঞ্চন পান, ভাণ্ডার ভাঙ্গিযা আনে,
আজু মোর সফল জীবন।
পদ্মাবতী দরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
যাহারে সদয় নারায়ণ ॥

রাজ্যের ঠাকুর চান্দ ধনে অন্ত নাই।
সবাকার সন্নিধান করে এক ঠাঁই ॥
ভাট বিপ্রগণ আসিল বিস্তর।
সকলের পরিতোষ করে সদাগর ॥
ভট্টাচার্য্যের দিলা রজত কাঞ্চন।
চক্রবর্ত্তীরা পাইল ইহার নিয়ম ॥
অতি সামান্যে পাইল কড়ি চারি পণ।
যোগী দেশান্তরে ছিল যত যত জন ॥
তা সবার তরে দিল নানাবিধ ধন।
এইরূপে বিদায় করিল সর্ব্বজন ॥
পাত্র মিত্র লয়ে সাধু বসিলা হরিষে।
লক্ষ্মীন্দর স্নান করে মায়ের আবাসে ॥
স্নান করাইতে নারীগণ হইল হরষিত।
এই কালে বল ভাই লাচারীর গীত।

তোমরা সবে দেখ গো আসিয়া।
স্নান করে লক্ষ্মীন্দর বিরলে বসিয়া ॥ (ধুয়া)

ললিত মধুর বাদ্য বাজে মনোহর।
বিয়ার মঙ্গল স্নান করে লক্ষ্মীন্দর॥
সতী পুত্রবতী যত বণিকের নারী।
স্নানের সজ্জা লইয়া দাঁড়ায় সারি সারি॥
সম্মুখে প্রদীপ আনে জলপূর্ণ ঘট।
আপনে সোনেকা আইল পুত্রের নিকট॥
নারীগণে হুলাহুলি দিল জয় জয়।
চৌদিকে নারীগণে মঙ্গল গীত গায়॥
পঞ্চস্বরে নানা বাদ্য বাজে মনোহর।
বিয়ার মঙ্গল স্নান করে লক্ষ্মীন্দর।
চৌদিকে হুড়াহুড়ি জয় জোকার।
কনক আসনে বসে সাধুর কুমার॥
পূর্ণঘট হাতে করি আর দধি ধান॥
কৌতুকে নারীগণে করে মঙ্গল গান॥
তিল তৈল আমলকী হরিদ্রা পিঠালী।
লিপিয়া লখাইর গায় কৌতুকে জল ঢালি।
গায়কে গীত গায় শুনিতে সুললিত।
স্নান করাইয়া নারীগণে হইলা একভিত॥
পঞ্চনখে লিপিয়া রজকে ছোয়ায় খার।
জাহ্নবীর জলে স্নান করায় বার বার।
স্নান করি লক্ষ্মীন্দর অঙ্গের দিকে চায়।
বিয়ার কোমট মুছি ভাঙ্গে দুই পায়॥
স্নান করি লক্ষ্মীন্দর গায়ে তোলে জল।
ভিজা বস্ত্র ছাড়িয়া ধুতি পরিল নির্ম্মল॥
আগর চন্দন চুয়া সুগন্ধি বিশেষ।
ধূপের ধুঁয়া দিয়া বাসিত করে কেশ॥
বিচিত্র আসনে লখাই বসিল কৌতুকে।
কনক দর্পণ নাপিত ধরিল সম্মুখে॥
জয় জয় হুলাহুলি মঙ্গল বাদ্য গীত।
করিল ক্ষৌরকর্ম্ম সাধুর নাপিত॥
পুত্রের মুখ দেখিয়া কৌতুক লাগে মায়।
মনসার চরণে বৈদ্য বিজয় গুপ্তে গায়॥

পাত্র মিত্র পুরোহিত আসিল ত্বরিত।
লক্ষ্মীন্দরে বেড়িয়া বসিল চারিভিত॥
নানা জাতি অলঙ্কার আনিল বিস্তর।
দিব্যরূপে সাজাইল বীর লক্ষ্মীন্দর॥
চান্দ বলে ভাই সব চল ঝাট করি।
সকলে লইয়া যাইব উজানী নগরী॥
চান্দর বচনে সবের আনন্দিত মতি।
লখাইর সঙ্গে যাইতে চলে শীঘ্রগতি॥
চান্দ বলে আরে পুত্র প্রাণের লক্ষ্মীন্দর
যাত্রা করি চল ঝাটে উজানী নগর॥
নানা রত্ন অলঙ্কার দিতে লাগে গায়।
যাত্রা করি লক্ষ্মীন্দর উজানীতে যায়॥
বিয়ার বেশে লক্ষ্মীর উজানী করে ধাড়ি
সংবাদ পড়িল ভাই বলরে লাচারী।
স্বভাবে সুন্দর বড় চান্দর নন্দন।
বিবাহের বেশে সাজে সাক্ষাৎ মদন॥
বিবাহের মঙ্গল যত করিলেক মায়।
বিজয় গুপ্ত স্তুতি করে মনসার পায়॥

সাজিলেক নৃপবর, সুন্দর লক্ষ্মীন্দর,
বিয়াবেশে উজানীতে যায়।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে, আনন্দিত সর্ব্বরাজ্যে,
চিরজীবি সাধুর কুমার।
বিবাহে কুমার নড়ে, বাপ মায়ের কৌতুক বাড়ে,
নানা রত্নে সাজিল কুমার॥
সুবর্ণ মুকুট মাথে, কণক দর্পণ হাতে
গলে শোভে গজমুক্তাহার।
বীরবল খাড় পায়, সোণার দোহার তায়,
রতন কুণ্ডল দুই কাণে॥
কস্তুরী চন্দন গন্ধে, সর্ব্বাঙ্গ লিপিত ছন্দে,
অঞ্জনের অঞ্জন দুই আঁখি।

পারিজাত পুষ্পের মালা, ভরিয়া সকল গলা,
সাক্ষাতে মদন হেন দেখি॥
ফুলপাটে পীড়ি পরে, রতন অঙ্গুরী করে,
বিচিত্র বসন দিল গায়।
সুন্দর নূপুর পায়, রুণু ঝুনু শব্দ পায়,
রত্ন আভরণ শোভা পায়॥
লবঙ্গ বকুল মালা, শোভিত করিল গলা,
রূপেতে জিনিল রতিনাথে॥
কলার মাজুর লাল, কনক ধুতুরা ভাল,
দর্পণ কাটারি নিল হাতে।
হৃদয়ে চিন্তিল সত্ত্ব, আঁচলে বান্ধিল লেবু,
চণ্ডীর নির্ম্মাল্য মাথে দিল।
বিদেশে কুমার যায়, কাতর হৃদয় মায়,
সুতের বদনে চুম্বন দিল॥
যত উপদেশ জানে, কহিল লখাইর কাণে,
আশীষিল হাত দিয়া মাথে।
পুরাণ জালের কাঠি, বান্ধিল কোমরে আটি,
লোহার অঙ্গুরী দিল হাতে॥
লখাইরে লইয়া সাথে, চলিলেক হরষিতে,
গীত-বাদ্য হয় নানা মতে।
আশীষিল নারীগণে, সানন্দে বিজয় ভণে,
মনসা চরণ ধরি মাথে॥

মনসার মাসীরূপ ধারণ।

কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ গীত গায়।
শুনিয়া চঞ্চল হইল দেবী মনসায়॥
নেতার সঙ্গে পদ্মাবতী যুক্তি করিয়া।
কপটে সোনেকার মাসী হইল গিয়া॥
এতেক নেতার সঙ্গে করিয়া যুকতি।
মাসীরূপে চলিয়া গেল দেবী পদ্মাবতী॥
ঘাটের নিকটে রহিলা মন কুতূহল।
দাসীগণ আসিল তথা ভরিবারে জল॥
পদ্মারে দেখিয়া তারা জিজ্ঞাসে উত্তর।
কি নাম তোমার হেথা কেন একেশ্বর॥
পদ্মা বলে কর্ম্ম কার্য্যেতে আমি আসি।
সংক্ষেপে কহিলাম আমি সোনেকার মাসী॥
সত্বরে জানাইল দাসী সোনেকার গোচর।
আজ্ঞা পেয়ে লয়ে গেল পুরীর ভিতর॥
প্রণাম করিয়া সোনা দিলেক আসন।
আসন পাইয়া দেবী বসিলা তখন॥
পদ্মাবতী বলে সোনাই শুন কথা কই।
অভাগিনী আসিয়াছে পতিপুত্র নাই॥
কোন জন্মে পুণ্য হেন করিয়াছি কি।
তেকারণে আছ তুমি এক বুহিনঝী॥
বারে বারে তোমার উৎসব হয় ত বিশেষ।
এইবার তুমি মোরে না কর উদ্দেশ॥
একবার আসিয়াছি তোমার বাসর।
সেই সময় জন্মিয়াছে তোমার লক্ষ্মীন্দর॥
তোমার চরিত্রে মোর হৃদয়ে তাপ লাগে।
আঁখি ভরি দেখি লখাই আন মোর আগে॥
মাসীর বোলে সোনেকা লাজে ব্যাকুলী।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে সোনা লখাই লখাই বলি
আমার বচন শুন সুন্দর লখাই।
আমার মাসীমা হইলে তোমার আই॥
সতী পতিব্রতা মাসী তপেতে আগল।
তার আশীর্ব্বাদে হবে সর্ব্বত্র মঙ্গল॥
মায়ের বচন তবে লখাইর মনে লয়।
সপটে প্রণাম করে মনসার পায়॥
মাথা ভরিয়া লইল পায়ের ধূলি।
আশীর্ব্বাদ ছলে দেবী লখাইরে পাড়ে গালি
দেবী বলে উঠ বীর বাল-লক্ষ্মীন্দর।
শাস্ত্রে পণ্ডিত হও ধনের ঈশ্বর॥
তোমার তরে বর দিল মহামায়া।
শ্রীরামের বিক্রম হউক মদনের কায়া॥

শুভদৃষ্টে তোমারে দেখুক বাপ মায়।
বিয়ার রাত্রে প্রাণ দেও কাল সর্পের ঘায় ॥
শাপ দিয়া পদ্মাবতী মনে মনে গণে।
পদ্মা যত গালি পাড়ে সে নেকা তা শুনে ॥
মায়ের দারুণ প্রাণ সুখে মন নাই।
বুকে ঘা দিয়া বলে কি করিল গোসাঞি ॥
সোনা বলে মাসী তোর কি ছার চরিত।
হিত কথা বলিতে কেন বল বিপরীত ॥
সবে এক পুত্র মোর নির্ধনের ধন।
বিনা দোষে তারে গালি দিলা কি কারণ ॥
প্রণাম করিয়া তোমায় বলিছে নমস্কার।
বিনা দোষে গালি দেও একি ব্যবহার ॥
তবে জানিলাম মাসী তোর দারুণ হিয়া।
কে আনিল মাসী তোরে হাতে গুয়া দিয়া ॥
মোর ঘর হইতে মাসী চলহ সত্বর।
এ সব শুনিলে প্রভু করিবে আথান্তর ॥
পদ্মা বলে সোনেকা আর কত বলি।
অতি বৃদ্ধ হইয়াছি মোর পাকিছে মাথার চুলি
কর্ণেতে না শুনি আমি চক্ষুতে দেখি ঘোর।
যমের মুখে ছাই দিয়া মৃত্যু নাহি মোর ॥
হাটিয়া আসিতে কিবা পাইলাম শ্রম।
বল বুদ্ধি ক্ষেপাইল উপজিল ভ্রম ॥
পথে আসিতে কিবা হইয়াছে মো।
মুই কেন গালি দিলাম বুইনঝী পো ॥
সোনেকা বলে মাসি চুপ করি রহ।
ভাল নাহি বাসি আমি তুমি যাহা কহ ॥
পদ্মার সঙ্গে সোনা করে হুড়াহুড়ি।
চান্দরে জানাইল গিয়া বলী নামে চেড়ী ॥
বার্ত্তা পেয়ে চান্দ চিন্তে মনে মন।
সোনাইর মাসী হইলে গালি দিবে কি কারণ
এতেক বলিয়া চান্দ হেভালড়ে ধায়।
লড় দিয়া আসিল চান্দ সোনেকা যথায় ॥

কোপমনে বলে চান্দ কোথা গেল বুড়ী।
পদ্মাবতীর প্রাণ কাঁপে যেন কলার মঞ্জরী ॥
তর্জ্জে গর্জ্জে চান্দ হেতাল গোটা লাড়ে।
সম্ভ্রমে পলায় পদ্মা সোনেকার আড়ে ॥
হাতে হাতে কচালে দন্ত কড়মড়।
নিজ মুর্ত্তি ধরিয়া পদ্মা উঠিয়া দিল লড় ॥
আকাশে উঠিয়া পদ্মা রথে করিলা ভর।
উচ্চৈঃস্বরে চান্দ বলে ধর ধর ধর ॥
চান্দ বলে কাণী পলাইয়া গেল ডরে।
কোন অহঙ্কারে তুই আসিলি মোর ঘরে ॥
পদ্মারে গালি দিয়া রহিলা সোনার কাছে।
কান্দে সোনেকা হেথা সাধু তাহা পোছে ॥
চান্দর বাক্যে সোনেকার ভয় লাগে গায়।
প্রণাম করিয়া বলে স্বামীর দুই পায় ॥
পূর্ব্ব জন্মে জানি কত করিলাম পাপ।
পদে পদে বিধি মোরে দিল এত তাপ ॥
পদ্মার দারুণ শাপে মনে লাগে ব্যথা।
আজি স্মরিলাম আমি পূর্ব্ব জন্মের কথা ॥
ঝালুয়ার ঘরেতে আছে মনসার ঘট।
তথায় পাইলাম বর মনসার নিকট ॥
বর দিয়া কহে শুন সোনা অভাগিনী।
বিয়ার রাত্রে তোমার পুত্র হারাবে পরাণী ॥
দেবতার সত্যবাণী কভু নহে আন।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় সন্নিধান ॥
চম্পক নগর মধ্যে দেও ত ঘোষণা।
নৃত্য গীত বাদ্য আর বিয়া কর নানা ॥
সোনেকার বচনে চান্দর বড় হইল হাস।
এই মুখে কর তুমি আমার গৃহবাস ॥
লক্ষ্মীন্দরের বিয়া শুনি সর্ব্বলোকে সুখী।
কেন বা কাঁদিছ প্রিয়ে হয়ে অধোমুখী ॥
স্বামীর বোলে সোনেকার দুঃখ লাগে গায়
ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়ে স্বামীর দুই পায় ॥

কোন অপরাধ করি নাই বিধাতার ঠাঁই।
তবে কেন এত তাপ দিতেছ গোসাঞি॥
চান্দ বলে শুন প্রিয়ে আমার উত্তর।
মহাদেব আমারে দিয়াছেন পুত্র বর॥
প্রকারে প্রবন্ধে আজি করিব উপায়।
বিবাহের রাত্রি গেলে নাহি আর ভয়॥

লোহার বাসর প্রস্তুত।

লোহার মন্দির ঘর করিব গঠন।
তাহার মধ্যে রজনীতে থুইব দুইজন॥
গাড়ুরিয়া ওঝা থোবা চৌদিকে রক্ষক।
দেখিয়া পলায় যেন বাসুকি তক্ষক॥
স্বামীর কথায় সোনেকা খানিক হইলা স্থির
সোনার আবাস হৈতে চান্দ হইলা বাহির॥
বিপরীত কর্ম্ম করিতে চান্দ ভাল জানে।
চৌদ্দ শত কর্ম্মকার ডাক দিয়া আনে॥
তারাপতি কর্ম্মকার সকলের প্রধান।
অধিক গুণ তাহার জানে সর্ব্বকাম॥
দীর্ঘ দীর্ঘ হাত পা মাথায় কটা চুল।
ডান হাতে হাতুর বাম হাতেতে তুল॥
পিঙ্গল মাথার চুল বেঁকা কাকালি।
নাকে মুখে চক্ষুতে লাগিয়াছে কালি॥
চান্দ বলে শুন বাক্য কর্ম্মকার ভায়া।
যে বাক্য বলি আমি শুন মন দিয়া॥
বিয়াতে লখাই আজি যাইবে উজানি।
ছল পাইয়া ছলে লঘুজাতি কাণী॥
মোর ঘরে আসিয়া বলিছে বীরদর্পে।
বিয়ার রাত্রে লক্ষীন্দর দংশিবে কাল সর্পে॥
ঘরে বসি নেমক খাও কিছু নাহি তার।
আজি যে জানিব ভাই চাতুরী তোমার॥

স্ত্রী-পুত্রের দয়া থাকে প্রাণে থাকে ডর।
সবে মিলি কর ঘর লোহার বাসর॥
শীঘ্র করি কার্য্যে মন দেও গো তোমরা।
দুই প্রহরের মধ্যে বাসর করিবা সারা॥
সুন্দর লোহার ঘর তাহে ঘাট পাট।
একভিতে দ্বার থুইয়া লাগাও কবাট॥
কুলুপ কপাট চাপিও এক ভায়।
বায়ু না সঞ্চারে যেন পিপড়া না যায়॥
সকল কামারে মিলি ঝাটে কর তাড়া।
দুই প্রহরের মধ্যে ঘর হইতে চাহে সারা॥
আবাসের বাহিরে আছে ঠাঁই স্বতন্তর।
সেইখানে গাড়ো গিয়া লোহার বাসর॥
চান্দর আগে তারাপতি হাতযোড়ে কয়।
পণ্ডিত সুন্দর তুমি অতি শুদ্ধকায়॥
তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘিতে প্রাণে বাসি ডর।
সকলে গঠিয়া দিব লোহার বাসর॥
সকল কামারে মিলি করিলেক ধ্যান।
বিশ্বকর্ম্মা স্মরি সবে পাতিল দোকান॥
গাবর পাইক লইয়া যায় হাজার হাজার।
ভাণ্ডার হইতে লোহা নেয় গোলার অঙ্গার॥
বিদায় হইয়া কর্ম্মকার চলে আথেব্যথে।
ঘরের স্থান ভাও গিয়া করে ভালমতে॥
সকল পাইক লইয়া একত্রে করিল মেলা।
ভাণ্ডার হইতে আনে লোহা আঙ্গারের ছালা।
পর্ব্বত প্রমাণ লোহা থুইল রাশি রাশি।
দোকানের অগ্নি দেখি বড় ভয় বাসি॥
কেহ লোহা পোড়া দেয় কেহ তাই হাতি।
আগুণে পুড়িয়া লোহা করিলেক পাতি॥
অগ্নি হেন জ্বলে লোহা দেখি লাগে ভয়।
প্রভাত কালেতে যেন সূর্য্যের উদয়॥
অতিতপ্ত হইল লোহা অগ্নির সমান।
দোহাতিয়া বাড়ি দিয়া করে খান খান॥

লোহা তাতাইয়া কামারগণ করে গণ্ডগোল।
কেহ বলে আতা তাতা কেহ বলে তোল॥
একেবারে কামারগণ করে হুড়াহুড়ি।
কামারের বোল চাল হাতুরের বাড়ি॥
কামারের হুড়াহুড়ি লোহার ঝনঝনি।
নাগে ফোঁফায় যেন হাতিয়ার শব্দ শুনি॥
অতি শীঘ্র অগ্নি জ্বলে গায় পড়ে ঘাম।
কেহ গড়ে লোহার ভিটি কেহ গড়ে থাম॥
হাজারে হাজারে কামার করে কিল কিল।
কেহ গড়ে কবাট কেহ গড়ে খিল॥
তারাপতি কর্ম্মকার চাতুরী ভাল জানে।
বাছিয়া বাছিয়া কামার লইল জনে জনে॥
বিশ্বকর্ম্মা স্মরিয়া স্মরিল দেবী আই।
বিটার বেকা ভাঙ্গিয়া যুথিল ঠাই ঠাই॥
আড়ে সাত গজ নয় গজ দীর্ঘে।
প্রমাণ করিল ঘর নয় গজ উভে॥
ঝাটিতে সারিয়া কামার করে ত্বরা।
খুটির উপর চড়িয়া ঘর করে সারা॥
চাল গড়ি তারাপতি হাতে লইল রুয়া
কষিয়া বান্ধিয়া তাতে দাড় করে টুয়া॥
ঘর বান্ধিয়া কামার নামিল ভূমিত।
চারি খান লোহার বেড়া দিল চারিভিত॥
আগা গোড়া যাড়াইয়া বাসরে দিল ভাও।
পিপীড়ার সঞ্চার নাই না সঞ্চারে বাও॥
চান্দর কার্য্যে কর্ম্মকারের মনের আশা অতি
কোণে কোণে মিলাইয়া দিল লোহার পাতি॥
ঘর নির্ম্মাইয়া তারা ঘরে গেল ঝাট।
এক ভিতে দ্বার থুইয়া লাগাইল কবাট।
বাহির দিয়া তবে সর্ব্বলোকে চাই।
থাকুক অন্যের কাজ বায়ুগতি নাই॥
নির্ম্মাইল লোহার ঘর অতি আনন্দিত।
পাত্র মিত্র লইয়া চান্দ আসিল ত্বরিত॥
লোহার ঘর দেখিয়া হাসেন কৌতুকে।
তারাপতি লইয়া চান্দ ঘরের ভিতর ঢোকে॥
আঁখি মেলিয়া চাহে ঘরের চারি পাশে।
সুতার সঞ্চার নাই বায়ু না প্রকাশে॥
সাত পাঁচ ভাবিয়া চান্দ চিত্ত করে সার।
জনে জনে ইনাম দিয়া পাঠায় কামার॥
লোহার ঘর গড়িয়া যায় কামার সকল।
নেতার সঙ্গে পদ্মাবতী চিন্তিয়া বিকল॥

তারাপতির সহিত মনসার কথোপকথন।

দেবী বলেন নেতা কি হবে উপায়।
বাসর গড়িয়া কামার এখন ঘরে যায়॥
মোরে বুদ্ধি বল নেতা রজকের ঝী।
বানাইল লোহার ঘর এখন করি কি॥
নেতা বলে পদ্মাবতী শুনহ বচন।
কামারেরা সবে ঘর করেছে গঠন॥
ত্বরিত গমনে তুমি তার স্থানে যাও।
হিতোপদেশ কথা কিছু গিয়া কও॥
নেতার বোল পদ্মাবতী মনে মনে পাঁচে
নিজ মুর্ত্তি ধরিয়া গেল কামারের কাছে
ত্বরিত করিয়া হাটে যেন দূর পথে।
সম্মুখে দেখিল কামার পদ্মা নাগরথে॥
দূরেতে পদ্মারে দেখি কামার চিন্তিত।
কোথা হইতে নাগরথ আসিল আচম্বিত
রহ রহ বলিয়া পদ্মা ডাক দিল কোপে।
চৌদ্দ শত কামার রহিল এক চাপে॥
পদ্মা বলেন শুন কামার তারাপতি।
মহাদেবের কন্যা আমি দেবী পদ্মাবতী॥

চান্দর সনে বাদ মোর সর্ব্বলোকে জানে।
তাহার কার্য্য সাধিতে আসিলাম তোমার স্থানে
আমার বচন শুন না হইও চিন্তিত।
এক কোণে ছিদ্র গিয়া রাখহ ত্বরিত॥
পুত্রের কারণে মোরে নানা মন্দ কয়।
আজ রাত্রিতে তাহার বংশ করিব ক্ষয়॥
শিমুল তূলা দিয়া আচ্ছাদিও মুখে।
শতেক বার চাহিলে যেন চান্দ নাহি দেখে॥
লোহার ঘরে ছিদ্র রাখ কহিলাম তোমার ঠাঁই
আমি তুষ্ট হইলে তোমার যমের ভয় নাই॥
পদ্মার বচনে কামারের মন অসুস্থ।
প্রণাম পূর্ব্বক কহে যোড় করি হস্ত॥
অষ্টনাগের মাতা তুমি পূজে দেবগণে।
তুমি নষ্ট করিলে রাখিবে কোন জনে॥
আর দেক নাহ তুমি মহাদেবের ঝী।
আপনে সকল জান মুই বলব কি॥
আমি ত মনুষ্যজাতি হীন কর্ম্মকার।
আপনি আমারে সাধ এ কোন ব্যবহার॥
যাহার লবণ খাই তাহার কর্ম্ম করি।
আরের কোপে ভয় নাই চান্দর কোপে মরি।
চান্দ যেমন কহে তেমন কর্ম্ম করি।
চান্দর বাক্য আমি কভু খণ্ডাইতে না পারি॥
এখানে আমারে সাধ বিষহরি আই।
পূর্ব্বে কেন এ কথা না কহিলা মোর ঠাঁই॥
হের দেখ রাজপ্রসাদ পাইয়া মাত্র আসি।
এখানে যাইতে আমি চান্দর ভয় বাসি॥
আপনে দেখেছে ঘর চান্দর অধিকারী।
কোন্ প্রাণে সেই ঘর ছিদ্র থুইতে পারি॥
কোপ কর তাপ কর যে হয় উচিত।
লোহার ঘরে ছিদ্র থুতে বড় বাসি ভীত॥
আমার ঘর হইতে মা তোমার কার্য্য নাই।
আর উপায়ে দংশ গিয়া সুন্দর লখাই॥

কামারের কথায় দুঃখ লাগে বৈরী।
সংবাদ পড়িল গাইন বলরে লাচারী

ছাড় কামার জীবনের আশা। (ধুয়া)

লইব লখাইর জীবন, রাখিবে কোন জন,
মোর সনে কে করে বিবাদ।
নাশিব তাহার বংশ, সমূলে করিব ধ্বংস,
ঘুচাইব বিবাদের সাধ॥
আমারে কে নাহি জানে, গৌরীরে বধিলাম প্রাণে,
মহাদেব বিষে অচেতন।
আমি শুভদৃষ্টি করি, বাঁচাইলাম ত্রিপুরারি,
মোরে শঙ্কা করে দেবগণ॥
খণ্ডিল চান্দর বাদ, তোমার আজি প্রমাদ,
শুন কামার আমার বচন।
শুন কামার দুরাচারী, অনিরুদ্ধ উষা হরি,
যম সনে করিলাম রণ॥
লইয়া আইলাম আপন পুরী, যম গেল রণে হারি,
লজ্জা পাইল রবির নন্দন।
শুনেছ ওঝা শঙ্কুরায়, প্রাণ দিল মোর ঘায়,
অদ্যাপিও ঘোষে ত্রিভুবন॥
তোমরা সামান্য নর, যদি শুভ ইচ্ছা কর,
বাসরেতে আস ছিদ্র করি।
কহিলাম সারাৎসার, নহিলে নাহি নিস্তার
মোর নাম জান বিষহরী॥
অতি সূক্ষ্ম কর ছিদ্র, রহিবে নহিলে ভদ্র,
সত্য বাক্য জানিও আমার।
পদ্মাবতী দরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
বড় ভয় পাইল কামার॥

কামারের বোলে পদ্মা জ্বলিলেক কোপে।
অতি ক্রোধে পদ্মাবতী থর থর কাঁপে॥
দেব মূর্ত্তি এড়িয়া নাগিনীমূর্ত্তি ধরে।
সহস্র ফণা হইল দেখিতে ভয় করে॥

কোপ মনে পদ্মাবতী করে ছট্‌ফট্‌।
আচম্বিতে বামে দেখে মহাবৃক্ষ বট॥
সেই বট গাছে দেবী মারিলেক ছোপ।
প্রলয় অগ্নি যেন করেছে আটোপ॥
যে বিষে মোহ হইল দেব অধিকারী।
কাহার প্রাণে হেন বিষ সহিতে পারি॥
তেজবন্ত বৃক্ষগোটা অতি উচ্চকায়।
ভস্ম হইল সেই বৃক্ষ মনসার ঘায়॥
চিরকাল বৃক্ষগোটা যেন সুমেরু।
পদ্মার ঘায় ভস্ম হইল সেই তরু॥
মনসার চরিত্রে কামার হইল চিন্তিত।
মোহ গেল জন কত পড়িল ভুমিত॥
বাপ মা ভাই বলি কেহ ডাক ছাড়ি।
চীৎকার ছাড়িয়া কেহ বহে গড়াগড়ি॥
যত যত পক্ষীগণ করিয়াছিল মেলা।
বিষজ্বালে পুড়িয়া পড়িল বৃক্ষতলা॥
এ সব দেখিয়া ভয়ে কাঁপে হিয়া।
সাহস করি তারাপতি সম্মুখ হইল গিয়া
পদ্মাবতী বলে শুন অবোধ কামার।
মরিবার তরে কোপ বাড়াও আমার॥
এই যে বৃক্ষ গোটা হইয়াছে ছারখার।
হেন বৃক্ষ গোটা দেখ জীয়াই আর বার॥
এতেক বলিয়া দেবী স্থির করে মন।
সেই ভস্ম লইয়া মন্ত্র জপিল তখন॥
মহাদেবের কন্যা দেবী নানা মায়া জানে।
আরবার বৃক্ষ গোটা জীয়াইল আপনে॥
গাছের মূলে দেবী জপিল মহাজ্ঞান।
পূর্ব্বে যেমন ছিল বৃক্ষ হইল তেমন॥
পক্ষী যত বৃক্ষ সনে হইয়াছিল পোড়া।
পদ্মার প্রতাপে সব আকাশে করে উড়া॥
এতেক দেখিয়া কামার মনে পাইল ভয়।
যোড় হাত করিয়া বলিল বিনয়॥

তারাপতি বলে শুন জগৎগৌরী আই।
তুমি মার চান্দ মারুক মরণ এড়ান নাই॥
তুষ্ট হইয়া ঘরে চল পদ্মাবতী আই।
তোমার কার্য্যে হের দেখ চান্দর ঠাঁই যাই॥
এই বর মাগি মা তোমার দুই পায়।
অসময়ের কালে তুমি হইবা সহায়॥
কামারের বচনে হাসে দেবী আই।
আমি বিদ্যমানে তোমার কোন দুঃখ নাই॥
অনেক ভাবিয়া যুক্তি করিল নিশ্চয়।
আরবার কামারগণ চান্দর ঠাঁই যায়॥
কর্ম্মকার দেখিয়া পুছিল সদাগর।
ফিরিয়া তোমরা কেন আসিলা আর বার॥
কর্ম্মকার বলে শুন সাধু মহাশয়।
যে কার্য্যে আসিছি তাহা কহিতে বাসি ভয়॥
তোমার লবণে মোদের বাঁচিছে পরাণ।
ভয় বাসি করিতে তোমার কথার আন॥
জন কয়েক ছাওয়াল ছিল অবোধ চরিত।
আথেব্যথে গড়িয়াছে কার্য্যে না দিছে চিত॥
অতি বড় কাঁচা লোহা আছিল তাহার ঠাঁই।
হেন লোহা ঘরে লাগাইয়াছে কহিতে ডরাই॥
গড়িবার কালে কেহ না করিলাম বিচার।
পথে যাইতে তাহার বার্ত্তা পাইলাম সার॥
ছিদ্র চাহিতে তোমার বৈরী পাছে ছলে।
না জানি প্রকাশ পাইলে কিবা দৈব ফলে॥
যদি আজ্ঞা কর মোরে রাজ্যের ঠাকুর।
উড়ানিয়া লোহা খান কাটিয়া করি দূর॥
পণ্ডিতের বুদ্ধি টোটে আপদ সময়।
কামারের কথা এখন চান্দর মনে লয়॥
হিত বাক্যে কোপ করে সে জন বর্ব্বর।
আপনার সুখে গড় লোহার বাসর॥
চান্দর বোলে কর্ম্মকার পাইয়া অবসর।
ত্বরিত গমনে গেলা যথা লোহার ঘর॥

চালে উঠিল গিয়া মনের কৌতুকে।
অন্তরীক্ষে পদ্মাবতী নাগরথে দেখে॥
চান্দর বংশনাশ করিতে হাতুর লইল হাতে।
কার্য্য পাইয়া চতুর্দ্দিকে চাহে আথেব্যথে॥
বাটালিতে ঘা দিয়া লোহা করিল দূর।
সবা হইতে তারাপতি গঠনে চতুর॥
মিছা মিছি টাকি টুকি করিয়া বড় বড়।
হাতুরের ঘা দিয়া চাল করিল দড়॥
বাটালিতে ঘা দিয়া চাল করিল পাড়।
অন্যে আসিতে নারে স্থতার সঞ্চার॥
লক্ষ্মীন্দরের মরণ পথ থুইল ভাল মতে।
তূলা দিয়া কর্ম্মকার ঢাকে আথেব্যথে॥
সকল কামারে দেখে উভা করি আঁখি।
এক তিল ছিদ্র নাহি ঘরের মধ্যে দেখি॥
চাল হইতে কর্ম্মকার নামে ভূমিতলে।
ঘর দেখিতে সদাগর আসিল কুতূহলে॥
উলটী পালটি ঘর ঘন ঘন চাহি॥
নিরখিল লোহার ঘর কোন ছিদ্র নাহি॥
লোহার ঘর দেখিয়া সাধু হরষ অপার।
গুয়া পান দিয়া তবে পাঠাইল কামার॥

ঘরেতে কামারগণ চলে আথেব্যথে।
অন্তরীক্ষে পদ্মাবতী হাসেন নাগরথে॥
তারাপতি কামারেরে পদ্মা দিল বর।
চিরকাল জীও তুমি দুঃখ নাহি আর॥
বর পাইয়া কামার হইল হরষিত।
মেলানী করিয়া গেল আপন পুরীত॥
বুদ্ধির সাগর চান্দ বিচারে পণ্ডিত।
হেনজন কামারে ভাণ্ডিল আচম্বিত॥
চালে যত পক্ষিগণ সারি সারি চড়ে।
বাইশ গজ দেওয়াল শোভে চারি ধারে॥
বড় বড় পাইকগণ সংগ্রামে চাতুরী।
হাতে অস্ত্র চারিদিক দিলেক প্রহরী॥

গারুড়িয়া ওঝা সব থুইল চারি পাশে।
যাহার নাম হইলে সর্প পলায় তরাসে॥
পর্ব্বতের ঔষধ আনি থুইল চারি ভিতে॥
চারি মাল থুইল ঘরের চারি ভিতে॥
রাজ্যের ঠাকুর চান্দ মনে বড় রঙ্গ।
ঘরের চারি ধারে থুইল পোষানিয়া কঙ্ক॥
কা কা করিয়া কঙ্ক উচ্চৈঃস্বরে ডাকে।
পোষানিয়া ময়ুর বেড়ায় ঝাঁকে ঝাঁকে॥
অতি উচ্চ লোহার ঘর যেন দেউল।
চারিদিকে থুইল পোষানিয়া নেউল॥
ঝাঁকে ঝাঁকে বেড়ায় নেউল
ঘরের বাহিরে ফেরে
সর্পের লাগ পাইলে বিকট দন্তে ছেঁড়ে॥
হেন মতে লোহার ঘর করিয়া সন্ধান।
আপন আবাসে চান্দ করিল পয়ান॥

বিবাহ যাত্রা।

সাধু সাধু মনসা কুমারী। (ধুয়া)

জন্মিল কমলবনে, স্তুতি করে দেবগণে,
অযোনিসম্ভবা নাগজাতি।
হেন কহে বেদ আদি, তুমি সৃষ্টির পতি,
ত্রিদশ দেবতা তোমা পূজে॥
যে জন তোমারে পূজে, ইহকালে সুখে ভুঞ্জে,
পরলোকে যায় শিবপুরী।
জানকী নাথের বাণী, শুন দেব ব্রাহ্মণী,
অভয়চরণে দেও ছায়া॥
জরৎকারু মুনিবর, ব্রহ্মা আদি করে ডর,
ইন্দ্র আসি সেবয়ে চরণে।
সেই মুনিরাজ বলে, তোমার বিয়েতে চলে,
জীয়াইলা শিবের বচনে॥

কাৰ্ত্তিক গণ ...তি, শিব লাগি করে স্তুতি,
ক্ষীরোদ মথন বিষপানে।
বিজয় গুপ্তে কহে স্যার, মোর গতি নাহি আর,
ছায়া দেও অভয় চরণে॥

এইরূপে রাখিয়া লোহার বাসর।
কটক সাজাইতে চলে চান্দ সদাগর॥
তাকিয়া ভর দিয়া বসিলা নৃপমণি।
ডাক দিয়া আনিলেক বলাধিকরণী॥
ধর ধর বলাধিক খাও গুয়া পাণ।
লখাইর সঙ্গে কটক যাইবে সাজাইয়া আন
রাজকার্য্যে বলাধিক বড়ই চতুর।
কটক সাজাইল দুই দণ্ডের ভিতর॥
সাজ সাজ করিয়া শিঙ্গায় দিল ফুঁক।
হাতে অস্ত্র সাজিয়া আইল হাজার তুরুক
সাজ সাজ করিয়া বাদ্য বাজে ঘন ঘন।
বানকী পাইক লড়ে সমগ্র ব্রাহ্মণ॥
চল চল বলিয়া দূতে সর্ব্বলোকে বলে।
কান্দে খাড়া লইয়া লেঙ্গা পাইক চলে॥
বন্দুক সিপাই চলে ধায় উভা লড়ে।
তাড়াতাড়ি মাহুতগণ হস্তীর পৃষ্ঠে চড়ে॥
বড় বড় ছাওয়ালের মাথায় উভা টিকি।
বিয়া দেখিতে যায় তারা বাপ মা লুকি॥
চলিল চান্দর কটক যুড়িয়া ধরণী।
সংবাদ দিতে আইল বলাধিকরণী॥
রায়বাঁশিয়া পাইক সব বড় বড় গোঁপ।
চৌদ্দ শত পাইক লড়ে বাঁশর আগায় থোপ।
তিন হাজার কামানি পাইক নয় হাজার ঢাল।
থরে থরে চলিয়াছে বড় দেখি ভাল॥
সহরিয়া পাইক সব চলে উভা লড়ে।
তাড়াতাড়ি মাহুত সকল ঘোড়ার উপর চড়ে
চম্পক নগর মধ্যে যাহার বসতি।
বিবাহ দেখিতে যায় লখাই সংহতি॥
চৌদ্দ শত চলিয়াছে কুলীন স্বজন।
তিন শত ভাট চলে নয় শত ব্রাহ্মণ॥
শুক্লবস্ত্র পরিধান মাথায় ফুলের ডালি।
বিয়া দেখিতে চলে নয় শত মালী॥
তের শত গাবর পাইক মাথায় সবার বোঝা
দুই সহস্র চলিয়াছে গারুড়িয়া ওঝা॥
পট্টবস্ত্র পরিধান বড় দেখি শোভা।
এক চাপে চলিয়াছে সাত শত ধোপা॥
সারি দিয়া কটক চলিয়াছে হাতাহাতি।
বার শত জুগী চলে তের শত তাঁতী॥
চারি শত কুমার চলিল হরষিতে।
কাছে কাছে চলিয়াছে শতেক নাপিতে॥
চম্পক নগরের রাজা উজানীতে গেলা।
সাত শত চলিয়াছে সোনা রূপার দোলা॥
সাজিল বণিক চান্দ নাহি ওরপার।
নিরালম্ব লোক চলে হাজার হাজার॥
সাত হাজার চলিয়াছে বিদ্যুৎ বাজিকর।
তিন শত চলিয়াছে প্রধান শ্রুতিধর॥
চম্পক নগরের লোক নানা ধনে রঙ্গ।
সম্ভরখানা চলিয়াছে সোণার পালঙ্ক॥
অতি বড় শব্দ শুনি যেন বহে ঝড়।
নয় শত কাওলি চলে তের শত নড়॥
মহাশব্দে বাদ্য বাজে শুনি বড় রঙ্গ।
দুই হাজার ঢাক চলে হাজার মৃদঙ্গ॥
চলিল চান্দর কটক করিয়া পরিপাটী
হাতে করিয়া আনিতে পারে উজানীর মাটি॥
চলিল চান্দর কটক, কহন না যায়।
এক মুখে লেখা দিতে লাগে মাস ছয়॥
কটক সাজাইয়া চান্দর আনন্দিত মন।
পুরীর মধ্যে সদাগর করিল গমন॥

উজানী চলিল লখাই কৌতুক হৈল বৈরী।
সংবাদ পড়িল গাইন বলিতে লাচারী ॥

বিজয় গুপ্ত সার কর, পদ্মাবতীর পায়,
মুক্তি পদ দিবা অন্ত কালে ॥

বিদেশে কুমার যায়, কাতর হৃদয় মায়,
দশনে দংশিল বাম পায়।
তোমারে বিদেশে দিয়া, পাষাণে বান্ধিয়া হিয়া,
তিলেক মাত্র না দেখিলে মরি।
অনেক কামনা করি, সেবিলাম বিষহরী,
সেই ফলে পাইলাম তোমারি ॥
পদ্মা বলিলেন মোরে, পুত্র বর দিলাম তোরে,
বিয়ার রাত্রে আনিব হরিয়া।
দারুণ পদ্মার বর, তারা ফেরে নিরন্তর,
প্রাণ বুঝাইব কিবা দিয়া ॥
যেবা এক পুত্রের মা, তার চিন্তা ঘোচে না,
সদা থাকি কাঁটা গাছের পরে।
বিদেশে যাইবা তুমি, পথ পানে চাই আমি,
এক দৃষ্টে রহিলাম ধ্যানে।
আমার নয়নের তারা, তিলেক মাঝে হই হারা,
আজ আমি রহিব কেমনে ॥
বাপ তোর অধিকারী, বচন বলিতে নারি,
বিয়া করি আসিও সকালে।
উজানী নগর বড়, বড়ই সে দুরন্তর,
উজানীতে লোক সব জ্ঞান জানে।
পরম সুন্দরী কত, আসিবেক শত শত,
ফিরিয়া না চাহিও কার পানে ॥
যত বণিকের নারী, আসিবেক সারি সারি,
কার পানে ফিরিয়া না চাইও।
পরিহাসী যত জন, তারা আসিবে যখন,
তাড়াতাড়ি বাপের কাছে যাইও ॥
দারুণ পদ্মার ডরে, লুকাইয়া রাখিছি তোরে,
আজু আমি করিলাম বিদিত।
যাবৎ আসিবা ঘর, কাঁপে মোর কলেবর,
যাবৎ আইস মোর কোলে।

কি বিদায় দিব বাছা মুই অভাগিনী।
ডোকর হারাইয়া যেন ডোকরে বাঘিনী ॥
একেশ্বর যাও তুমি আসিও দেশেরে।
বিবাহের রাত্রি বাছা পোহাইও কুশলে ॥
যাত্রা করিয়া লখাই উজানীতে যায়।
হেন কালে কোঁচার খোট বাঁধে দক্ষিণ পায়
আইয়ন্তের সিন্দুর দেখিতে পাইল কালা।
পথ মাঝে ভাড় ভাঙ্গি কাঁদিছে গোয়ালা ॥
এক গোপের ছেলে গোচারণে যায়।
যেও না যেও না বলি ডাকে তার মায় ॥
যাত্রাকালে মুকুট চালে গিয়া ঠেকে।
উড়িয়া গৃধিনী পক্ষী পড়িল সম্মুখে ॥
দক্ষিণে আছিল সর্প বামে লড়ালড়ি।
ভাঙ্গিল যাত্রাঘট বহে গড়াগড়ি ॥
কেহ বলে না যাইও ফিরিয়া ঘরে আয়।
বিয়ার রাত্রে তোরে পাছে কালসর্পে খায় ॥
বাধা না মানিয়া লখাই উজানীতে যায়।
মনসার চরণে বৈদ্য বিজয় গুপ্তে গায় ॥
শুভক্ষণ করিয়া লখাই দোলায় দিল পাও।
পাছে থাকি কেহ বলে রও রও রও ॥
বাও নাই বাতাস নাই লোকেব বিদিত।
ভাঙ্গিল যাত্রাঘট পড়িল ভূমিত ॥
আচম্বিতে পড়ে বাধা দৈবে যেবা থাকে।
দারুণ ঈশান কোনে কালজেঠী ডাকে ॥
দৈব গতি হৈল লখাইর অশুভ লক্ষণ।
লক্ষীন্দর জানিল না জানে অন্যজন ॥
নাকে হাত দিয়া লখাই মনে মনে পাঁচি।
শতেক প্রদীপ নিভে পাছে পড়ে হাঁচি ॥

যত যত বাধা পড়ে কেহ নাহি মানে।
উজানীতে চলে লখাই হরষিত মনে॥
মায়ের আবাস ছাড়ি লক্ষ্মীন্দর বীর।
আথেব্যথে হইলেন পুরীর বাহির॥
ঘোড়ার পৃষ্ঠে চড়ে লখাই পক্ষী যেন উড়ে।
লাফ দিয়া সদাগর হস্তীর পৃষ্ঠে চড়ে॥
মায়ের ঘর হইতে উজানীতে যায়।
দ্বারে থাকিয়া সোনা এক দৃষ্টে চায়॥
দুই পাশে নগরের লোক উর্দ্ধমুখে ধায়।
লখাইর সংহতি তারা উজানীতে যায়॥
গঙ্গাতীরের উত্তরে উজানীর সীম।
তাহা হইতে সাহের বাড়ী উত্তর পশ্চিম॥
সাহের নগরে লখাই যায় সেই পথে।
চারি দণ্ড লাগে মাত্র উজানীতে যাইতে॥
ধবল নামেতে নদী গাঙ্গরীর ডাল।
পার হয়ে যেতে হয় এই সে জঞ্জাল॥
জালুয়া ডোমের নারী আছে তার তরে।
দুই শত নৌকা দিয়া লোক পার করে॥
দেখিতে সুন্দর দেশ অতি অনুপম।
তাহাতে বসতি করে হরি সাধু নাম॥
যত সাধু সদাগর তাহাতে বসতি।
ব্রাহ্মণ সজ্জন বসে ভিন্ন নানাজাতি॥
তাহার মণ্ডল আছে হরি সাধু নাম।
দেখিতে সুন্দর বড় গুণে অনুপম॥
বিয়ার বেশে লখাইর মাথায় ধরে ছাতি।
তাহা দেখি হরি সাধুর স্থির নহে মতি॥
নগর মণ্ডল সাধু বিবাদে টনক।
শিঙ্গায় ফুঁ দিয়া সাজায় আপন কটক॥
কেহ বলে ধর ধর কেহ বলে কাট।
চৌদিক চাপিয়া উঠে হস্তী ঘোড়ার ঠাট॥
চান্দর তরে কহে সাধু দুঃখ লাগে বৈরী।
সংবাদ পড়িল গাইন বলরে লাচারি॥

এ কোন চাতুরী ভাইরে। (ধুয়া)

হরি সাধু বড় জন ধনে নহে হীন।
দ্বারেতে পাইক আছে লাখ দুই তিন॥
হস্তীতে চড়িয়া যায় চান্দ সদাগর।
হয় হস্তী কত আছে চান্দর নগর॥
হস্তী ঘোড়ায় সাজিয়া চলিছ সদাগর।
তুমি হেন কত আছে আমার নগর॥
মোরে না সম্ভাষিয়া কোথা যাও ভাইয়া।
সকল কটকে মিলি ঝাটে দেও গুয়া॥
ঘোড়ায় চড়িয়া হরি ফেরে চারিভিতে।
তর্জ্জে গর্জ্জে সদাগর খাণ্ডা লইয়া হাতে॥
নগর মণ্ডল আমি হরি সাধু নাম।
আমার নগর দিয়া যাও বড় অনুপম॥
অহঙ্কারে যে জন আসে মোর দেশে।
অহঙ্কার ভাঙ্গি তার অপমান পায় শেষে॥
তোমার মায় আমার মায় সহোদরা দুইজন
সেকারণ গৌরব রাখিছি এতক্ষণ॥
সম্বন্ধে হও তুমি মাসতুত ভাই।
আমারে না বোলাইয়া যাও ভাঙ্গিব বড়াই।
কোপে জ্বলে হরি সাধু জ্বলন্ত অঙ্গার।
দুই আঁখি জ্বলে যেন আকাশের তার॥
কোপ মনে সদাগর এক দৃষ্টে চায়।
মনসার চরণে বৈদ্য বিজয় গুপ্ত গায়॥
মার মার করে চান্দ বড় ভয়ঙ্কর।
দেখিয়া মণ্ডল সবে দিতে চাহে লড়॥
সোমাই পণ্ডিত বলে সুন সদাগর।
আমার বচন সাধু অবধান কর॥
যাত্রাকালে হুড়াহুড়ি কোন কার্য্য নাই।
গুয়া দিয়া তোষ মণ্ডল শুভ কার্য্যে যাই॥
চান্দ বলে মণ্ডল যদি খাও গুয়া পান।
মোর আগে কহ তুমি গুয়ার বাখান॥

বুদ্ধিতে আগল মণ্ডল জানে উপদেশ
যথায় জন্মিল গুয়া জানিত বিশেষ ॥
সানন্দ হৃদয়ে মণ্ডল সর্ব্ব কথা কয়।
লাচারী বলিতে ভাই এইত সময় ॥

চান্দর সাক্ষাত, যোড় করি হাত,
ধর্ম্মবরে কহে কথা।
গুয়ার বাগান, সভা বিদ্যমান,
কহিব শাস্ত্রের গাথা ॥
পাতাল ভবনে, বলির আশ্রমে,
বিস্তর বাড়িল পূজা ;
ভীমার্জ্জুন বীর, নকুল সুধীর,
কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির রাজ ॥
হরিদ্রায় ফলে, জামির
আর বর্ত্তমান কলা।
এক দ্রব্য চায়, তিন দ্রব্য পায়,
দেবকী গুয়া আনিলা ॥
অর্জ্জুন আনিল, গোবিন্দেরে দিল,
ফলিছে কৃষ্ণ বচনে।
পূর্ব্ব জন্ম ফলে, জন্ম ক্ষিতিতলে,
বড় প্রীতি তিনজনে ॥
প্রশ্নের উত্তর, করিয়া সত্বর,
চলে হরষিত মনে।
চান্দ হরষিতে, চলে উজানীতে,
সানন্দে বিজয় ভণে ॥

কহিতে কহিতে দুই সাধুর হ'ল পরিচয়।
হরি সাধু করিলেক অনেক বিনয় ॥
তোমার মায় আমার মায় মাসতুত বোন।
লক্ষ্মীন্দরের বিবাহে মোরে না বলিল কেন।
চান্দ বলে শোকে মোর তনু হইল শেষ।
বন্ধু-বান্ধব কাহারো না করিলাম উদ্দেশ।
এতেক বলিয়া দুই জনে করে কোলাকুলি।
তুষ্ট হইয়া চান্দ লইল সাধুর পায়ের ধূলি ॥
হরিষ গৌরবে তুষ্ট হইল সাধুর বালা।
হরি সাধুর গলে দিল পারিজাতের মালা ॥
তুষ্ট হইল হরি সাধু আনন্দিত হিয়া।
কটক সমেত চলিল দেখিবারে বিয়া ॥
মুক্তাসর দিয়া উজানীতে করে ধারী।
অর্দ্ধ প্রহরে পাইল সাহে বাণিয়ার বাড়ী ॥
বুদ্ধিতে আগল শাহে বিবাহ কর্ম্মযোগে।
সকল কটক সাজাইয়া থুইয়াছে আগে ॥
দুই কটকে মিশামিশি হইল বোল চাল।
দুই সমুদ্রের জল যেন হইল উথাল ॥
বাদ্যের শব্দেতে লোকের কর্ণে লাগে তালি।
বাদ্যের বিষম শব্দ করে হুলাহুলি ॥
দশ হাজার ঢোল বাজে পাঁচশত কাসি।
চারি হাজার দামামা কাড়া ছয় আশি ॥
কত যে বাজিছে বাদ্য গণন না যায়।
ফাটিছে সবার কর্ণ বাদ্যের ঘায় ॥
সবা হইতে সুমিত্রার গুণ কব কত।
মঙ্গল আচার করে যথাবিধি মত ॥
দুই ভিতে রম্ভা তরু করিল রোপণ।
আম্রপল্লব দিয়া কুম্ভ করিল স্থাপন ॥
দড় করিয়া গোড়া করে টান।
তাহার বাহিরে রোপিল সাত গাছ মান ॥
দক্ষিণে অশ্বত্থ রোপে বামে রাখে কেওয়া।
চারি কোণে কুপিলেক চারি গাছি ছেওয়া ॥
গোসাই মৃত্তিকা দিয়া উপরে করে ঠাঁই।
সেইখানে দাঁড়াইবে সুন্দর লখাই ॥
মামায় ভাগিনায় যুড়িয়া দিল হাল।
উপরে তুলিয়া বাঁধে পুরান জোঁয়াল ॥
আর নারী হৈতে সুমিত্রার গুণ সাচ।
উভা করি রোপিল দ্বারে কলাগাছ ॥

কাটারীতে কাটিয়া সুন্দর করে কলা।
সর্ব্বাঙ্গ গায় হানিয়া দিল পুরাণ চাইর শলা॥
তুলা দিয়া জড়াইয়া শলা করিল মোটা।
ঘৃতে মাখিয়া জ্বালে প্রদীপ সাত গোটা॥
বাপ হইতে মায়ের অধিক লাগে ব্যথা।
মাটির তলে পোতে নিয়া গরুর মাথা॥
কটক সহিত লখাই রহিছে বাহির ঘাটা।
রাজবেশে সাজিয়া আসে সাহের ছয় বেটা॥
সাঁজন ঘোড়ায় চড়িয়া ধাইয়া চলে বেগে।
সারি দিয়া দাঁড়াইল লক্ষ্মীন্দরের আগে॥
হইল বিয়ার ক্ষণ বাহিরে রহিল দাঁড়া।
লক্ষ্মীন্দর আনিতে সাহে ঝাটে করে ত্বরা॥
সাহের পুত্র হরি সাধু বিচারে পণ্ডিত।
ঘোড়া হইতে লক্ষ্মীন্দরে নামাইল ভূমিত॥
পঞ্চ শব্দে নানা বাদ্য বাজে মনোহর।
হরি সাধু আগে হাটে পাছে লক্ষ্মীন্দর॥
হরি সাধুর উপরোধ এড়ান না যায়।
সাত গাছ কাছল ছোঁয়াইল বামপায়॥
আগে লক্ষ্মীন্দর হাটে হরি সাধু পাছে।
একে একে ডিঙ্গাইল কাছলা সাত গাছে॥
উলটিয়া চাহে লখাই বামে রহে হাল।
মাথার উপরে দেখে পুরাণ জোয়াল॥
লক্ষ্মীন্দর কোপ করে হরি সাধু হাসে।
তাড়াতাড়ি করে দোহে বাটিতে প্রবেশে॥
সুমিত্রার বড় ঘর নামে উদয়তারা।
সেইখানে দাঁড়াইল লক্ষ্মীন্দরের ঘোড়া॥
যেইখানে গোমাই করিয়াছে লেপন।
সেইখানে লখাইরে দিল বসিতে আসন॥
লক্ষ্মীন্দরের রূপ সুমিত্রা এক দৃষ্টে চাহে।
বরণের সামগ্রী লইয়া আগে এল সাহে॥
গঙ্গাধর যাত্রাবর সোমাই পণ্ডিত।
দুইজনে পুরোহিত রহিল দুই ভিত॥
গঙ্গাধর বাক্য পড়ে সোমাই ধরে তর্ক।
পাদ্য অর্ঘ আচমন দিল মধুপর্ক॥
বসন ভূষণ দিল কস্তুরী চন্দন।
জামাই অর্চ্চিয়া দিল বহুমূল্য ধন॥
বরণ করিয়া সাধু হইলা এক ভিত।
নারীগণ লইয়া সুমিত্রা আসিল আচম্বিত॥
মঙ্গলশরা কাখে লইয়া হাতে ধরে দীপ।
এক শত আইও আসিল লখাইর সমীপ॥
হরষিত আইওগণ কৌতুক হইল বৈরী।
সংবাদ পড়িল ভাই বলরে লাচারী॥

—(০)—

লখাই বিচিত্রবেশে, আনন্দ সাহের দেশে,
ধন্য ধন্য চান্দর নন্দন।
মঙ্গল মৃদঙ্গ বাজে, বরণে সুমিত্রা সাজে,
কৌতুকে চলিল আইওগণ॥
মঙ্গল শরা লয়ে কাখে, সুমিত্রা চলিল আগে,
পট্টবস্ত্রে বেড়িয়া শরীর।
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করি, যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী,
আইওগণ চলে ধীরে ধীর॥
কমলা বিমলা সতী, শশী আর হেমবতী,
তারাবতী রোহিনী রমণী।
সুগন্ধা সুনন্দা সেনা, সীতা সতী দেবসেনা,
চৌদ্দ আইও আসিল ব্রাহ্মণী॥
কৌশল্যা কুমারী রমা, পদ্মাবতী মনোরমা,
যশোদা আর সুধা সত্যবতী।
ললনা মোহনা জয়া, লীলাবতী মহামায়া,
বিজয়া, বিনতা, সরস্বতী॥
ভবানী সুশীলা রতি, চিত্ররেখা ভানুমতি,
যশোদা যমুনা চন্দ্রকলা।
যত আযো আসে ঠানে, কে কাহার নাম জানে,
যত সবে গাহেন মঙ্গলে॥
পরস্পর সর্ব্বজন, করি বর দরশন,
আনন্দে বিভোর সর্ব্বজনে।

পদ্মাবতী দরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
যাহারে সদয় নারায়ণে॥

বিয়ার দিন জামাই ছুইলে দোষ নাই।
আপনে সুমিত্রা বরে বেহুলার জামাই॥
সুমিত্রা করিল যত অর্চ্চন মঙ্গল।
লখাইর দুই চক্ষুতে দিলেক কাজল॥
চৌদিকে আইওগণ চাহে এক দৃষ্টে।
হস্তলেপ দিল লখাইর বুকে আর পৃষ্ঠে॥
লখাই বরিয়া সুমিত্রা করিল গমন।
লখাইর রূপ দেখিয়া কৌতুক আইওগণ॥
কামবাণে বিকল আইও মুখে নাহি বাণী।
নিকটে থাকিয়া কেহ করে কাণাকাণি॥
লখাইর রূপে মোহিত হইল যতেক যুবতী
মনে মনে ভাবিলেক আপনার পতি॥
কেহ বলে হরি হরি জগতের পতি।
এই স্বামী যাহার সেই ভাগ্যবতী॥
আর আইও বলে তার নাম শশীমুখী।
হাতে পায় চারি গোদ পরম কৌতুকী॥
ঘরে আছে স্বামী মোর করে কিল কিল।
ইচ্ছা করে লখাইর সঙ্গে থাকি রাত্রিদিন॥
আর এক আইও আইল তার নাম রুই।
মস্তকে আছয়ে তার চুল গাছ দুই॥
আর এক আইও বলে তার নাম পাই।
চরু চরু দুই গাল তার নাকের উদ্দেশ নাই
পূর্ব্বজন্মে বেহুলা পূজিল শঙ্কর।
তেকারণে পাইল স্বামী বীর লক্ষ্মীন্দর॥
মুই অভাগিনী পাপ করিলাম প্রচুর।
তেকারণে প্রভু মোরে এতেক নিষ্ঠুর॥
আর এক আইও আইল তার নাম রাধা।
সেও বলে তার স্বামী পোষণীয়া গাধা॥
না মরে না জীয়ে বেটা করে ধুক ধুক।
সকল গায় নাহি তার কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর রূপ।
গড়িয়া বলদ হেন শুইয়া নিদ্রা যায়।
তাহারে কাটিয়া দি লখাইর দুই পায়॥
হেন স্বামীতে সাধ নাই মাগিয়া গিয়া খাই।
মাগিতে যাচিতে যেন লখাইর দেশে যাই॥
লখাইর দেশে মাগিয়া খায় সেও বড় সুখ।
হাঁটিতে বসিতে দেখি লখাইর চাঁদমুখ॥
দিন কয়েক যদি লখাই থাকে সাহের রাজ্যে।
আঁখি ঠারে লইয়া যাই কলা বনের মাঝে॥
এক আইও আইল তার নাম সুয়া।
সেও বলে তার স্বামী ডালুয়া বানরমুখা॥
আর এক আইও বলে কি করিব আর।
বাটুল মুক্তা হয় লখাই গাঁথিয়া দিব হার॥
আর এক আইও বলে হেন মনে লয়।
সুন্দর গামছা হয় সর্ব্বক্ষণ দিব গায়॥
আর এক আইও বলে দুঃখ লাগে বৈরী।
শীতল পাটী হই লখাই দিক গড়াগড়ি॥
আর এক আইও বলে আপন কপাল নিন্দ।
কাল সিন্দুর হয় লখাই কপাল ভরিয়া পিন্ধ॥
বেহুলা যেন কন্যা লখাই তেন দারা।
পাতিল জুথিয়া যেন কুমারে গড়া শরা॥
হেনকালে আসিল বুড়ি কয় জন।
বার্দ্ধক্যে বিকল অঙ্গ বিগত যৌবন॥
বুড়ী বলে বিধি দিল সফল জীবন।
কোন ঝাটে বলে মোর গিয়াছে যৌবন॥
গেল গেল যৌবন মোর ছারখার হইয়া।
মোর আঁখির ঠার কেবা দেখহ চাহিয়া॥
চক্ষু ভরি দেখ যদি এ বুড়ির ঠান।
কটাক্ষে মোহিত করি পুরুষের প্রাণ॥
আর এক বুড়ী আইল হাতে লয়ে লড়ি।
উরুতে ঝামটা দিয়া বলে তাড়াতাড়ি॥

কোন চক্ষে সুখদা মোরে বলে বুড়ী।
আমি বুড়ী হইলে আরেক গোদ বুড়ী
যে মোরে বুড়ী বলে তার মুখে দিব ছাই।
হের দেখ কাঁচা চুল আছে গাছ দুই॥
বুড়ী বলে মোর গা করে চস্ মস্।
পাকা জামিরে যেন উপাধিক রস্॥
উজানীর লোক মোরে জানে ভালমতে।
কাহার দর্প চূর্ণ না হইয়াছে মোর হাতে
স্বামীর ভাত মোরা কোন্ গুণে খাই।
বেহুলা ছাড়িয়া সঙ্গে যায়ত লখাই॥
পঞ্চ শরে দগ্ধ যত বণিকের নারী।
এই কালে বল ভাই সরস লাচারী॥

দেখিয়া লখাইর ঠাম, বিকল বুড়ীর প্রাণ,
আপনা আপনি হুড়াহুড়ি।
বসনে ঢাকিয়া গায়, আড়ে আঁখি বুড়ী চায়,
মদনে মোহিত হইল বুড়ী॥
পাকনা মাথার চুলে, দর্প করি বুড়ী বলে,
ঘন ঘন দিয়া উগিনাগি।
বিস্তর তাম্বুল ভোগে, দশন পড়িল বেগে,
মোরে বুড়ী বলে চক্ষুশোকী॥
কি ছার পামর দেশ, বায়ুর আগে পাকে কেশ,
না জানিয়া লোকে বলে বুড়ী।
পবনে শরীর দোষে, দিনে দিনে রক্ত শোষে,
তেকারণে চর্ম্ম হইল দড়ী॥
আপনার কার্য্য ফলে, লোকে মোরে বুড়া বলে,
বিধি মোরে বড়ই দারুণ।
লব জো ছাড়ি বুড়ী কয়, রসিক পুরুষে পায়,
তবে বুঝে বুড়া কি তরুণ॥
হাড়ী পাতিলের কালি, কিছু না রাখিল বুড়ী,
সকল নিয়া পাকা চুলে ঘসে।
কাছিয়া কাপড় পিন্ধে, গাবুর পুরুষ নিন্দে,
গাবুর পুরুষে লাগিল তরাসে॥

এইরূপে যে বুড়ী, কামভাবে হুড়াহুড়ি,
শুনিয়া হাসে সর্ব্বজনে।
পদ্মাবতী দরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
বুড়ী মৈল আইওর ভলনে॥

—:o:—

চৌদিকে জয় জয় দিল হুলাহুলি।
বিবাহের শুভক্ষণ হইল গোধূলি॥
পঞ্চস্বরে বাদ্য বাজে শুনি সুললিত।
নর্ত্তকী নাচে গাইনে গায় গীত॥
ধন্য ধন্য লক্ষ্মীন্দর বাখানে দেবগণ।
তোমার বিয়া চাহিতে দেবতার আগমন
সকলে রথে দেবগণ উজানীতে যায়।
বিজয় গুপ্ত স্তুতি করে মনসার পায়॥

বিবাহ সভায় দেবগণের আগমন।

নানা বাদ্য মনোহর, বিয়া করে লক্ষ্মীন্দর,
দেখিতে আসিল দেবগণ।
আপন বাহনে চড়ি, রঙ্গিল বিমান ভরি,
আনন্দে মগন সর্ব্বজন॥
হংসপৃষ্ঠে ভর করি, চতুর্ম্মুখে বেদ পড়ি,
আপনে আসিল প্রজাপতি।
শঙ্খ-চক্র গদা হাতে, গোবিন্দ গরুড় রথে,
দুই পাশে লক্ষ্মী সরস্বতী॥
বলদে শঙ্কর চলে, নয়নে অনল জ্বালে,
গলায় বিকট সাপের মালা।
বাঘছাল পরিধানে, এসেছে ডম্বুর করে,
কপালে বিমল শশিকলা॥
ময়ূরে কার্ত্তিক চলে, মহিষে শমন চলে,
মনুষ্যবাহনে ধনের ঈশ্বর।
হরিণে পবন রায়, ছাগলে অনল যায়,
সপ্ত ঘোড়ার রথে দিবাকর॥

মূষিক-বাহনে গতি, সবার আগে গণপতি,
সিন্দুরে মণ্ডিত স্থূলকায়া।
নাগপাশ দুই করে, হরিণে বরুণ লড়ে,
সিংহের পৃষ্ঠে দেবী মহামায়া॥
মকর বাহনে গতি, চলিলেন ভাগীরথী,
কোটি কোটি দেবতার সংহতি।
পারিজাত পুষ্পের মালা, ভূষিত করিয়া গলা,
ঐরাবতে চলে সুরপতি॥
আজ্ঞা দিল দেবরাজে, গগণে দুন্দুভি বাজে,
দেবে করে পুষ্প বরিষণ।
পদ্মাবতী দরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
যাহারে সদয় নারায়ণ॥

চান্দর পুত্রের বিয়া, তোমার সাহস হিয়া
তেকারণ উজানীতে মন।
তুমি উজানীতে গেলে, না জানি কি প্রমাদ ফলে
হেন কার্য্যে যাবে কোন জন॥
নেতার বাক্যের ভয়, হাসিয়া মনসা কয়
না বুঝিয়া বল হেন বাণী।
আমি উজানীতে যাব, দেবমেলে বিয়া চাব,
ইহাতে কি আছে গণ্ডগোল॥
শুনিয়া পদ্মার কথা কৌতুকে হাসেন নেতা,
কত ছল কর বিষহরী।
পদ্মাবতী দরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
রথ সাজাও রজক কুমারী॥

লক্ষ্মীন্দর বেহুলার বিয়া দেখে দেবগণ।
চিন্তায় বিকল হেথা মনসার মন॥
সাত পাঁচ পদ্মাবতী ভাবে মনে মন।
নেতা নেতা বলি ডাক দিল ততক্ষণ॥
ঝাটে রথ সাজাও নেতা উজানীতে যাই।
বিবাহ করে আজি সুন্দর লখাই॥
বেহুলা লখাইর বিয়া গোধূলির সময়।
চৌদিকে হুলাহুলি শুনি জয় জয়॥
নেতার বোলে পদ্মাবতী কৌতুক হইল বৈরী
সংবাদ পড়িল ভাই বলরে লাচারী॥

শুনগো রজকের ঝী, তুমি বা না জান কি,
বেহুলা মোর স্বরূপে হয় দাসী।
শিশুকাল হইতে পুজে, আজ তাহার বিয়ার কাজে,
না গেলে মনে দুঃখ বাসি॥
নেতা বলে বিষহরী, কপট চাতুরী করি,
তোমার কপট দুষ্ট মায়া।
এই কি না জানম সার, কপট না কর আর,
তোমার দাসী বুঝে তব মায়া॥

আ গো নেতা চল গো উজানী রাজ্যে যাই (ধুয়া)।
পদ্মাবতী সুবদনা, চলিল শিব নন্দিনী,
সর্ব্ব অঙ্গে নাগ আভরণ।
রক্তবস্ত্র পরিধান, রক্তপুষ্প বিভূষণ,
রক্তজবায় শোভিছে চরণ॥
যাইতে আকাশ পথ, বলেন সাজাও রথ,
বিলম্ব না সহে মোর প্রাণে।
রথ সাজাইয়া আনে, নাগে রথখান টানে,
তাহে পদ্মা উঠে নেতার সনে॥
বায়ুতে করিয়া ভর, চলে রথ শূন্যপর,
আসিয়া মিলিল দেবমেলে।
আসিল মনসা মায়, দেবগণে শঙ্কা পায়,
কি ঘটায় বিবাহের কালে॥
চণ্ডী বলে হরি হরি, বেহুলা না করিও রাঁড়ী,
শুন পদ্মা আমার বচন।
না করিও গণ্ডগোল, শুনহ আমার বোল,
দেবগণ আছে যতক্ষণ॥
আর কি কহিব আমি, পাষাণ অধিক তুমি,
ইহা আমি জানি চিরকাল।
বিজয় গুপ্ত বলে বাণী শুন মাতা হররাণী,
পদ্মা ভালবাসে যে জঞ্জাল॥

বেহুলার সাজন।

বেলা অবশেষ হইল গোধূলির সময়।
নারীগণে হুলাহুলি দিল জয় জয়॥
বিবাহের বেশ করে যত নারীগণ।
বেহুলারে দেখি সবে আনন্দিত মন॥
আঁচরিয়া বান্ধিল যতেক চারু কেশ।
বেশ ভূষা দিয়া তার করিল সুবেশ॥
অঙ্গেতে পরায় বেহুলার নানা আভরণ।
কটিতে পরায় বেহুলার বিচিত্র বসন॥
একেত বেহুলার রূপ আরো আভরণ।
রূপেতে করিল আলো শতেক যোজন॥
আঙ্গুলে অঙ্গুরী পরে গলায় মুক্তার মালা।
নাসায় বেশর দোলে হাতে স্বর্ণবালা॥
কবরী বাঁধিয়া বেহুলার মাথে দিল ফুল।
মধু খাবে বলিয়া আসে অলিকুল॥
পৃষ্ঠেতে দুলিছে বেণী ভুজঙ্গিনী প্রায়।
হাস্য বদনে যেন চপলা খেলায়॥
মুকুটের উপরে দিল চারি গোটা মণি।
আহা মরি কি শোভা যেন দিনমণি॥
কহিতে না পারে সবে বেহুলার বেশ।
আগরেতে সুবাসিত করিয়াছে কেশ॥
চক্ষুর ভ্রূ যেন আলতার রেখা।
পরম সুন্দর শোভে কাজলের লেখা॥
বান্ধুলি জিনিয়া তার অধর মধুর।
তাহা চাপি প্রবালের দর্প করে চূর॥
নেতের বসন দিল কুঁচাইয়া স্থান।
স্বর্গ-বিদ্যাধরী যেন হয় অনুমান॥
লক্ষ্মীন্দরের বিবাহেতে সর্ব্বলোক সুখী।
অন্তস্পট ঘুচাইয়া করে মুখামুখী॥
উচ্চৈঃস্বরে নানা বাদ্য বাজে ঘনে ঘন।
শুভক্ষণে দোঁহাকার হইল দরশন॥
লখাইর বেহুলার বিয়া সবে বলে ভাল।
মঙ্গল লাচারী গীত বল এই কাল॥

হইল গোধূলি বেলা, সুসজ্জিত করে বেহুলা,
নানা বাদ্য বাজে সুললিত।
হইলেক দরশন, আনন্দিত নারীগণ,
হুলাহুলি দিল চারি ভিত॥
বেহুলার দেখি ছাঁদ, আকাশে উঠিল চাঁদ,
পশ্চিমে নামিল দিনমণি।
আনন্দ-হৃদয় সাতে, একদৃষ্টি করি চাহে,
দোঁহাকার ফুলের বিছানি॥
দেখিতে সুন্দর রূপ, লক্ষ্মীন্দর অপরূপ,
রূপে গুণে বেহুলা নহে হীন।
বেহুলা সকল জানে, সাতবার সাবধানে,
লক্ষ্মীন্দরে করে প্রদক্ষিণ॥
বরমালা গলে দিল, আনন্দে মগন হৈল,
লক্ষীন্দর মনে পায় সুখ।
বেহুলা হয়ে নম্রমুখী, আধ আধ মেলে আঁখি,
পুন চাহে লক্ষ্মীন্দরের মুখ॥
আসিতে শিয়াল মায়, প্রণাম করিও জামাইর পায়,
শতেক বার ভকতি বিধানে।
সোনার প্রদীপ তুলিয়া ধরে, বারে বারে প্রণাম করে,
আঁখি মেলি চাহে একদৃষ্টে।
সোনার প্রদীপ তুলিয়া ধরে, বারে বারে প্রণাম করে,
হস্তে লেপ দিল বুকে পৃষ্ঠে॥
সুন্দর লখাইর বিয়া, দুটী আঙ্গু করে থুইয়া,
গুয়া চাউলে নিছুলি খেলায়।
দেখিয়া এসব রীত, বেহুলা লখাই হরষিত,
নানা সর্পে গারুড়ী খেলায়॥
স্বামী বটে লক্ষ্মীন্দর, যেমন কন্যা তেমন বর,
প্রশংসা করে দেবগণ।
দেখিয়া দোঁহার ঠাম, লাজ পায় রতিকাম
ধন্য ধন্য চান্দর নন্দন॥

ছত্র চলন।

কৌতুক চাওনি করে বাল লক্ষ্মীন্দর।
পঞ্চস্বরে নানা বাদ্য বাজে মনোহর॥
বিপদ নিকট হইলে বিধি পাছে লাগে।
আচম্বিত লক্ষ্মীন্দরের মাথার ছত্র ভাঙ্গে॥
হাস্য পরিহাসে সবে ছিল আনন্দিত।
হেন কালে মাথার ছত্র পড়িল ভূমিত॥
ভাঙ্গিল কনকছত্র শূন্য হইল শির।
হাহাকার করি কান্দে চক্ষে বহে নীর॥
কাণাকাণি করে যত বণিক সমাজ।
বিয়া কালে ছত্রভঙ্গ ভাল নহে কাজ॥
ঘরে থেকে সুমিত্রা যে ছাড়িল নিঃশ্বাস।
শুভ কাজে ছত্রভঙ্গ একি সর্ব্বনাশ॥
বিষাদ ভাবিয়া বলে যত দেবগণ।
বিয়াকালে ছত্রভঙ্গ অশুভ লক্ষণ॥
হাসিয়া বলিল তবে মহামায়া আই।
এ সব বৃত্তান্ত পুছ মনসার ঠাঁই॥
দেবীর কথায় সবে হাসিল বিস্তর।
একক মনসা থাকে সবে গেল ঘর॥
ভাঙ্গিয়া পড়িল ছত্র শূন্য হইল শির।
ভাবিয়া মনসা দেবী যুক্তি করে স্থির॥
আড়াইরাজ নামে সর্প জানে সর্ব্বজনা।
শত গজ ঘর যেন সেই নাগের ফণা॥
কপটে করিল কার্য্য কেহ নাহি জানে।
ডাক দিয়া পদ্মাবতী সেই নাগ আনে॥
ফণা ছাড়ি সেই নাগ আসে পাতাপাতি।
পদ্মার আদেশে গিয়া ধরে নাগছাতি॥
কাহার শকতি বুঝে দেবতার মায়া।
নাগছত্র মনসা লখাইর দিল ছায়া॥
যে থাকে বিধির মনে সে কথা না লড়ে।
মাথার উপরে নাগ লখাইর দৃষ্টি পড়ে॥
দর্পণে দেখিয়া নাগ যায় বড় ভীত।
কম্পিত শরীরে ডাক ছাড়ে বিপরীত॥
মহাবিষ সর্পবিষ লখাই দেখিয়া নিকটে।
মোহ গেল লক্ষ্মীন্দর প্রাণ নাহি ঘটে॥
সর্পের সম্ভ্রম বড় সোনেকার পো।
সর্প সর্প করিয়া লখাই তখন হইল মো॥
কপাটি লাগিল দন্তে লড় বড় করে গলা।
অচেতন হইয়া পড়ে লক্ষ্মীন্দর বালা॥
ভূমিতে পড়িল লখাই মুখে উঠে ফেণা।
হাহাকার করিয়া এবে উঠিল সর্ব্বজনা॥
লখাই বেড়িয়া কান্দে যত সব আই।
বিজয় গুপ্তের রাখ পদ্মাবতী মাই॥

সাহে সদাগর কান্দে লোটাইয়া ধরণী।
সোমাই পণ্ডিত কান্দে মুখে নাহি বাণী॥
সুমিত্রা অবধি কান্দে তার অন্ত নাই।
লখাইরে বেড়িয়া কান্দে বেহুলার ছয় ভাই
সাহের ছয় পুত্র কান্দে তার মুখ চাইয়া।
থাকুক অন্যের কাজ পদ্মার পোড়ে হিয়া।
লখাইর মরণে সর্ব্বলোকে করে শোক।
মাথায় হাত দিয়া কান্দে উজানীর লোক॥
নাকেতে নিশ্বাস নাহি ভূমি পড়ে আছে।
পুত্র পুত্র বলি চান্দ ধেয়ে গেল আছে॥
চন্দে বলে কোথায় গেল প্রাণের লখাই।
বিজয় গুপ্তেরে রাখ বিষহরী আই॥

কান্দে চাঁদ সদাগর, আগ পুত্র লক্ষ্মীন্দর,
দারুণ শোকেতে আমি হব দেশান্তরী।
তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি॥
নাহি করি ডাকাতি চুরি, তবু বিধি হৈল বৈরী,
বিদেশে আসিয়া পুত্র কারে দিলাম ডালি।
দেশে গেলে সবে মোরে দিবে গালি॥

কেহ বলে আছে লখাই কেহ বলে নাই।
সকরুণ কান্দে চান্দ আয় রে লখাই॥
নিষেধ করিল মোরে সোনেকা সুন্দরী।
সাজাইয়া আনি লখাই কারে দিলাম ডালি॥
নাহি জানি কর্ম্মফল কিবা করে কালে।
বিদেশে আনিয়া তোমা হাবালাম অকালে॥
ছয় পুত্র মরি মোর গেল পরলোক।
তোমারে দেখিয়া তার পাশরিলাম শোক॥
ছয় পুত্রের শোকে আমার স্থির নহে হিয়া।
এখনই মরিব আমি তোমা না দেখিয়া॥
নিদারুণ বিধাতার মনে নাহি ক্ষমা।
বৃদ্ধকালে পুত্রশোক পায় কোন জনা।
সাজিয়া আনিনু লখাই বিয়ার কারণ।
তাহাতে হইল কেন তোমার মরণ॥
কি বলিব আমি সোনাইর বিদ্যমান।
তোমা না দেখিয়া সোনা ত্যজিবে পরাণ॥
হাতে কমণ্ডলু লইয়া যাব নানা রাজ্যে।
চম্পক নগরে মুই যাব কোন কার্য্যে॥
না জানি কোন পাপ করিয়াছে কাণী।
কিম্বা বেহুলা বধূ হইবে ডাকিনী॥
ধূলায় ধুসর লখাই পড়িয়াছে ভূঁই।
মাগিয়া খাইব দেশে নাহি যাব মুই॥
দেশেতে যাইতে মোর আর কিবা সুখ।
আর না দেখিব আমি লখাইর চাঁদমুখ॥

বিদেশে হারাইলাম প্রাণের লখাই।
সেইকালে বলেছিল দৈবজ্ঞ গোসাঞি
নিশ্চয় বলিয়াছিল দৈবজ্ঞ গোসাঞি।
বিয়ার রাত্রে কালসাপে দংশিবে লখাই॥
কেহ বলে মরিয়াছে কেহ বলে আছে।
বেহুলার কপালে সিন্দুর গঙ্গাজলে ভাসে॥
বাহিয়া মুখের ফেণা পড়ে লখাইর গায়।
কি বলিবে শুনি তোর অভাগিনী মায়॥
নিভান আগুন লখাই দিলি রে জ্বালিয়া।
তোমার মরণ-বার্ত্তা কে কহিবে গিয়া॥
জলে ঝাঁপ দিব কিংবা ভক্ষিব গরল।
এ ছার জীবন আর রাখি কিবা ফল॥
নহে বিষ খেয়ে আমি পড়িব বিপাকে।
আমার অখ্যাতি যেন ভুবনেতে থাকে॥
শোকেতে বিকল চান্দ করয়ে বিলাপ।
হেন পুত্র বিয়োগে কেমনে থাকে বাপ॥
ছায়া-মণ্ডপের তলে চলিল লখাই।
আনন্দে মন্দিরে গেল বিষহরি আই॥
পুত্রশোকে কান্দে চান্দ মনে পেয়ে লাজ।
মনে মনে চিন্তে পদ্মা ভাল হল কাজ॥
সাত পাঁচ ভাবি পদ্মা স্থির করে চিত।
আপন মন্দিরে দেবী চলিল ত্বরিত॥
নিঃশব্দে গেল পদ্মা কেহ নাহি দেখে।
আগে পাছে নাগগণ চলে লাখে লাখে॥
লক্ষ্মীন্দর মোহ গেল কান্দে সর্ব্বলোকে।
নিঃশব্দে চলিল বেহুলা ব্যাকুল হইয়া শোকে॥
বিয়ার যতেক বেশ কিছু নাহি লড়ে।
সত্বরে চলিল বেহুলা পদ্মার গোচরে॥
বেহুলা আসিল পদ্মা বুঝিল বিপাক।
বড় বড় নাগে বলে দ্বার গিয়া রাখ॥
পদ্মা বলে নাগগণ শোন মোর কথা।
রথের চলানে মোর করে মাথা ব্যথা॥

সাবধানে থাক সব দুয়ারের পাশে।
আজি যেন পুরী মাঝে কেহ নাহি আসে॥
হাতে তালি দিয়া নাগ সুখে নিদ্রা যায়।
বাহিরে আসিয়া বেহুলা ডাকে দীর্ঘরায়॥
বেহুলা বলে কেবা আছে দ্বারের দুয়ারী।
আমি অভাগিনী বেহুলা সাহের কুমারী॥
বেহুলার বচনে কেহ নাহি রাও।
টলমল করে বেহুলা দ্বারে মারে ঘাও॥
বেহুলার উপরোধ এড়াইতে নারি।
কোপ মনে উত্তরিল ধামু দুয়ারী॥
ধামু বলে বেহুলা তুমি মিছা কার্য্যে যোঝ॥
বুড়ার ঝিয়ারী হয়ে কিছু নাহি বোঝ॥
নেতার সহিত আছে যুকতি কথন।
আজি পদ্মা সঙ্গে তব নহিবে দরশন॥
দূরে চল বেহুলা তুমি না কর উৎপাত।
প্রভাতে আসিও হবে পদ্মার সাক্ষাৎ॥
নাগের বচনে বেহুলা দুঃখিত হৃদয়।
বিনয়পূর্ব্বক স্তুতি করে অতিশয়॥
বেহুলা বলে ধামু তুমি না বলিও আর॥
তোমার সাক্ষাতে যত অবস্থা আমার॥
পদে পদে দুঃখ দিল দেবী বিষহরি।
ছাওয়াল চরিত্র আমি কি করিতে পারি॥
কোন্ অপরাধে মোর এতেক লাঞ্ছনা।
সাজিয়া দেখিতে আসি তাহে দ্বার মানা॥
পদে পদে অপমান কত সবে গায়।
তালে তালে ধরিলাম তোমাদের পায়॥
শিবের সেবক বাপ মুই তার ঝী।
না পাইলাম পদ্মার দেখা আর হইবে কি॥
এই কথা কহ গিয়া মনসার ঠাঁই।
দ্বার মানা হইল যদি আমি ঘরে যাই॥
এ বোল শুনিয়া নাগ করিছে মন্ত্রণা।
নিদ্রায় পদ্মার ঠাঁই যাবে কোন জনা॥

ধামু বলে নাগগণ নাহি বুঝ কাজ।
কোপেতে বেহুলা যাবে পাছে পাবা লাজ।
সতী পতিব্রতা বেহুলা তপেতে উৎকট।
অন্য দেব আরাধিয়া এড়াবে শঙ্কট॥
ঘরের সেবক আমি উদাসীন নই।
অবশ্য যাইব আমি মনসার ঠাঁই॥
রত্নখাটে বসিয়াছে দেবী বিষহরি।
প্রণাম করিয়া বলে ধামু দুয়ারী॥
ধামু বলে দেবী তুমি কর অবধান।
বাহিরে আসিয়া বেহুলা করে টানমান॥
নাহি জানি কোন কর্ম্মে আসে রাত্রিভাগে।
তোমার ভয়েতে দ্বার নাহি মেলে নাগে॥
প্রকার প্রবন্ধে ধামু যত কহে কথা।
পদ্মা নাহি রাও করে কোপে জ্বলে নেতা॥
নেতা বলে পদ্মা তোর বড় দুষ্টমতি।
তোর সেবা করে তার এতেক দুর্গতি॥
মায়ার রাক্ষসী তুমি বিবাদে আগল।
আপনার দোষে তুমি টেকাও কোন্দল॥
তোমার সমান খল আছে কোন জনা।
সাজিয়া দেখিতে আইল তাতে দ্বারে মানা॥
নেতা বলে পদ্মাবতী এ কোন উচিত।
হিতেরে আনিয়া কেন কর বিপরীত॥
কাল পাইয়া কর্ম্ম কর যেবা লয় মনে॥
বিয়ার কালে গণ্ডগোল কর কি কারণে॥
মোর বাক্য না শুনিয়া বেহুলারে দুঃখ দেও
তবে হবে মর্ত্তলোকে না পূজিবে কেও॥
নেতার বচনে পদ্মার নেউটিল মন।
হাতসানে কহে পদ্মা বেহুলারে গিয়া আন॥
পদ্মার বচনে ধামুর মনে হইল সুখ।
ত্বরিত চলিয়া গেল বেহুলার সম্মুখ॥
ধামু বলে বেহুলা সাধিলাম তোমার কাজ।
পদ্মা আজ্ঞা হইয়াছে তুমি চল পুরীর মাঝ॥

এতেক বলিয়া ধামু কবাট করে দূর।
আথেব্যথে চলিয়া গেল মনসার পুর॥

—ঃ০ঃ—

বেহুলা বলে মারিয়াছ মোর পতি
বিষে জর জর। (ধুয়া)।

বেহুলা বলে হরি হরি গোপাল গোবিন্দ।
দেবকন্যা হয়ে তুমি সাঁঝে যাও নিন্দ॥
পাত্র মিত্র নিকটে নাহিক একজনা।
সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যাও কেহ নাহি করে মানা॥
দেবকন্যা হইয়া তোমার এত পরিপাটি।
আগে হাটাইয়া আমায় পাছে মার ঝাটী॥
বেহুলার বচনে পদ্মা নাহি করে রাও।
ক্রোধে আঁখি রাঙ্গা করি বুকে মারে ঘাও॥
এত করি স্তুতি করি দেবী তবু নিঃশব্দ।
তোমার উপরে দেবী দিব স্ত্রী বধ॥
পদ্মাবতীর স্থানে বেহুলা করে টানমান।
হিয়ার কাঁচলি ছিঁড়ি করে দুইখান॥
পদ্মাবতী রাও না করে বেহুলার প্রাণ ফাটে।
নরসিং কাটারি দিয়া দুই স্তন কাটে॥
টান দিয়া ছিঁড়িতে চায় গলার পুষ্পমালা।
নরসিং কাটারি দিয়া কাটিতে চাহে গলা॥
বেহুলার চরিত্রে পদ্মা ভয় পাইল চিতে।
আথেব্যথে পদ্মাবতী ধরিলেন হাতে॥
ছাড়িব উজানি রাজ্য যাইব অন্তর।
উদ্দেশে যেন নরলোকে মাগিয়া লয় বর॥
সেবকের তরে মোর কপট না ছিল হিয়া।
দেবের মেলে গেলাম আমি চাহিবারে বিয়া॥
বিনা বায় ছত্র ভাঙ্গিল বড়ই অখ্যাতি।
তেকারণে আমি ধরিলাম নাগছাতি॥
সর্পের ডরে ভয়ে সোনেকার পো।
নাগছত্র দেখিয়া ভয়ে গেল মো॥
ভয়ে মোহ গেল লখাই ছাড়িল জীবন।
বিনা অপরাধে দোষ দেও কি কারণ॥
সুস্থ হয়ে বিষহরী বলে আর ভয় নাই।
এখনই জীয়াইয়া দিব তোমার লখাই॥

—(০)—

বেহুলা কাতর স্বরে, মনসারে স্তুতি করে
করুণে বলয়ে কত বাণী।
তুমি যে নিষ্ঠুর অতি, শুন দেবী পদ্মাবতী,
তাহা আমি আগে নাহি জানি॥
শিবের সেবনে রত, ছিলাম দুইজনে যত
তাহাতে বিবাদী হইলা তুমি।
তবে করি অনুতাপ, দিয়া তুমি অভিশাপ,
আনিলা কপট পাপ তুমি॥
শিশুকাল হতে আমি, ভজি তোমা জান তুমি,
তবু মোরে হইলে নিদয়।
আসিতে তোমার পুরে, বাধা নাহি ছিল মোরে,
আজ করিয়াছ বিপর্যয়॥
দিন রাতি কবাটেতে, নিদ্রা যাও কপটেতে,
দ্বারে রাখি দুর্জ্জয় প্রহরী।
আমি কান্দি ধরি পায়, তাতে নাহি দয়া হয়,
আমারে না দিল দ্বার ছাড়ি॥
যদ্যপি লাঞ্ছনা কর, দুঃখ দিতে চিরকাল,
তবে কেন করহ কৌশল।
যাহা তুমি মনে কর, অনায়াসে করিতে পার,
কপটতায় আছে কিবা ফল॥
আমার বিবাহ জন্য, লইয়া অনেক সৈন্য,
লক্ষ্মীন্দর পুরীতে আসিল।
কি করিব হায়, শোকে প্রাণ যায়,
অকস্মাৎ বিষেতে ঢলিল॥
বিবাহ না হৈতে সাঙ্গ, হইলেক আশাভঙ্গ,
সাঙ্গ হ'ল সকল বাসনা।
শুন দেবি বিষহরী তোমাকে প্রণতি করি,
পূর্ণ কর আমার বাসনা॥

জীয়াও পতি মনসে, প্রভু যাউক নিজদেশে.
শেষে তব যা থাকে অন্তরে।
দেখিয়া মোর দুর্গতি, দয়া কর পদ্মাবতী,
নহিলে আশ্রয় লইব অন্য স্থানে ॥

খণ্ডবিয়নী নেও অমৃতের জল।
শীঘ্রগতি যাও বেহুলা বিলম্ব না কর ॥
খণ্ডবিয়নী লোকে বড় ভাগ্যে পায়।
মাসেকের মরা জীয়ে বিয়নীর বায় ॥
পদ্মার বচনে বেহুলা হরিষ অপার।
প্রণাম করিয়া বেহুলা কহে আর বার ॥
বেহুলা বলে পদ্মাবতী আমি তোর দাসী।
আর এক কথা আছে কহিতে ভয় বাসি ॥
বয়সের মত মোর উচ্চ না দেখিয়া হিয়া।
শূন্য বুক দেখিয়া প্রভু না করিবে বিয়া ॥
বেহুলার বচনে পদ্মার মনের কৌতুক।
পদ্মহস্ত ছোঁয়াইল দেবী বেহুলার বুক ॥
দুই স্তন হৈল যেন ডালিমের ফল।
যতেক গায়ের ঘা শুকাইল সকল ॥
পদ্মার প্রভাবে বেহুলা আনন্দিত হইলা।
বেহুলার গলায় দিল আপনার মালা ॥
আর বারে চাহে বেহুলা করিয়া বিনয়।
কাঁচলি পাইলে বেহুলা এখন ঘরে যায় ॥
বেহুলার বচনে পদ্মা স্মরে ধর্ম্ম ধর্ম্ম।
স্বর্গ হইতে সংবাদে আসিল বিশ্বকর্ম্ম ॥
পদ্মার স্মরণে বিশ্বকর্ম্মা আসিল সেই ঠাঁই
সেবকে প্রসাদ পাইলে কাঁচলি গড়াই ॥
কাঁচলি গড়ে বিশ্বকর্ম্মা হেট করিয়া মাথা।
আদি অনাদি লেখে স্বর্গের দেবতা ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু লিখে আর উমা মহেশ্বর।
কুবের বরুণ লিখে চন্দ্র দিবাকর ॥
বরাহি চামুণ্ডা লিখে দেবী ভগবতী।
রাম লক্ষ্মণ সীতা লিখে দেবী পদ্মাবতী
ইন্দ্র যম অগ্নি লিখে আর মহীশ্বর।
লক্ষী সরস্বতী লিখে পর্ব্বত সাগর ॥
নানা পুষ্প লিখে চম্পা নাগেশ্বর।
যুথী মল্লিকা লিখে মালতী টগর ॥
বেহুলার কাঁচলীর কি কহিব কথা।
নানাবিধ প্রকারে লিখে গন্ধর্ব্ব দেবতা ॥
কোনখানে সেত বস্ত্র কোনখানে সাদা।
কাঁচলি গড়ি বিশ্বকর্ম্মা তাহে দিল সদা ॥
মনের হরষে বেহুলা কাঁচলি দিল গায়।
সপটে প্রণাম করে মনসার পায় ॥
ঝারি ভরিয়া লইল অমৃতকুণ্ডের জল।
একে একে নাগগণ বন্দিল সকল ॥
নেতার চরণে করিয়া অনেক প্রণতি।
আঁখির নিমিষে গেল যথা প্রাণপতি ॥
ছাওনির তলে ঢলিয়াছে লক্ষ্মীন্দর বালা।
চতুর্দ্দিকে কান্দে লোক কর্ণে লাগে তালা
বেহুলা বলে বাপ ভাই কান্দ কি কারণ।
পরমায়ু শেষ হইলে অবশ্য মরণ ॥

কিসের ক্রন্দন প্রভুর চারি, পাশে। (ধুয়া)
কার্য্যে কেহ মতি না দে, মিথ্যা কার্য্যেতে কান্দে
মরিলে লোক কান্দন নি আইসে।
গুরুর গৌরব ছাড়ি, উচ্চৈঃস্বরে বলে দেবী
ছোট দেবতা নহেত মনসা।
তখন কর অনুচিত, পদ্মারে গালি দেও নিত,
তেকারণে হইল হেন দশা ॥
শুনেছি বাপের ভূমি, মহাজ্ঞান জান তুমি
তাহা তুমি রাখিলা কি কারণ।
তাহা যদি সত্য হয়, তবে কি নাগের ভয়।
প্রভুর কেন অকাল মরণ ॥

চলিল প্রভুর কাছে, গৌরবিত যত আছে,
করযোড়ে করে পরিহার।
এক পাশে হও তুমি, ছাড় বেহুলা স্বামী,
যাহার লাগি হারাইলাম সংসার॥
শুনিয়া বেহুলার বাণী, বন্ধু সবে কাণাকাণি,
ভাল কহে সাহে বাণিয়ার ঝী।
গৌরবিত দূরে যাউক, যাহার স্বামী সেই চাউক,
ইহাতে আরের দায় কি॥
দূরে গেল বন্ধুগণ, বেহুলার হরিষ মন,
গেল বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের পাশে।
চৌদিক কাণ্ডার করি, তাহার মধ্যে একেশ্বরী,
প্রভু লয়ে বসিল হরিষে॥
দেখিয়া লখাইর মুখ, বেহুলার বিদরে বুক,
দু গাল বাহিয়া পড়ে ফেণা।
পদ্মাবতী দরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
শুনিয়া বিষাদিত সর্ব্ব জনা॥

—ঃ০ঃ—

স্বামী কোলে করি বেহুলা বসিল বিরলে।
সকল শরীর সঞ্চারে অমৃতকুণ্ডের জলে॥
খগুবিয়নীর জল দিল চারিভিত।
চৈতন্য পাইল লখাই শরীর রোমাঞ্চিত॥
চৈতন্য পাইয়া লখাই স্মরে গোবিন্দ।
চাওনি করিতে আমার হয়েছিল নিন্দ॥
অমৃতকুণ্ডের জলে গায় দিল ছড়া।
উলটিয়া লক্ষ্মীন্দর গা দিল মোড়া॥
খগুবিয়নীর জল দিল ঠাঁই ঠাঁই।
কাণ্ডারের মাঝে উঠি বসিল লখাই॥
হরষিতে লখাই ভূমিতে উঠি বসে।
নমস্কার করিয়া বেহুলা বসিল বাম পাশে॥
বেহুলার প্রসাদে হইল লখাইর কুশল।
বাহিরে থাকিয়া চান্দ চিন্তিয়া বিকল॥
কাণ্ডারের মাঝারে বেহুলা আছে কোন ভায়।
হেন বুঝি বেহুলা লখাইর মাংস খায়॥

সহজে দারুণ চান্দ বড়ই নিষ্ঠুর।
হেতালের বাড়ি দিয়া কাণ্ডার করে দূর॥
পুত্র দেখিয়া চান্দ বলে রাম রাম।
মাখাল চাহিতে গেলাম পাইলাম পাকা আম॥
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে আর বাজে কাড়া।
ঘন পাকে নাচে চান্দ দিয়া বাহু লাড়া॥
চান্দ বলে শুন পুত্র লক্ষ্মীন্দর সাধু।
বড় ভাগ্যে পাইলাম বেহুলা হেন বধূ॥
লোহার কলাই সিজাইল দেখিনু বিদ্যমানে
হৈল মরা জিয়াইল দেখিলাম নয়নে॥
অনুমানে বুঝিলাম বধূর লক্ষণ।
ঘরে বসি পাব আমি চৌদ্দ ডিঙ্গার ধন॥
এত বলিয়া চান্দ নাচিতে লাগিলা।
মনের হরিষে জামাই সাহে কোলে নিলা॥
ছায়া-মণ্ডপের তলে বসিলা লক্ষ্মীন্দর।
বেহুলাসুন্দরী গেলা মায়ের বাসর॥
দুই প্রহর রাত্রি গগন উপর।
বিয়ার বেশে বেহুলা সাজি আসিল সুন্দর॥
পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে শুনিতে শোভন।
লখাই বেহুলা চাওনি করে দুইজন॥
চতুর্দ্দিকে হুলাহুলি করে নৃত্য গীত।
হেনকালে বল ভাই লাচারীর গীত॥

আজ্ঞা দিল দেবরাজে, আকাশে দুন্দুভি বাজে,
অন্তরীক্ষে পুষ্প বরিষণ।
সর্ব্ব দেব হরষিত, চতুর্দ্দিকে নৃত্য গীত,
জয় জয় দিলা নারীগণ॥
সম্মুখে মঙ্গল ঘট, ঘুচাইল অন্তস্পট,
দুই জন হৈল মুখামুখি।
শুভ কাল শুভ দিনে, দরশন দুই জনে,
মণি আর কাঞ্চন মিলন॥

নানা রত্নে বিভূষিত, দাঁড়াইল চারিভিত,
আনন্দে গায় আইওগণ ॥
চতুর্দ্দিকে জয় জয়, সকল আনন্দময়,
বন্ধুগণ চাহে একদৃষ্টে।
যত কিছু শিখাল মায়, সকল করিল তেন ভায়,
চন্দ্র লেপ দিল বুকে পৃষ্ঠে ॥

—০—

সাহে বড় পুণ্যবান্, সভামধ্যে কন্যাদান,
লখাই দেখি বড়ই কৌতুক।
বুঝিয়া দানের কাল, দিল ঝাড়ি সোনার থাল,
নানাবিধ দিলেক যৌতুক ॥
তাম্বুলের সজ্জাখান, সোনার বাটা গুয়া পান,
হরষিতে দিল সদাগর।
বেহুলার তরে দিল যত, তা বা কহিব কত,
মণি মুক্তা দিল বহুতর ॥

নাগরী, ওগো বেহুলা,
সুন্দর করিয়া বরিও লখাইরে। (ধুয়া)
ধান্য দূর্ব্বায় বরিও লখাইরে।
নেতের অঞ্চলে বরিও লখাইরে ॥
বেহুলা গো গঙ্গাজলে বরিও লখাইরে।
বেহুলা পূর্ণ ঘট ছোয়াইও কপালে।
বেহুলা গো, বরণ সজ্জায় বরিও লখাইবে ॥
পঞ্চশব্দে নানা বাদ্য আর শঙ্খধ্বনি।
বেদমন্ত্রে পুরোহিত জ্বালিলা আগুনি ॥
পূর্ব্বমুখী হইয়া বসিল লক্ষ্মীন্দর।
উত্তরমুখী হইয়া বসে সাহে সদাগর ॥
যোগ্যবরে কন্যা দিতে বাপের কুতূহল।
পঞ্চ হরিতকী আনে জাহ্নবীর জল ॥
লখাইর হস্তের উপর থুইল বেহুলার হস্তখান
শাস্ত্রবিধানে সাহে কন্যা করে দান ॥
দুই কুলের পুরোহিত বিদ্বান প্রবীণ।
যজ্ঞ করিয়া কুণ্ড করে প্রদক্ষিণ ॥
চারি দিকে কোলাহল করে জয়নাদ।
দক্ষিণা করিয়া কৈল শান্তি আশীর্ব্বাদ ॥
বিবাহ হইল লখাই বড় হরষিত।
এইকালে বল ভাই লাচারীর গীত ॥

শুভক্ষণে দুই জনে ঘরেতে চলিল।
বিচিত্র আসনে লখাই ভোজনে বসিল ॥
মনের কৌতুকে লখাই খাইতে বসে ভাত।
হরি সাধুর স্ত্রী দিল সম্মুখে কলার পাত ॥
পাতা দেখিয়া লখাই মনে করে আন।
নখে চিরিয়া পাত করে দুইখান ॥
তাহা দেখি সুমিত্রা লজ্জা মনে করি।
সুবর্ণের থাল বাছি আনে শীঘ্র করি ॥
চৌদিকে জয় জয় দিল হুলাহুলি।
লখাইর পাতে ভাত দিল লখাইর শাশুড়ী ॥
হরি সাধুর বধূ তখন পাতিল চাতুরী।
বাটিতে করিয়া দিল কাঁচা কুমারী ॥
না জানিয়া লক্ষ্মীন্দর তুলিয়া দিল মুখে।
চিবাইয়া ফেলাইল থালের সম্মুখে ॥
প্রথমে ভোজন করে সাধুর নন্দন।
তাহাতে চাতুরী কর কি কারণ ॥
হয় তোমার ননদিয়া নহে তোমার ভিন।
চাতুরী করহ যদি আছে কত দিন ॥
ভোজন করিয়া উঠিল লক্ষ্মীন্দর।
চান্দ বলেন তবে সাহের গোচর ॥
পদ্মার সনে বাদ মোর সর্ব্বলোকে জানে।
লোহার বাসর ঘরে রাখিব যতনে ॥

আমার পুত্র লক্ষ্মীন্দর তোমার জামাই।
জানিয়া আদেশ কর নিজ দেশে যাই॥
সাহে বলে বেহাই তুমি নানা গুণে গুণী।
বিয়ার রাত্রে দেশে যায় কভু নহে শুনি॥
আজিকার রাত্রি থাক স্থির কর হিয়া।
রজনী প্রভাতে করাইব বাসী বিয়া॥
বলে চান্দ বেহাই এই উচিত নয়।
তুমি নহে জান আমার যতেক সংশয়॥
পদ্মার সঙ্গে বাদ আমার সংসারে বিদিত।
মায়ারূপে মনসা আসিল আচম্বিত॥
এই কথা কহিয়াছে সোনেকার ঠাই।
বিবাহের রাত্রে নাগে দংশিবে লখাই॥
সাহে বলে বেহাই যদি তোমার মনে লয়।
বিলম্বেতে কার্য্য নাই চলহ নিশ্চয়॥
যতেক বলিয়া সাহে মনে পেল ব্যথা।
সুমিত্রা কান্দেন শুনিয়া সব কথা॥
বেহুলা বলে হরি হরি জগত ঈশ্বর।
বিয়ার রাত্রে কেবা যায় স্বামীর ঘর॥
কমনে ধরিব প্রাণ যাব কোন ভায়।
বিষাদ ভাবিয়া বেহুলা কান্দে দীর্ঘরায়॥
যতেক বণিক নারী উজানীতে আছে।
দাড়াইল আসি সবে বেহুলার কাছে॥
কেহ কান্দে মা মা কেহ কান্দে ঝী।
মায় বলে বেহুলা বেহুলা মোরে হৈল কি।
সুমিত্রা ক্রন্দন করে আকর্ষিয়া গাও।
আমারে এড়িয়া বেহুলা কোন দেশে যাও

লক্ষ্মীন্দরের দেশে যাত্রা।

বাপ ঘর হইতে বেহুলা স্বামীর ঘরে যায়
পটে প্রণাম করে বাপ মায়ের পায়॥

ক্রন্দনে আকুল বেহুলা চারিপাশে দেখে।
ছয় ভাইর চরণ বন্দিল একে একে॥
গৌরবিত জনের লইলা পদধুলি।
সঙ্গিগণ সঙ্গেতে করিলা কোলাকুলি॥
পঞ্চশব্দে নানা বাদ্য বাজে মনোহর।
একই আসনে বসে বেহুলা লক্ষ্মীন্দর॥
নেতার আঁচলে বেহুলা ঢাকিল শরীর।
বেহুলার হাতে ধরি লখাই হইল বাহির॥
চান্দ বলে শুন পুত্র পণ্ডিত লখাই।
দোলায় চড় বধূ সমেত নিজ দেশে যাই॥
দোলায় চড়িল বেহুলা আর লক্ষ্মীন্দর।
হস্তীর পৃষ্ঠেতে চড়ে চান্দ সদাগর॥
বায়ু গতি যেন পক্ষী চলে বেগে।
মনুষ্যের কাজ থাকুক কি করিবে নাগে॥
আলো করিয়া চন্দ্র উঠিল আকাশে।
চারি দণ্ডে গেল লখাই আপনার দেশে॥
শুনিয়া সোনেকার কৌতুক অপার।
পুরনারী লয়ে দিল জয় জোকার॥
চান্দ বলে শুন বাক্য চৌদোয়ালিয়া ভাই।
মায়ের আবাসে আজি না যাবে লখাই॥
চান্দর বচনে সবে বড় পাইল ভয়।
দোলায় চড়িয়া লখাই বাসর ঘরে যায়॥
লোহার বাসরে যায় বেহুলা লক্ষ্মীন্দর।
পাছে থাকি এক জন বলে মর মর॥
ছাওয়ালের তরে কেহ গালি দিল দুঃখে।
মায় বলে মর গিয়া নাগিনীর মুখে॥
শুনিয়া চিন্তিত বড় বীর লক্ষ্মীন্দর।
বেহুলা সমেত গেল লোহার বাসর॥
সুবর্ণের খাটে পাতে নেতের বসন।
তাহার উপরে দোঁহে করিলা শয়ন॥
পুত্রের তরে দয়া বড় চান্দ সদাগর।
শতেক প্রদীপ দিছে লোহার বাসর॥

বিজয় গুপ্ত রচে পুথি মনসার বর।
আজুকার পালা বলি এইখানে সোসর

লক্ষ্মীন্দরের বাসর পালা।
বাসর ঘরে বাস।

লখাই বেহুলা দুইজনে বাসর মধ্যে জাগে।
আচম্বিতে লখাইর দারুণ ক্ষুধা লাগে॥
উঠিয়া রন্ধন কর বেহুলা গো। (ধুয়া)
আ গো বেহুলা সাহের কুমারী।
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ কত সহিতে পারি॥
লক্ষ্মীন্দর বলে প্রিয়া শুনগো বচন।
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ না যায় সহন॥
দারা ভাত খাইতে গেলাম
তোমার বাপের বাড়ী
তোমার ভাইর বধূ মোরে করিল চাতুরী॥
লখাইর বচনে বেহুলা লজ্জিত হইল মন।
কি দিয়া রাঁধিবে বেহুলা ভাবে মনে মন॥
কোথা পাব চাউল কাষ্ঠ কোথা পাব হাঁড়ি।
এত রাত্রে যাব আমি কোন্ বাণিয়ার বাড়ী॥
চাউল পাখালে বেহুলা ঘটের দিয়া পানী।
নেতের আঁচল দিয়া জ্বালিল আগুনি॥
তিন দিকে দিল বেহুলা তিন নারিকেল।
চাউল প্রমাণে বেহুলার হাঁড়িতে দিল জল॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা খণ্ডে কার বাপে।
বেহুলা রন্ধন করে লখাইর নিদ্রা চাপে॥
হাঁড়ীর মধ্যে ফুটে ভাত গড় গড় ডাকে।
হাতের আঙ্গুলী দিয়া লাড়ে ঘন পাকে॥
জল শেষ হইল ভাত নিগাড়িল।
হাঁড়ি হইতে ভাত ভূমে নামাইল॥

এই রাত্রে হৈল বিয়া নাই পরিচয়।
গায় হাত দিতে বেহুলা বড় বাসে ভয়॥
সাহের কুমারী বেহুলা কার্য্যের ভাও জানে।
থালেতে আঘাত করে হাতের কঙ্কণে॥
কাঁসার থালেতে শব্দ হয় ঝন্ ঝন্।
নিদ্রা হইতে লক্ষ্মীন্দর হইল চেতন॥
উদরে দারুণ ক্ষুধা সুখ নাহি চিতে।
গণ্ডূষ লইয়া লখাই খায় আথে ব্যথে॥
সকল অন্ন খাইল লখাই হাঁড়িতে নাহি ভাত।
ভৃঙ্গারের জলে লখাই পাখালিল হাত॥
লখাই বলে শুন প্রিয়া সাহের কুমারী।
আলিঙ্গন দেও মোরে বাণিয়া সুন্দরী॥
বেহুলা বলেন প্রভু এই দুরাচার।
বিয়ার রাত্রিতে নাহি এমত ব্যবহার॥
শিয়রে বাপ ভাই বলিবে ডাক দিয়া।
এমন নিলর্জ্জ জামাইর ঠাঁই
বেহুলারে দিলাম বিয়া॥
অখণ্ড-কলিকা প্রভু নাহি গন্ধ বাস।
বিকসিত কমলে প্রভু ভ্রমরে করে আশ॥
দিন দুই থাক প্রভু চিত্ত সংযমিয়া।
পরশ্ব ভুঞ্জিও রতি সর্ব্ব চিত্ত দিয়া॥
তপ্ত তপ্ত দুগ্ধ প্রভু খাওন না যায়।
জুড়াইয়া খাইলে প্রভু অধিক স্বাদ পায়॥
তুমি যে আমার পতি আমি তোমার নারী।
তোমার ধনে তুমি ধনী আমি সে ভাণ্ডারী॥
বেহুলার বচনে লখাই লজ্জিত হইল মন।
পালঙ্ক উপরে লখাই করিল শয়ন॥
ভণে কবি চন্দ্রপতি বিষহরী বর।
লখাই বেহুলার সংবাদ রহিল লোহার বাসর॥

অষ্ট নাগ বন্দী।

বাসরের মধ্যে লখাই শুইয়া নিদ্রা যায়।
চিন্তিয়া ব্যাকুল হেথা দেবী মনসায়॥
সাত পাঁচ ভাবি পদ্মা করিল পরিপাটী।
সংবাদ পাঠাইয়া আনে নাগ কোটি কোটি॥
তক্ষকাদি অষ্ট নাগ আনিল সত্বর।
দংশিয়া দেহ মোরে বীর লক্ষীন্দর॥
লোহার বাসরে যদি না মরে লক্ষ্মীন্দর।
তবে মরণ নাই তার শতেক বৎসর॥
রজনী প্রভাত কালে লখাই যাবে মায়ের ঘরে
অধিক গালি দিবে মোরে চাঁদ সদাগরে॥
তক্ষকে বলে মা করিলাম অঙ্গীকার।
আমি দংশিয়া দিব চান্দর কুমার॥
এই কার্য্য করিলে যদি তোমার দুঃখ খণ্ডে।
লক্ষ্মীন্দর দংশিয়া দিব এই দণ্ডে॥
এতেক বলিয়া নাগ হস্ত করে যোড়া।
বায়ুরূপ ধরিয়া নাগ আকাশে করে উড়া॥
পাতলা সরিষা নাগ পক্ষী হেন উড়ে।
আচম্বিতে গিয়া নাগ বাসর ঘরে পড়ে॥
সাহের কুমারী বেহুলা নানা মায়া জানে।
বাহিরে আসিছে নাগ জানে অনুমানে॥
বেহুলা বলে কেন ভাই বাহিরে কেন বস।
কবাট খুলিয়া দিই ঘর মধ্যে আইস॥
মোর দরশনে যদি পলাইয়া যাও।
দোহাই ধর্ম্মের তুমি দেবী মাথা খাও॥
বেহুলা বলে নাগ তোমার ব্রহ্ম বংশে জন্ম।
ব্রহ্ম বংশে জন্মাইয়া কর চণ্ডালের কর্ম্ম॥
তুমি কি না জান নাগ আমি ছোট জন।
গুরু মোরে দিছেন মন্ত্র ভুজঙ্গ দলন॥
সেই মন্ত্র জপি যদি আপন হৃদয়।
বড় বড় নাগের বিষ তবে পায় ক্ষয়॥
বন্ধুজন দেখিলে খণ্ডে মনের ব্যথা।
তোমার ঠাঁই কহি কিছু ছার বিয়ার কথা॥
বেহুলার অনুরোধ এড়াইতে নারি।
দ্বারে আসিয়া নাগ দিল গড়াগড়ি॥
বুদ্ধিতে আগল বেহুলা সাহের কুমারী।
আথেব্যথে বেহুলা দিল দ্বার ছাড়ি॥
দুগ্ধ কলা দিয়া সম্মুখে দিল পূজা।
চতুর্দ্দিকে নেহালিয়া চাহে নাগরাজা॥
দুগ্ধ কলা বেহুলা ঘন ঘন লাড়ে।
খাও খাও বলিয়া নাগেরে ডাক পাড়ে॥
স্বভাবে দুঃখিত নাগ বায়ু খাইয়া জে।
মধুর স্বাদ পাইয়া আথেব্যথে পে॥
আগেতে চিন্তিল বেহুলা কি হইবে পাছে।
সোনার সিন্দুক বেহুলা আনিলেক কাছে॥
পূজা খেয়ে নাগরাজ মাথা হেট করে।
সোনার সারসী দিয়া পেট চাপি ধরে॥
তক্ষক বলে মোর কি হবে উপায়।
লড়িতে না পারে নাগ কর মোড়া যায়॥
সাহের কুমারী বেহুলা কার্য্য জানে ভাল।
সিন্দুকে থুইয়া নাগে কপাটে দিল খিল॥
বেহুলা বলে নাগ তুমি বড়ই বর্ব্বর।
সিন্দুকে থুইয়া মুই পূজিলাম বিস্তর॥
ক্ষুধায় আকুল বড় দুগ্ধকলা খাও।
সোণার সিন্দুক মধ্যে শুইয়া নিদ্রা যাও॥
নাগ বন্দী করি বেহুলা মনে কুতূহল।
নেতার সঙ্গে পদ্মাবতী চিন্তিয়া বিকল॥
নানা মায়া জানে বেহুলা কার্য্যের জানে সন্ধি
এইরূপে অষ্টনাগ করিল সব বন্দী॥
সাহের কুমারী বেহুলা কার্য্যে নাহি ঢিল।
অষ্টনাগ বন্দী করি কপাটে দিল খিল॥
অষ্টনাগ বন্দী করি হরিষ অন্তর।
লখাইর শিয়রে বসি জাগে একেশ্বর॥

নেতা নেতা বলি পদ্মা ডাকে উচ্চরায়।
মোরে বুদ্ধি বল নেতা কি হবে উপায়॥
নেতা বলে পদ্মাবতী তোর বুদ্ধি নাই।
এসব নাগের প্রাণে দংশিবে লখাই॥
অষ্টনাগ বন্দী হইল ফলিল প্রমাদ।
কালীরে আনিতে তুমি করহ সংবাদ॥

কালীনাগের নিকট দূত-প্রেরণ।

আজিকার রাত্রে যদি না মরে লক্ষ্মীন্দর।
তবে পূজা না হইবে মোর পৃথিবী ভিতর।
নেতা বলে পদ্মাবতী মোর বোল ধর।
কালীনাগিনীরে তুমি আনহ সত্বর॥
নেতার বচনে পদ্মা স্থির করে মন।
কালীর তরে পদ্মাবতী করিল গমন॥
তক্ষকের মাতা দেবী বুদ্ধিতে আগল।
ডাক দিয়া আনিল নাগ সকল॥
পদ্মা বলে নাগ শুন আমার বচন।
কোন জনে যাইবা কালীর সদন॥
পদ্মার কথা শুনিয়া নাগের হইল ডর।
এতেক শুনিয়া নাগ না দিল উত্তর॥
তাহা দেখি ক্রোধে জ্বলে মনসা কুমারী।
ডাক দিয়া আনিল গিয়া ধামু দ্বারী॥
আইস আইস ধামু খাও গুয়া পাণ।
অবিলম্বে যাও তুমি কালীর বিদ্যমান॥
পদ্মার বচন ধামু না করিল আন।
কালীর ভবনে ধামু করিল পয়ান॥
বিষম অসুস্থ আমি কহিও কালীর স্থানে
যদি দয়া থাকে তবে চলহ আপনে

পদ্মার আজ্ঞায় ধামু আনন্দ হৃদয়।
বোড়া সঙ্গে সত্বরে চলিল কালীদয়॥
কোমল শরীরে বোড়া অল্প পরাক্রম।
ধামুর সঙ্গে চলিবারে পায় বড় শ্রম॥
আগে আগে ধায় ধামু পাছে বোড়া ধায়।
ধান্যক্ষেত্রে রাখালে পাতিয়াছে চাই॥
ধান্যক্ষেত্রে জলগুলি নামে ফুটফুটি।
চাই পাতিয়া রাখাল মৎস্য ধরে গুটি গুটি।
তাহা দেখিয়া ধামুনাগ হাসেন কৌতুকে।
মৎস্যের লোভে বোড়া চাইর মধ্যে ঢোকে॥
পথ-শ্রমে বোড়া ক্ষুধায় কাতর।
খাইয়া সকল মৎস্য ভরিল উদর॥
যাইবার কালে বোড়া অবিরোধে গেলা।
আসিবার কালে বোড়ার চক্ষে বাজে শলা।
দূরে থাকিয়া রাখালগণে করে বীর দর্প॥
মোর মৎস্য খাইয়া কোথা পলাইবা সর্প॥
মৎস্যের তাপ রাখালগণে সহিতে না পারে
শীঘ্র করি বোড়ারে চাইর বাইর করে॥
মৎস্য খাইয়া পেট করিয়াছে মোটা।
এতেক বলিয়া রাখাল মুখে মারে ইটা॥
স্বভাবে রাখাল জাতি বড়ই নিষ্ঠুর।
পাঁচনের বাড়ি দিয়া মাথা করে চুর॥
আড় হইয়া বোড়া ক্ষেত্র মধ্যে পড়ে।
বোড়ার দুর্গতি দেখি ধামু ধায় লড়ে॥
তথা হইতে ধামু চলি গেল দূরে।
উপস্থিত হৈল গিয়া কালীনাগের দ্বারে॥
ধামুরে দেখিয়া দ্বারী বলিল বচন।
এখানে আসিলা নাগ মারিবার কারণ॥
ধামুর স্থানে কহে কথা দুঃখ লাগে বৈরী।
এই কালে বল ভাই সরস লাচারী॥

আরে রে অবোধ ধামুরে। (ধুয়া)

তুমি সাধিয়া মরিতে আইলা হেথা।
কণে শুন নাই কালীনাগের কথা॥
কুপিয়া নাগিনী যদি আড় আখি চায়।
ব্রহ্মা হরিহর কাঁপে আর যমরায়॥
মলয়া মন্দার মেরু হিমালয় গিরি।
নাগিনীর ভয়ে সব কাঁপে থরথরি॥
আকাশের দেবগণ যায় দিব্য রথে।
কালীর ভয়ে কেহ না যায় কালীদয়ের পথে
অখণ্ড শরীর কালীর বিক্রম অপার।
যাহার গরলে মূর্চ্ছিত হইল গদাধর॥
কালীর বিক্রম আর কহন না যায়।
এত বলি দ্বারী কুপিত হইল অতিশয়॥
ধামু বলে ইহা আমার মনে নাহি লয়।
পদ্মার প্রসাদে আমার কারে নাহি ভয়॥
কালীর সাক্ষাৎ গিয়া কহত এখন।
পদ্মার সংবাদে মোর হেথা আগমন॥
কত বড় নাগ তুমি কত বড় মুখ।
দেখিলে ডরাব তুমি কালীনাগের মুখ॥
হিতবাক্য বলি তোরে সেই পথে চল।
নাগিনীরে জানাইয়া তোর কিছু নাই ফল॥
ধামু বলে দ্বারবান্ কেন হেন হয়।
মনসার সেবক আমি কারে এত ভয়॥
এখনি চলিলাম আমি নাগিনীর ঠাঁই।
বিজয় গুপ্ত বলে রাখ পদ্মাবতী আই॥
মনসার নাম শুনি দ্বারীর তরাস।
শীঘ্র করি গেল দ্বারী নাগিনীর পাশ॥
যোড় হাতে বলে দ্বারী শুনগো নাগিনী।
মনসাকুমারী তোমার মায়ের ভগিনী॥
মাথা বেদনায় পদ্মার অস্থির শরীর।
পদ্মা পাঠাইয়াছে দূত রহিছে বাহির॥

দ্বারীর বচনে নাগিনীর কোপ বাড়ে
দুই আঁখি পাকাইয়া বলিল দ্বারীরে
নাগিনী বলিল তুই কোথার বর্ব্বর।
বাহিরে রাখিছ কেন মনসার চর
নাগকুল ঠাকুরাণী বিষহরী আই।
তাঁহার সংবাদ আমি বড় ভাগ্যে পাই॥
বড় হই ছোট হই মনসার দাসী।
তাঁহার দূত বাহিরে রইল বড় ভয় বাসি
নাগিনীর বচনে কম্পিত শরীর।
শীঘ্র করি চলি গেল পুরীর বাহির॥
দ্বারেতে বসিয়া ধামু একমনে আছে।
ধামুরে লইয়া গেল নাগিনীর কাছে॥
বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণ কাঁপে ভয়।
কালী বলে ধামু তুমি কহত নিশ্চয়॥
এত রাত্রিরে কেন পাঠাইলেন মাসী।
ধামু বলে কি কহিব কহিতে দুঃখ বাসি॥
বিষম অশুভ পদ্মার জীবন সংশয়।
তেকারণে পাঠাইলেন বিষহরি মায়॥
রাত্রি থাকিতে যাবা দেরী নাহি সয়।
প্রভাত কালে প্রাণ যাবে শ্বাস মাত্র বয়॥
এতেক শুনিয়া কালীর বিরস বদন।
যাত্রা করিয়া কালী চলিল তখন॥
বিক্রমে আগল কালী দেখিতে বিকট।
পবনের গতি চলে পদ্মার নিকট॥
নমস্কার কইল কালী পদ্মার চরণে।
বিনয় করিয়া দিলা বসিতে আসনে॥
যাহা কহিয়াছে ধামু কিছু মিথ্যা নয়।
বিনা তুমি না হইলে কার্য্য সিদ্ধি নয়॥
জাতিহীন চান্দ বাণিয়া গন্ধ বণিক।
রাত্রিদিন গালি পাড়ে না সহে ক্ষণিক॥
আজ রাত্রে বিয়া করে তাহার তনয়।
লোহার ঘরে লুকাইয়া রাখে মোর ভয়॥

চিন্তিতে চিন্তিতে রাত্রি হইল অর্দ্ধভাগ।
লখাইরে দংশিতে পাঠাইলাম অষ্টনাগ॥
সাহের ঝি বেহুলা জানে নানা সন্ধি।
একে একে অষ্টনাগ করিয়াছে বন্দী॥
অষ্টনাগ বন্দী হইল গণিলাম প্রমাদ।
তেকারণে তোমার তরে পাঠাইলাম সংবাদ
বুহিন ঝী তুমি আমার প্রাণের সমান।
লখাইরে দংশিয়া রাখ আমার সম্মান॥
পদ্মার বিনয় শুনি নাগিনী লজ্জিত।
যোড় হস্তে বলে মাতা এ কোন উচিত॥
ফলিলে বুঝিবা কার্য্য কি বলিব আগে।
মনুষ্য দংশিব আমি কোন কার্য্যে লাগে॥
এতেক শুনিয়া বাক্য পদ্মার অকস্মাৎ।
বজ্রাঘাত পড়ে যেন কালীর মাথাত॥
কোন অপরাধ সোণা করিল তোমার ঠাঁই।
কোন্ দোষে দংশিব আমি তাহার লখাই॥
পদ্মার অনুরোধ কালী এড়াইতে না পারি।
লখাইরে দংশিতে কালী চলে তাড়াতাড়ি॥

নাগিনীরে দেখিয়া চমৎকার গায়
কি কি বলিয়া পদ্মা জিজ্ঞাসে উচ্চরায়॥
খাইতে নারিলাম চান্দর কুমার।
বিদায় পাইলে যাই আপনার ঘর॥
পদ্মার তরে কহে কালী দুঃখ লাগে বৈরী
সংবাদ পড়িল ভাই বলরে লাচারী॥

মুই না পারিলাম লখাইরে দংশিতে। (ধুয়া)

নানা অস্ত্র হাতে করি, পাইক জাগে সারি সারি,
গারুড়িয়া জাগে থরে থরে।
হেতালবাড়ি লয়ে করে, ঘন ঘন চান্দ ফেরে
আপনে বেহুলা জাগে বাসরে॥
পার্ব্বতীর ঔষধে বলে, অন্ধকার রাত্রি জলে,
ময়ুর সারস শতে শতে।
বিষম লোহার ঘর, দেখিতে লাগে প্রাণে ডর,
প্রবেশ করিব কোন্ পথে॥
পদ্মা বলে শুন সাঁচে, বায়ুকোণে ছিদ্র আছে,
সেই পথে যাও ছোট হইয়া।
পদ্মাবতী দরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
পামর বড় মনসার হিয়া॥

লক্ষ্মীন্দরকে দংশিতে কালীনাগের গমন।

মায়ার পুত্তলী (১) কালী বিক্রমে আগল।
তাড়াতাড়ি গেল কালী লোহার বাসর॥
হেতালবাড়ি হাতে চান্দ ঘন পাকে লড়ে।
নাগিনীর প্রাণ কাঁপে হেতালের ডরে॥
লোহার ঘর লোহার দ্বার উপরে লোহার পাত
দেখিয়া ফিরিয়া গেল পদ্মার সাক্ষাৎ॥

১। মায়ার পুত্তলী—মায়াদেহ ধারী।

এতেক শুনিয়া পদ্মা বিরস বদন।
পদ্মার চক্ষুর জলে ভিজিল বসন॥
মোর বুদ্ধিবল নেতা ধোপাঝী আই।
মোর আর পূজা বুঝি নরলোকে নাই॥
নেতা বলে শুন পদ্মা বুহিনঝী মাসী।
চান্দর কটকে আমি নিদ্রালি দিয়া আসি
পদ্মার প্রসাদে নেতা নানা গুণ জানে।
ত্রিপথের ধূলা নেতা লইল তখনে॥
হৃদয়ে কালীর মন্ত্র জপে অবিরত।
অচেতন হয়ে সবে পড়িল ভূমিত॥

ত্রিপথের ধুলা দিয়া চতুর্দ্দিকে বেড়ি।
নিদ্রা যায় সদাগর হেতালশিয়রী॥
মহামন্ত্র জপে নেতা আড়াই অক্ষর।
বেহুলা পড়িল নিদ্রা বাসর ভিতর॥
নিদ্রায় ব্যাকুল বেহুলা পোড়ে দুই আঁখি।
মনে মনে চিন্তা করে বেহুলা চন্দ্রমুখী॥
দুর্জ্জয় লোহার ঘর তিলেক ছিদ্র নাই।
অষ্ট নাগ বন্দী করি রাখিলাম ঠাঁই॥
বিধাতা যাহা করে খণ্ডায় কার বাপে।
জাগিতে জাগিতে বেহুলার নিদ্রায় চাপে॥
ধোপানীর মন্ত্রে বেহুলা নিদ্রা যায়।
নাগিনী প্রণাম করে মনসার পায়॥
পদ্মা বলে শুন কালী বলিহে তোমারে।
লোহার ঘরে এক ছিদ্র থুইয়াছে কামারে॥
কালীর হাত ধরি পদ্মা বলিল বিস্তর।
বিলম্বেতে কার্য্য নাই চলহ সত্বর॥
পদ্মার বচন কালী না পারে লঙ্ঘিতে।
আকাশ গমনে কালী চলিল ত্বরিতে॥
চিরকালের নাগিনী কার্য্যে জানে ভাও।
পথের গতিক বুঝিয়া ছোট কৈল গাও॥
শিমূল তূলা উড়িলেক কালীর শ্বাসে।
সূতার সমান হইয়া বাসরে প্রবেশে॥
শিয়রে বসিয়া কালী চারিদিকে চায়।
খাটের উপরে দোঁহে শুইয়া নিদ্রা যায়॥
পরম সুন্দর লখাই বেহুলা গুণবতী।
খাটে শুইয়া যেন রতি রতিপতি॥
লখাইরে দেখিয়া কালীর উপজিল দয়া।
পাপিষ্ঠা মনসা পাষাণ তাঁর হিয়া॥
লখাইর দিকে চাহিয়া নাগ যুড়িল ক্রন্দন।
পয়ার এড়িয়া বল লাচারী এখন॥

কালীনাগের বিলাপ।

মুই হেন অভাগিনী, কেন ছার মহে জানি,
ছার কার্য্যে কেন আমি আসি।
ফিরিয়া ঘরেতে যাই, পদ্মারে বড় ডরাই,
খাইতে পরাণে দুঃখ বাসি॥
রূপেতে অতি সুন্দর, মহাবীর লক্ষীন্দর,
বত্রিশ লক্ষণ ধর গায়।
দেখিনা দুঃখী নাগিনী, কাতর হইল পরাণি,
দুঃখে করে হায় হায়॥
হারাইয়া সর্ব্বজন, পাইয়াছে এই ধন,
কি বলিয়া প্রবোধিবে মায়।
তার প্রাণের দোসর, একমাত্র লক্ষীন্দর,
কালসর্পে তারে খেয়ে যায়॥
মুই যদি জানি সাঁচে, নির্ব্বন্ধেতে এই আছে,
তবে আমি রহিতাম ভাঁড়ি।
আসিলাম রাত্রিভাগে, দেখিয়া যে দুঃখ লাগে,
হেন কন্যা হইবেক রাঁড়ী॥
সর্ব্বাঙ্গ অতি সুন্দরী, যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী,
অলক্ষণ নাহি কোন গায়।
রূপেতে যে মনোহর, কন্যা যোগ্য হয় বর,
বিধাতা বিমুখ হইল তায়॥
পামরী তুমি মনসা, তোর মনে কিবা আশা,
বুঝিতে নারিনু আমি সাচে।
যেমন এই মহাজন, খাইতে করেছ মন,
আপন পেটের পুত্র আছে॥
আমি রে নাগিনী লোক, নাহি জানি মনে শোক,
খাইতে যে দুঃখ বাসি বড়।
এমন মহাবীর, সুন্দর সর্ব্ব শরীর,
কোনখানে লইব কামড়॥
চিন্তিয়া চিত্ত উতালি, হেন মায়ার পুতলী,
বিষেতে বিবর্ণ হবে কায়।
বিষ যে কাল বিকাল, পুরিলেক দুই গাল,
লখাইরে দংশিতে কালী যায়॥

মুখেতে নাহিক রাও, স্থূল করিলেক গাও,
নিকটে ছাড়িল নিজ ফণা।
বিজয় গুপ্ত বিরচিত, শুনিবারে সুললিত,
বিস্মিত হইল সর্ব্বজনা॥

—:—

লক্ষীন্দরকে দংশন।

বিষেতে ব্যাপিল কালী পূর্ণিত বিকট।
বজ্রফণা ধরি যায় লখাইর নিকট॥
মনে মনে চিন্তে কালী কি হবে উপায়।
অশুভের চিহ্ন নাই লক্ষীন্দরের গায়॥
কালীর কথা শুনি হইল দৈববাণী।
বাসরে থাকিয়া তাহা শুনিলেক নাগিনী॥
প্রদীপের তৈল মাখি, ললাটেতে দেও দেখি,
তবে লক্ষী ছাড়িবে উহার।
শুনিয়া আকাশ বাণী, বিষাদিত নাগিনী,
দীপ তৈল দিল লখাইর গায়।
লোহার বাসর ঘরে, নাগিনী শিয়রে,
সানন্দে বিজয় গুপ্ত গায়॥

মনে বিষাদ ভাবে মোরে কি হইল।
আপনার অঙ্গে মাখে প্রদীপের তৈল॥
শরীরের অশুভ চিহ্ন তৎক্ষণে হইল।
লখাইর আঙ্গুলে মাখায় প্রদীপের তৈল॥
ডান ধার হইতে নাগিনী বাম দিকে যায়।
লক্ষীন্দরের চরণ পড়ে কালীনাগের গায়॥
নাগ বলে ব্রহ্মা বিষ্ণু তোমরা হও সাক্ষী।
চান্দ বাণিয়ার পুত্র কেন মোরে মারে লাথি
এবার সহিলাম আমি ধর্ম্ম উদ্দেশিয়া।
আরবার পড়িলে চরণ যাইব দংশিয়া॥
বিধির নিয়ম কভু খণ্ডান না যায়।
আর বার পড়ে চরণ নাগিনীর গায়॥
এবার এড়িলাম আমি সুন্দর দেখিয়া।
আরবার পড়িলে চরণ যাইব দংশিয়া॥
শিয়র হইতে নাগিনী পৈথানেতে (১) যায়।
আরবার চরণ পড়ে নাগিনীর গায়॥
দয়াভাবে নাগিনী বুজিল দুই আঁখি।
মনে মনে নাগিনী দেবতা করে সাক্ষী॥
যোড়হস্তে বলে নাগ শুনহ গোসাঞি।
পদ্মার বোলে কামড়াই মোর দোষ নাই॥
এতেক বলিয়া মনে করে ধড়ফড়।
কেন্নুয়া আঙ্গুলে মারে বজ্র কামড়॥
কামড় লইয়া কালী বলে বিষ বিষ।
ঘা মুখে ওলাইল কালকূট বিষ॥
বজ্র সমান যেন নাগিনীর ঘাও॥
উহু উহু করিয়া লখাই ঝাটে তোলে গাও॥
ঘায়ের বেদনায় লখাই চারিদিকে চায়।
আঙ্গুলে কামড় দিয়া নাগিনী পলায়॥
সত্বর পলায় কালী ভয়ে প্রাণ ফাটে।
ধর ধর বলি লখাই ধড়ফড়ি উঠে॥
পবনের গতি হেন নাগিনীর তেজ।
সত্বর বাহিরে গেল ঘরে রহিল লেজ॥
লেজ ধরিয়া লখাই করে টানাটানি।
ধরিয়া রাখিতে নারে প্রখর নাগিনী॥
রাখিতে না পারে নাগ পলাইল ঝাটে।
নরসিং কাটারি দিয়া নাগিনীর লেজ কাটে॥
অষ্ট আঙ্গুল লেজ কাটিয়া রাখিল।
সত্বর গমনে কালী পদ্মার স্থানে গেল॥
লেজ কাটা গেল কালী বড় পাইল ব্যথা।
পদ্মার গোচরে গিয়া কহে সকল কথা॥
যোড়হস্তে কহে কথা পদ্মার গোচর।
তোমার প্রসাদে মাতা দংশি লক্ষীন্দর॥

১। পৈথান—পায়ের দিকে।

অপমান করে মোরে সুন্দর লখাই।
চাটিয়া রাখিল লেজ শুন দেবী আই॥
চান্দের যে বংশনাশ করিলাম ভাল মতে।
নাগিনী চলিয়া গেল আপন পুরীতে॥
ঘায়ে ব্যাকুল লখাই করে ধড়ফড়।
বেহুলার পৃষ্ঠেতে মারে বজ্র চাপড়॥
নিদ্রায় আকুল বেহুলা নাহিক চেতন।
উঠ উঠ বলে লখাই ডাকে ঘনে ঘন॥
চক্ষুতে জল দিয়া নখে মাংস বিন্ধে।
তবু নাহি জাগে বেহুলা অচেতন নিন্দে॥
উঠ উঠ প্রাণপ্রিয়া ঝাটে তোল গাও।
বিজয় গুপ্তেরে রাখ বিষহরি মাও॥

মরণে নাহিক ভয়, জন্মিলে মরণ হয়,
বিধির নির্ব্বন্ধ নহে আন।
এও সে রহিল দুঃখ, না দেখিলাম মায়ের মুখ,
তোমার সঙ্গে না হৈল আলাপন।
দংশিল দারুণ নাগে, গারুড়িয়া কেবা জাগে,
কুটুম্ব ব্যথিত জাগে কে।
কালনিদ্রা পরিহর, জাগিয়া জিজ্ঞাসা কর,
আমারে জীয়াইতে পারে কে॥
নিদ্রালী লাগিয়া গায়, সুখে বেহুলা নিদ্রা যায়,
নাহি শুনে লখাইর করুণা।
পদ্মাবতী দরশনে, সানন্দে বিজয় ভণে,
লোক বলে মনসা দারুণ॥

লক্ষ্মীন্দরের বিলাপ।

ওগো বেহুলা তোমার অঞ্চলের নিধি নিল চোরে,
কত নিদ্রা যাও গো সুন্দরী। (ধুয়া)
আজু বিয়া হৈল রাতি, না চিনিলা নিজ পতি,
নাগিনী দংশিয়া গেল মোরে।
যদি জানিতাম সাচে, এতেক নির্ব্বন্ধ আছে,
বিয়ার রাত্রে সাপে খাবে মোরে॥
এক দিবসের লাগি, তোমার বধের ভাগী,
এই পাপে নরকে বিভোগ।
না জানিয়া হইল কি, উঠ প্রিয়ে চন্দ্রমুখী,
বিয়ার রাত্রে সর্পাঘাত যোগ॥
তুমিত বড়র ঝী, তোমাকে বলিব কি,
এ তোমার কেমন সাহস।
যার পতি সর্পে খায়, সে কেমনে নিদ্রা যায়,
নারীর রাখিল অপযশ॥
হাতে নরসিং কাতি, মিছা সে জাগিলা রাতি,
কোন কার্য্যে এতেক প্রহরী।
জাগিয়া এতেক জন, রাখিতে নারিলা ধন,
প্রভাতে নাগিনী করে চুরি॥

বাসরেতে লক্ষ্মীন্দর প্রাণ নহে স্থির।
কালবিষের ঘায় পোড়ায় শরীর॥
কালনাগিনীর বিষে পোড়ে সর্ব্ব গা।
অন্তকালে না দেখিলাম বাপ আর মা॥
বেহুলা সুন্দরী হয় সাহের কুমারী।
কারে সমর্পিয়া আমি যাব হেন নারী॥
এইরূপে বেহুলার জন্ম গেল ছারখার।
সংসারের সুখভোগ না করিল আর॥
চান্দ হেন বাপ মোর সোনা হেন মাই।
তাহাকে তাজিয়া আমি যমপুরে যাই॥
বাহিরে যাইতে লোহার ঘরে পথ থাকে।
লড় দিয়া বাহিরে যাই দেখুক সর্ব্বলোকে
প্রাণশক্তি বিপরীত ডাকি রাত্রিভোগে।
হেন বুঝি কোন জন নিদ্রে নাহি জাগে॥
তৎ সঙ্গে সঙ্গ নৈল মনে রহিল দুঃখ।
মৃত্যুকালে না দেখিলাম জননীর মুখ॥
নাগিনীর বিষজ্বালে করয়ে কাকুতি।
অঙ্গুলি ছাইয়া বিষ ধরিলেক ছাতি॥

তাঁর প্রাণ স্থির হয় পদ্মার নারীকলা
কতক্ষণ পরেতে বিষেতে ছাইল গলা ॥

———

আমার মনের দুঃখ মনে রহিলরে। (ধুয়া
কারে দিয়া যাব আমি চম্পক নগরী।
কারে দিয়া যাব আমি বেহুলাসুন্দরী ॥
মনের মানস মোর না হৈল অবসান।
কাহার সঙ্গে দেখা না হৈল বিদরে প্রাণ ॥
বাপে তোলাইল ঘর লোহার বাসর।
নির্ব্বন্ধ মরণ হইল তাহার ভিতর ॥
সদাগর না দেখিলাম যত বন্ধুজন।
অন্তিম কালে না দেখিলাম মায়ের চরণ ॥
আহা মাতা সোনেকার গুণের অন্ত নাই।
মা বলিয়া ডাকে আর এমন লক্ষ্য নাই ॥
ছয় ভাইর শোকে মায়ের সদা তনু পোড়ে।
আমি বিনে জননী কেমনে রবে ঘরে ॥
চক্ষু ওষ্ঠ ধরিলেক নাহি বোল চাল।
লড় বড় করে গলা মুখে পড়ে লাল ॥
নিদ্রিত হইল চক্ষু তনু জর জর।
কপাট লাগিল দন্ত করে কড় মড় ॥
ব্রহ্মরন্ধ্র ধরিল জীবন নাহি আর।
উত্তরশিয়রী পড়ে চান্দর কুমার ॥
লোহার ঘরে ঢলিয়া পড়িল লক্ষ্মীন্দর।
প্রাণ কাড়ি লইয়া যায় যমের কিঙ্কর ॥
খাট হইতে লক্ষ্মীন্দর বহে গড়াগড়ি।
তবু নিদ্রা না ভাঙ্গিল বেহুলাসুন্দরী ॥

নিদ্রিত অবস্থায় বেহুলাকে স্বপন দেখান।

চারিভিতে চাহে পদ্মা কেহ নাহি কাছে।
লখাইর প্রাণ আনিবারে চারি নাগ পাছে ॥
অগ্নিকাল মহাকাল ফণী মহাফণী।
চারি নাগ লইয়া ধামু চলিল আপনি ॥
কাহার শকতি বুঝে দৈবের ঘটন।
যমদূত সঙ্গে পথে হইল দরশন ॥
চল চল আরে দূত রাখি যাও জীব।
বজ্রকামড় মারি বলে শিব শিব ॥
বিপরীত বিষজ্বালে প্রাণ বড় দয় (১)।
জীব ত্যজি যায় দূত মনে পেয়ে ভয় ॥
যমের কাছে গেল দূত এড়িয়া লখাই।
জীব আনি দিল ধামু মনসার ঠাঁই ॥
ঢলিয়া পড়িল লখাই নাহিক চেতন।
রাত্রি শেষে বেহুলাকে দেখাল স্বপন ॥
উঠ উঠ বেহুলা গো কত নিদ্রা যাও।
লক্ষ্মীন্দর ঢলিয়াছে গা তুলিয়া চাও ॥
ছাওনীর উপরে ঢলিল তোমার স্বামী।
তোমার সাধনে জিয়াইয়া দিলাম আমি ॥
শেষ রাত্রি আসিল কালো না দেখিল বিয়া।
তোমার স্বামী খাইয়া সে যায় পলাইয়া॥
ঢলিয়াছে লক্ষ্মীন্দর প্রাণ নাহি ধড়ে। (২)
নিদ্রা ত্যজি গা তুলিয়া চাও তাহার তরে ॥
অন্তর্দ্ধান হইলা দেবী স্বপন দেখাইয়া।
স্বপন দেখিয়া বেহুলা উঠিল জাগিয়া ॥
স্বপন দেখিয়া বেহুলার প্রাণ ফাটে।
প্রভু প্রভু বলি বেহুলা ততক্ষণে উঠে ॥

১। দয়—দগ্ধ হয়।
২। ধড়ে—শরীরে।

নয়ন মেলিয়া দেখে ঢলিয়াছে লখাই।
নাগিনীর লেজ বেহুলা দেখে সেই ঠাঁই ॥
নাগিনী দংশিয়াছে হেন মনে অনুমানি।
যতন করিয়া লেজ রাখিল তখনি ॥
একদৃষ্টে চাহে বেহুলা সজল নয়ন।
বদন হেরিয়া দুঃখ কাতর পরাণ ॥
স্বামী কোলে কান্দে বামা দুঃখ লাগে বৈরী।
এই কালে বল ভাই করুণ লাচারী ॥

—:—

বেহুলার বিলাপ।

ওহে জাগিতে চাপিল কালঘুমেরে
প্রাণ বন্ধুয়ার লাগি। (ধুয়া)

এতেক দারুণ দুঃখ রহিল হৃদয়।
দেখা না হইল প্রভুর মরণ সময় ॥
মোর তরে প্রাণেশ্বর কি বলিলা বাণী।
নিদ্রায় না জানিলাম মুই অভাগিনী ॥
স্বামী কোলে করি কান্দে সাহের কুমারী।
কোন দোষে প্রাণনাথ গেলা মোরে ছাড়ি ॥
কি ক্ষণে অভাগিনীর আসিল কাল নিন্দ।
সময় পাইয়া নাগ বাসরে দিল সিন্ধ ॥
হীন জন নহ তুমি সাধুর কুমার।
ধূলায় লোটাও তুমি কোন ব্যবহার ॥
বিজয় গুপ্ত বলে বেহুলা না কান্দিও আর।
পদ্মা হইতে হবে তোমার স্বামীর উদ্ধার ॥
স্বামী কোলে করি কান্দে দুঃখ লাগে বৈরী।
এই কালে বল ভাই করুণ লাচারী ॥

আরে প্রভু কি হইল মোরে।
বজ্র ভাঙ্গিয়া পৈল অভাগিনীর শিরে ধুয়া)

বাও নাই বাতাস নাই লোহার ঘরে বাস।
কোন্ নাগিনী আসি প্রভুরে কৈল নাশ ॥
এ নব যৌবন আমার গেল ছারখার।
কপাল চিরিয়া দেখি কিবা আছে আর ॥
ঢলিয়া পড়িল প্রভু চৈতন্য নাই।
বাসর শূন্য আজু মোর করিলা গোসাঞি ॥
এই ত নগর মাঝে আছে কত জন।
কাহার কপালে বিধি লিখিল এমন ॥
কিবা ক্ষণে দিল গালি যতী ব্রাহ্মণী।
হাতে হাতে ফল মোর ঘটিল এখনি ॥
বিয়ার রাত্রে প্রাণপতি মাগিল আলিঙ্গন।
লজ্জা করি অভাগিনী নাহি দিল মন ॥
প্রভু প্রভু বলি বেহুলা হইল উতরোল।
লখাইর সন্তাপে বেহুলা বালিশে দিল কোল ॥
পাপিষ্ঠ তুলার বালিশ মুখে রাও নাই।
বুকে হস্ত দিয়া বলে কি করিল গোসাঞি ॥
হস্তের কঙ্কণ মলিন হৈল আমার সিঁথির সিন্দুর।
নেতের আঁচল দিয়া কাজল করে দূর ॥
আম ফলে থোকা থোকা নুইয়া পড়ে ডাল।
নারী হইয়া এ যৌবন রাখিব কত কাল ॥
সোনা নহে রূপা নহে অঞ্চলে বান্ধিব।
হারাইলাম প্রাণপতি কোথা যাইয়া পাব ॥
খণ্ড তপস্বিনী মুই করিলাম খণ্ডব্রত।
সেকারণে অভাগিনীর টুটিল আইয়ত্ত ॥
কার জানি করিলাম চুরি সোনার ভাণ্ডার।
সেই লাগি বিধবা যোগ হইল আমার ॥
ডান হাতে নরসিং কাতি বাম হাতে বাতি।
ঔষধ তলাসে যায় বেহুলা যুবতী ॥
বেহুলা বলে বাহিরেতে কোন্ ভাই জাগে।
অভাগিনীর স্বামী দংশিয়া গেল নাগে ॥
নাগিনী দংশিয়া গেল চম্পকের রাজা।
কোথায় গিয়া পাব আমি গারুড়িয়া ওঝা ॥
বিজয় গুপ্ত বলে বেহুলা না কান্দিও আর।
তোমা হৈতে হবে চান্দর বাদের উদ্ধার ॥

প্রাণনাথকে বিষে ছাইল রে। (ধুয়া)

কেরে জাগ কেরে জাগ গারুড়িয়া ওঝা।
বাসরে ঢলিল প্রভু চম্পকের রাজা॥
কান্দে অভাগিনী বেহুলা লখাইরে কোলে করি
প্রাণের অধিক প্রভু কারে দিলাম ডালি
গারুড়িয়া ওঝা কেবা জাগে আগে।
দেখ আসিয়া প্রভুরে দংশিল কালনাগে॥
নাগিনী দংশিল প্রভুর প্রাণ গেল।
কপাল চিরিয়া দেখি বিধি কি লিখিল॥
ঢলিয়াছে প্রাণনাথ চৈতন্য নাই।
বাসর ঘর শূন্য আমার করিলা গোসাঞি
সুন্দর প্রভু মোর ধূলায় লোটায়।
শুনিয়া কি বলিবে আমার বাপ মায়॥
পূর্ব্বজন্মে করি আমি হরিলাম পতি।
সত্যশাপ দিলে মোরে ব্রাহ্মণের যতী॥
কত পাপ করিলাম মুই পূর্ব্বকালে।
তেকারণে এত সব ফলিল আমারে॥
শ্বশুর কুলে কেহ নাই বংশে দিতে বাতি
মায় দিল বরণসজ্জা বরিবার তরে।
প্রাণনাথ ঢলিয়াছে বরিব কাহারে॥
সিঁথির সিন্দুরে আমার না পড়িল কালি
কাঁচা রাড়ী বলি মোরে কেবা দিল গালি
সুন্দর বদন বহিয়া পড়িছে গরল।
বাসরে সুন্দরী বেহুলা কান্দিয়া বিকল॥
রজনী প্রভাত কালে কোকিলের ধ্বনি।
শয্যা ত্যাগি বাহির হইল সোনেকা রাণী

সোনেকার বিলাপ

প্রভাতে উঠিয়া রাণীর আনন্দিত মন।
আইও আইও বলে রাণী ডাকে ঘনে ঘন॥
রাণী বলে আইও তোরা গুয়া পাণ খাও।
লখাইরে বেড়িয়া সবে মঙ্গলগীত গাও॥
চৌদিক চাপিয়া বাজে মঙ্গল বাজন।
আইওগণ লইয়া রাণী করিল গমন॥
আইওগণে সোণা রাণী ডাক দিয়া আনে।
লখাইরে বরিতে যাব আন জনে জনে॥
বরণ-কুলা মাথায় লইয়া সোনেকা সুন্দরী।
আগে পাছে সখীগণ চলে সারি সারি॥
সোনা বলে সখীগণ তোরা কেনে আও না।
কালনিশি প্রভাত হইল মঙ্গল কেন গাও না
সোনা বলে সখীগণ বলি সবার ঠাঁই।
মনসাধ সবে মিলি বরিব লখাই॥
রাত্রিকালে আইল লখাই বধূ সঙ্গে লইয়া।
কল্য না বরিলাম লখাই কামনা পুরিয়া॥
নৃত্য-গীত হুলাহুলী চিত্ত নহে বান্ধে।
এক সখী উঠি বলে তোর বধূ কেন কান্দে॥
এই কথা শুনি রাণী হইল মূর্চ্ছিত।
লখাই লখাই বলি রাণী পড়িল ভূমিত॥
রাণী বলে লক্ষ্মীন্দর আমার কথা রাখ।
রজনী প্রভাত হইল মা বলিয়া ডাক॥
মাথা হইতে বরণ কুলা ফেলে আছাড়িয়া।
ভূমিতে পড়িল রাণী হাহাকার করিয়া॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে ক্ষণে গড়ি যায়॥
উচ্চৈস্বরে কান্দি বলে রাম রৈলা কোথায়॥
কি শুনালে সখীগণ শুনাও আবার।
সত্য কি মরেছে আমার বাল লক্ষ্মীন্দর॥
আলুথালু চুলে ধায় পাগলিনীর বেশে।
ত্বরিত চলিয়া গেল বাসরের পাশে॥

বাসরের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়া চায়।
কোলে আয় রে লক্ষীন্দর
তোর মায়ের প্রাণ যায়
গা তোল গা তোল বাছা গা তোল সত্বরে।
ঝিয়ার বরণ করিতে আসিলাম তোরে ॥

আমার কপালে বিধি, এমত লিখিয়াছিলি,
কলমে না ছিল কালি।
কার হরিলাম ধন জন, লখাই মৈল তেকারণ,
পুত্রশোকী বলে মোরে কেবা দিল গালি ॥
বিষহরীর চরণ, ভাবি আমি সর্ব্বক্ষণ,
পুত্রহে তোমার তবে কেন মরণ।
কালি ছিলা মোর পুত, রূপে গুণে অদ্ভুত,
যেন কামদেবের সমান ॥
আহা পুত্র লক্ষীন্দর, মোর প্রাণের সোসর,
আজি তোমা কারে দিলাম ডালি।
কাহার হরিনু ধন, কেবা করিল এমন,
পুত্রশোকী বলি দিল গালি ॥
লখাইরে কোলে লৈয়া, সোনেকার বিদরে হিয়া,
ভূমিতে পড়িয়া মোহ যায়।
সোনেকার করুণা শুনি, সর্ব্ব লোকে শোকাকুল,
সানন্দে বিজয় গুপ্ত গায় ॥

—(০)—

কবাট করিয়া দূর বাসরে সামায়।
দেখিল সোণার তনু ধুলায় লোটায় ॥
চম্পকের রাজা বাপ কারে দিয়া গেলা।
কোন্ দুঃখে লখাইরে ধুলায় শুইলা ॥
দুই হস্তে ধরি রাণী লখাই নিল কোলে।
চুম্বন করিছে রাণী বদনকমলে ॥
বিধুমুখে একবার ডাক মোরে মা।
মৃত্যুকালে তোমার সঙ্গে দেখা হইল না ॥

আহারে দারুণ বিধি কি বলিব তোরে।
এত দুঃখ দিয়া বিধি সৃজিলা আমারে ॥
ক্ষণেক চেতন রাণী ক্ষণে অচেতন ॥
কোন্ বিধি করিল আমার ললাটে লিখন ॥
এক পুত্র বিনে ঘরে অন্য পুত্র নাই।
অন্ধের লড়ি আমার সুন্দর লখাই ॥
রাত্রিকালে আইলা লখাই বধূ সঙ্গে লৈয়া
না দেখিলাম দুইজনে একত্র করিয়া ॥
তোরা সব সখীগণ হও এক ধার।
লখাইর বামে বসুক বধূ দেখি একবার
সোনা বলে বধূ তুমি পরম রূপসী।
আমার বাছা খাইতে আইলা কপট রাক্ষসী ॥
স্বরূপে জানিলাম তুমি নিশাচর জাতি।
বিয়ার রাত্রে খাইলা স্বামী নহিল বাসি রাতি ॥
বড়র ঝিয়ারী তুমি গুণের অন্ত নাই।
চান্দর বংশনাশ করিতে ছিলা কোন ঠাঁই ॥
কোপ মনে সোনেকা বধূরে পাড়ে গালি।
এতেক শুনিয়া বেহুলা কাণে দিল তালি ॥
নাগিনী দংশিল প্রভু মোরে কেন রোষ।
তোমার ছয় পুত্র মৈল সেও কি আমার দোষ

চান্দর বিলাপ।

ক্রন্দনের রোল উঠে লোহার বাসর।
হেথায় চৈতন্য পাইল চান্দ সদাগর ॥
হেতালবাড়ি কান্ধে লইয়া উভা লড়ে ধায়।
ত্বরিতে চলিয়া গেল বাসরে সামায় ॥
কোথা লখাই কোথা লখাই বলে সদাগর।
চম্পকের রাজা আমার বাল লক্ষীন্দর ॥
বিধুমুখে বাপ বলিয়া আর না ডাকিলা।
চম্পক রাজ্য তুমি কারে দিয়া গেলা ॥

আহারে দারুণ বিধি তুই নিদারুণ।
বাপ মা থাকিতে কেন পুত্রের মরণ॥
হেন নিদারুণ শোক কেবা দিল মোরে।
ধন প্রাণ গেল আমি রহি একেশ্বরে॥
কান্দিতে কান্দিতে সাধু ব্যাকুল।
স্তব্ধ প্রায় হৈল সাধু নাহি বোল চাল॥
বিজয় গুপ্ত বলে সাধু না কান্দিও আর।
বেহুলা লখাই হইতে তব বাদের উদ্ধার॥

ওগো বধূ কেন পুত্রের হরিলা চেতন। (ধুয়া)
হেন তোর দিব্য জ্ঞান, বিষহরী পদ ধ্যান,
তাহা না রাখিলা কি কারণ।
কল্য আসিল পুত, রূপে গুণে অদ্ভুত,
যেন কামদেবের সমান॥
উজানি নগরে গিয়া, তোমারে করিল বিয়া,
আজি কেন না করে বোলান।
দারুণ সাধুর মতি, না পূজিলা পদ্মাবতী,
কাণী বলি কর সম্বোধন॥
কুপিত যে পদ্মাবতী, তাই সে এমন গতি,
কাণী বলি ডাক সর্ব্বদায়।
তারে কি করিব রোষ, আপনার কর্ম্মদোষ,
এত বলি ভূমিতে লোটায়॥
বিস্তর কঠিন ভাবি, বর লই পদ্মা সেবি,
বিয়া হইলে হরিবে মনসা।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস, করযোড়ে অভিলাষ,
তেকারণে হইল হেন দশা॥

আজু কেন মোরে বঞ্চিত হইল রে
দারুণ বিধাতা। (ধুয়া)

কবাট ভাঙ্গিয়া সবে প্রবেশিল ঘর।
ঘর হইতে বাহির করে মরা লক্ষ্মীন্দর॥
পুত্র শোকে কান্দে রাণী স্থির নহে চিত।
বেহুলারে বলিল রাণী বচন কুৎসিত॥
দূরে ঘোচ বধূ তুমি হেথা হইতে চল।
লোকের ভাণ্ডিতে কান্দি এত কর ছল॥
সোনেকার বচনে বেহুলা কোপে জ্বলে।
যোড় হাত করিয়া শ্বাশুড়ীর আগে বলে॥
পাপকর্ম্মের ফলে বিধাতা পাষণ্ডী।
বিয়াব রাত্রে মৈল স্বামী হৈলাম কাঁচা রাণ্ডী
অভাগিনী বেহুলারে মাতা কেন কর রোষ।
কর্ম্মদোষে মৈল প্রভু নহে মোর দোষ॥
বেহুলার বচনে সোনেকার বুক ফাটে।
শোক সম্বরিয়া সাধু ভূমি হইতে উঠে॥
স্বভাবে বৈষ্ণব সাধু যোগমন্ত্র জানে।
কারণ জানিয়া শোক পাশরিল মনে॥
চান্দ বলে প্রিয়া তুমি না কান্দিও আর।
ভাবিয়া দেখগো প্রিয়া সকলি অসার॥
অস্থির হইয়াছ প্রিয়া কিসের কারণ।
শিব শিব বলি কর শোক নিবারণ॥
কপাল করম লেখা কভু এড়ান নাই।
ষষ্ঠী জাগরণে যাহা লিখিলা গোসাঞি॥
শীতল চন্দন যেন আভের ছায়া।
কার জন্য কান্দ প্রিয়া সকল মিছা মায়া॥
মিছামিছি বলি কেন তোমার আমার।
যে দিছিল লক্ষ্মীন্দর সে নিল আর বার॥
শোক তাপ এড় প্রিয়ে ভাব মহেশ্বর।
তুমি আমি জীয়া থাকি শতেক বৎসর॥
এক লক্ষ্মীন্দরের শোক শরীর জর জর।
তাহাতে কঠোর বাক্য দুঃখের উপর॥
ভূমিতে পড়িল রাণী রহিত চেতন।
লখাই বলিয়া রাণী ডাকে ঘনে ঘন॥
চান্দ বলে শুন সোমাই কার্য্যে কর তাড়া।
জ্ঞাতিগণে হাসিবে ঘরে বাসি মড়া॥
সরল পদ্মকাষ্ঠ নেও চন্দন আগর।
গাঙ্গরীর কূলে নিয়া পোড় লক্ষ্মীন্দর॥

বধূর ঠাঁই জিজ্ঞাসা কর আছে কি সাহস।
লখাইর সঙ্গে পুড়িয়া মরুক ঘুচুক অপযশ ॥
শ্বশুরের কথায় বেহুলার প্রাণে লাগে ভয়।
হস্তযোড় করিয়া শ্বশুরের আগে কয় ॥
পাপকর্ম্মের ফলে বিধাতা পাষণ্ডী।
কাল হ'ইল বিয়া আজ হইলাম রাণ্ডী ॥
মায় দিল বরণসজ্জা বরিবার তরে।
প্রাণনাথ চলিয়াছে বরিব কাহারে ॥
সিঁথির সিন্দুরে আমার না পড়িল কালি।
কাঁচা রাড়ী বলে মোরে কেবা দিল গালি ॥
বেহুলা বলে শ্বশুর তুমি দেবতা সমান।
অভাগিনী বেহুলার কথা কর অবধান ॥
পূর্ব্বকালের কথা কহিছে বুড়া বুড়ী।
সর্পাঘাতে মৈলে লোক অগ্নিতে না পুড়ি ॥
কলার মাজুষ করি ভাসাও গাঙ্গরী।
আমি অভাগিনী যাব প্রভুর সংহতি ॥

—:*:—

সমুদ্রে ভাসাইয়া দেও যথা তথা যাই।
ভাগ্যের ফলেতে যদি গারুড়ীয়ার লাগ পাই
রক্তেতে জড়িত জীব অস্থির সংহতি।
গারুড়ীয়ার লাগ পাইলে জীয়াইবে পতি ॥
প্রভুর সংহতি মোরে ভাসাও সাগরে।
জীয়াইব প্রাণপতি চণ্ডিকার বরে ॥
ঘূর্ণিতনয়নে চান্দ বেহুলার পানে চায়।
হস্তে ধরি সোমাই পণ্ডিত চান্দরে বুঝায় ॥
পণ্ডিত বলেন সাধু কোপ কর কিসে।
ভাল কহে বেহুলা বধূ এই যুক্তি আইসে ॥
প্রভুর সংহতি তারে পাঠাও সাগরে।
জীয়াইবে প্রাণপতি চণ্ডিকার বরে ॥
নিশ্চয় বলিল চান্দ বেহুলার প্রতি।
সহজে যাইবা তুমি লখাইর সংহতি ॥

স্বরূপে মাজুষে চড়ি তরিবা সাগর।
নিশ্চয় জীয়াইবা তুমি মোর লক্ষ্মীন্দর ॥
পাছে হইবেক যাহা বলিয়া দি মুই।
লক্ষ্মীন্দরের এই দশা করিবা যে তুই ॥
মাজুষে ভাসিতে তোরে লাগ পাবে ঘাটে।
জলে মড়া ফেলাইয়া তোরে নিবে খাটে ॥
যাহার ঘরে যাবা তুমি সেই প্রাণেশ্বর।
শৃগাল কুকুরে খাবে মোর লক্ষ্মীন্দর ॥
চান্দর বচনে বেহুলার চমৎকার গায়।
হাতে ধরি সোমাই চান্দরে বুঝায় ॥
গুণবতী পৃথিবীতে গুণের অন্ত নাই।
গারুড়িয়া লাগ পাইলে জীয়াবে লখাই ॥
পণ্ডিতের বাক্যে সাধু হাতে দিল তালি।
ডাক দিয়া আনিলেক নরসিংহ মালী ॥
সংবাদে আসিল মালী চান্দর নিকটে।
চান্দ বলে মালাকার মাজুষ গড় ঝাটে ॥
মন দিয়া গড়াও মাজুষ না করিও হেলা।
মাজুষ বাণিজ্যে যাবে লক্ষ্মীন্দর বালা ॥
চান্দর বাগেতে ঢোকে নরসিংহ মালাকার
হাতে করি নিল দাও অতি চোখা ধার ॥
চান্দর বাগানে ছিল যত রামকলা।
আথালি পাথালি কাটি দিল মুণ্ডমালা ॥
মধ্যভাগ রাখিয়া ফেলিল আগা মূল।
কান্ধে করি নিয়া গেল গাঙ্গরীর কূল ॥
মাজুষ গড়িতে বসে মালীর তনয়।
সম্মুখে বসিয়া বেহুলা করয়ে বিনয় ॥
শরীরে দারুণ শেল সহিতে নারি আর।
কলার মাজুষেতে সাগর হব পার ॥
তোমার প্রসাদে যে অবিলম্বে তরি।
বিজয় গুপ্তেরে রাখ দেবী বিষহরী ॥
মালীর আগে কহে বেহুলা করযোড় করি
এই কালে বল ভাই করুণ লাচারী ॥

'মালীরে বাপ বারেক বেহুলার হিত
করুরে ওহে ও বাপ মালীরে। (ধুয়া)

কারে বিধি হেন করে, বিয়ার রাত্রে স্বামী মরে,
মধুকর উড়ে গেল, সুধা কমল পড়ে রইল,
অঞ্চলে মাণিক্য ছিল, অকূলে খসিয়া পইল,
বিধির মনে ইহা ছিল, সুখের ঘরে আগুণ দিল,
ছিলাম বড় আদরিণী, হৈলাম পথের কাঙ্গালিনী,
বিয়া করল রাজার সুত, ব্যবহার দিল কলার মুল,
আমার বিয়া হইল বাপের বাড়ী রাড়ী হইলাম শ্বশুরবাড়ী,
আরে আরে ও বাপ মালীরে॥
কলার মান্দুষ গড়, দেখিতে সুন্দর বড়,
প্রভু লয়ে ভাসিব গাঙ্গরী।
শুনরে মালীর পো, বিধি বিড়ম্বিল মো,
লখারে লৈয়া হইলাম ভিখারী॥
ছিলাম বড়র ঝী, তুমি বা না জান কি,
কর্ম্মদোষে হইল হেন দশা।
কারে বিধি হেন করে, বিয়ার রাত্রে স্বামী মরে,
না পূরিল মোর মনের আশা॥
যাইব অনেক দূর, অলঙ্ঘ্য পদ্মার পুর,
মড়া লইয়া নদী হব পার।
লোকেতে রাখিব যশ, দেবতা করিব বশ,
শ্বশুরকুল করিব উদ্ধার॥
তুমি মালাকর জন, তোমার অভীষ্ট ধন,
বেহুলার হাতে নাহি কড়া বট।
ধর্ম্মে মতি থাকে দড়, মন দিয়া মান্দুষ গড়,
পথে যেন না পাই সঙ্কট॥
বেহুলার কাকুতি কথা, মালাকরের লাগে ব্যথা,
শুন মা গো নহিও কাতর।
সুস্থ হইয়া বস মাও, গড়িব কলার নাও,
অবিরোধে তরিবা সাগর
বেহুলার আশ্বাস বলি কাটিল বাঁশের খিলি,
ভেরুয়ার হানিল গায় গায়।
কলার বেড়া কলার চাল, দেখিতে সুন্দর ভাল,
অন্তরে থাকিয়া দেখা যায়॥
নরসিং কাটারি হাতে, নানাবিধ চিত্র তাতে,
মালী নহে সামান্য পুরুষ।
আড়ে দীর্ঘে পরিসর, যেন সাত নয় ঘর,
নিরমিল কলার মান্দুষ॥
মালীর ইঙ্গিত পাইয়া, গাবুর পাইক আইল ধাইয়া,
ভেরুয়া ভাসাইল জলে।
ফুল্লশ্রী গ্রামেতে ঘর, বিজয় গুপ্ত কবিবর,
লাচারী রচিল কুতূহলে॥

ভাসান পালা

ভাসান।

আমি কোন দেশেরে যাব ও যাব রে। (ধুয়া)

সকল বান্ধব মিলি হাহাকার করে।
চারিজনে লখাইরে ধরি ঘরের বাহির করে॥
দীর্ঘভুজ লক্ষ্মীন্দর দীঘল মাথার চুল।
জ্ঞাতি সব লয়ে গেল গাঙ্গরীর কূল॥
পরম সুন্দর হয় চান্দর নন্দন।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া দিল আগর চন্দন॥
দিব্যবস্ত্র পরাইল দিব্য আভরণ।
আঁচলে বান্ধিয়া দিল বহুমূল্য ধন॥
যাইও না যাইও না লখাই এইখানে রও।
আগে তোমার মায় মরুক পাছে তুমি যাও॥
সোনা বলে বধু তুমি আমার কথা রাখ।
লখাইর বদলে মোরে মা বলিয়া ডাক॥
চারিভিতে বন্ধু সব কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
জ্ঞাতি সবে ধরি নিল ভুরের উপরে॥
মান্দুষে শোয়াইল লখাই উত্তর শিয়রী।
নিকটে দাঁড়াইল বেহুলা সাহের কুমারী॥
হস্ত জোড় করি বেহুলা হইল আগুসার।
সবার চরণে বেহুলা করে নমস্কার॥

গুরুজন সকলের বন্দে ভায় ভায়।
প্রণাম করিয়া বলে শ্বাশুড়ীর পায়॥
বেহুলা বলে মাতা তুমি প্রভুর জননী।
না করিলাম তব সেবা আমি অভাগিনী॥
পতি বিনে মোর চিত্তে যদি থাকে আন।
অঘোর নরকে যাব নাহি পরিত্রাণ॥
মরা স্বামী লয়ে যাব দেবের সমাজ।
শিব-পুরী গেলে মোর সিদ্ধ হবে কাজ॥
পৃথিবীতে আশা করি রাখিব ঘোষণা।
জীয়াইব নিজ পতি ভাসুর ছয় জনা॥
সতী পতিব্রতা মাতা ধর্ম্মেতে আগুলি।
আশীর্ব্বাদ করি দেও চরণের ধূলি॥
তুষ্ট হৈয়া আজ্ঞা কর স্বামীর সঙ্গে যাই।
চারি নিদর্শন আমি থুইলাম তোমার ঠাঁই
হের দেখ মাতা এই সিদ্ধ শুক্না ধান।
সিদ্ধ হরিদ্রা মাতা দেখ বিদ্যমান॥
এই দেখ কলাই ভাজিলাম সাত দিন।
এক ঠাঁই রাখিলাম নিদর্শন তিন॥
সিদ্ধ ধানেতে যদি মেলিল অঙ্কুর।
তবে সে জানিও আমি গেলাম দেবপুর॥
সিদ্ধ হরিদ্রায় যদি মেলিলেক পাত।
তবে সে জানিও জীয়াইলাম প্রাণনাথ॥
ভাজা কলাই যদি মেলিল অঙ্কুর।
তবে সে জানিও জীয়াইলাম ছয় ভাসুর॥
তিন নিদর্শন থুইলাম ধর্ম্ম করি সাক্ষী।
আর এক নিদর্শন বাসরেতে রাখি॥
হাঁড়ীতে চড়াইল চাউল হেটে নাহি জ্বাল।
পরিপূর্ণ জল দিয়া রাখ চিরকাল॥
বিনা অগ্নি জলে যদি ফুটে ভাত হাঁড়ী।
তবে সে জানিও আমি দেশেতে বাহুড়ি॥
যত্ন করি সোনেকা রাখিল নিদর্শন।
বেহুলারে কোলে করি যুড়িল ক্রন্দন॥
শ্রাবণের ধারা যেন ঝরিছে নয়ানী।
চরণে পড়িয়া বেহুলা চাহিল মেলানী॥
পতির চরণে ধরি বসিলা মাজুষে।
দেবগণে ধন্য ধন্য করয়ে আকাশে॥
সাধু সাধু সাধু বলি সর্ব্বলোকে ঘোষে।
মনসার চরণ ভাবি চড়িল মাজুষে॥
স্বামী বিনা বেহুলার গতি নাহি আর।
এ সময়ে পদ্মা মোর করিও উদ্ধার॥
প্রচণ্ড বাতাসে ভুরা মাঝে লইয়া যায়।
নেহালিয়া সদাগর শানে আছাড় খায়॥
পুত্র পুত্র বলি চান্দ ভূমে যায় গড়ি।
সংবাদ পড়িল গাইন বলরে লাচারী॥

ক্ষীরোদজলে চান্দ লখাইরে ভাসাইয়া
বিস্তর করিছে বিষাদ।
পুত্র পুত্রবধূ জলেতে ভাসাইয়া,
কি আর জীবনে সাধ॥
বাণিজ্য করিয়া পাইলাম হীরামণ মাণিক্য,
সম্পূর্ণ চৌদ্দখানি ভরা।
মনসা বিবাদে সকলি হারালাম,
আপনে আসিলাম একা॥
প্রাণের লক্ষীন্দর ভুরার উপর,
ভাসিয়া যায় কতদূর।
পাথরের স্তম্ভ আনি, তাহাতে কপাল হানি,
খেদ করিল প্রচুর॥
সাতটী পুত্র হইল, একটী না রহিল,
কেবল পদ্মার বাদে।
লখাইরে ভাসাইয়া, শিরপরে হাত দিয়া,
ঘন ঘন সাধু কান্দে॥
ছয় পুত্র হারাইলাম, তোমা ধন পাইলাম,
কেবল পদ্মার বরে।
হরি হরি কেন, হইলা নিদারুণ,
কি লয়ে থাকিব ঘরে॥

কাণা হরিদত্ত, হরির কিঙ্কর,
মনসা হউক সহায়।
তার অনুবন্ধ, লাচারীর ছন্দ,
শ্রীপুরুষোত্তমে গায়॥

কোথায় যাও রে আমার নন্দদুলাল। (ধুয়া)

তোমারে বিদায় দিয়া খাড়া হইয়া চাই।
মা বলিয়া কে ডাকিবে হেন লক্ষ্য নাই॥
ভূমিতে পড়িয়া চান্দ বহে গড়াগড়ি।
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে সোনেকা সুন্দরী॥
শোকাকুলি হইয়া সবে রহিলা ঘর।
মধ্যসাগরে বেহুলা ভাসে একেশ্বর॥
বেহুলা বলে হরি হরি জগতের পতি।
তুমি বিনে অভাগিনীর আর নাহি গতি॥
সৃজনে সৃজন তুমি পালনে পালন।
প্রলয়ে সংহার তুমি দেব নারায়ণ॥
প্রজার কারণে তুমি গুণে আলম্বিত।
সংসারের পাপ পুণ্য তোমার বিদিত॥
জন্মে জন্মে যদি মুই পূজিনু শঙ্কর।
শত জন্মের পতি যেন হয় লক্ষ্মীন্দর॥
স্বপনেতে নাহি জানি অন্য পুরুষ।
বিনা বায়ু বিনা বাইছে চলুক কলার মাজুষ॥
কি ক্ষণে দেখিলাম মুই মুক্তা সরোবরে।
ঘরে গিয়া অভাগিনী পাসরিতে নারে॥
এতেক বলিয়া বেহুলা হেঁট করে মাথা।
অন্তরীক্ষ হইতে দেখে সকল দেবতা॥
বিষম তরঙ্গে পড়ি চারিদিকে চাই।
এ সময়ে রক্ষা করে হেন বন্ধু নাই॥
গা তোল গা তোল প্রভু কত নিদ্রা যাও।
নদী হিল্লোল বড় চক্ষু মেলি চাও॥
সকল দেবের পদে করে নমস্কার।
অসময়েব কালে মোরে করিবা উদ্ধার॥
সকল দেবের পায় এই চাহি বর।
জন্ম জন্মান্তরে না হই পরের কুপ্পর॥
শিশুকাল হইতে পূজি দেবী বিষহরী।
নাগরথে চড়ি দেবী গেলা তাড়াতাড়ি॥
ভক্তবৎসলা দেবী ত্রিভুবনের সার।
বেহুলার মাজুষে আসি ধরিলা কাণ্ডার॥
যে পদ্মা করিল মোর এত অবস্থা।
তাহা হইতে ভাল হইবে এই সত্য কথা॥
গাঙ্গরীর কূলে কুণ্ড করিয়া তখন।
পতি সঙ্গে মনোরঙ্গে করিল গমন॥
অন্তরে চিন্তিত বেহুলা করিল যুকতি।
অন্তরীক্ষে থাকি তাহা শুনে পদ্মাবতী॥
পদ্মাবতী বলে বেহুলা কেন অভরসা।
কাণ্ডার ধরিয়াছি আমি আপনে মনসা॥
আমার সম্মুখে তুমি ভয় কর মিছা।
যথা তথা বাও ভুরা যথা তোমার ইচ্ছা॥
সমুদ্র মাঝারে তুমি যদি পাও ভয়।
উদ্ধারিয়া আনিব আমি বিপদ সময়॥
পদ্মার বচনে বেহুলার রোমাঞ্চিত গাও।
যোড় হাত করি বলে শুন দেবী মাও॥
ভক্তি করি পূজিলাম আমি শিশুকাল হইতে
তাহার উচিত ফল দিলা হাতে হাতে॥
কাল বিবাহের উৎসবে গেলাম চম্পক নগরী
অদ্য মরা স্বামী কোলে লইয়া ভাসি আমি॥
তোমার সেবা করি আমি হারাইলাম সকল
তোমার কিছু দোষ নাই আমার কর্ম্মফল॥

শ্বেতকাক দ্বারা উজানী নগরে সংবাদ পাঠান।

বেহুলা বলে শিশু হইতে সেবিলাম চরণ।
মোর যত অপরাধ ক্ষমিবা সকল॥
ভাল মন্দ যত করি তুমি সে সহায়।
আমার খবর না পাইল আমার বাপ মায়॥
এতেক শুনিয়া পদ্মা ভাবে মনে মনে।
নেতা নেতা বলে ডাক ছাড়ে ঘনে ঘনে॥
পদ্মার চরণে নেতা আগু হইল গিয়া।
মাজুষে পড়িল গিয়া শ্বেতকাক হইয়া॥
অন্তরীক্ষে ডাকি বলে বিষহরী আই।
কোন্ নিদর্শন দিবা দেও কাকের ঠাঁই॥
বেহুলারে বলিল লিখ বার্ত্তা যেই থাকে।
উজানী নগরে গিয়া দিবে এই কাকে॥
সতী পতিব্রতা বেহুলা মনে আশ অতি।
সমুদ্রে ভাসিতে পায় কেওয়ার পাতি॥
মনে মনে ভাবে বেহুলা আপন বিষাদ।
বাপ,মায়ের ঠাঁই কি লিখিবে সংবাদ॥
নানা বিদ্যা জানে বেহুলা সাহের কুমারী।
নয়নে কাজলে লিখে বোল দুই চারী॥
আপনে পণ্ডিতা বেহুলা লিখে ভায় ভায়।
প্রথমে প্রণাম করে বাপ মায়ের পায়॥
ছয় ভাই চরণে নমস্কার লিখে।
ছয় বধূরে বেহুলা বন্দে একে একে॥
তাহার পর লিখে বেহুলা আপন সমাচার।
পুরোহিতে প্রণাম লিখে বার বার॥
পূর্ব্ব পাপের ফল বিধাতা পাষণ্ডী।
বিয়ার রাত্রি না কাটিতে হইলাম কাঁচা রাণ্ডী
রাত্রিতে দংশিল প্রভু দারুণ নাগিনী।
নিদ্রায় না জানিলাম মুই অভাগিনী॥
স্বপনে জানিলাম বার্ত্তা রাত্র অবশেষে।
প্রভাতে প্রভুরে লইয়া যমুনাতে ভাসে॥
যাইব মনসাপুরী দড়াইয়াছি মন।
মরা স্বামী জীয়াইব ভাসুর ছয় জন॥
যম ঘর হইতে প্রভু আসিবে বাহুড়ি।
এই হেতু প্রভু লইয়া যাব দেবপুরী॥
জীয়াইতে না পারিব না আসিব আর।
স্বামীর অগ্নিতে পুড়ি হব ছারখার॥
বাপ ভাই আর মোর যত বন্ধুজন।
ইহলোকে কার সঙ্গে নহিল দরশন॥
এতেক বলিয়া বেহুলা ছাড়িল নিঃশাস।
মাথার চুল দিয়া পত্র বান্ধিল নির্য্যাস॥
বাপ ঘরে অঙ্গুরী পাইয়াছে কৌতুকে॥
সেই অঙ্গুরী দিল কাকের সম্মুখে॥
বেহুলার কথা শুনি কাকের প্রাণ ফাটে
আথেব্যথে কাক পত্র লইয়া ছুটে॥
দেখি কি না দেখি কাক বায়ু হেন উড়ে।
আঁখির নিমিষে কঙ্ক উজানীতে পড়ে॥
নাগের বাহুয়ার ঠাঁই কন্যা দিছে বিয়া।
চিন্তিয়া বিকল বড় সুমিত্রার হিয়া॥
চারিদিকে চাহে রাণী চিত্তে নাহি সুখ।
আচম্বিতে শ্বেতকাক পড়িল সম্মুখ॥
শ্বেতকাক দেখি সুমিত্রা বলেন গোপাল।
আচম্বিতে শ্বেতকাক কার্য্য নহে ভাল॥
দক্ষিণে পড়িলে কাক কার্য্যে দেখি আউল।
সুমিত্রা কাকের সম্মুখে আনি দিল চাউল॥
অন্দরে দাঁড়াইয়া দেখে সকল নারীগণ।
খলখলি করি কাক ডাকে ঘন ঘন॥
তাহার নিকটে কাক ঘনে ঘন ডাকি।
কাকের মুখেতে পত্র সুমিত্রায় দেখি॥
সুমিত্রা বলেন কাক ধর্ম্ম অধিষ্ঠান।
সত্য কহিও কাক না করিও আন॥

লক্ষ্মীন্দর বেহুলার কুশল-বার্ত্তা পুছি।
এত বলি সাক্ষাতে রাখিলেন কুচি॥
পূর্ব্বে আর দক্ষিণেতে দিল নিয়া চাউল।
দক্ষিণ পড়িও যদি কার্য্যে থাকে আউল॥
সত্য কথা কহ কাক কিছু নহে লড়ে।
ঠোঁটে পত্র লইয়া কাক দক্ষিণ ভাগে পড়ে
কাকেরে জিজ্ঞাসিতে দুঃখ লাগে বৈরী।
এই কালে বল ভাই করুণ লাচারী॥

কাক স্বরূপে কহিও মোরে সার। (ধুয়া)

প্রাণের দোসর বেহুলা, কাইল স্বামীর ঘরে গেলা
ভাল মন্দ কি তুমি জানহ তাহার।
ধর্ম্মের দ্বারে থাক, যেই সত্য সেই দেখ,
ভাল মন্দ তোমার গোচর॥
নাগের বাহুয়া যে, তাহার সঙ্গে বিয়া দে,
কুশলে নি আছে লক্ষ্মীন্দর।
তোরে বলি শ্বেতকাক, ঘৃতে মাখি দিব ভাত,
লখাই বেহুলা আছে নি কুশলে॥
কাকের আগে যোড়হাত, সুমিত্রা বলিল বাত,
কাকেরে আপনা বলি চিনে।
বেহুলার কুশল যবে, উড়িয়া পড়িও পূবে,
অকুশলে পড়িও দক্ষিণে॥
আর কি কহিব আমি, সত্য কথা কহ তুমি,
ধৈর্য্য না ধরে মোর প্রাণে॥
সুমিত্রার করুণা শুনি, কাক মনে মনে গণি,
দক্ষিণে পড়িল আচম্বিত।
অচিরে বিচিয়া ঠোঁটে, সত্বর আকাশে উঠে,
বেহুলার পত্র ফেলিল ভূমিত॥
পত্র পড়িল ভূমি, দেখিয়া আকুল সুমি, (১)
সুখ নাহি তাহার মনেতে।
তারকা বোয়ারী লড়ে, আথেব্যথে পত্র ধরে,
বেহুলার অঙ্গুরী দেখে তাতে॥

কান্দে বধূ পড়িয়া পাতি, লখাই মৈল শেষ রাতি,
আজি বেহুলা জল মধ্যে ভাসে।
কান্দে রাণী সকরুণে, বৈদ্য বিজয় ভণে,
বার্ত্তা পাইয়া হরি সাধু আইসে॥

কাঁদিয়া কহিলা বধূ শাশুড়ীর আগে।
বিয়ার রাত্রে বেহুলার স্বামী দংশিয়াছে নাগে॥
বধূর মুখেতে শুনি বেহুলার সমাচার।
ভূমে পড়ি সুমিত্রা করে হাহাকার॥
সুমিত্রা বলে বিধি কি হইল মোরে।
আছাড় খাইয়া পড়ে ভূমির উপরে॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে বলে গড়াগড়ি।
বিলাপ করিয়া কান্দে দুঃখ লাগে বৈরী॥
এই কালে বল ভাই করুণ লাচারী॥

উজানীতে বেহুলার পিতা মাতার বিলাপ।

বেহুলা লো ওগো প্রাণের বেহুলা,
জীয়ন্তে শরীরে তুমি মড়ার সঙ্গে গেলা। (ধুয়া)
কোথা গেলে আরে অবোধ সদাগর।
সংসার খুঁজিয়া তুমি না পাইলা বর॥
কোথা হইতে আনিলা জামাই নাগের বাহুয়া
নাগের বাহুয়ার ঠাঁই বেহুলার দিলা বিয়া॥
কোথা গেল আরে পুত্র হরি সদাগর।
বেহুলারে আনি মোর প্রাণ রক্ষা কর॥
মায়ের আবাসে শুনি ক্রন্দনের রোল।
হরি সাধু ধাইয়া আইল হইয়া ব্যাকুল॥

(১) সুমি—সুমিত্রা।

সুমিত্রা বলেন শুন পুত্র সাধু হরি।
মড়া লইয়া যায় বেহুলা মনসার পুরী॥
সুমিত্রা বলেন যাও শীঘ্র করিয়া।
যতদূর লাগ পাও বেহুলারে আন গিয়া॥
হরি সাধু বলে মাতঃ শিরে কর-দিয়া।
কতদূর গেল বেহুলা দেখিয়া আসি গিয়া

বেহুলার সহিত হরিসাধুর সাক্ষাৎ।

মায়ের চরণ বন্দি হরি সাধু লড়ে।
তরাসে বাহিরে গিয়া অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে॥
যেই বাঁকে ভাসে বেহুলা সাহের কুমারী।
সেই বাঁকে মেলে গিয়া মহাসাধু হরি॥
কলার মাজুষে ভাসে মরা স্বামী কোলে।
উচ্চৈঃস্বরে হরি সাধু বেহুলা বেহুলা বলে॥
হরি সাধু বলে বেহুলা যাও কোন ঠাঁই॥
আসিয়াছে অভাগিয়া তব জ্যেষ্ঠ ভাই॥
আসিয়াছি তোমারে নিতে মায়ের আজ্ঞা পাইয়া
মাজুষ চাপাও ঘাটে কথা কও রইয়া॥
হরি সাধু দেখি বেহুলা দুঃখিত অপার।
মাজুষে থাকিয়া বেহুলা করেন নমস্কার॥
বাপ ভাই ত্যজি বেহুলা কোন্ দেশে যাও।
বাপ মায়ের ঘরে বসি ঘৃত অন্ন খাও॥
কেবা দিবে ঘৃত চাউল কেবা দিবে হাঁড়ি।
মুখ চেয়ে দিবে গালি বেহুলা কাঁচা রাঁড়ী॥
নেউট নেউট বেহুলা মোর বোল ধর।
গাঙ্গুরীর কূলে পোড় মরা লক্ষ্মীন্দর॥
পথের দোসর নাই তুমি রূপবতী।
দারুণ বণিককূলে রাখিবা অখ্যাতি॥

বেহুলা বলে ভাই মোরে না বল উচিত।
স্বামী না থাকিলে নারীর জীবন কুৎসিত॥
ঘরে চল ভাই মোরে না বলিও আর।
বাপ মায়ের চরণে মোর জানাইও নমস্কার॥
কান্দিতে কান্দিতে হরি করিল গমন।
সুমিত্রারে জানাইল যত বিবরণ॥
সুমিত্রা বলে লখাই নাগের বাহুয়া।
তার ঠাঁই বেহুলাসুন্দরী দিল বিয়া॥
কপাল ভাঙ্গিয়া দেখিতেছি আর কি।
কোন্ পাপে হারাইলাম বেহুলা হেন ঝি॥
শিশুকাল হইতে পূজি শঙ্কর পার্ব্বতী।
উদরে ধরিলাম তাই বেহুলা হেন সতী।
বিজয় গুপ্ত কবি কহে না কর হুতাশ।
পাইবা বেহুলার লাগ থাক ছয় মাস॥

গোদার ঘাট।

মধুপুর যাইতে কেন মানা। (ধুয়া)

বল নাহি টোটে বেহুলার রূপ নহে হীন।
মনসার চরণ বেহুলা ভাবে রাত্রি দিন॥
এক দুই করিয়া দিবস কত লিখে।
শীঘ্রগতি যাইয়া গোদার ঘাটে ঠেকে॥
জাতি কৈবর্ত্ত বেটা মাথায় ঝাঁটা চুল।
নিরবধি বড়শী বাহে গাঙ্গুরীর কূল॥
একমন লোহার বড়শী বড়া বাঁশের ছিপ॥
সুন্দরীকে দেখিয়া গোদা ঘন মারে টিপ॥
বেহুলাকে দেখিয়া গোদা বলে হরি হরি।
কোথা হইতে আসিয়াছ স্বর্গ-বিদ্যাধরী॥
শুভক্ষণে হইল আজি রজনী প্রভাত।
আমারে বরিতে কন্যা আসিল অকস্মাৎ॥

সতী নারী ধন্য ধন্য সর্ব্বলোকে বলে।
ভুরখানি ভাসিয়া যায় গাঙ্গরীর জলে ॥
বিধাতা বিড়ম্বিল গোদার কর্ম্মফলে।
কাপড় কাচিয়া গোদা ঝাঁপ দিল জলে ॥
হাত বাড়াইল গোদা ধরিতে মাজুষ।
বেহুলা সাক্ষী করে ধর্ম্মপুরুষ ॥
কোপে শাপ দিল বেহুলা গাঙ্গরীর মাঝে।
স্রোতে বড়শী গিয়া আপন পায় বাজে।
তাবৎ থাকিও গোদে ফুটিয়া বড়শী।
যাবৎ হেথায় আমি ফিরিয়া না আসি ॥
ধর্ম্মের প্রভাবে বেহুলা নিরাহারে যায়।
ভাসিতে ভাসিতে গেল আর বাঁক ছয় ॥

আপু ডোমের ঘাট।

ভাসিতে ভাসিতে ভুরা গেল নন্দীপুরা।
আপুয়া ডোমের ঘাটে ঠেকে গিয়া ভুরা ॥
বসিয়াছে আপু ডোম টুঙ্গি ঘরখানে।
ভুরখান দেখি বেটা মনে অনুমানে ॥
বেহুলারে দেখিয়া হইল সচকিত মন।
পরিহাস করি বেটা বলিল বচন ॥
ডোম বলে কন্যা তুমি হও কোন্ জাতি।
কোন্ বংশে জন্ম তোমার কোথায় বসতি ॥
কার পুত্রবধূ তুমি কাহার দুহিতা।
কেন বা মড়ার সঙ্গে কহ সত্য কথা ॥
বেহুলা বলে ডোম তুমি মোরে পোছ কি।
চান্দর পুত্রবধূ আমি সাহে বাণিয়ার ঝী ॥
বিয়ার রাত্রিতে নাগে দংশে লক্ষীন্দর ॥
স্বামী জয়াইতে যাই শিবের গোচর ॥
ডোম বলে মড়া ফেল মাজুষ চাপাও কূলে।
প্রধান রমণী করি রাখিব তোমারে ॥

মাজুষ চাপাও বলি ডাকে পরিত্রাহি।
বিজয় গুপ্ত বলে রাখ বিষহরী আই ॥
গোদা বলে সুন্দরী মাজুষ চাপাও ঘাটে।
বড় পুণ্যের ফলে ঠেকিলে গোদার ঘাটে ॥
গোদারে দেখিয়া তুমি না করিও হেলা।
বিবিধ প্রকারে গোদা জানে নারীকলা ॥
যদি বল সুন্দরী গোদার নাহি ধন।
এক হদে আছে গোদার কড়ি চারি পণ ॥
চারি পণ কড়ি তাহার চৌদ্দ বুড়ি বাছ।
তাহা দিয়া কিনে দিব শিলামণির কাচ ॥
শিলামণির কাচ ভাল সুন্দরীরে সাজে।
গোদা পায় তৈল দিতে ঝামুর ঝুমুর বাজে ॥
সকল গুণ আছে গোদার দোষ একখানি।
দারুণ জ্বর পাইলে ছাড়ে ভাত পানি ॥
চট ভুটি মুড়ি দিয়া রৌদ্রে পড়ে থাকে।
অতি বড় কম্প হইলে মাউগেরে মা ডাকে ॥
ডুমরিয়া গোদা যেন ছোড়া নায়ের ভরা।
চারিদিকে নামিয়াছে পর্ব্বতের ঝরা ॥
নিকটে বসন্তকাল এবে ভাল আছি।
চৈত্র বৈশাখ মাসে ভোন ভোন করে মাছি ॥
এই গাঙ্গরীর কূলে সবে বড়সী বায়।
গোদার মতন ভাল মৎস্য কেহ নাহি পায় ॥
যদি বল সুন্দরী গো সতীনের ঘাটা।
তুমি খাইও ভাল মৎস্য তারে দিও কাঁটা ॥
যে মোর ঘরেতে আছে সে বড় রসিক।
আমা হইতে তার গোদ খানিক অধিক ॥
যে মোর পুত্র আছে তার নাহি বোধ।
ঘর হইতে বাহিরে যাইতে চালে ঠেকে গোদ
শুনিয়া গোদার কথা বেহুলার হইল হাস।
তুমি পুত্র যার তরে বাপের বংশনাশ ॥
বিজয় গুপ্ত বলে বেহুলা বিলম্ব না কর।
মনসুখে বাহিয়া যাও গোদারে নাহি ডর ॥

তোর তরে দিব আমি দিব্য পাটের শাড়ী
নাসায় বেসর দিব চল মোর বাড়ী ॥
দুই পাও ধোয়াইয়াঁ রান্ধিয়া দিব ভাত।
রাত্রিকালে রবা তুমি আমার সাক্ষাৎ ॥
বেহুলা বলে ডোম তোর মুখে বাড়ে পাপ
তোমারে বলিলাম আমি ধর্ম্মের বাপ ॥
নিরস্ত না হয় বেটা বেহুলার বচনে।
হৃদয় দহিছে তার মদনের বাণে ॥
ধরিতে বাড়াইল হাত করিয়া ব্যগ্রতা।
ডোমের চরিত্র দেখি মনে লাগে ব্যথা ॥
কায়মন বাক্যে যদি আমি হই সতী।
আমার হৃদয়ে যদি না থাকে দুষ্ট মতি ॥
কুবোল বলিল বেটা দুঃখের সময়।
অচেতন হইয়া সেই নদী তীরে রয় ॥
কোপেতে বেহুলা যদি তারে শাপ দিল।
অচেতন হইয়া বেটা ভূমিতে পড়িল ॥
সতী ধন্য ধন্য বলি সর্ব্বলোকে বলে।
ভুরাখান ভাসিয়া যায় গাঙ্গরীর জলে ॥
ধর্ম্মের প্রভাবে বেহুলা নিরাহারে রয়।
ভাসিতে ভাসিতে যায় আরো বাঁক ছয় ॥

ধোনা মোনার ঘাট।

শুভদশা হৈল তার দুই তিন মাসে।
মালিয়ার মালঞ্চ মধ্যে ভুরা খান ভাসে
শুক্‌না মালঞ্চ খানি দ্বাদশ বৎসর।
না জানি মালঞ্চে আজ আসিছে ঈশ্বর ॥
মালিনী পড়িল পায় বেহুলা ভজিয়া।
এক খানা বস্ত্র তার গলায় বান্ধিয়া ॥
মালিনীর ভক্তিতে তুষ্ট হইল অপার।
তুষ্ট হৈয়া বেহুলা তারে দিল তিন বর ॥

যোগানে হউক বর ঘরে হউক ভাত।
দেওয়ান দরবারে তুমি পাইবা জাত ॥
উঠ উঠ মালিনী গো কহি তোমার ঠাঁই।
ভুরাখানা ভাসায়ে দাও আপন মনে যাই ॥
দুই এক বলিয়া বেহুলা দিবস কত লিখে।
ধোনা মোনার ঘাটে গিয়া সত্বরে উঠে ॥
তথায় দেখে বেহুলা ধোনা মোনা দুই ভাই।
প্রথম বয়স দোহার ঘরে নারী নাই ॥
বেহুলার রূপ দেখিয়া বেটা করে ধড়ফড়।
দুই ভাই ধাইয়া গেল মাজুষ উপর ॥
প্রথম যৌবনা বেহুলা জলে ভাসি যায়।
বহুমূল্য ধন আছে তাহার সর্ব্ব গায় ॥
তাহা দেখি ধোনা মোনা হাসে কুতূহলে।
শীঘ্র করি নৌকা নিয়া ভাসাইল জলে ॥
বেহুলা না ঘাটে রহে মোনার বাড়ে কোপ।
হাতে বৈঠা লইয়া বাওয়াইল এক ছোপ ॥
রাত্রি দিন বাহে নৌকা গাঙ্গের বুঝে ভাও।
বেহুলার মাজুষ দিকে বাওয়াইল নাও ॥
ধোনা মোনা বলে বেহুলা আর কোথা যাও
দুই ভাই আছি বাছিয়া স্বামী লও ॥
ঘাটের খেয়ানি আমি নিত্য মিলে কড়ি।
হাতে বাজাইয়া আনি পণ তিন চারি ॥
কারো ঘরে স্ত্রী নাই সবে দুই ভাই।
খেয়া দিয়া যাহা পাব দিব তব ঠাঁই ॥
আমার ঘরেতে নাই সতীনের ভয়।
খাইবা বহুৎ বস্তু যত মনে লয় ॥
বেহুলা বলে এত দুঃখ পায় কোন জনা।
বিয়ার রাত্রে পতি মৈল অযশ ঘোষণা ॥
মিছা সে সাহস করি আসিলাম এত দূর।
যাইতে নারিব আমি মনসার পুর ॥
বেহুলার দুঃখ দেখি পদ্মার প্রাণ ফাটে।
মায়ারূপ হৈয়া গেল খেয়ানীর পেটে ॥

অন্তরে থাকিয়া পদ্মা করিল প্রমাদ।
জলমধ্যে দুই ভাইর বাজিল বিবাদ ॥
এককালে দুই ভাই ডালিতে দিল পাও।
জলমধ্যে তল হইল ধোনা মোনার নাও ॥
ভেরুয়া ধরিবে বলি মনে মনে আঙ্গে।
জল লইয়া দুই বেটা মরে মধ্য গাঙ্গে ॥
দুই ভাই বলে মাতা সাক্ষাৎ দেবতা।
আজু হৈতে হও তুমি মোর ধর্ম্মমাতা ॥
না জানিয়া দোষ করি ফল পাইলাম আই
একবার প্রাণরক্ষা কর দুই ভাই ॥
বেহুলা বলে পদ্মাবতী হও প্রসন্ন।
জলমধ্যে দুই ভাইর রাখহ জীবন ॥
ধর্ম্ম-উদ্দেশে যাইতে হইলাম বধের ভাগী।
দুই বেটা জলমধ্যে মরে মোর লাগি ॥
বেহুলার বচনে পদ্মা হাসে কুতূহলে।
জল হইতে দুই ভাইরে কূলে নিয়া তোলে।
ডর পাইয়া দুই ভাই স্মরিল গোসাঞি।
কুঁথিতে কুঁথিতে গেল ঘরে দুই ভাই ॥
ধর্ম্মের প্রভাবে বেহুলা নিরাহারে যায়।
খেয়ানীর ঘাট ছাড়ি গেল বাঁক ছয় ॥

টেটনের ঘাট।

এক দুই করিয়া দিবস কত লিখে।
তথা হইতে গিয়া টেটনের ঘাটে ঠেকে ॥
পরম সুন্দর এক প্রথম বয়স।
জলমধ্যে নামে গলে বান্ধিয়া কলস ॥
তাহাকে দেখিয়া বেহুলার উপজিল তাপ
মাজুষে থাকিয়া বলে না মরিও বাপ ॥
টেটনা বলিল মাতা না বলিও আর।
অবশ্য মরিব চিত্তে করিয়াছি সার ॥
খাইতে নাহিক অন্ন পরিতে বসন।
জাতি মালাকার আমি স্বভাবে টেটন ॥
শিশুকাল হইতে খলের সনে খেলা।
বাপের ধন হারাইলাম করি জুয়াখেলা ॥
কর্ম্মফলে হারাইলাম সব ধন জন।
যেই দেখে সেই বলে জুয়ার টেটন ॥
এমন দারুণ খেলা এড়াতে না পারি।
কল্যকার খেলায় হারাইলাম নিজ নারী ॥
বেহুলা বলে বাপ ঘরে ফিরে যাও তুমি।
আজি হৈতে তোমার দুঃখ দূর করিব আমি
বেহুলার আগে গিয়া ছিঁড়ে গলার দড়ি।
টেটনার হাতে দিল মাণিক্য দোহারী ॥
টেটনা বলে আমি কি করিতে পারি।
কোন কার্য্যে লব ধন ঘরে নাহি নারী ॥
বেহুলা বলেন বাছা তুমি ঘরে যাও।
মাণিক্য দোহারী বেচি কত কাল খাও ॥
যাইবার কালে যদি পাই দরশন।
মন সুখে যত চাহ তত দিব ধন ॥
এতেক বলিয়া বেহুলা খুলিল মাজুষ।
প্রণাম করে ঘরে চলে টেটন পুরুষ ॥
সতী সাধ্বী ধন্য ধন্য সর্ব্বলোকে বলে।
ভুরাখানা ভাসিয়া যায় গাঙ্গুরীর জলে ॥
মাসেকের মরা হৈল গায়ে লাগে বাতাস।
স্রোতে পূঁজ পড়ে কিছু নাই রক্তমাস ॥
মরা স্বামী লৈয়া বেহুলা চলে একেশ্বরী।
নাগরথে চিন্তিয়া বিকল বিষহরি ॥

নেতার ব্যাঘ্ররূপ ধারণ।

পদ্মাবতী বলে নেতা সমুদ্রকূলে যাও।
ব্যাঘ্ররূপ ধরিয়া লখাইর অস্থি খাও॥
অস্থি মাংস খাইও সব না থুইও শেষ।
পাছে যেন খুঁজিয়া তার না পায় উদ্দেশ॥
গাঙ্গরীর মধ্যে বেহুলা চিন্তে মনে মন।
একখান চর দেখে তথা অতি রম্য বন॥
বিপরীত শাল বন ব্যাঘ্র শোভে তাতে।
মনুষ্যের গতি নাই সাত দিনের পথে॥
শাল বন দেখি বেহুলার স্থির নহে হিয়া।
বিক্রম করিয়া বাঘিনী উপস্থিত গিয়া॥
অপূর্ব্ব সুন্দর গাও বড়ই সুঠাম।
উভা লেজ করিয়া সারিল দুই কান॥
খাম খাম করিয়া ডাকে বিপরীত রায়।
দুই আঁখি পাকাইয়া লখাই খাইতে চায়॥
সাহের কুমারী বেহুলা বড় বুদ্ধিমতী।
হস্তযোড় করিয়া বাঘেরে করে স্তুতি॥
বেহুলা বলে বাঘ তুমি দেব অধিষ্ঠান।
বনচর জন্তু মধ্যে তুমি সে প্রধান॥
অভাগিনী নারী আমি লোকে করে ঘৃণা।
বিয়ার রাত্রে মৈল স্বামী অযশ ঘোষণা॥
অনেক দিনের মরা গায়ে আছে পোক।
পচা মাংস খাইলে তোমার না যাইবে ভোক
অভাগিনী বেহুলার সহায় কেবা আছে।
আগেতে আমারে খাও প্রভুরে খাইও পাছে
বেহুলার সে কথা শুনি দুঃখিত হৃদয়।
ততক্ষণে বেহুলারে নেতা দিল পরিচয়॥
অশেষ বিশেষ দেখি বেহুলার ব্যগ্রতা।
বাঘিনী না হই আমি ধোপা ঝী যে নেতা॥
মনসার অনুরোধ না পারি এড়াইতে।
তেকারণে আসিলাম তোমার স্বামী খাইতে।
সাহস করিয়া বেহুলা সাধিছ সকল।
আমি বর দিলাম কার্য্যে হইবে কুশল॥
কিছু ভয় নাই তোমার যাও শীঘ্র করি'
চারি দিন পরে পাবা মনসার পুরী॥
মাজুষ উপরে তুমি হইয়া দেখ খাড়া।
হেথা হইতে দেখা যায় পদ্মার ঘরের চূড়া॥
এতেক বলিয়া নেতা হইলা উর্দ্ধ দৃষ্টি।
বেহুলার উপরে করে দেবে পুষ্পবৃষ্টি॥
আর এক কথা কহি শুন উপদেশ।
অষ্ট নাগ বন্দী করি কেন দেও ক্লেশ॥
না খায় আহার পানি পবন পিয়া থাকে।
অষ্ট নাগ ছাড়িয়া বেহুলা দেও একে একে
এতেক বলিয়া নেতা কামরূপে চলে।
সোতে মাজুষ দিয়া বেহুলা যায় জলে॥
সমুদ্র দেখিয়া বেহুলা ভাবে মনে মন।
পদ্মাবতী বলে নেতা শুনহ বচন॥
এইক্ষণে চল নেতা শীঘ্র করি যাও।
চিলরূপ ধরিয়া লখাইর মাংস খাও॥

নেতার চিলরূপ ধারণ।

উড়িয়া চলিল নেতা সমুদ্র ভিতর।
ছোপ দিয়া নিতে চাহে লখাইর পাঁজর॥
অঞ্চলে চাপিয়া তবে লখাইর পাঁজর।
চিলনীরে স্তুতি করে হাত করি যোড়॥
বেহুলা বলে লক্ষ্মীন্দর তোমার জামাই।
কেমনে তাহার অঙ্গে ছোপ দিবা আই॥
বেহুলা কাকুতি করে করিয়া ব্যগ্রতা।
লজ্জা পাইয়া নিজ ঘরে চলে গেল নেতা।
নেতা যদি ঘরে গেল ভাবে মনে মন।
নেতার বচনে তবে পড়িল স্মরণ॥

সাহের কুমারী বেহুলা নানা বুদ্ধি রাখে।
অষ্টনাগ ছাড়িয়া দিল একে একে ॥
নাগ ছাড়িয়া দিল যদি মনে লাগে তাপ।
চিত্তের দুঃখেতে বেহুলা নাগে দিল শাপ ॥
নাগজাতি হইয়া যার দন্তে বিষ বৈসে।
মনুষ্য দংশিলে যেন তার লেজ খসে ॥

ধোপাঝীর ঘাট।

ভাসিতে ভাসিতে ভুরা চলিল তখন।
ধোপাঝীর ঘাটে গিয়া দিল দরশন ॥
মাংস পচিয়া লখাইর পুঁয ভাসে সোতে।
তবু বেহুলা লখাইরে না ছাড়ে কোন মতে
বেহুলা করুণা করে দুঃখ লাগে বৈরী।
সংবাদ পড়িল গাইন বলরে লাচারী ॥

ওরে মোর কি হইল কি হইল প্রভুর রে। (ধুয়া)
গন্ধেতে বিকট করে, নিকটে বনাইতে নারে,
কেমনে লহব আমি ধুইয়া।
আঙ্গুলে দিলাম টান, মাংস হইল খান খান,
খাবলে খাবলে লইয়া ধুইয়া ॥
সোণার হরপা ভরি, রাখ অস্থি যত্ন করি,
কাতর নয়নে চাহি দেখি।
হরপায় রাখি অস্থি, চাঁপা তলায় রাখে পুতি,
বেহুলা কাঁন্দে উচ্চৈঃস্বরে।
বিজয় গুপ্ত বলে সার, বেহুলা হইয়া পার,
হাঁটি যায় নেতার মন্দিরে ॥

অভাগিনী কার মুখ চাহিবে। (ধুয়া)
দেবের বস্ত্র কাচে নেতা আর নাহি মতি।
কূলে বস্ত্র মেলে তার পুত্র ধনপতি ॥
পুকুরেতে বস্ত্র ধোয় ধোপার কুমারী।
সেই পুকুরেতে নামে সাহের কুমারী ॥
বস্ত্র ধৌত করে নেতা হরিষ অন্তরে।
ডুব দিয়া বেহুলা গিয়া তার পায় ধরে ॥
পায়ে ধরিচে বেহুলা চিত্ত নহে স্থির।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে নেতা কুম্ভীর কুম্ভীর ॥
শুনিয়া নেতার কথা আথেব্যথে চলি।
হস্তেতে নেতার ধরি আনিলেক তুলি ॥
বেহুলা দেখি ধনপতি অস্থির হৈয়া।
জল কন্যা পাইলাম মাগো আমি করব বিয়া
নেতা বলে আরে পুত্র তোর বুদ্ধি কি।
জল কন্যা নহে এই আমার বুইনঝী ॥
নেতা বলে বেহুলা তুমি না চিন্তিও আর।
আজি কালি হবে তোমার দুঃখের উদ্ধার ॥
আমি থাকিতে তোমার কিসের অভরসা।
আমি জীয়াইব লখাই না দেন মনসা ॥
অগ্রে চলি যাও তুমি দেবের সমাজ।
শিব দেখিতে তোমার সিদ্ধ হবে কাজ।
এতেক বলিয়া নেতা ঘরে যায় ঝাটে।
একেশ্বরী বেহুলা রহে ধোপানীর ঘাটে ॥
শোকে উপবাসে বেহুলার শরীর জর্জ্জর।
ঘাটে পুঁতিয়া থুইল লখাইর পাঁজর ॥
সাত পাঁচ মনে বেহুলা চিন্তিয়া উপায়।
ধোপানীর ঘাট হইতে রাজ ঘাটে যায় ॥
চারিভিতে চাহে বেহুলা রাজ ঘাটে বসি।
আসিল ভরিতে জল মনসার দাসী ॥
লীলাবতী দাসী তার সবার প্রধান।
তার জল দিয়া পদ্মা নিত্য করে স্নান ॥
সুবর্ণ-কলসী ভরি থুইল নিয়া জল।
স্নান করিতে দাসী নামিল সকল ॥
স্নান করিবারে দাসী নামে সারি সারি।
কলসী করিল বন্ধ সাহের কুমারী ॥

ীরে উঠি কুম্ভ ধরি করে কানাকানি।
াড়িতে না পারে কুম্ভ করে টানাটানি ॥
কলে চলিয়া যায় কক্ষেতে কলসী।
বপাকে ঠেকিয়া রৈল লীলাবতী দাসী ॥
নন্দে লীলাবতী দাসী শিরে দিয়া হাত।
কান কথা কব গিয়া মনসার সাক্ষাৎ ॥
ীলার ক্রন্দন শুনি বেহুলা ভাবে মনে।
স্তকে তুলিয়া কুম্ভ দিল ততক্ষণে ॥
ানা গুণবতী হয় সাহের কুমারী।
লসীর মধ্যে দিল হাতের অঙ্গুরী ॥
দ্মা বলে লীলাবতী কহ ত্যজি লাজ।
াহার অঙ্গুলী এই কলসীর মাঝ ॥
কাপ পরিহর দেবী কহিব সকল।
াসীগণ লইয়া ভরিতে গেলাম জল ॥
ল ভরি রাখিলাম কলসী সারি সারি।
থায় দেখিলাম কন্যা পরমা সুন্দরী ॥
নুমানে বুঝি হবে বড়র ঝিয়রী।
দই বুঝি রাখে কুম্ভে মাণিক্য অঙ্গুরী ॥
নিয়া লীলার কথা ভাবে সাত পাঁচ।
বহুলার অঙ্গুরী এই হবে বুঝি সাঁচ ॥
বহুলা বলে দাসী মোর কথা রাখ।
াজি আমি কাপড় কাচি তুমি ঘরে থাক
তেক বলিয়া বস্ত্র কাচে একে একে।
াইট করিয়া তাহে পদ্মফুল লিখে ॥
নসার পরিধান বস্ত্র হয় বহুমূল।
াহাতে সুন্দর অতি লিখে পদ্মফুল ॥
াপানীর ঘরে রহে বেহুলাসুন্দরী।
স্ত্র লইয়া গেল তথা ধোপার কুমারী ॥
সন দেখিয়া পদ্মা ভাবে মনে মন।
দ্মফুল বসনে লিখিল কোন জন ॥
েতা বলে পদ্মাবতী মোরে বল কি।
র হইতে আসিয়াছে মোর বুইনঝী ॥

আমা হইতে হয় তার উপাধি গুণ।
শত শত বস্ত্র ধোবা বিনা ক্ষার চুণ ॥
পদ্মাবতী বলে নেতা বুঝিলাম সকল।
আমারে ভাণ্ডিতে তুমি পাতিয়াছ ছল ॥
দূরে ঘোচ নেতা তুই হেথা হ'তে চল।
অন্যজন হইলে এখনি দিতাম ফল ॥
মুই অপমান পাই নাহি তোর তাপ।
দুঃখ পাইয়া মিছা সে পূজিলাম কালসাপ ॥
পদ্মার বদন শুনি হৃদয় বিষাল।
আমি বড় দুষ্ট হই তুমি বড় ভাল ॥
বাপের কাছে সত্য করি আনিয়াছ যারে।
মোর ঘরে বাসা দিতে মানা কর তারে ॥
শিশু হৈতে যেই বেহুলা পূজে পদ্মাবতী।
সাজো হইল রাঁড়ী না হৈল বাসি রাতি ॥
এতেক বলিয়া নেতা চলিল ঘরেতে।
রহ রহ বলিয়া তারে পদ্মা ধরে হাতে ॥
পদ্মা বলে কোপ ছাড় কাছে বৈস নেতা।
এক বোল বলিতে কেন আইসে আর কথা ॥
সর্ব্বলোকে বলে তুমি বুদ্ধিতে আগলি।
বুদ্ধিমতি হৈয়া মোরে কেন এত বলি ॥
কোথায় রহিছে বেহুলা কহ মোর ঠাঁই।
আগে পরিপাটী করি শেষে জীয়াব লখাই ॥
নেতা তুমি ঘরে চল কোপ পরিহর।
তোমার ঘর হইতে গিয়া বেহুলাকে বাহির কর
পদ্মার নিষ্ঠুর বাক্যে নেতার তরাস।
বেহুলাকে ডাকতে চলে আপন আবাস ॥
নেতা বলে বেহুলা কেন আইলা মোর ঘর।
বিলম্ব না কর বেহুলা চলহ সত্বর ॥
যত যত কথা ছিল কহিতে নাই ফল।
মোর ঘর হইতে বেহুলা আর ঘরে চল ॥
এত দুঃখ পাইয়া আসিলা সমুদ্রের পার।
পদ্মা হইতে নাহি তোমার স্বামীর উদ্ধার ॥

পদ্মার বাড়ীর কাছে মহাদেবের পুরী।
নিরন্তর থাকে তথা হর গৌরী॥
আপনে নর্ত্তক গোসাঞি নৃত্য ভালবাসে।
নৃত্য করি বর মাগো যেবা মনে আইসে॥
ভকত বৎসল হর সাগর দয়ার।
নৃত্য গীতে তুষি তারে মাগি লও বর॥
মোর পুত্র ধনপতি বিদ্যায় বড় রঙ্গ।
নাট্যশালায় আছে তার দুই গোটা মৃদঙ্গ॥
কোপ করুক তাপ করুক যেবা করুক মোরে
তাহার এক মৃদঙ্গ লুকাইয়া দিব তোরে॥
বেহুলা বলে তোর চরণে কি বলিব আই।
রাত্রি প্রভাতে যাইব যথায় গোসাঞি॥
বেহুলার বচনে নেতা বলে হয় হয়।
নেতার তরে বলে বেহুলা বাহিরে যাই মুই।
ধনপতির মৃদঙ্গ তুলিয়া লইল কান্ধে।
নেতার আবাস ছাড়ি চলিল সানন্দে॥
রাত্রি শেষ হইল বেহুলা চলে তাড়াতাড়ি।
নেতার আবাস ছাড়ি গেল শিবপুরী॥

মহাদেবের ভবনে বেহুলার নৃত্য গীত।

জীয়ান পালা

রত্নময় সিংহাসনে বসেছেন গোসাঞি।
বাম পাশে বসিয়া আছেন জগৎ গৌরী মাই
থরে থরে বসিয়াছে যতেক দেবতা।
দূয়ে থাকি বেহুলা নোয়াইল মাথা॥
বসিয়াছেন মহাদেব সঙ্গে ভূতগণ।
মৃদঙ্গেতে ঘা দিয়া আরম্ভে কীর্ত্তন॥
সাত পাঁচ ভাবি বেহুলা চিত্ত স্থির করে।
মৃদঙ্গ বাজাইয়া গীত গায় মধুর স্বরে॥

শোকে উপবাসে বেহুলার রাগ নহে ঢিল।
উচ্চৈস্বরে গাহে গীত যেমন কোকিল॥
মহাদেব বলে নন্দী শুন মহাকাল।
কোন্ জনে গীত গায় শুনিতে বড় ভাল॥
যত দিন হেথা নাহি অনিরুদ্ধ ঊষা।
তদবধি নাহি শুনি হেন রাগ ভাষা॥
বাহির হইতে গাহে গীত কোকিল ডাকে যেন
কোন গাইনে গাহে গীত সম্মুখে গিয়া আন।
শিবের বোলে দ্বারবান্ চলি গেল বেগে।
বাহির হ'তে বেহুলারে আনে শিবের আগে॥
এক দৃষ্টে চাহে বেহুলা শিবের চরণ।
ফুটন্ত কমল যেন করেছে শোভন॥
মধুস্বরে গাহে গীত চিন্তে ভগবতী।
কণ্ঠে আসি অধিষ্ঠান হইল সরস্বতী॥
বেহুলারে দেখি গোসাঞি চিন্তিত হৈল চিতে
মনুষ্য দেবতার পুরী আসিল কি মতে॥
মহাদেব বলে শুন নন্দী মহাকাল।
বিদ্যাধরী হৈতে কন্যা নাচে গায় ভাল॥
জিজ্ঞাস গাইন ঠাঁই কিবা করে আশা।
কোটী মূল্য ধন দিয়া বাহিরে দেও বাসা॥
মুখে গীত গায় বেহুলা পায় ধরে তাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥
নৃত্য গীতে শূলপাণি হইল মোহিত।
অনিমেষ নয়নে শিব চাহে কন্যার ভিত॥
মহাদেব বলে নন্দী জিজ্ঞাস কন্যায়।
আসিয়াছে মোর হেথা কিবা বর চায়॥
বেহুলা বলে গোসাঞি তুমি সংসারের সার।
আপনি সকল জান কি বলিব আর॥
বিজয় গুপ্ত বলে গাইন সানন্দ হৃদয়॥
লাচারী প্রবন্ধে বল বেহুলার পরিচয়॥

মহাদেবের নিকট বেহুলার পরিচয়।

ছাড়িয়া যে লাজ ভয়, করযোড়ে বেহুলা কয়,
তুমি শিব অনাদির ধন।
উৎপত্তি প্রলয় স্থান, সকলি আপনি জান,
জানিয়া জিজ্ঞাস কি কারণ॥
তুমি কিনা জান সাঁচে, উত্তর রাজ্যে চান্দ আছে,
চম্পক নগরে তার বাস।
সাধু হয়ে রাজ্য ভুঞ্জে, একমনে তোমা পূজে,
তেকারণে তার বংশ নাশ॥
তাঁহার কনিষ্ঠ সুত, রূপে গুণে সে অদ্ভুত,
লক্ষ্মীন্দর মোর প্রাণপতি।
অনেক তাপ পাইনু বড়, ভাঙ্গিয়া লোহার ঘর,
বিয়ার রাত্রে খাইল পদ্মাবতী॥
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, স্বামী মরে অকস্মাৎ,
কি কব আমার দুঃখের কথা।
মরা স্বামী লইয়া কোলে, ভাসি গাঙ্গরীর জলে,
তোমার উদ্দেশে আসি হেথা॥
অপার সমুদ্র পার, ছয় মাস নিরাহার,
শরীর শুকায় ভোকে শোকে।
তুমি অনাথের গতি, জীয়াও আমার পতি,
খ্যাতি রহুক নরলোকে॥
শুনিয়া বেহুলার বাণী তুষ্ট হইল শূলপাণি,
বেহুলারে বলে সাধু সাধু।
নিকটে ঘনাইয়া রও, তুমি আমার ভিন্ন নও,
চান্দর সম্বন্ধে নাতিবধূ॥
হাসি বলেন চণ্ডী আই, গোসাইর স্মরণ নাই,
বাণের কুমারী এই উষা।
তোমার শাপের ফলে, জন্ম হইল ক্ষিতি তলে,
মনসা করিল হেন দশা॥
চারিদিকে কিবা চাও, বুঝিলাম কার্য্যের ভাও,
অবশ্য জীয়াবা উহার পতি।
যে মুখে কণ্টক বসে, সেই মুখে কণ্টক খসে,
সংবাদ দিয়া আন পদ্মাবতী॥
শুনিয়া চণ্ডীর কথা, ঈশ্বরের মনে ব্যথা,
বুঝিলাম কার্য্যের সন্ধি।
বিজয় গুপ্ত কবি কয়, নায়কের হউক জয়,
পদ্মারে আনিতে যায় নন্দী॥

পদ্মাকে শিবের নিকট আনার জন্য সংবাদ পাঠান।

আপন আবাসে আছেন দেবী পদ্মাবতী।
শিবের আজ্ঞায় নন্দী চলে শীঘ্রগতি॥
নন্দীরে দেখিয়া পদ্মার আনন্দিত মন।
গৌরব করিয়া দিল বসিতে আসন॥
হাসিয়া বলেন নন্দী আসনে কার্য্য নাই।
তোমারে লইয়া যাইতে পাঠালেন গোসাঞি॥
পদ্মাবতী বলে ভাই শুন দ্বারপাল।
মাথায় বেদনা মোর গা নাহি ভাল॥
বুঝিতে না পারি আজি শরীরের ভাও।
আমি তথা না যাইব তুমি চলে যাও॥
পদ্মার বচনে নন্দীর মনে দুঃখ লাগে।
বায়ুগতি যায় নন্দী মহাদেবের আগে॥
পদ্মার বচনে নন্দী করিল গমন।
কহিল সকল কথা শিবের সদন
শুনিয়া নন্দীর কথা কোপে জগন্নাথ।
দন্ত কড় মড় করে কচালে দুই হাত॥
কোপমনে বলে শিব মোরে হইল কি।
কুলের কলঙ্ক হইল পদ্মা হেন ঝী॥
পরের স্বামী খাইয়া পাতিল নারীকলা।
মোর বোলে না আসিল মাথা বেদনার ছলা॥
গণেশকে ডাকিয়া শিব বলিছে বচন।
এইস্থানে পদ্মাকে ডাকিয়া আন এইক্ষণ।

মুষিকবাহনে গণেশ করিল গমন।
মনসার নিকটে যাইয়া দিল দরশন॥
মনসার অঙ্গেতে জ্বর দেখিল চাহিয়া।
সিদ্ধপুরুষ গণেশ আসিল ফিরিয়া॥
ক্রোধ করি মহাদেব বলে আরবার।
পদ্মারে আনিতে যাউক কার্ত্তিক কুমার॥
শিবের বচন যেন ব্রহ্ম হেন জ্ঞান।
সত্বরে চলিয়া গেল পদ্মার বিদ্যমান॥
দেখিতে না দেখে ময়ুর চলে বায়ুগতি।
আঁখির নিমিষে গেল যথা পদ্মাবতী॥
নিকটে পদ্মারে দেখি পার্ব্বতী তনয়।
ময়ুর রাখিয়া প্রণাম করিলেন পায়॥
কার্ত্তিক বলেন দিদি স্বতন্তরা হইয়া।
বাপের আজ্ঞা লঙ্ঘিয়া কেমনে ঘরে রইলা॥
মোর বাক্য শুন দিদি না পাতিও ছল।
নাগরথ সাজাইয়া বাপের আগে চল॥
ব্যাকুল মহাদেব বেহুলার নৃত্য-গীতে।
আশ্বাসিলেন বেহুলারে স্বামিদান দিতে॥
সকল দেবের আগে বেহুলা যে বাদী।
প্রবোধ না দিলে তারে না ছাড়িবে দিদি॥
নাহি যদি যাও দিদি শিবের আদেশে।
লখাই জীয়াইয়া ঈশ্বর পাঠাবেন দেশে।
হয় গৌরী ভক্ত প্রধান চান্দ সদাগর।
লখাই জীয়াইলে তোমা না পূজিবে আর

মহাদেবের নিকট মনসার আগমন।

কার্ত্তিকের অনুরোধে এড়াইতে না পারি
নাগ-আভরণ পরে দেবী বিষহরি॥
পরিধান পাটের শাড়ী কোমরে তক্ষক।
মহাপদ্মের হার পরে কেয়ুর কুরুবক॥
কত কহিব আর নাগের আভরণ।
অষ্ট নাগ লুকাইয়া রাখিল তখন॥
ত্রিভুবন মোহ যায় পদ্মার প্রতাপে।
সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিল পদ্মা অজগর সাপে॥
আরড়িয়া বেঁকা নাগে করিল আসন।
পাটেশ্বরী নাগে পদ্মা করিল বসন॥
খইয়াজাতি নাগে পদ্মার হাতের বড় শোভা।
বিঘতিয়া নাগে পদ্মা মাথায় বাঁধে খোপা॥
কুণ্ডলিয়া নাগে পদ্মার কর্ণের কুণ্ডলী।
জাতিসর্প দিয়া বান্ধে মাথার পুটলী॥
শিশরিয়া নাগে পদ্মার ললাটে সিন্দূর।
বিঘতিয়া বোড়া নাগে চরণে নূপুর॥
সূর্য্যমণি নাগে পদ্মার শাড়ীর আঁচলী॥
ধামু নাগেতে পদ্মার কোমরে কাঁচলী॥
কত নাগ পাছে চলে কত চলে আগে।
লুকাইয়া ঘরেতে রাখিল অষ্টনাগে॥
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিল নাগ আভরণে।
কার্ত্তিক সহিত গেল পদ্মা বাপ দরশনে॥
নৃত্য দেখেন মহাদেব আর নাহি চিত।
প্রণাম করিয়া পদ্মা দাঁড়াইল এক ভিত॥
সঘনে নাচে বেহুলা যেন উড়ে পাখী।
অধোমুখী রহিল পদ্মা না মেলে আঁখি॥
বেহুলারে দেখি পদ্মার বিরস বদন।
মুখামুখী হইয়া হাস যত দেবগণ॥
বেহুলা বলে শিব তুমি জ্ঞানের নিদান।
আঁচল পাতিয়া মাগি দেও স্বামীদান॥
স্বামীদান মাগে বেহুলা আনন্দিত চিত।
এই কালে বল ভাই লাচারীর গীত॥

দাতা আরে শিব তুমি পূর্ণ ভগবান্।
আঁচল পাতিয়া বেহুলা মাগো স্বামীদান॥ (ধুয়া)
কোথায় উত্তর রাজ্য কোথায় দেবপুর।
তোমার যশঃ শুনিয়া আসিলাম এতদূর॥
অনাথের নাথ তুমি দেব অধিকারী।
হেন না বলিও মড়া জীয়াইতে না পারি॥
সৃষ্টির প্রধান তুমি অনাথের গতি।
বেহুলার স্বামী জীয়াইতে চাহ পদ্মাবতী॥
পরমকারণ তুমি দেবের দেবতা।
চারিযুগ তোমার বাক্য নাহিক অন্যথা॥
তোমার সেবকের পুত্র বীর লক্ষ্মীন্দর।
মনসা দংশিল তারে উদ্ধার হে হর॥
আঁচল পাতিয়া বর মাগিছে বেহুলা।
এতেক দেখিয়া তবে পার্ব্বতী রুষিলা॥
লঙ্গটা ভাঙ্গড় শিব ধুতুরা ভক্ষণ।
তোমার সেবকের কথা শুভের লক্ষণ॥
এইক্ষণে দিলা বর এবে স্মরণ নাই।
বেহুলারে আশ্বাসিয়া জীয়াব লখাই॥
মহাদেব প্রতি দেবী বলিলা নির্য্যাস।
সিংহপৃষ্ঠে চাপি দেবী উঠিলা আকাশ॥
রহ রহ বলি শিব ডাকে পরিত্রাহি।
পদ্মারে বলিল শিব জীয়াও লখাই॥
মহাদেব বলে পদ্মা শুন সাবহিতে।
বেহুলার স্বামী তুমি খাইলা কি মতে॥
বাপের নিষ্ঠুর বোল শুনি কম্পিত শরীর।
যোড়হাত করিয়া তবে বলে ধীরে ধীর॥
কর্ম্মদোষে মরে স্বামী মোরে দে বাদ।
বিচার করিয়া চাহ মোর নাহি অপরাধ॥
এতেক দেবের মধ্যে মোরে দেয় মিছা বাদ।
সকলই জান তুমি মোর যত অপরাধ॥
বাজ পড়ুক বেহুলার মুণ্ডে বেহুলা যাউক ক্ষে
কর্ম্মদোষে মৈল স্বামী মোর দোষ দে॥
বন-রাজ্য নহে সেই মনুষ্যের ভূমি।
খাইয়া থাকি উহার স্বামী জীয়াইয়া দিব আমি॥
পদ্মার বচনে বেহুলা মনে হাসি।
এত মায়া জান তুমি কপট রাক্ষসী॥
যেন সেবা করিলাম তেন পাইলাম ফল।
সর্ব্বনাশ করিলা মোর আরো বল খল॥
দেবকন্যা হইয়া তুমি এত মায়া জান॥
কল্য খাইয়া স্বামী আজি নাহি মান॥
বিজয় গুপ্ত স্তুতি করে মনসার পায়।
লাচারী বলিতে ভাই এই ত সময়॥

পদ্মা তোর কপটের নাহি ওর। (ধুয়া)।
ছোটর ঝিয়ারী নও, আপনে দাঁড়াইয়া কও,
তুমি স্বামী নহে খাও মোর।
লখাইর দংশন নাহি জান, অষ্টনাগ সভায় আন,
এখনি দেখিয়া যাউক সবে।
সংবাদ দিয়া আন নাগে, লোহার বাসর ভাঙ্গে,
তুমি সে দংশিলা প্রাণনাথে॥
আন আন ডাক ছাড়ে, পদ্মার মুখে ধুলা উড়ে,
সম্ভ্রমে মুখেতে নাহি বাণী।
দেবগণে বলে হর, বেহুলা যে স্বরূপে কয়,
মুখ টিপি হাসে শূলপাণি॥
কাত্তিক বলেন দিদি, ডরেতে উত্তর না দি,
বিবাদে জিনিলে নাহি যশ।
হারিলে বড় অখ্যাতি, জীয়া বেহুলার পতি,
লোকমুখে ঘুষিবে পৌরুষ॥
পদ্মা বলে মহাসেন, তুমি কেন বল হেন,
আমি নাহি জানি ইতিবৃত্তি।
কাল পেয়ে যেই মরে, বিধাতা রাখিতে নারে,
কেমনে জীয়াব ওর পতি॥
বলে বেহুলা ঘরে যাউক, নৃত্য ছাড়ি গীত গাউক,
আমা হইতে নহে প্রতিকার।

ওঝা ধন্বন্তরি বেটা মহাজ্ঞান জানে।
কাটা গুয়া জীয়াইল দেখিলাম বিদ্যমানে॥
আষাঢ় মাসেতে হইল নাগ পঞ্চমী।
অষ্ট নাগ সহিতে আমি নামিলাম মেদিনী॥
শুনিয়া কুপিল বেটা না করিল শঙ্কা।
হেতালের বাড়ি দিয়া কাঁকাল করিল বেঙ্কা।
এইত শ্রাবণ মাসে জগৎ হরষিত।
পাতিয়া বিচিত্র ঘট গাইনে গায় গীত॥
নগর-মণ্ডল চান্দ চম্পকের রাজা।
চম্পক নগরে মোর মানা করে পূজা॥
এইত ভাদ্র মাসে বরিষা ঘন কাটি।
মহাজ্ঞান হরিলাম কপটে হইলাম নটী॥
শুন বেহুলা কতই অপমান।
চান্দরে স্বামী মানিলাম হরিতে মহাজ্ঞান॥
এই ত আশ্বিন মাসে পূজে দশভুজা।
লুকাইয়া সোনেকা আমারে করে পূজা॥
শুনিয়া কুপিত চান্দ গেল অন্তঃপুর।
হেতালের বাড়ি দিয়া ঘট করে চুর॥
বাপের লাগিয়া প্রাণে এত দুঃখ সয়।
আর জন হইলে প্রাণ ততক্ষণে লয়॥
এইত কার্ত্তিক মাসে শুকায় খালিজুলি।
শঙ্কুর নগরে গেলাম হইয়া গোয়ালী॥
সাক্ষাতে দেখিলাম বেটা বিষদধি খায়।
কমলার মাসী হইয়া চিন্তিলাম উপায়॥
ধন্বন্তরী ওঝা নিয়া গাড়িল উত্তরে।
উত্তরিয়া বায়ে সর্প মাথা তুলিতে নারে॥
এইত অগ্রহায়ণ মাসে পৃথিবী শস্য ধরে।
বিষভাত খেয়ে বেটার ছয় পুত্র মরে॥
বেটার চক্ষে নাহি পানি।
আর গালি পাড়ে মোরে লঘুজাতি কাণী॥
এই ত পৌষ মাসে উত্তরিয়া বাও।
পাটন যাইতে চান্দ ডিঙ্গা করে ভাও॥

মায়ারূপে গেলাম মুই সোনেকার গোচর।
ঝালুয়ার মণ্ডপে গিয়া দিলাম পুত্রবর॥
দেখ বেহুলা বরের শকতি।
সেই বরে জন্মিল তোমার প্রাণপতি॥
এই ত মাঘ মাসে বহে মলয়া পবন।
হরিষে চলিল সাধু দক্ষিণ পাটন॥
আপনে বসিয়া মুই ধরিলাম কাণ্ডার।
কপটে ভাঙ্গিয়া দিলাম রাজার ভাণ্ডার॥
এত ধন দিলাম বেটা তবু নহে বুঝে।
আমা বই আর যত দেবগণ পূজে॥
এইত ফাল্গুন মাসে চান্দ নিজ দেশে চলে।
পৃথিবীর দেবগণে পূজে ধূপ ফুলে॥
দুই হস্ত পাতিয়া আমি মাগিলাম ফুল পানি
হেলায় না দিল ফুল আরো বলে কাণী॥
এইত চৈত্র মাসে আনিয়া ঝড় বাও।
অতি কোপে ডুবাইলাম চান্দর চৌদ্দ নাও॥
আমি কি বেহুলা চান্দ বাণিয়ার শালী।
হাঁটিতে বসিতে বলে ধামনা ভাতারী॥
বার মাসের তের পদ লইল লিখিয়া।
এই ত বৈশাখ মাসে তোমার হইল বিয়া॥
বিজয় গুপ্ত বলে দেবী না বলিও আর।
এই বেহুলা হইতে হবে বাদের উদ্ধার॥
দেবী দেবের প্রধান।
ভকত জনের মাতা করিও কল্যাণ॥
চান্দ মোরে করিলেক এতেক অবস্থা।
শুন শুন আগো বেহুলা মোর দুঃখের কথা॥
তোমার শাশুড়ী কাজ ভাল বুঝে।
একমনে সদা সে বিষহরী পূজে॥
লুকাইয়া খাইতে গেলাম তার পূজা।
চান্দ মোর কাঁকল করিল কুঁজা॥
তিলেক না করি তার হানি।
মোরে হাঁটিতে বসিতে ডাকে কাণী॥

বাদ করে চান্দ সদাগর।
অতি কোপে খাইলাম লক্ষ্মীন্দর॥
এখন বুঝিলাম তোমার মতি।
অবশ্য জীয়াইব তোমার পতি॥
মনসার কথা যদি হৈল অবসান।
বেহুলা বলে মোর দুঃখ কর অবধান॥
বেহুলা বলে দুঃখের কথা পদ্মা দিল চিত।
এই কালে বল ভাই ছয় মাস্যা গীত॥

বিজয় গুপ্ত বলে বেহুলা না কর ক্রন্দন।
আজি হৈতে দুঃখ তব হইবে মোচন॥
পদ্মাবতী বলে বেহুলা না কান্দিও আর।
এখনি জীয়াইয়া দিব বীর লক্ষ্মীন্দর॥
ডাইনে পদ্মাবতী বৈসে বাম ধারে নেতা।
ধ্যান জুড়িয়া বৈসে তক্ষকের মাতা॥
নেতার সঙ্গেতে দেবী করে কাণাকাণি।
শীঘ্র করি আনিলেন অমৃত কুণ্ডের পানি

ছয় মাসের সংবাদ।

প্রথম বৈশাখ মাসে শ্বশুর মোর আইল।
মাসের উনত্রিশে বিবাহ মোর হইল॥
মুখচন্দ্রিকার কালে স্বামী চলিল পাটে।
অপযশঃ করে লোকে শুনি প্রাণ ফাটে॥
জ্যেষ্ঠ মাসেতে আমি ভাসিলাম সাগরে।
সমুদ্রের ঢেউ দেখে প্রাণ কাঁপে ডরে॥
মহাসুখে বাস করে সবে পতি সঙ্গে।
আমি অভাগিনী ভাসি সাগর তরঙ্গে॥
আষাঢ় মাসেতে আমি পড়িলাম দায়।
ঘাটের খেয়ানী বেটা মোরে নিতে চায়॥
শ্রাবণ মাসেতে পুনঃ ঠেকিলাম দায়।
বন হইতে ব্যাঘ্র আসি প্রভুরে খাইতে চায়॥
অরণ্য দেখিয়া মোর ভয়ে প্রাণ ফাটে।
স্তুতি করি বাঘিনারে এড়াইলাম সঙ্কটে॥
ভাদ্র মাসেতে বয় উতরালি বাও।
গলিল প্রভুর মাস খসিল হাত পাও॥
আশ্বিন মাসেতে আমি ছিলাম একেশ্বর।
শরীর শুকাইয়া আমার হইল জর জর॥
ছয় মাস ছিলাম মাগো স্বামী লইয়া কোলে।
তোমার প্রসাদে আমি আসিলাম কূলে॥

লক্ষ্মীন্দর জীয়ান।

বসিল মনসা লখাই জীয়াইতে। (ধুয়া)

বাছিয়া বাছিয়া অস্থি থুইল এক ভিত।
সংযোগে যোড়ায় পুরুষের রীত॥
নেতার সহিত পদ্মাবতী করিয়া কাণাকাণি।
খণ্ড বিয়নী আনে অমৃতকুণ্ডের পানি॥
নানা পুষ্পের ডাল আনি থুইল এক ঠাঁই।
ধ্যান করিয়া বসিলেন বিষহরী আই॥
লক্ষীন্দর জীয়াইতে পদ্মা আগুসার।
চারিদিকে দেবগণ দিল পাটোয়ার॥
গুরু উপদেশ পদ্মা মন্ত্র পাইল তপে।
লখাইর গায় হাত দিয়া মূলমন্ত্র জপে॥
উকি দিয়া কেহ কেহ চাহে পদ্মার পানে।
ধ্যান যুড়িল পদ্মা দেবতা বিদ্যমানে॥
শব্দ করি মন্ত্র পড়ে দেবতাগণে শুনে।
বাম পাশে ধোপাঝী মনসা দক্ষিণে॥
ক্ষীর-নদীর সাগরে পড়িয়া গেল ভাটা।
বাপে ঝী সঙ্গে যায় আকাশে ছোঁয় জটা॥
কুলে থাকি ডোমনী হাসিয়া গড়ি যায়।
মনসার স্মরণে বিষ ঘা মুখে আয়॥

লখাইর গায়ে হাত দিয়া মূলমন্ত্র জপে।
বজ্রচাপড় মারে লক্ষ্মীন্দরের বুকে॥
চাপড় ছাড়িয়া পদ্মা বলে হরি হরি।
গুরু গুরু স্মরিয়া স্মরিল ধন্বন্তরি॥
বিজয় গুপ্ত বলে পদ্মা মানি পরিহার।
মন্ত্রছলে বলি কিছু সরস পয়ার॥

ও বিষ নাই রে।
লখাইর শরীরে বিষ নাইরে। (ধুয়া)

ধ্যানেতে বসিলা পদ্মা তক্ষকের মাতা।
বাম পাশে বসিলেন ধোপাঝী নেতা॥
ডাইনে ধবল নদী বামে গঙ্গাদেবী।
পদ্মাবতী মন্ত্র পড়ে শিবের পদ ভাবি॥
আরে কালকূট বিষ তোর নাম নাই।
অমৃত মন্থনে তোরে সৃজিল গোসাঞি॥
কাজল বরণ বিষ চলে ঘন পাকে।
গাঙ্গের কূলে থাকিয়া ধোপাঝী ডাকে॥
কাজল বরণ বিষ কোমল শরীর।
হের আস ডাকে তোরে গরুড় মহাবীর॥
ক্ষীর-নদী সাগরে জালিয়া দিল খেও।
বিষ খাইয়া ঢলিয়াছিল ঈশ্বর মহাদেও॥
ধোপাঝীর মন্ত্রবলে ধন্বন্তরি শিব।
পদ্মার স্মরণে ঘামুখে আয় কালকূট বিষ॥
ধোপাঝী কাপড় কাচে গাঙ্গে ভাটা থাকে।
ঘামুখে আয় বিষ বিষহরী ডাকে॥
গোসাঞি গেল পুষ্পবাড়ী দেবী রহিল শুইয়া।
তিন দিনের ঘাখানি হৈয়া গেল কুইয়া॥
রক্ত পড়ে পুঁয পড়ে পানী।
ওলা কালকূট বিষ আদ্যের কাহিনী॥
গাঙ্গের কিনারা দিয়া বাহিয়া গেছে লতা।
পদ্মাবতী মৎস্য মারে বাজে ধরে নেতা॥
কূলে থাকি ধোপাঝী হাসি গড়ি যায়।
ধনন্তরির আজ্ঞায় বিষ ঘা মুখে আয়॥

ক্ষীর-সিন্ধুজলে আছে ডোমুনীর ঘর।
শিবের স্মরণে বিষ ঘামুখে মর॥
কাকা বলে কাকী লো হের দেখ রঙ্গ।
শিবেরা বাপে ঝী লৈহে যায় সঙ্গ॥
ইহা শুনিয়া কাঁকর হইয়া গেল বিষ।
ক্ষয় যা ভস্ম যা কালকূট বিষ॥
মন চলিতে পবন চলে বিষ চলে বায়ে।
লক্ষ্মীন্দর ঢলিয়াছে কালবিষের ঘায়ে॥
শিবের চরণ ধরি পদ্মা যুড়িলেক ধ্যান।
বুকে হাত দিয়া পদ্মা জপে মহাজ্ঞান॥
ধোপাঝীর মহাজ্ঞান চারি যুগে জাগে।
খসা ছিল যত অস্থি সংযোগে সংযোগে
এক অক্ষর মন্ত্র পদ্মা জপে ধীরে ধীর।
অমৃতকুণ্ডের জল দিয়া সৃজিল শরীর॥
খণ্ডবিয়নীর জলে অমৃতকুণ্ডের ঝড়া।
যাহা পরশিলে উঠে ছয় মাসের মড়া॥
দেবগণ বলে পদ্মা তুমি বিষ্ণু অংশ।
অস্থির উপরে লখাইর উপজিল মাংস॥
শিব বলে পদ্মাবতী করিলা বড় কর্ম্ম।
মাংসের উপরে লখাইর হইল চর্ম্ম॥
কাহার শকতি বুঝিতে পারে দেবতার ৫
হাত পা মুণ্ড হইল কর্ণ চক্ষু নাক॥
অতি সুলসিত হইল পায়ের অঙ্গুলি।
চর্ম্মের উপরে লখাইর হইল রোমাবলি।
সুন্দর অধর ওষ্ঠ বদন অতুল।
নাসিকা নির্ম্মাণ হইল যেন তিলফুল॥
মন্ত্রবলে পদ্মাবতী রক্ত পায় বিশেষ।
চামর জিনিয়া লখাইর হইল কেশ॥
চন্দ্র জিনিয়া মুখ অধিক উজ্জ্বল।
খঞ্জন জিনিয়া চক্ষু অধিক নির্ম্মল॥
অপূর্ব্ব সুন্দর হইল শরীর গঠন।
পুরুষের লক্ষণ হইল সবার বিদ্যমান॥

ণে মন্ত্র জপে দেবী হৃদয়ে জপে শিব।
রীরের মধ্যে লখাইর সঞ্চারিল জীব॥
কল শরীরে লখাইর উপজিল বায়ু।
দ্মার প্রসাদে লখাইর হইল চির আয়ু॥
াক দিয়া মনসা কাণে মন্ত্র কয়।
াত পা লাড়ে লখাই ঘন শ্বাস বয়॥
খাই দেখিয়া দেবগণ স্মরয়ে গোবিন্দ।
ীবন্ত শরীর যেন শুইয়া যায় নিন্দ॥
গুবিয়নীর জল দিল চারিধার।
রামাঞ্চিত হইল লখাইর শরীর॥
মৃতকুণ্ডের জল দিয়া গায় দিল ছড়া।
লটিয়া লক্ষ্মীন্দর গা দিল মোড়া॥
াণে মূলমন্ত্র জপে দেবী ততক্ষণ।
দ্মার প্রসাদে হইল লখাইর চেতন॥
দ্মা বলে আরে লখা কত নিদ্রা যাও।
ায়রে মনসা তোমার চক্ষু মেলি চাও॥
ভদশা হইল তোমার দুঃখ গেল দূর।
ক্ষু মেলি দেখ এই মহাদেবের পুর॥
ালিকার মন্ত্রে অকাট্য আকুট।
ার বাক্য ভব করি ঝাটে তুই ওঠ॥
তামার শরীরে আর কালবিষ নাই।
ার যদি নিদ্রা যাও শিবের দোহাই॥
ঠ উঠ বলি ডাকে বিষহরী আই।
মিতে উঠিয়া বসে সুন্দর লখাই॥
াখি মেলিয়া লখাই চারিদিকে চায়।
াখিয়া লজ্জিতা বেহুলা বস্ত্র নাহি গায়॥
ভামধ্যে লক্ষ্মীন্দর নাহিক বসন।
েট মাথা করিয়া রহিল লজ্জিত হইয়া মন
াজয় গুপ্ত বলে সবে কার্য্যে দেও চিত।
েন সময় বস্ত্র দেওয়া গাইনের উচিত॥

জীল লক্ষ্মীন্দর, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর,
খণ্ডিল পদ্মার বাদ
সবার কল্যাণে, দংশ জীয়াইলাম রে
গাইনে করে আশীর্ব্বাদ॥

ভাল ভাল সবে বলে চান্দর কোঁয়ার।
লখাইরে পরিতে দেও উত্তর কাপড়॥
যমঘর হইতে আইল আর বার।
আইওগণ সবে দিল জয় জোকার॥
জয় জয় সবে করে হয়ে আনন্দিত।
লখাইর অঙ্গে বস্ত্র নাই বেহুলা লজ্জিত॥
স্বামী দেখিয়া বেহুলা হইল কুতূহল।
আথেব্যাথে ছিঁড়ি দিল নেতার আঁচল॥
সেই বস্ত্র লক্ষ্মীন্দর পরে শীঘ্র করি।
বিস্মিত হইয়া তবে নেহালে দেবপুরী॥
লখাইর মুখ দেখিয়া সবে করে হায় হায়।
পাষাণে রাখিছে হিয়া লখাইর বাপ মায়॥
সর্ব্বলোকে বলে চান্দর অমৃত হৃদয়।
সাত পুত্র মরিল তবু প্রাণ রয়॥
ধন্য সোনেকা তোমার সফল জীবন।
তোমার ঘরে জন্মিয়াছিল এই চন্দ্রবদন॥
সত্যে অব্যাহতি পাইল নাচে শূলপাণি।
চতুর্দ্দিকে বিদ্যাধরী দিল জয়ধ্বনি॥
চারিভিতে চাহে লখাই স্থির নহে মন।
বেহুলারে চিনে মাত্র না চিনে অন্য জন॥
লক্ষ্মীন্দর বলে বেহুলা বুঝিতে নারি কার্য্য
কোথায় আসিয়াছি এ দেশ কোন্ রাজ্য॥
তুমি আমি ছিলাম লোহার বাসর।
তথা হইতে কেমনে আসিলাম এতদূর॥
লখাইর বচনে বেহুলার মনে লাগে ব্যথা।
যোড হাত করি কহে যত ইতি কথা॥

লোহার বাসরে তোমা দংশিল নাগিনী।
তোমা লইয়া আসিলাম সমুদ্রের পানি ॥
কলার মাজুষ চড়ি হইলাম দেশান্তরী।
তোমারে জীয়াইলাম আমি দেব সহায় করি।
বেহুলার বচনে লখাইর হরষিত মন।
দুই জনে নৃত্য-গীত করয়ে তখন ॥
ধনপতির মৃদঙ্গ কাছিয়া লইল কান্ধে।
হাতে তালি দিয়া বেহুলা নাচয়ে সানন্দে ॥
সাত পাঁত মহাদেব মনে মনে আঁচে।
হাসিয়া বলিল শিব বেহুলা কেন নাচে ॥
বেহুলা বলে গোসাঞি তোমার দায় নাই।
স্বামী লইয়া নাচি মুই মনসার ঠাঁই ॥
বেহুলার বচনে শিব চাহে আড় আঁখি।
ঘনপাকে নাচে বেহুলা ময়ূরের পাখী ॥
কাহার শক্তি বুঝিতে পারে দেবতার মায়া।
বেহুলার মুখ দেখি পদ্মার বাড়ে দয়া ॥
তোমার তরে আইলাম মুই দেবতার সমাজ।
লক্ষীন্দর জীয়াইয়া সাধিলাম তোমার কাজ ॥
শিশুকাল হইতে আমা পূজ নিরন্তর।
আপন সুখে যেই চাহ সেই দিব বর ॥

ছয় ভাসুর জীয়ান।

বেহুলা বলে মাতা কি কহিব তব পায় ॥
ঘরে রাঁড়ী আছে মোর জাল জন ছয় ॥
সর্ব্ব নষ্ট হইল দুষ্ট শ্বশুরের বাদে ॥
মৈল স্বামী জীয়াইলাম তোমার প্রসাদে ॥
স্বামী লৈয়া দেশে যাব মনে বড় দুঃখ।
ছয় রাঁড়ীর শুনি ফাটিয়া যাবে বুক ॥
অকালে রাঁড়ীর যৌবনে দিল ডালি।
মোর স্বামী দেখিয়া গালি দিবে ছয় রাঁড়ী
তোমার চরণ বিনা আর গতি নাই।
দয়া থাকে জীয়াও মা প্রভুর ছয় ভাই ॥
তোমার চরণ বলে আসি এতদূর।
কৃপা করে দেও মোরে ছয়টী ভাশুর ॥
এতেক বলিয়া বেহুলা নাচে ঘন পাকে।
ভাল ভাল বলি পদ্মা হাত দিল নাকে ॥
পদ্মাবতী বলে বুঝিলাম এবে।
কপটে মোহিলা তুমি সর্ব্বদেবে ॥
স্বামী জীয়াইতে আসিলা এতদূর।
এখন জীয়াইতে চাহ ছয় ভাসুর ॥
অবশ্য করিব তোমার যেবা মনে লয়।
শেষে যেন তোর হাতে কার্য্য সিদ্ধি হয় ॥
এত বলি পদ্মাবতী বেহুলারে আশ্বাস দিয়া।
গঙ্গার আবাসে দেবী উপস্থিত হইল গিয়া ॥
রত্ন-সিংহাসনে বসিয়াছেন ভাগীরথী।
প্রণাম করিয়া বসেন দেবী পদ্মাবতী ॥
পদ্মারে জিজ্ঞাসা করে কেন আইলা মাতা।
একে একে কহেন দেবী বেহুলার কথা ॥
শুনিয়া বেহুলার কথা দুঃখ উপজিল।
চান্দর ছয় পো পদ্মার হাতে আনিয়া দিল ॥
চান্দর ছয় পুত্র দেখি পদ্মার কৌতুক।
রথে তুলিয়া আনে দেবী বেহুলার সম্মুখ ॥
সিংহাসনে বসি পদ্মা আড় আঁখি চায়।
চান্দর ছয় পুত্র দাঁড়াইল ডাইনে বাঁয় ॥
হাসিয়া বলিল তবে জগৎগৌরী আই।
হের দেখ বেহুলা তোমার স্বামীর ছয় ভাই।
মনসার চরণে ছয় বীরের বিনয়।
লখাই বেহুলার সঙ্গে হইল পরিচয় ॥
ভকত বৎসলা দেবী জগতের মাতা।
সকল কহিল যত উপজিল কথা ॥
ছয় ভাসুর দেখি বেহুলা হইল লজ্জিত।
প্রণাম করিয়া বেহুলা হইল এক ভিত ॥

ছয় ভাই দেখি লখাইর আনন্দিত মন।
একে একে প্রণাম করে ভাই ছয় জন ॥
একে একে সবে হইল কোলাকুলি।
লখাইর মাথায় দিল ভাইরা পদধূলি ॥
নায়কের বর দেও বিষহরি আই।
এক ঠাঁই মিলন হইল লখাইর সাত ভাই ॥
বিজয় গুপ্ত রচে পুঁথি মনসার পাঁচালী।
সাতে গীত গাহে নাচে বেহুলা বালী ॥
সাত ভাই সুন্দর কিছু উনা নাই।
একে একে সাত জনে গড়িছে গোসাঞি ॥
হেন মতে দেবগণ করয় প্রশংসা।
বেহুলার নৃত্যে মোহিত হইল কুমারী মনসা।
স্বামী জীয়াইলাম তব ভাসুর ছয় জন।
আবার বেহুলা তুমি নাচ কি কারণ ॥
সকলে তুষ্ট হইলাম নৃত্যে কাজ কি।
মনসুখে যেই চাহ সেই আমি দি ॥

চৌদ্দ ডিঙ্গা উদ্ধার।

দয়াভাবে বচন শুনিয়া মনসার।
প্রণাম করিয়া বেহুলা বলে আরবার ॥
পথে যাইতে মাগো সাগর গহন।
আসিতে আসিলাম দুইজন যাইতে অষ্টজন
আসার কালে আসিলাম কলার নায়।
যাইতে দেশেতে মাগো কি হবে উপায় ॥
দেশে যাইতে দেও শ্বশুরের চৌদ্দ নাও।
দুই হাতে ধরে বেহুলা মনসার পাও ॥
সাহের কুমারী তুমি কার্য্যের জান ভাও।
স্বামী ভাসুর জীয়াইলে আরো চৌদ্দ নাও
তোমার বচনে আমি না করিব আন।
তোমা হইতে হবে আমার দুঃখ অবসান ॥

তথা হইতে আইলা দেবী সাগরের পার।
এখনই তুলিব নৌকা চিন্তা নাহি আর ॥
পদ্মার বচনে বেহুলার হরিষ হৃদয়।
স্বামী ভাসুর লইয়া বেহুলা সমুদ্র তীর যায়
বেহুলারে এতেক বলি পদ্মাবতী আই।
নাগরথে চড়ি গেলা গঙ্গাদেবীর ঠাঁই ॥
পদ্মারে দেখিয়া গঙ্গা আসিল আপনে।
কি কারণে আগমন আসিয়াছ কেনে ॥
পদ্মা বলে অবধান কর গো জাহ্নবি।
কপটে আসিল বেহুলা সর্ব্বদেবে সেবি ॥
স্বামী ভাসুর জীয়াইতে আগে করে ভাও।
এখনে চাহে বেহুলা শ্বশুরের চৌদ্দ নাও ॥
পদ্মার বচনে গঙ্গা হাসে খলখলি।
চিরকাল ডিঙ্গায় পড়িয়াছে বালি ॥
অর্দ্ধেক জলে আছে ডিঙ্গা খানিক নহে টুটে।
কেমনেতে সেই নৌকা জল হৈতে উঠে ॥
সংবাদ দিয়া আনে পদ্মা হনুমান।
পদ্মার স্মরণে আইল উনকোটী নাগগণ ॥
বিনয় করিয়া পদ্মা কহেন শুনহ বচন।
চান্দর চৌদ্দ ডিঙ্গা উঠাও আমার কারণ ॥
এতেক শুনিয়া হনুমান না করিল আন।
নাগগণ লইয়া তোলে ডিঙ্গা চৌদ্দখান ॥
ধনে জনে চৌদ্দ নাও জোড়ানী আছিল।
সকল বেহুলার স্থানে বুঝাইয়া দিল ॥
একে একে উঠিল চান্দর ডিঙ্গা চৌদ্দ গোটা।
বিদায় লইয়া চলে পবনের বেটা ॥
দেখিয়া কৌতুক অতি বেহুলাসুন্দরী।
আরবার নাচে বেহুলা সাহের কুমারী ॥
পদ্মাবতী বলেন বেহুলা আর নাচ মিছা।
বেহুলা বলে বাকী আছে ধন্বন্তরী ওঝা ॥

ধন্বন্তরী ওঝা জীয়ান।

বেহুলার বচনে পদ্মা ঈষৎ হাসিয়া।
ধন্বন্তরী ওঝা দেবী দিলেন আনিয়া॥
পদ্মা বলে বেহুলা তবে করহ গমন।
বিলম্ব না কর ঝাটে চল এইক্ষণ॥
পদ্মার বচনে বেহুলা উঠে হরষিতে।
মনসার পদধূলি লইলেক মাথে॥
ভক্তিভাবে শিবদুর্গা করিল বন্দন।
একে একে প্রণমিল যত দেবগণ॥
লখাই বেহুলারে দেখি সবের আনন্দিত হিয়া
সেইখানে লখাইর করাইল বাসি বিয়া॥
পদ্মা বলে বেহুলা শুনহ বচন।
অপযশ খণ্ডে যেন তোমার কারণ॥
বেহুলা বলে পদ্মাবতী তুমি মোর মাতা।
এবে সে জানিলাম তোমা মোর লাগে ব্যথা॥
সত্য করি বলিলাম তোমার দুই পায়।
তোমার ঘট লইয়া যাইব এই নায়॥
শিবদুর্গা দুই জন আনন্দে বন্দিয়া।
নেতার চরণ বন্দে হরষিত হইয়া॥
নৌকায় চড়িয়া সবে হইলা আনন্দিত।
নেতের চামরের বাও পড়ে চাবিভিত॥

দেশে গমন পালা

বেহুলার দেশে গমন।

সবারে বন্দিয়া লখাই ডিঙ্গায় চড়ে গিয়া
সকল লইয়া ডিঙ্গা দিলেক খুলিয়া॥
বেহুলা বলে শুন দেবী নিবেদি আই।
তব ঘট দেও মোরে মাথায় করি যাই॥
বেহুলারে ঘট দিতে পদ্মা স্থির নয়।
আদি অন্ত যত কথা বেহুলার ঠাঁই কয়॥
মহাদেব বলে শুন বেহুলা গুণবতী।
চান্দরে কহিও যেন পূজে পদ্মাবতী॥
প্রণাম করিয়া বেহুলা পড়িল ভূমিত।
শিরে মনসার ঘট লইল ত্বরিত॥
সকল দেবের পদ বন্দে একে একে।
পদ্মার চরণ বন্দি চলিলেক কৌতুকে॥
ছল ছল করে দেবের নয়নের পানি।
থাকুক অন্যের কাজ কান্দে শূলপাণি॥
সকলে নিমেষ ত্যজি একদৃষ্টে চায়।
মন কুতূহলে চড়ে মধুকর নায়॥
ডিঙ্গা বাওয়াইয়া যায় সাধুর কুমার।
সাত ভাই কোলাকুলি আনন্দ অপার॥
মাঝিগণে সারি গায় শুনিতে সুললিত।
এইকালে বল ভাই লাচারীর গীত॥

(সিন্ধুরাগ)

প্রতি নায় পড়ে সাড়া, ঢাক ঢোল বাজে কাড়া,
বাজে অবিরত কপিলাস। (১)
প্রতি নায় নৃত্য-গীত, সর্ব্বলোকে হরষিত,
ডিঙ্গার উপর বিচিত্র আবাস॥
ছয় নায়, ছয় কোঁয়র, মধুকরে লক্ষ্মীন্দর,
বেহুলা বসিল বাম পাশে।
উপরে বিচিত্র আবাস, চন্দ্রের যেন প্রকাশ,
নক্ষত্র যেন উদয় আকাশে॥
ধনে সাধু নহে উনা, প্রতি নায় সফরিয়া বানা, (২)
শ্বেত নীল বিচিত্র বসন॥

১। কপিলাস—এক রকম বাদ্য যন্ত্র।
২। বানা—পতাকা।

পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে, চৌদ্দ নাও লুপ্ সাজে,
অন্তরীক্ষে দেখে দেবগণ ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা চলিয়া যায়, দুই কূলে লোকে চায়,
অন্তরীক্ষে দেখে সুরপতি।
প্রশংসিল দেবগণে, সানন্দে বিজয় ভণে,
যাহারে সদয় পদ্মাবতী ॥
ডিঙ্গা বাওয়াইয়া চলে বীর লক্ষ্মীন্দর।
নেতা ধোপাঝীর ঘাটে নৌকা মিলিল সত্বর ॥

নেতা ধোপাঝীর ঘাট।

বেহুলা বলেন প্রাণনাথ নিবেদি চরণে।
অস্থি থুইলাম অভাগিনী এই স্থানে ॥
এই চম্পতলে অস্থি করিলাম পোতন।
পশ্চাতে নেতার সঙ্গে হইল দরশন ॥
বেহুলার বচনে লখাই কূলে তোলে বাট।
সুবর্ণে বান্ধিয়া দিল ধোপাঝীর ঘাট ॥
বেহুলা বলে দুঃখের কথা নিবেদি রাঙ্গা পায়।
যাবার কালে বাঘিনী খাইতে আসিল তোমায়
বাঘের স্তব করিলাম যোড় করি কর।
নিজরূপ ধরিয়া তবে নেতা গেল ঘর ॥
এতেক শুনিয়া লখাই বেহুলার হাতে ধরি।
বড় ভাগ্যে পাইলাম তোমা হেন নারী ॥
এত শুনি লক্ষ্মীন্দরের ক্রোধ হইল মনে।
শালবন এড়িয়া বাঘ মারিল তখনে ॥
চম্পকের রাজা সাধু ধনে অকাতর।
বাঘপুরী নামে তথায় স্থাপয়ে নগর ॥

টেটনের ঘাট।

এ বাঁক হইতে বেহুলা আর বাঁকে যায়।
টেটনের ঘাটে গিয়া পৌছিল নায় ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা দেখি টেটনা করে পরিহার।
পূর্ব্বে সত্য করিয়াছ মা সত্যে হও পার ॥
শুনিয়া লখাইর মনে চমৎকার লাগে।
কোন্ সত্য করিয়াছ প্রিয়া মানুষের আগে
লখাইর বচনে বেহুলার মনে লাগে ব্যথা।
যোড়হাতে কহে পূর্ব্ব টেটনের কথা ॥
টেটনের যত কথা কহিতে না পারি।
জুয়াখেলা খেলিয়া হারাইল উহার নারী ॥
ভিক্ষা মাগিয়া খায় ঘরে নাহি বসে।
সাগরে নামিয়া মরে গলায় কলসে ॥
এতেক দেখিয়া মোর দুঃখে পোড়ে হিয়া।
সত্য করি উহারে করাব পঞ্চ বিয়া ॥
বেহুলার বচন লখাই না করিল আন।
চৌদ্দ ডিঙ্গা সেইখানে করিল চাপান ॥
সমুদ্রের কূলে তবে নগর বিচারিয়া।
পাঁচ গৃহস্থের কন্যা আনিল মূল্য দিয়া ॥
বন হইতে ফল ফুল আনিল তুলিয়া।
সমুদ্রের কূলে টেটনা করে পাঁচ বিয়া।
টেটন বিয়া করাইয়া লখাই কৌতুক।
আর কিছু ধন দিল বিয়ার যৌতুক ॥
বিয়া করিয়া টেটন গেল আপনার ঘর।
চৌদ্দ ডিঙ্গা বাহিয়া চলিল লক্ষ্মীন্দর ॥

ধোনা মোনার ঘাট।

টেটনার ঘাট এড়ি বীর লক্ষ্মীন্দর।
ধোনা মোনার ঘাটে গিয়া মিলিল সত্বর ॥

বেহুলা বলে প্রাণনাথ নিবেদি চরণে।
ধোনা মোনা পাটনী আছে এই স্থানে॥
তোমারে লইয়া যখন দেবপুরে যাই।
আমারে ধরিতে হেথা আইল দুই ভাই
চর পাঠাইয়া দিল নগর ভিতর।
দুই জন ধরি আনে লখাইর গোচর॥
ততক্ষণে দুইজনে শালে তুলি দিল।
খেওয়ানিপুর বলি তথা গ্রাম বসাইল॥

গোদার ঘাট।

এক বাঁক হইতে বেহুলা আর বাঁকে যায়।
গোদার থানায় গিয়া ডিঙ্গা চাপায়॥
একেশ্বর আছে গোদা থরহরি কাঁপে।
অচল হইয়াছে দুষ্ট বেহুলার শাপে॥
গোদারে দেখিয়া বেহুলা বলে থাক থাক।
যত বিরূপ বলিয়াছ ভুঞ্জ তাহার তাপ॥
গোদাকে দেখিয়া বেহুলার মনে লাগে ব্যথা।
লখাইর স্থানে কহে গোদার যত কথা॥
শুনিয়া লক্ষ্মীন্দরের ক্রোধ হইল চিতে।
পাইক পাঠাইল গোদারে কাটিতে॥
কপাল লিখন কভু না যায় খণ্ডান।
গোদারে কাটিয়া ডিঙ্গা করাইল স্নান॥
নানাবিধ প্রকারে পূজে যত দেবগণ।
সুবর্ণের মূর্ত্তি স্থাপিল রূপে অনুপম।
আজু হইতে হইল গোদাবরী নাম॥

হরি সাধুর ঘাট।

এ বাঁক হইতে বেহুলা আর বাঁকে যায়।
হরিসাধুর ঘাটে গিয়া দরশন পায়॥
ডিঙ্গা চলিয়া যায় গাঙ্গে লড়ে পানী।
ডাইনে বামে দেখিলেন নগর উজানী॥
বেহুলা বলে প্রাণনাথ নিবেদি তব পায়।
যাবার কালে না দেখিলাম মোর বাপ মায়
কলার মাজুষে প্রভু তোমারে লইয়া যাই।
এইখানে মিলিল মোর হরি সাধু ভাই॥
এতেক কহিল যদি সাহের কুমারী।
হরষিতে গেল তবে সাহে বাণিয়ার বাড়ী॥
বেহুলারে দেখি রাণীর আনন্দ অপার।
বাপ মায়ের চরণে বেহুলা করে নমস্কার॥
একে একে বন্দে ছয় ভাইর চরণ।
তার পাছে বন্দে বেহুলা বধূ ছয়জন॥
কুলপুরোহিত বেহুলা করে নমস্কার।
শ্বশুর শাশুড়ী বন্দে চান্দর কুমার॥
বিজয় গুপ্ত রচে পুঁথি মনসার বর।
উজানী সংবাদ হইল এইখানে সোসর॥

হাঁরার ঘাট।

হাঁরার ঘাটেতে ডিঙ্গা আইল সাত ভাই।
চম্পক নগর অদ্য দেখিবারে পাই॥
নায় যাইতে এক দিন তের প্রহর।
হস্তযোড়ে কহে বেহুলা লখাইর গোচর॥
বেহুলা বলে প্রাণনাথ করি নিবেদন।
আজ্ঞা কর দেখে আসি শ্বশুর চরণ॥
কিরূপ আছে রাজ্য চম্পক নগর।
কিরূপে আছেন মোর শ্বশুর সদাগর॥
রাত্রি দিন শাশুড়ী কান্দিয়া বিকল।
তোমার আজ্ঞা পাইলে জানিয়া আসি সকল॥
বেহুলার বচনে লক্ষ্মীন্দর হাসে।
একেশ্বরী যাইতে প্রিয়া যুক্তি নহে আসে॥

পুনরপি বলে বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের পাশ।
আমারে রক্ষা কে করেছিল এই ছয় মাস
আজ্ঞা করিল তবে বীর লক্ষ্মীন্দর।
চলিল সুন্দরী বেহুলা চম্পক নগর॥

বেহুলার ডোমনী বেশ ধারণ।

সাহের কুমারী বেহুলা জানে উপদেশ।
কপটে ধরিল বেহুলা ডোমনীর বেশ॥
মায়া ছান্দে ডোমনীবেশে বান্ধিলেক কেশ।
ঝাঁখি সাজাইল যত ডোমনীর বেশ॥
আকৃতি প্রকৃতি যেন ডোমনীর বেশ।
চম্পক নগরে বেহুলা করিল প্রবেশ॥
ডোমনীর কথা শুনিয়া সোনেকা রাণী।
দ্বারী পাঠাইয়া তবে আনিল ডোমনী॥
ডোমনীর মুখপানে করে নিরীক্ষণ।
বেহুলার আকৃতি রাণী দেখে ততক্ষণ॥
সোনেকার সাক্ষাৎ রহিল যোড় করি কর।
সোনেকা বলে ডোমনী কোথায় তোর ঘর॥
সর্ব্বাঙ্গ ভিতিল সোনার নয়নের জলে।
বেহুলা বেহুলা বলি ডোমনী লইল কোলে॥
বুকে হাত দিয়া বলে মোর হইল কি।
ডোমনী নহে তুমি সাহে বাণিয়ার ঝী॥
সোনেকা বলে বেহুলা মোরে কহ সাঁচে।
তোর দোষ নাহি কিছু দৈবে সে আছে॥
দশবার বলিলাম না পাতিলা চিত।
গুরুর বোল লঙ্ঘিলা হইল বিপরীত॥
দূরে যদি গেলা তুমি ভাসিয়া মাজুষে
কোন নগরে লাগ পাইল টেটন পুরুষে॥
কোন ঘাটে ভাসাইলা মোর লক্ষ্মীন্দর।
সকল এড়িয়া শেষে গেলা ডোমের ঘর॥

মিছা না কহিও বধূ কহিও নিশ্চয়
মনসার চরণে বিজয় গুপ্তের বিনয়।

সুন্দরী ওগো বেহুলা
স্বরূপে কহিবে মোরে সার। (ধুয়া)

ভাসাইল লক্ষ্মীন্দর, ফিরিয়া না আইল,
কলঙ্কের নাহি তোর ডর॥
পরিধানে পাটের সাড়ী, কপালে সিন্দুর পরি,
কেন বধূ হইল হেন গতি।
পথে যাইতে পাইলা ভয়, সেকারণে হেন হয়,
বাণিয়া কুলে রাখিলা অখ্যাতি॥
ভুরায় ভাসিয়া গেলা, লইয়া লক্ষ্মীন্দর বালা;
সত্য করিলা জীয়াইবার।
পতি ভাসাইয়া জলে, জাতি নাশ করিলা হেলে,
তোর দেখি ডোমনী আকার॥
ডোমনী লইয়া কোলে, হা লখাই হা লখাই বলে,
কান্দে সোনা দিয়া গড়ি।
অতি দীর্ঘ রায় কান্দে, কেশভার নাহি বান্ধে,
বিজয় গুপ্ত রচিল লাচারী॥

সুন্দর শরীর তোমার গেল ছারে খারে।
ফলিলেক পূর্ব্বে যে কহিল সদাগরে॥
ভেলায় মজাইলে তুমি জাতি আপনার।
এই সব ছিল বেহুলা কপালে তোমার॥
গন্ধ বণিক জাতি গেল ছার খারে।
স্বরূপে কহিও বধূ না ভাঁড়াইও মোরে॥
যে হইল সে হইল তোর কপালের লিখন
লখাইর বদলে দেখি তোমার চাঁদ বদন॥
আরে দারুণ বিধাতা যাউক ক্ষে।
মরণ কালেতে আর কত দুঃখ দে॥

মনের কথা মোরে অকপটে কহ।
দূরে না যাইও তুমি এইখানে রহ॥
সোনেকার বচনে বেহুলার পোড়ে মন।
প্রণাম করিয়া বধূ কহিল তখন॥
তুমি গাণিয়া আমি জাতি খেয়ানী।
লবা কি না লবা তুমি কহত বিজনী॥
তোমার যশঃ আমি শুনিছি চারি পাশে।
বিজনী লইয়া আসিলাম অতি বড় আশে॥
লাজ উপেক্ষিয়া আমি খুঁজিলাম তোমাত।
লখাইর কল্যাণে মোরে দেও গুটিক ভাত॥
ধাই চেড়ী বলে তুই আন মান পাত।
গুটীক আনিয়া দেই তবে পান্তা ভাত॥
বেহুলাও ভাল জানে নারীকলা।
বাহিরে নিল ভাত খাইবার ছলা॥
খাইবার ছলায় গেল মানগাছের গোড়ে।
শালগাছেয় গোড়ায় ভাত পুতিয়া এড়ে॥
ডোমনী দেখিয়া সোনা কান্দিয়া বিকল।
পাখা লইতে আইল নারী সকল॥
বৈদ্য বিজয় গুপ্তে সরস গায়।
বিজনী বেচিয়া ডোমনী কড়ি লইয়া যায়॥
লখাই এড়িয়া বেহুলা আইল প্রাণ নহে স্থির
বিজনী বেচিয়া গেল পুরীর বাহির॥
চারিদিকে চাহে বেহুলা স্বভাবে সেয়ান।
বাহির দখলে দেখে চান্দর দেয়ান॥
চান্দের দেয়ান দেখিয়া বেহুলার কাঁপে হিয়া।
বস্ত্রে গা ঢাকিয়া চলে এক পাশ দিয়া॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু নহে লড়ে।
পাশ দিয়া বেহুলা চলে চান্দর দৃষ্টি পড়ে॥
চান্দ বলে কোথা গেলা দ্বারের দুয়ারী।
আচম্বিতে কোথা হইতে আইল ডোম-নারী॥
হেন অনুচিত কি জীয়ন্ত প্রাণে সহে।
রাজ সভার নিকটে কি ডোমনী পথ বহে॥
ভাল মন্দ জ্ঞান নাই যৌবন বড় বল।
নূতন ডোমের নারী আজি দিব ফল॥
কোন পাইক আছে হেথা ছোঁয় ডোম-নারী।
বিজয় গুপ্তেবে রাখ মনসা কুমারী॥
কোপমনে চান্দ কহে বেহুলা কাঁপে ভয়।
লাচারী বলিতে ভাই এই ত সময়॥
রোষিল চান্দ দেখিয়া ডোম-নারী।
লোহিত নয়ন মুখ কাঁপে থরথরি॥
দেখিয়া ডোমনারী চান্দ চমকিত।
চঞ্চল নয়নে চান্দ চাহে চারিভিত॥
দ্বারী প্রহরী পাইক আছে লাখে লাখে।
এত লোকে ডোমনী আইল কোন্ পথে॥
চান্দ বলে এত দুঃখ শরীরে না সহে।
রাজ-সভার নিকটে ডোমনী পথ বহে॥
নহে বুড়া বিপরীত যৌবন সময়।
রাজ-সভার মধ্যে আসিল নাহি লাজ ভয়॥
মোর আগে দেখায় পিন্ধন পাটের শাড়ী।
কাপড় কাড়িয়া লয়ে মারে কেবা বাড়ি॥
সোমাই পণ্ডিত বলে চান্দ অধিকারী।
রাজ্যের ঠাকুর হইয়া ডোম কেন মারি॥
পণ্ডিতের বোলে লজ্জিত হইল সদাগর।
হেথা হইতে খেদাও ডোমনী যাউক ঘর॥
লখাই এড়িয়া বেহুলা শান্ত নহে চিত।
ত্বরিত গমনে গেল গাঙ্গরীর ভিত॥
তাড়াতাড়ি হাটে বেহুলা যেন চলে বাও।
আথেব্যথে গেল যথা লক্ষীন্দরের নাও॥
বেহুলার বিলম্বে লখাই চিন্তে মনে মন।
বাপের রাজ্যে গেল বেহুলা কেন এতক্ষণ॥
একদৃষ্টে বেহুলার পথ লখাই নেহালে।
হাসিতে হাসিতে বেহুলা গেল হেনকালে॥
বেহুলারে দেখিয়া লখাইর রোমাঞ্চিত কায়।
প্রণাম করিয়া বেহুলা উঠে সেই নায়॥

লখাইর পায়ের ধূলি বেহুলা লইল।
একে একে চম্পক নগরের যত কথা কহিল
বার্ত্তা পাইয়া লখাই হইল কৌতুক।
কখনে দেখিব মা বাপের মুখ॥
ছয় ভাই লইয়া লখাই খলখলি হাসে।
উলটি পালটি লখাই বেহুলারে জিজ্ঞাসে॥

—ঃ*ঃ—

ওগো বেহুলা

মায় নি মোর আছেন কুশলে। (ধুয়া)
চম্পক নগরে গেলা, কিরূপ দেখিয়া আইলা,
দড় নি দেখেছ বাপমায়॥
আমায় বিদায় দিয়া, পাষাণে বান্ধিয়া হিয়া,
হেন মা মোর আছে কেমন।
আমরা যে সাত ভাই, মা বলিতে লক্ষ্য নাই,
মা বুঝি মোর কান্দিয়া বেড়ায়॥
আমারে ভাসাইয়া জলে, পাষাণ লইয়াছে কোলে,
মা বুঝি মোর লখাই বলে কাঁদে।
মা যে জানে সন্তানের মায়া, রক্ত মাংসে একই কায়া,
মা বুঝি মোর হইয়াছে পাগল॥

ওগো প্রভু, ঘরে ঘরে কেন্দে ফেরে
তোমার জননী। (ধুয়া)

বেহুলা বলে প্রাণনাথ করি নিবেদন।
দেখিয়া আসিনু শ্বশুর শাশুড়ীর চরণ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে ক্ষণে গড়ি যায়।
লখাই লখাই বলি মায় কান্দিয়া বেড়ায়॥
বুকে ঘা হানিয়া বলে কোথা লক্ষ্মীন্দর।
লখাই লখাই বলি সদা করে হাহাকার॥
তোমার যত আভরণ সম্মুখে রাখিয়া।
নিরবধি কান্দে রাণী লখাই বলিয়া॥

অন্ন পানি ত্যাগি রাণী লখাই বলি কান্দে।
মলিন হয়েছে অঙ্গ কেশ নাহি বান্ধে॥
আর যত লোক আছে চম্পক নগরে।
আনন্দে আছয়ে সবে প্রতি ঘরে ঘরে॥
আমারে ছাড়িয়ে কোথা গেলি রে লখাই।
সকল ঘরে সুখ আছে মোর ঘরে নাই॥
শুনিয়া মায়ের দুঃখ করে হাহাকার।
কান্দিয়া আকুল লখাই ভাঙ্গে পাটোয়ার॥
কতক্ষণে মাতৃপদ দেখিব নয়নে।
এই বলিয়া ধারা বহে যুগল-নয়নে॥
লখাই বলে বেহুলা কি চিন্ত উত্তাপ।
স্বরূপে নি দেখিলা আমার মা বাপ॥
বেহুলা বলে প্রাণনাথ কেন হেন বলি।
তোমা না দেখিয়া লোক শোকে ব্যাকুলি॥
শোকাকুল সোনেকা কি কহিব আর
দেখিলাম শ্বশুরের অস্থি চর্ম্মসার॥
তোমার বাপ দেখিলাম পাকা গোঁপ দাড়ী।
এবে বাম কান্ধে আছে হেতালের বাড়ী॥
আমারে দেখিয়া তোমার বাপে বলে মার মার।
সোমাই পণ্ডিত লাগিয়া পাইলাম নিস্তার॥
ধাই চেড়ী দেখিয়া পাছে হইল শোক।
তোমার তরে কান্দে যত নগরের লোক
দেশে দেশে চাহিলাম জনে জন সকল।
পরিচয় না দিলাম সবার কুশল॥
দেশের বার্ত্তা পাইয়া কৌতুক সর্ব্বজনা।
ডিঙ্গার পাইকে সারি গায় কৌতুকে নাচে ধনা॥
বৈদ্য বিজয় গুপ্তের সরস রচিত।
বেহুলারে প্রশংসা করে রোঙ্গাই পণ্ডিত॥
দুই হাত নাকে দিয়া হাসে সাত ভাই।
একদৃষ্টে বেহুলার মুখ নেহালে লখাই॥
দুঃখে সুখে বেহুলার মুখ অধিক উজ্জ্বল।
মনে মনে লক্ষ্মীন্দর চিন্তিয়া বিকল॥

বেহুলার পরীক্ষা *

লখাই বলে স্ত্রীজাতি কিবা কর্ম্ম বুঝে।
অরণ্য মধ্যে বসিয়া নানা সুখ ভুঞ্জে ॥
শ্বশুর শাশুড়ী আর বাপ ভাই রাখে।
স্বতন্তর হইল তার নানা দোষ ঠেকে ॥
সতী পতিব্রতা হউক ধর্ম্মেতে তৎপর।
স্বতন্তর হইলে নারী ফলে অথান্তর ॥
জলে স্থলে দূর দেশে করিল প্রবাস।
একেশ্বর হইয়া বেহুলা ভ্রমে ছয় মাস ॥
সঙ্গতি দোসর নাই পথে নানা ভয়।
এতেক পাষণ্ড কোথা স্ত্রীধর্ম্ম রয় ॥
মনসুখে একেশ্বর ভ্রমে ছয় মাস।
হেন নারী ঘরে নিলে লোক করিবে উপহাস।
রাবণের ঘরে সীতা হইল প্রমাদ।
অগ্নি পরীক্ষা দে তবু লোকে বাদ।
অগ্নি শুদ্ধ হইল সীতা দেবলোক সাক্ষী।
তবু ত লোকে বলে সীতা রাবণের সখী ॥
নগরের লোকের স্ত্রী বিশেষ বণিক।
ছিদ্র পাইলে জ্ঞাতিলোকে না সবে খানিক ॥
সাত পাঁচ ভাবিয়া লখাই স্থির করে চিত।
কোপমনে বসিল লখাই না চাহে বেহুলার ভীত
হেট মাথা করিয়া লখাই সাত পাঁচ গণে।
বেহুলা যত কথা কহে কিছু নাহি শুনে ॥
লখাইর আশা বুঝিয়া করে কাণাকাণি।
লখাই বেহুলারে বর্জ্জিবে হেন অনুমানি ॥
যে নারী হইতে হইল সকল উদ্ধার।
হেন নারী বর্জ্জিবে লখাই কোন ব্যবহার ॥
কাছে বসিয়া কাণাকাণি করে ছয় ভাই।
অনুমানে বুঝি বেহুলারে বর্জ্জিবে লখাই ॥

কেহ বলে হেন কর্ম্ম এখন কেন হয়।
লোকের কাণাকাণি দেখি বিস্ময় ॥
বুদ্ধিমতী বেহুলা পরের বুঝে হিয়া।
লখাইর আশ বুঝি যোড়হস্ত করিয়া ॥
চরণে ধরিয়া বেহুলা যোড় করি হাত।
কিসের আবেশ ভাব মোর প্রাণনাথ ॥
কোন্ কার্য্যে প্রভু তোমার বিরস বদন।
ভাঙ্গিয়া না কহ কেন মনের কথন ॥
অকারণে প্রভু তোমার মনে লয় দ্বন্দ।
বুঝি তোমার কূটবুদ্ধি জান পরের মন্দ ॥
ছয় মাস একেশ্বর কেহ না ছিল কাছে।
আপনা শুদ্ধ কহিতে আমার মনে আছে ॥
স্বতন্তরে বিদেশে ভ্রমিলাম এত কাল।
বিনে শুদ্ধিতে ঘরে গেল না ভাল ॥
কোপ রাগ এড় প্রভু স্থির কর বুদ্ধি।
তোমার আগে জানাইব আপনার শুদ্ধি ॥
ধর্ম্ম যশ রাখ লোকের হউক শিক্ষা।
রজনী প্রভাতে তুমি নিও মো পরীক্ষা ॥
বেহুলার বচনে লোকে বলে রাম রাম।
সেইখানে করে দিন রজনী বিশ্রাম ॥
রজনী প্রভাত কালে কাকে ডাকে ঠাঁই ঠাঁই।
নল খাঁক কাটিয়া তবে বুনিল খাড়ৈ।
মন দিয়া সাত ভাই রহিল হাতাহাতে।
আঙ্গুল অন্তর দিল এক এক গাছ বেতি ॥
আথেব্যথে খাড়ৈ বুনাইয়া করিল সারা।
একে একে লিখিয়া রাখিল সহস্রের ঝড়া ॥
লক্ষ্মীন্দর বলে বেহুলা আর কত চাহ।
খাড়ৈ হাতে করিয়া গঙ্গার জলে যাহ ॥
তোর সতীপনা দেখুক লোক সকল।
গাঙ্গ হইতে তোল তুমি এক খাড়ৈ জল ॥
স্বরূপে যদি হও সতী হেন জানি।
খাড়ৈ হইতে না পড়িবে এক ফোঁটা পানি ॥

* এই অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়।